আরবী ভাষা ও সাহিত্যে আল কোরআন ও আল হাদীসের প্রভাব (৬১০-৭৫০ খৃ.)

আরবী বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক
প্রফেসর, আরবী বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

গবেষক

আবু নোমান মো. আবদুর রহিম
পিএইচ.ডি. গবেষক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

মার্চ ২০১২

GIFT

আরবী ভাষা ও সাহিত্যে আল কোরআন ও আল হাদীসের প্রভাব (৬১০-৭৫০ খৃ.)

465176

আরবী বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Library
465176

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক

প্রফেসর, আরবী বিভাগ,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

গবেষক

আবু নোমান মো. আবদুর রহিম

পিএইচ.ডি. গবেষক

রেজি: ৩৯/২০০৪-৫

পুন: রেজি: ১৫২/২০০৮-৯

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

মার্চ ২০১২

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঘোষণা পত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, "আরবী ভাষা ও সাহিত্যে আল কোরআন ও আল হাদীসের প্রভাব (৬১০-৭৫০ খৃ.)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব, একক ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। বর্তমান অভিসন্দর্ভটি পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি।

465176

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

10-3-2012

আবু নোমান মো. আবদুর রহিম
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজি: ৩৯/২০০৪-৫
পুন: রেজি: ১৫২/২০০৮-৯
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রফেসর ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক
পিএইচ.ডি. (আলীগড়)
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

সূত্র..................

তারিখ 9/6/2022

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক জনাব আবু নোমান মো. আবদুর রহিম কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত "আরবী ভাষা ও সাহিত্যে আল কোরআন ও আল হাদীসের প্রভাব (৬১০-৭৫০ খৃ.)" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে এ শিরোনামে বাংলাদেশের কোথাও কোন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যপ্রান্ত পাঠ করেছি এবং অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে জমাদানের জন্য অনুমোদন করছি।

465176

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

9/6/2022
ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক
প্রফেসর ও তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

যোগাযোগ: ৩১/এফ, ঈসা খান রোড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
ফোন: ৯৬৬১৯০০/৫৫০১ (বাসা), ৯৬৬১৯০০/৬১০৪ (অফিস), মোবাইল: ০১৭১৫০১৮৫৪২, ০১৫৫২৪৮৩৯৮৭, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩, E-mail: duregstr@bangla.net, Websit:http://www.univdhaka.edu

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

অধ্যায় সমূহ		বিষয়	পৃষ্ঠা
		☞ ঘোষণা পত্র ।	
		☞ প্রত্যয়ন পত্র ।	
		☞ আরবী বর্ণমালা এর বাংলায় প্রতি বর্ণায়ন	
		☞ শব্দ সংক্ষেপ	
		☞ কৃতজ্ঞতা স্বীকার	
		☞ ভূমিকা ।	১-৭
প্রথম অধ্যায়	:	**ভাষা**	
		ভাষার সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	৮-১৫
		আরবী ভাষা ও অধিবাসীদের পরিচয় ।	১৬-২৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	**আরবী সাহিত্য**	
		আরবী সাহিত্যের উপাদান ও ক্রমবিকাশ	২৪-৩৬
		আরবী গদ্য সাহিত্যের ক্রমধারা	৩৭-৪১
তৃতীয় অধ্যায়	:	**আরবী কাব্য সাহিত্য**	
		আরবী কাব্য সাহিত্যের সংজ্ঞা ।	৪২-৪৭
		আরবী কাব্য সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ।	৪৮-৫৫
		আরবী কাব্য সাহিত্যের বিষয়বস্তু ।	৫৬-৬৬
চতুর্থ অধ্যায়	:	**আল-কুরআন**	
		আল কোরআনের পরিচয় ।	৬৭-৭৪
		আল কোরআন নাযিলের পর্যায়	৭৫-৮১
		আল কোরআন সংরক্ষণ ও সংকলন ।	৮২-৯৪
পঞ্চম অধ্যায়	:	**আল হাদীস**	
		আল হাদীসের পরিচয় ।	৯৫-১০১
		হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলন ।	১০২-১১৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	**আরবী পদ্য সাহিত্যে আল কোরআন ও আল হাদীস**	
		আরবী পদ্য সাহিত্যে আল কোরআনের প্রভাব ।	১১৬-১২৪
		আরবী পদ্য সাহিত্যে আল হাদীসের প্রভাব ।	১২৫-১২৭
		ইসলামী যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবি ।	১২৮-১৬১
		আরবী পদ্য সাহিত্যে খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রভাব	১৬২-১৭৩
সপ্তম অধ্যায়	:	**আরবী ভাষা ও গদ্য সাহিত্যে আল কোরআন ও আল হাদীস**	
		আরবী ভাষা ও গদ্য সাহিত্যে আল কোরআনের প্রভাব ।	১৭৪-২৩৬
		আরবী ভাষা ও গদ্য সাহিত্যে আল হাদীসের প্রভাব ।	২৩৭-২৫৯
		খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীদের বিভিন্ন সাহিত্য কর্ম	২৬০-২৯৩
উপসংহার	:		২৯৪-২৯৬
গ্রন্থপঞ্জি	:		২৯৭-৩০৪

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্ব প্রথম মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি সকল প্রকার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যার অপার করুণায় এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। সাথে সাথে অসংখ্য দরূদ ও সালাম জ্ঞাপন করছি মানবতার মুক্তিদূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি। সমস্ত সাহাবায়ে কেরামসহ পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানদের প্রতি সালাম। আল্লাহর অসীম রহমত বর্ষিত হোক আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষার বদৌলতে আজ আমরা জ্ঞানের এ ধারায় সম্পৃক্ত হতে পেরেছি।

আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এ গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বিশিষ্ট আরবী ভাষাবিদ প্রফেসর ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক ও ড. সুলতানা রাজিয়ার যাঁদের একান্ত পরামর্শ ও অনুপ্রেরণায় আজ আমার থিসিসের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যারা এই অভিসন্দর্ভটি সমাপ্ত করতে সার্বিক সহযোগিতা করে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে দায়বদ্ধ করেছেন, জনাব মাওলানা হুমায়ুন কবীর, আমার ছোট ভাই মো. আবদুল খালেক এবং আমার প্রিয় সহধর্মীনী নুরুন নাহার রুমীর পারিবারিক শতব্যস্ততার মধ্যেও সে আমাকে সময় দিয়ে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করার সুযোগ করে দিয়েছে। এছাড়া অনেকেই বিভিন্ন পান্ডুলিপি সংগ্রহ, কম্পোজ, তথ্য-উপাত্ত ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

ছোট্ট একটি নাম সংযুক্ত না করলেই নয়, আমার পাঁচ বছরের একমাত্র কন্যা সুমাইয়া মাহজাবিন (ঐশী), আমি অফিসের কাজ শেষে রাতে যখন বাসায় পড়তে বসতাম মাঝে মাঝে সে কোমলমতি আগ্রহেই আমার হাত থেকে বাংলা রেফারেন্স বইটি নিয়ে নিজেই পাঠ করে দিত এবং বলতো পাপা আমিতো তোমাকে সাহায্য করছি, আমার নামটি তোমার থিসিসে রাখবে। আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাকে জান্নাতে 'আয়িশা (রা.) ও ফাতিমা (রা.)-এর সাথে সঙ্গী করে নেন।

এছাড়াও সকল সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধব এবং আরো অনেকে আমার গবেষণাকর্মে বিভিন্ন তথ্যের সন্ধান দিয়ে নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন আমাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করেন এবং আমার শ্রম স্বার্থক করেন এ কামনা করছি।

আবু নোমান মো. আবদুর রহিম
পিএইচ. ডি. গবেষক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী বর্ণমালা এর বাংলায় প্রতি বর্ণায়ন

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
أَ	‘আ, া	ص	স.
إِ	‘ই, ি	ض	দ.
أُ	উ, ু	ط	ত.
أُو	ঊ, ূ	ظ	জ.
إِى	ঈ, ী	ع	‘–
ب	ব	غ	ঘ
ت	ত	ف	ফ
ث	ছ.	ق	ক.
ج	জ	ك	ক
ح	হ.	ا	ল
خ	খ	م	ম
د	দ	ن	ন
ذ	য.	و	ওয়া/ও/ত
ر	র	ه	হ
ز	য	ى	য়/ইয়া/ী
س	স.		
ش	শ		

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

(আ.)	:	আলাইহিস সালাম
ইং	:	ইংরেজী
খৃ.	:	খ্রীস্টাব্দ
ড.	:	ডক্টর
তা.বি.	:	তারিখ বিহীন
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
প্র.	:	প্রকাশ, প্রকাশিত
ব.	:	বঙ্গাব্দ
(রা.)	:	রাদিয়াল্লাহু আন্হু
(র.)	:	রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহ্
(স.)	:	সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম
হি.	:	হিজরী
P.	:	Page

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আরব দেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত একটি বিস্তৃর্ণ মরুময় ভূখন্ড। এদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপ[১]। প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই করুণ। এ সূচনায় আরবী ভাষা ভাষী অঞ্চলকেই আরব দেশ হিসাবে উপস্থাপন করা হল। বিস্তৃর্ণ ভূখন্ডে কোন নদ-নদী নেই। মেঘমুক্ত নীলাকাশ, বৃক্ষলতাহীন নগ্ন পর্বতমালা, বালু কংকরাবৃত বিস্তৃর্ণ মরুভূমির দেশ হল আরব দেশ।

প্রকৃতিগতভাবে এদেশের অধিবাসীরা অধিকাংশই যাযাবর। নগরবাসীরা সংখ্যায় অল্প, ব্যবসা-বণিজ্য তাদের পেশা। গৃহপালিত পশুর মধ্যে উট ও ঘোড়া আরবদের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। দৈহিক সৌন্দর্য, কষ্টসহিষ্ণুতা, দ্রুতগতি, বুদ্ধিমত্তা ও প্রভূভক্তির জন্য আরবীয় ঘোড়া প্রসিদ্ধ। উট মরুভূমির জাহাজ। উট আরবদের বিপদের বন্ধু। উট ও ঘোড়ার বংশ তালিকাও তারা রক্ষা করতো বলে জানা যায়।

প্রাচীন আরবী কবিতা আরবদের ইতিহাস রচনার একটি প্রধান উপকরণ। তাদের মুখে তাদের কথা শুনতে হলে প্রাচীন আরবী কবিতা পড়তে হবে। কবিতা তাদের জীনালেখ্য।[২] রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবের অবস্থা ছিল অতীব শোচনীয়। ঐতিহাসিকগণ ঐ সময়কে জাহিলী যুগ বলে অভিহিত করেন। প্রাচীন আরব বলতে জাহিলীয়্যাতকেই[৩] বলা হয়। পবিত্র কোরআন ও হাদীস পূর্ববর্তী যুগকেই মূলতঃ জাহিলী বা অন্ধকার যুগ হিসাবে গণ্য করা হয়। অধিবাসীদের অধিকাংশই নিজেদের খেয়াল-খুশীমত মূর্তি পূজা করত। কামোদ্দীপক ক্রিয়াকর্মই ছিল প্রধানকর্ম। তৎকালিন আরবে নাস্তিক, পৌত্তলিক ও অংশীবাদী সব মতের লোকই ছিল। সে সময় পবিত্র কাবাগৃহে ৩৬০টি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তাদেরকে ভ্রান্ত জ্ঞানে আচ্ছন্ন করেছিল। তাদের সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বক্তব্য হলঃ

قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ

'তারা আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রসূত অবাস্তব ও মিথ্যা ধারণা পোষণ করে'।[৪]

---

[১] আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৯ খৃ.), সংস্ক. ৬, পৃ. ১৭।

[২] ঐতিহাসিক আর, এ. নিকলসন, পৃ.২৪

[৩] جاهلية শব্দটি جهل ধাতু থেকে গঠিত, অর্থ : ১. জ্ঞান বিবর্জিত হওয়া ২. কোন কিছু সম্পর্কে বিশ্বাস রাখা, যে কাজ যেভাবে করা উচিত সেভাবে না করা, পূর্ব পুরুষদের নিয়ে অহংকার করা, শক্তি ও গর্বে গর্বিত হওয়া। রাগিব আল- ইস্পাহানী (মৃ. ৫০২ হি.), *আল-মুফরাদাত* (মিশর : ১৯৬১ খৃ.), পৃ. ১০২ ; ইব্‌ন *মানযুর*, *লিসানুল 'আরব* (বৈরুত : দারুস্ সাদির তা.বি), খ. ১৩, পৃ. ১৩৬,৩৮ ; বায়দাবী (র.), *আনওয়ারুত্ তানযীল*, খ. ১, পৃ. ১৯৬।

[৪] আল-কুরআন, ৩:১৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন:

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ

'তারা খেয়াল-খুশীমত চলে ও তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে' ।[৫]

কবিতা চর্চা আরবদের ছিল বংশগত ও স্বভাবগত বিষয় । তাদের কবিতার বিষয়বস্তু ছিল জীবনধারা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ । তারা কবিতা আবৃত্তি করতো, মদ্যপান করতো আর উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াত । পবিত্র কুরআন জাহিলী কবিদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছে:[৬]

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ - أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ - وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

'এবং কবিদের সম্বন্ধে বলা যায়, বিভ্রান্ত লোকেরাই তাদের অনুসরণ করে । তুমি কি দেখতে পাওনা? তারা উপত্যকায় উপত্যকায় উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়ায়, তদূপরি তারা মুখে যা বলে, কাজে তা করে না । তবে যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং আল্লাহ তা'আলার স্মরণে অতিমাত্রায় তৎপর রয়েছে এবং অত্যাচারিত হয়ে নিজেদের আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য নয় । জুলুমবাজেরা অতিশীঘ্রই জানতে পারবে তাদেরকে কি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে' ।

তৎকালে আরবদের মধ্যে বড় বড় কবি জন্মেছে, তাদের কবিতায় ভাষার সৌন্দর্য বিকশিত হয়েছে, যদিও মহৎ কোন চিন্তা বা ভাবনা তাতে পরিলক্ষিত হয়নি । তারা ব্যবসায়ও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল এবং শিল্প ও চারুকলায়ও কিছুটা নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিল । এসব কিছু সত্ত্বেও তারা বিশ্বাসে ও কর্মে নিজেদের মূখ্যতা ও অজ্ঞতা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করেছে । ফলে সেকালের জন্য জাহিলিয়্যাহ্ বিশ্লেষণ সমীচীনও সঙ্গত হয়েছে ।

মহানবী (স.)-এর আবির্ভাব, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এর শুভ অবতরণ, আরব তথা বিশ্ববাসীর জীবনে এনে দেয় এক মহাবৈপ্লবিক পরিবর্তন । এই পরিবর্তনের প্রভাব ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির উপরই পড়ে সবচাইতে বেশী, শুরু হয় তাদের কবিতা ও লেখনীতে এক নুতন জোয়ার । আল-কুরআন ও আল-হাদীসের শাশ্বত জীবনাদর্শের প্রভাবে সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম হচ্ছেন: কা'ব ইব্ন যুহায়ির (রা.) (মৃ.২৪হি.), হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.) (মৃ. ৫৪হি.), 'আমর ইব্ন মা'দীকরিব (মৃ.২৪হি.), আল-হুতায়'আ (মৃ.৫৯হি.), নাবিঘা জা'দী (মৃ.৮০হি.), আবু যু'আয়ব আল-হুজলী (মৃ.২৮হি.) ।

[৫] আল-কুরআন, ৫৩ : ২৩

[৬] আল-কুরআন, ২৬ : ২২৪-২৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে মহানবী (স.)-এর সাহাবাদের (রা.) মধ্যে কিছু সংখ্যক সাহাবী কাব্য রচনায় আগ্রহী হয়ে উঠেন, তবে কবিতা রচনা তাদের পেশা ও নেশা ছিলনা । আবু বকর (রা.) কবি ছিলেন না। তবে ইব্ন ইসহাকের এক বর্ণনায় তাঁর কবিতার দু'টি চরণ নিম্নরূপঃ[৭]

رسول أتاهم صادق فتكذبوا   عليه وقالوا لست فينا بماكث-

'সত্য রাসূল (স.) তাদের নিকট এসেছেন কিন্তু তারা তাঁকে অমান্য করেছে ও বলেছে, তুমি আমাদের এখানে থাকতে পারনা' ।

হযরত উমর (রা.) কবি ও কবিতা সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখতেন। তিনি নিজেও কিছু কিছু কবিতা লিখেছেন। হযরত আলী (রা.) ছিলেন আরবী সাহিত্যের একজন বড় পন্ডিত। তাঁর রচিত কাব্য সংকলন 'দিওয়ানে আলী' নামে খ্যাত। তিনি সিফ্ফীনের যুদ্ধ সম্পর্কে কবিতা লিখেন। তেমনি দু'টি চরণ এখানে উল্লেখ করা হল:[৮]

ولما رأيت الخيل ترجم بالقنا   نواصى حمر النحور دوامى

واعرض نقع فى السماء كانه   عجاجة دجن ملبس بقتامى -

'আমি দেখেছি অশ্বারোহী সৈনিকদের বর্শা নিক্ষেপ করতে, রক্ত ঝরছে তাদের কপাল থেকে এবং তাদের রক্তে রাঙ্গা আকাশে ধুলির ঝড় উঠেছে। মনে হয় ধুলির মেঘমালা কাল বর্ণের পোশাক পরে আকাশ ছেয়ে আছে' ।

হযরত আলীর (রা.) পুত্র হাসান (রা.) কিছু কিছু কবিতা রচনা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) কবিতাকে ভালবাসতেন। তিনি নিজেও মুতার যুদ্ধে জাফর ইব্ন আবু তালিব শহীদ হলে শাহাদাতের পর্যবেক্ষণে কবিতা আবৃত্তি করেন:

يا حبذا الجنة واقترابها   طيبة وبارد شرابها-

'সাবাস! এই বেহেশতের নিকট যাওয়া কত আনন্দদায়ক এবং বেহেশতের পানীয় কত সুশীতল' ।

রাসূলুল্লাহ (স.) এর কনিষ্ঠা তনয়া ফাতিমা (রা.)ও কিছু কিছু কবিতা রচনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ইন্তিকালের পরে তিনি শোক গাঁথা কবিতা আবৃত্তি করেছেন:[৯]

انا فقد ناك فقد الارض وابلها   وغاب مذغبت عنا الوحى والكتب

---

[৭] আবী আলী আল-হাসান ইব্ন রশীক আল-কায়রোওয়ানী আল-আজদী, *আল-উমদাহ* (মিশর : ১৯০৭ খৃ.), খ.১, পৃ. ১৯। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এ কবিতা আবু বকরের (রা.) রচিত বলে মানেন না।

[৮] সা'ঈদ আনসারী, *আস-সিয়ারুল আনসার* (আযমগড় : ১৯৪৯ খৃ.), খ. ১, পৃ. ৩৪১ ; *আসরারুল বালাগাহ*, পৃ. ২১৪ ।

[৯] আলী ফাহ্মী, *হুসনুস্ সাহাবা* (লাইডেন : ১৩২৪ হি.) খ.১, পৃ.২১৬।

Dhaka University Institutional Repository

فليت قبلك كان الموت صادفنا   الما نعيت وحالت دونك الكثب –

'বৃষ্টি ছাড়া মাটির যে অবস্থা হয়, তোমাকে হারিয়ে আমারও সে অবস্থা হয়েছে। তুমি গিয়েছ ওহীও আসা বন্ধ হয়েছে। আহা তোমার তিরোধানের পূর্বে যদি আমার মৃত্যু হতো (তবে ভাল হতো), তাহলে তুমিই দু:খ করতে এবং তোমার ও আমার মধ্যে মাটির স্তুপ ব্যবধানের সৃষ্টি করতো'।

প্রাচীন আরব বা জাহিলী যুগের আরবী কাব্য সাহিত্য ছিল আরবদের সামগ্রিক জীবনের প্রতিচ্ছবি।[১০] কবিগণ বিরাগ, অনুরাগ, অনুভূতি, বিশ্বাস ও অভিব্যক্তি বর্ণনা করতেন তাদের সাহিত্যের ভাষায়। তারা প্রেম-বিরহ, প্রিয়জনদের প্রশংসা, মরুপ্রকৃতি, যুদ্ধ বিগ্রহ, শত্রুর নিন্দাবাদ, স্বীয় গৌরব মর্যাদা, শোকগাঁথাসহ বিভিন্ন বিষয়কে উপজীব্য করে কবিতা রচনা করেছেন।[১১]।

আর ইসলামী যুগে এসে পরিবেশ ও সামগ্রীক জীবনধারার সংমিশ্রণে আরবীভাষা ও সাহিত্যে শাব্দিক, পরিভাষিক, শৈল্পিক ও বিষয়বস্তুগত একটি বৈপ্লবিক প্রভাব সাধিত হয়।

আল-কুরআন নি:সন্দেহে আরবী গদ্যের আদি গ্রন্থ। তবে এটাও ঠিক, আল-কুরআন যেমন নিছক গদ্য নয়- তেমনি নিছক পদ্যও নয়। আল-কুরআনের তুলনা আল-কুরআনই। পৃথিবীর কোন গ্রন্থ এর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না[১২]। পৃথিবীর সকল বর্ণ ও গোত্রের সকল মানুষের ভাষা, সাহিত্য, জীবনধারায় এক মহা বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে মানুষের ইহকাল ও পরকালীন কল্যাণ সাধনই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মূল উদ্দেশ্য। কুরআন মাজীদ মানুষের জন্য আল্লাহর হিদায়াত নিয়েই এসেছে। মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধিই কুরআনের লক্ষ্য[১৩]।

গদ্যকে আরবী ভাষায় النثر বলে। আরবরা গদ্যের সংজ্ঞা এভাবে দিয়ে থাকে:[১৪]

ألنثر هو الكلام الذى لم ينظم فى أوزان وقواف

---

[১০] ড.ইয়াহিয়া আল-জাবুরী, *আশ-'শিরুল জাহিলী খাসায়িসিহি ও ফুনুনিহি* (বৈরুত : মুআসসাতুর রিসালা, ১৯৯৪ খৃ./১৪১৫হি.), পৃ.১৩০ ; মুহাম্মদ মতিউর রহমান,*সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা* (ঢাকা : বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০৯ খৃ.), পৃ. ৩০।

[১১] ড. আলী জুনদী, *ফি তারীখিল আদাবিল জাহিলী* (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৫ খৃ.), পৃ.৩৪৩ ; হান্না আল-ফাখুরী, *আল-মুজিজ ফী আদাবিল 'আরাবী ওয়া তারিখী* (বৈরুত : আল-মাতবা'আল-বুলিসিয়্যা, তা.বি.), পৃ.২৬ ; ত্ব-হা-হুসাইন, *হাদীসুল আরবা 'আ* (কায়রো:দারুল মা'আরিফ, ১১১৯ হি.), খ.১, সংস্ক.১২, পৃ.৯-১৫ ; নিখিল সেন, *এশিয়ার সাহিত্য* (কলিকাতা : বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লি. ১৯৭১ খৃ.), প্র. ১, পৃ. ২৮০-২৮২ ; ড.আবদুল আজিজ নববী, *দিরাসাতু ফিল আদাবিল জাহিলী* (কায়রো : মু'আস্সালাতুল মুখতার, ২০০২ খৃ.), পৃ.১১০।

[১২] আবদুস্ সাত্তার, *আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যে তিন দ্রষ্টা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ খৃ.), পৃ.৩। (তিনি কোটেশানটি ড. তাহা হুসাইন-এর ফিল-আদাবিল জাহিলী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেন।)

[১৩] আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৯ খৃ.), সংস্ক. ৬, পৃ.১৩৪।

[১৪] ড. শাওকী দয়ফ, *আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহু ফিন নাছরিল 'আরাবী* (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৩ খৃ.), সংস্করণ ১০, পৃ.১৫ ; মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, *আরবী খুতবা সাহিত্য* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ২০০১ খৃ.), পিএইচ .ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), পৃ.৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

'গদ্য এমন কথা, যা ছন্দ ও অন্ত:মিলের ভিত্তিতে (গঠিত) নয়' । গদ্য দু'প্রকার । সাধারণ গদ্য, যা দৈনন্দিন জীবনে মানুষ কথা বার্তায় বলে থাকে । এ ধরণের গদ্যের কোন সাহিত্যিক মান থাকেনা । তবে এতে কখনও কখনও কিছু জ্ঞানগর্ভ কথা, প্রবাদ, উপমা ও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যার সাহিত্যিকমূল্য যথেষ্ট[১৫] । লেখক যে ভাষা ব্যবহার বা প্রয়োগ করেন তাতে শৈল্পিক-অলংকরণ ও দক্ষতার একটা ছাপ থাকে । গদ্য সমালোচকগণ এ ধরনের গদ্যকে النثر الفنى শিল্পমান সম্পন্ন গদ্য বলে অভিহিত করে থাকেন[১৬] । এ ধরনের গদ্য আবার দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে: আল-খিত্বাবা ও আল-কিতাবা আল-ফান্নিয়্যা ।

অল্প কয়েকজন কবি ও সাহিত্যিক ছাড়া জাহিলী যুগের অধিকাংশ কবি, সাহিত্যিকদের সাহিত্য-কর্ম প্রায় একই ধারায় রচিত । তবে তাদের বাগ্মিতা ও সাহিত্যিক মান আজও অতুলনীয় । মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও তাঁর ব্যাখ্যারূপ হাদীস শরীফ প্রচলিত সাহিত্যের উপর শাব্দিক ও পারিভাষিকভাবে এমন এক প্রভাব বিস্তার করেন, যা সকল যুগের সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মের জন্য একটি মানদন্ড বা দৃষ্টান্ত স্বরূপ ।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সামগ্রিকভাবে মানব জাতির পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের পথ নির্দেশ[১৭] । এর প্রভাব মহত্তর, গভীরতর ও ব্যাপকতর । ওয়ালিদ ইব্‌ন মুগীরার ভাষায়:[১৮]

والله لقد سمعت من محمد كلاما ما هو من كلام الأنس ولا من كلام الجن ، والله أن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة إن أعلاه لمثمر وإن اسفله لمغدق -

'আল্লাহ তা'আলার কসম, আমি মুহাম্মদের মুখ থেকে এমন ধরণের কথা শুনেছি যা মানবের বা জিনের কথা নয়, তার একটা মাধুর্য আছে, একটা আকর্ষণীয় শক্তি আছে, তার বহির্ভাগ ফলদায়ক আর অন্তর্ভাগ সন্তুষ্টিবিধায়ক ।' প্রকৃতপক্ষে এর প্রভাব প্রবাহিত স্রোতধারার মত ।[১৯] ইহা মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানপূর্ণ বাণী ।[২০] মুত্তাকীনদের জন্য হিদায়াত[২১] । পথভ্রষ্টদের জন্য সহজ পথ নির্দেশিকা ।[২২] ইসলামের শাশ্বত মু'জিজা ।[২৩] আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই শাশ্বত বিধানকে স্বজাতির ভাষায় মহানবী (স.)-এর নিকট অবতীর্ণ করেন ।

---

[১৫] প্রাগুক্ত ।

[১৬] ড. তাহা হুসাইন, *মিন হাদীছ-আশ-শি'রি ওয়ান নাছরি* (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৯ খৃ.), সংস্করণ ১০, পৃ.৪১ ; প্রাগুক্ত ।

[১৭] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, *আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (কলকাতা : এ.কে.চৌ.এম.এম. ১৯৯৪ খৃ.), খ.২, পৃ.৫৮৮ ।

[১৮] ড. শাওকী দয়ফ, *তারিখুল আদাবিল 'আরাবী আল-আসরিল ইসলামী* (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ১৯১১খৃ.), সংস্করণ ১০, খ.২, পৃ.৩০; তাফসীর জামাখশরী, সূরা- মুদাস্‌সির এর তাফসীর অংশ ।

[১৯] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, *আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, খ.২, পৃ.৫৮৮ ।

[২০] *আল-কুরআন* ১৯ ; ১৭ ; ড. *মুস্তাফিজুর রহমান, কুর'আন পরিচিতি* (ঢাকা : নুবালা পাবলিকেশন, ১৯৯২ খৃ.), প্র.১, ভূমিকা দ্র.; অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, *আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, খ.২, পৃ.৮৮ ।

[২১] *আল-কুরআন*, ২ : ৩

[২২] *আল-কুরআন*, ১ : ৬

[২৩] *মান্না আল-কাত্তান ফী উলুমুল- কুরআন* (বৈরুত : মু'আস্‌সাসাতুর রিসালাহ্, ১৯৯৫ খৃ.), সংস্করণ ২৬, পৃ.৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহ বলেন:[২৪]

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

'আমি প্রত্যেক রাসূল (স.)-কেই তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, তাদের নিকট পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য।' মহান সৃষ্টিকর্তার একান্ত নিজস্ব ভাষা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সমসাময়িক ভাষা ও সাহিত্য তথা জীবনধারায় এক মহা-পরিবর্তন সাধন করেছে। আল-কুরআন শব্দ সম্ভার, অর্থের ব্যঞ্জনা ও বর্ণনা কৌশলে অনন্য এবং অতুলনীয়।[২৫] আল্লাহ তা'আলা আরও ঘোষণা করেন:[২৬]

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمٰوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ

'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র এবং নিশ্চয়ই উহাতে রয়েছে বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শনসমূহ।'

আল-কুরআনের বহুমূখী প্রভাব সম্পর্কে ড. শাওকী দয়ফ বলেন:[২৭]

القرآن الكريم مفخرة العرب فى لغتهم ، إذ لم يتح لامة من الامم كتاب مثله لا دينى ولا دنيوى من حيث البلاغة والتأثير فى النفوس والقلوب ، سواء حين يتحدث عن عبادة الله الواحد الأحد وعظمته وجلاله ، أو عن خلقه للسموات والأرض، أو عن البعث والنشور، أو حين يشرع للناس حياتهم ويقيمها على نهج شديد يحقق لهم السعادة فى الدارين : الأولى والأخرة

'আরবদের ভাষায় আল-কুরআন আরবদের জন্য একটি গৌরবের বিষয়। অলংকার শাস্ত্র হিসেবে মানুষের অন্তরে প্রভাব বিস্তারকারী হিসেবে দ্বীন ও দুনিয়ার কোন গ্রন্থ আল-কুরআনের ন্যায় কোন জাতিকে প্রদান করা হয়নি। যা (আল-কুরআন) আল্লাহর একাত্ববাদের ইবাদত, তার মহত্ত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করে থাকে। এই আল-কুরআন তাঁর আকাশ ও জমিন সৃষ্টির, পূণরুত্থান ও একত্রিকরণ ব্যাপারে আলোচনা করে থাকে এবং মানুষকে জীবনের সঠিক দিক নির্দেশনার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দিকে প্রতিষ্ঠিত করে থাকে।'

মক্কা বিজয়ের পর আরবরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবদ্দশায় আরবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অত:পর কুরআন মাজীদ পাঠ ও মুখস্থকরণে তারা মনোনিবেশ করে। সালাত আদায়ের জন্য আল-কুরআনের বিশেষ বিশেষ সূরা মুখস্থ করা বাধ্যতামূলক করা হল। বাস্তব জীবনে

---

[২৪] *আল-কুরআন*, ১৪ : ৪ ; *আল-কুরআনুল কারীম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৬৮ খৃ.), সংক্ষে. ৩।

[২৫] আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী* (বৈরুত : দারুল মা'আরিফাহ্, ১৯৯৬ খৃ.), পৃ.৯০ ; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ.১৩৭।

[২৬] *আল-কুরআন*, ৩০ : ২২।

[২৭] ড. শাওকী দয়ফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, *আল-আসরুল ইসলামী*, পৃ.৩০।

Dhaka University Institutional Repository

তারা আল-কুরআনের আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে শুরু করল। আল-কুরআনকেই তারা তাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নিল। ফলে তাদের ভাষা ও সাহিত্য আল কোরআন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হতে থাকে।

ইসলামের সুমহান আদর্শের মূল গ্রন্থ আল-কুরআন, যার বিষয়বস্তু হল মানুষ, এর ব্যাখ্যাই হল সকল কালের সকল মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহানবী (স.)-এর মুখনিসৃত বাণী বা হাদীস শরীফ। আর তাঁরই বিষয়বস্তু হল কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত অর্থাৎ তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ও মানব সমাজ। সুতরাং কালের দাবীতেই উক্ত বিষয়গুলো সমসাময়িক আরবী কাব্য সাহিত্যে স্থান পায়।

আমার অভিসন্দর্ভের শিরোনাম হচ্ছে, **আরবী ভাষা ও সাহিত্যে আল কোরআন ও আল হাদীসের প্রভাব (৬১০-৭৫০খৃ.)** এ বিষয়ের উপর বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে পিএইচ.ডি. মানের কোন গবেষণা কাজ সম্পাদিত হয়নি। আমার মূল গবেষণা হল, ৬১০-৭৫০খৃ. সময়ের মধ্যে আরবী ভাষা ও সাহিত্য আল-কুরআন ও আল-হাদীস দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে। প্রাক-ইসলামী যুগের মানুষের ধ্যান-ধারণা, সামাজিক, রাজনৈকি অর্থনৈতিক জীবনই তাঁদের কবিতা ও গদ্য সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। তাদের কবিতা ও সাহিত্যের বিষয়স্তু ছিল, উট, ঘোড়া, হরিণ, নারী, প্রেম-বিরহ, শোক গাঁথা, যুদ্ধ-বিগ্রহের উপকরণ, ব্যক্তি বা গোত্র বিশেষের প্রশংসা ও নিন্দাবাদ।

অল্প কয়েকজন কবি ও সাহিত্যিক ছাড়া জাহিলী যুগের অধিকাংশ কবি, সাহিত্যিকদের সাহিত্য-কর্মের বিষয়বস্তু প্রায় একই ধারায় রচিত। তবে তাদের বাগ্মিতা ও সাহিত্যিক মান আজও অতুলনীয়। আল্লাহ তা'আলার একান্ত নিজস্ব ভাষায় সৃষ্ট মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক লালিত ও তাঁর ব্যাখ্যারূপ, হাদিস শরীফ প্রচলিত সাহিত্যকে শাব্দিক, পারিভাষিক, বিষয়বস্তুগত দিক থেকে এমন এক মহা পরিবর্তন সাধন করেন, যা সকল কালের সকল বর্ণের সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মের জন্য একটি মানদন্ড, দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

বস্তুত, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও তার ব্যাখ্যারূপ মহানবী (স.)-র মুখনিসৃত বাণী হাদীস শরীফের মূল বিষয়বস্তু হল- তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ও মানব সমাজ। এই চারটি বিষয়কে ঘিরেই মূলত ইসলামের প্রাথমিক যুগ ও উমাইয়া যুগের (৬১০-৭৫০) সাহিত্য কর্মের সৃষ্টি। এ সময়ের আরবী সাহিত্য তার স্বীয় অবস্থান থেকে কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস ও কথা সাহিত্য তার মনের ভাব প্রকাশ করেন, যা তার সমগ্র সাহিত্যিক পরিবেশ ও পরিমন্ডলকে ইসলামী ভাবধারায় চিন্তা-চেতনায় প্রভাবিত করে থাকে। ইসলামী ঐতিহ্য, ইসলামী মূল্যবোধ, ইসলামী চরিত্র ও নৈতিক গুনাবলীর গভীর বিশ্লেষণ ও অনুপ্রেরণা প্রদান তার রচিত সাহিত্যের - উপজীব্য হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

ভাষার সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের জন্মগ্রহণ, লালনপালন, কর্মাকর্ম, ভজন-পূজন, বিবাহবন্ধন, বংশবৃদ্ধি, ভোগ-বিলাস, শান্তি ও যুদ্ধ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-সবকিছুই সম্পন্ন হয় সামাজিক জীবনের পরিমন্ডলে। এ সমাজবদ্ধ জীবনব্যবস্থাই মানুষের চিন্তা, বুদ্ধি, আবেগ ও ভাষার বিকাশ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরদু:খকাতরতার আদর্শের প্রসার এবং মানবজাতি ও সৃষ্টজীবের কল্যাণে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও কর্মপন্থা গ্রহণে আদিকাল থেকে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে এসেছে। তন্মধ্যে মনের ভাব, কল্পনা ও চিন্তার প্রকাশ-ক্ষমতা এবং ভাষা ব্যবহারের যোগ্যতা মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করেছে এবং সকলের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা প্রদান করেছে।

কৃষি-শিল্প, সভ্যতার অগ্রগতি, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দর্শন, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার সমৃদ্ধিসাধন, এ-সবকিছুর মূল চালিকাশক্তি মানুষের মেধা, বুদ্ধি ভাষাজ্ঞান। প্রকৃতপক্ষে মানুষের ভাষাজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি একটি অপরটির অবিচ্ছেদ্য অংশ। সূর্য থেকে যেমন তাপ ও রশ্মিকে আলাদা করা যায় না, তেমনি মানুষ থেকে তার ভাষা ক্ষমতা ও বিচারবুদ্ধি বা মেধাশক্তিকে পৃথক করা যায় না। অনেক প্রাণী দৈহিক ক্ষমতা ও কাঠামোর দিক থেকে মানুষের চেয়ে শক্তিশালী, ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন ও সমজাতীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তারা জীবন-যাপন করে দলবদ্ধভাবে। তাছাড়া মানুষের মতো তাদেরও রয়েছে ফুসফুস, স্বরযন্ত্র ও বিভিন্ন বাকপ্রত্যঙ্গ যেগুলোর সাহয্যে তারা কিছু কিছু শব্দ বা ধ্বনির সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা মানুষের বশীভূত ও আজ্ঞাবহ। কারণ, সৃষ্টিগতভাবেই তাদের আওতাধীন নির্দিষ্ট দু-এক রকমের প্রাকৃতিক ডাক বা রবকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে যাকে ভাষা নামে আখ্যায়িত করা যায়। মানুষের বাগধ্বনি বা বাচন পশুপ্রাণীর ইঙ্গিতধর্মী বা সঙ্কেতমূলক প্রকৃতি-নির্ধারিত ডাক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও উন্নততর, এমনকি তাদের থেকেও যারা সাধারণ প্রাণীকুলের তুলনায় কিছুটা ব্যতিক্রম ও বিশিষ্ট শব্দ উৎপাদনে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, কুকুরেরা বড় জোর দুই বা তিন প্রকারের আওয়াজ বের করতে পারে। তোতাপাখি নিজের প্রকৃতিপ্রদত্ত ডাক ছাড়াও একাধিক রকমের ধবনি অনুকরণ করতে পারে, কিন্তু এজন্য তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হয়। তা সত্ত্বেও এগুলো খুবই সীমিত ও প্রতিকী এবং শেখানো বুলির বাইরে শ্রুত অন্যান্য কথার প্রতি এরা কোনো সাড়া দিতে বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে না। অপরদিকে মানুষ, বিভিন্ন প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী এবং বিশেষ আবেগানুভূতি ও উদ্দীপনার

Dhaka University Institutional Repository

পরিপ্রেক্ষিতে, স্বেচ্ছায় ও স্ব-উদ্যোগে বহু রকমের অর্থবহ কণ্ঠধ্বনি সৃষ্টি করে থাকে এবং তার স্বজাতীয়রা এগুলো শুনে যথাযথ জবাব দেয় বা প্রতিক্রিয়া জানায়।[১]

মানবমেধাই মানুষকে বাগধ্বনি সৃষ্টি, এর বৈচিত্রপূর্ণ ব্যবহার, ধ্বনিকে শব্দে, শব্দকে বাক্যে রূপান্তরিত করে পূর্ণাঙ্গ ভাষার সৃষ্টি এবং ধ্বনিকে হরফ বা দৃশ্যমান প্রতীকের পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত কওে ভাষার লেখ্যরূপ আবিষ্কারে সহায়তা করেছে। পর্যায়ক্রমে আবিষ্কৃতি ও গ্রন্থিত হয়েছে ভাষার নিয়ম-কানুন ও ব্যাকরণ, রচিত হয়েছে কবিতা, সঙ্গীত ও সাহিত্য এবং আরো অনেক কিছু।[২]

ভাষার সংজ্ঞা

মহান সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত ভাষার বদৌলতে মানুষ সৃষ্টিজগতের সর্বোচ্চ মর্যাদা, সর্বাধিক ক্ষমতা, নিরাপত্তা ও প্রজ্ঞা এবং অভাবনীয় স্বাধীনতা, সুখ-সমৃদ্ধি ও বিনোদন সুবিধার অধিকারী হয়েছে, তার প্রকৃত সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) বলেন, 'মনুষ্য জাতি যে ধ্বনি বা ধ্বনিকল দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে, তার নাম ভাষা। সাধারণত কোনও দেশের বা দেশবাসীর জাতির নামানুসারে ভাষার নাম হইয়া থাকে।'[৩] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) প্রদত্ত ভাষার সংজ্ঞা এরূপ, 'মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনও বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলে'।[৪]

সুকুমার সেন (জ.১৯০০খৃ.) নির্দেশিত সংজ্ঞায় বলা হয়, 'মানুষের উচ্চারিত অর্থবহ বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।'[৫] ভাষার সংজ্ঞা নিরূপণে স্যাপি বলেন,[৬] 'language is a purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions, and desires by means of a system of voluntarily produced symbols.

রবার্টসন, স্টুয়াট , ফেডারিক ক্যাসিডি প্রমুখ পাশ্চাত্য পন্ডিতগণ ভাষার সংজ্ঞায় বলেন, 'language is the vocal and audible medium of human communication'

---

১ Leonard Bloomfield, Ibid. p.27 ; সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২ খৃ.), পৃ.১৫-১৬ ; আবদুর রহমান ইবন মুহম্মদ ইবন খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা (বৈরুত : দারুল কলম, ১৯৭৮ খৃ.), পৃ.৪১-৪৩; জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার (ঢাকা : ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ২০১০ খৃ.), পৃ.১৬১-৬২।

২ ইবরাহীম আনিস, প্রাগুক্ত, পৃ.১২ ; মুহম্মদ হাসান আবদুল আজিজ, মাদখাল ইলা ইলমিল-লুগাহ্ (কায়রো : মাকতাবাতুশ শাবাব, ১৯৯২ খৃ.), পৃ.৯-১২ ; প্রাগুক্ত, পৃ.১৬২-৬৩।

৩ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বাঙ্গালা ব্যাকরণ (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩ খৃ.), পৃ.২৭।

৪ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (কলকাতা : ১৯৮৮ খৃ.), পৃ.২

৫ সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫।

৬ Edward Sapir, Ibid. p.8;

Dhaka University Institutional Repository

অথ্যাৎ 'ভাষা হচ্ছে মানব যোগাযোগের কণ্ঠধ্বনিজনিত ও শ্রবণযোগ্য মাধ্যম।' আরো স্পষ্টভাবে ভাষার সংজ্ঞা নিরূপণে বলা হয়েছে,[৭] 'language is the expression and communication of emotions and ideas between human beings by means of speech and hearing'

ইংরেজ ধ্বনিতাত্ত্বিক ও ভাষাবিশেষজ্ঞ হেনরি সুইট-এর ভাষায়, 'language is the expression of ideas by means of speech sounds combined into words. Words are combined into sentences, this combination answering to that of ideas into thoughts'

আমেরিকান ভাষাবিজ্ঞানী বার্নাড ব্লক ও জর্জ এল ট্রাজার-এর মতে,[৮] 'A language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group cooperates'

মধ্যযুগীয় আরব ভাষাবিজ্ঞানী আবুল ফাতাহ ইব্‌ন জিন্নি (৩২৮-৩৯২হি.) ভাষার সংজ্ঞার্থে বলেছেন '

"أن اللغة أصوت يعبر بها كل قوم عن أغراضهم" অথ্যাৎ যে সকল ধ্বনি দ্বারা প্রত্যেক জাতি তার উদ্দেশ্যসমূহ ব্যক্ত করে তাই ভাষা।[৯] এখানে উল্লেখ্য যে, প্রায় এগারো শত বছর পূর্বে ইব্‌ন জিন্নি প্রদত্ত এ সংজ্ঞাটি প্রাচ্য প্রতীচ্যের আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের দেওয়া সংজ্ঞার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি এ জন্য যে, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান প্রদত্ত সংজ্ঞার সবগুলো বৈশিষ্ট্য বা উপাদানই ইব্‌ন জিন্নির সংজ্ঞায় বিদ্যমান। তাঁর সংজ্ঞায় বিধৃত প্রধান চারটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ১. ভাষা হলো কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনিসমষ্টি (vocal sounds), ২. ভাষার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য উচ্চারণ করা, ব্যক্ত করা বা প্রকাশ করা

(Utterence or expression), ৩. প্রত্যেক জাতি বা সম্প্রদায় কর্তৃক উচ্চারিত অর্থবহ ধ্বনিসকল অথ্যাৎ একটি ভাষা একটি বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত ও বোধ্য (Speech community), অপর কোনো সম্প্রদায়ের নিকট এর কোনোই মূল্য নেই এবং ৪. ভাষার কাজ মনের ভাব, চিন্তা বা উদ্দেশ্যসমূহ প্রকাশ করা। তাঁর সংজ্ঞার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, আধুনিক সংজ্ঞাসমূহের মতো ইব্‌ন জিন্নির সংজ্ঞায়ও লেখ্যরূপকে ভাষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ব্লুমফিল্ড বলেন,[১০] 'Writing is not language, but merely a way of recording language by means of visible marks'

---

[৭] Standard Desk Dictionary (New York : Funk &Wagnalls, 1964/1977, p.363.

[8] The New Encyclopaedia of Britanica in (Chicago : 1974-1984), ed.15th, Vol.10, p.642.

[৯] আবুল ফাতাহ্ উসমান ইব্‌ন জিন্নি, আল-খাসাইস (কায়রো : দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ্, ১৯৫২ খৃ.), খ.১, পৃ.৩৩ ; জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, পৃ.১৬৪।

[১০] Language, Ibid. p.21.

Dhaka University Institutional Repository

ইব্‌ন জিন্নির বহুকাল পর প্রখ্যাত আরব ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী বহুশাস্ত্রবিদ আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহম্মদ ইব্‌ন খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খৃ.) তাঁর 'মুকাদ্দিমা ইব্‌ন খালদুন' শীর্ষক গ্রন্থে ভাষার যে সংজ্ঞা প্রদান করেন তাও রীতিমতো আধুনিক, বিজ্ঞানসন্মত ও স্বব্যাখ্যাত। তিনি বলেন,[১১]

إن الحروف فى النطق هى كيفيات الاصوات الخارجة من الحنجرة تعرض من تقطيع الصوت بقرع اللهاة واطراف اللسان مع الحنك والحلق والاضراس، أو بقرع الشفتين أيضا، فتتغاير كيفيات الاصوات بتغاير ذلك القرع، وتجيئ الحروف ممتازة فى السمع، وتتركب منها الكلمات الدالة ما فى الضمائر ، وليست الامم كلها متساوية فى النطق بتلك الحروف، فقد يكون لأمة من الحروف ما ليس لأمة أخرى

'বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে স্বরযন্ত্র (Larynx) থেকে উৎপাদিত ধ্বনিই হচ্ছে উচ্চারিত বাগধ্বনি, যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তালু, গলনালি, দাঁত ও দন্তমূলের সাথে আলজিভ ও জিহবার প্রান্তদেশের ঘর্ষণ অথবা ওষ্ঠদ্বয়ের পারস্পরিক ঘর্ষণের কারণে সৃষ্ট ধ্বনিটি অবরুদ্ধ বা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফল। এ ঘর্ষণের মাত্রা বা ধরনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারিত ধ্বনির প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং উচ্চারিত প্রতিটি ধ্বনি শ্রোতার কর্ণে স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে অনুভূত হয়। এ স্বাতন্ত্রপূর্ণ ধ্বনি থেকেই গঠিত হয় শব্দ যার দ্বারা মনের ভাব প্রকাশিত হয়। সব জাতি-গোষ্ঠি কথা বলার সময় এক প্রকারের বাগধ্বনি ব্যবহার করে না। বিশেষ কোনো জাতি কর্তৃক ব্যবহৃত হতে পারে বিশেষ ধরনের বাগধ্বনি যা অপর জাতি বা সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত হয় না।' তিনি বলেন,[১২] 'The particular speech-sounds which people utter under particular stimuli, differ among different groups of men ; mankind speaks many languages. A group of people who use the same system of speech-signals is a speech-community.'

ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ভাষার উৎপত্তির প্রশ্নের উত্তরে বৈজ্ঞানিকদের অমিমাংসিত জিজ্ঞাসা হিসেবেই থেকে গেল। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক সব যুগের দার্শনিক ও ভাষাতাত্ত্বিকগণই বিষয়টি নিয়ে কম বেশী আলোচনা করেছেন কিন্তু এখনো তাঁরা কোনো সর্বসন্মত সিদ্ধান্ত দিতে পারেননি। তবে তারা একটি বিষয়ে একমত যে, ভাষা হলো মানুষের সৃষ্টি এবং মানবসভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে মানবভাষার উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশ সাধিত হয় সমান তালে। বৈজ্ঞানিকদের মতে মানুষের ইতিহাস কয়েক লক্ষ বছরের হলেও ভাষার উৎপত্তি ও ব্যবহারের ইতিহাস সামান্য কয়েক হাজার বছরের মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে, প্রাণীকুল মানব প্রজাতিতে বিবর্তিত হবার

---

[১১] ইব্‌ন খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, পৃ.৩৩-৩৪।

[১২] Language, op.cit. p.29

Dhaka University Institutional Repository

বহুকাল পর সম্ভবত প্রস্তর যুগে মানুষ সর্বপ্রথম কথা বলার চেষ্টা করে ; তাও আকর্ষিকভাবে। বাকশক্তি স্ফুরণের আগে মানুষের মধ্যে শ্রবণশক্তি বিকশিত হয় যার সাহায্যে সে তার চতুর্দিকে নানারকম প্রাকৃতিক শব্দ বা ধ্বনি শুনতে পায়। কিন্তু পর্যাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও সৃজনীশক্তির অভাবে সে পর্যায়ে মানুষ তা অনুকরণ করতে সক্ষম হয়নি। ক্রমে ক্রমে জৈবিক বিবর্তন ও নানা প্রাকৃতিক কারণ এবং জীবন ধারণ ও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ইতর প্রাণীর মতো মানুষও নানা আকার-ইঙ্গিত, অস্ফুট ধ্বনি ও চিত্রাঙ্কনের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করতে থাকে। এ ক্ষেত্রে ভয়, ক্রোধ, বিস্ময় ও আনন্দের প্রকাশ এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির প্রয়াস মানুষের বাকস্ফুটনসহ বিভিন্ন উপায় অবলম্বন ও কর্মপন্থা গ্রহণের বিশেষ উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। এভাবে প্রয়োজনের তাগিদ, বাকশক্তির অব্যাহত অনুশীলন ও চিন্তার ক্রমবিকাশ এ তিনের সমন্বয়ে ধীরে ধীরে ভাষার উৎপত্তি হয়।[১৩]

মানবভাষার প্রাথমিক ক্রমবিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যাখ্যায় বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন মতবাদ ও অনুমাননির্ভর তত্ত্ব তৈরী করেছেন। অনেকের মতে আদিম মানুষ তার চতুর্দিকের বিভিন্ন প্রাকৃতিক ধ্বনি, জীবজন্তুর ডাক ও ব্যবহৃত প্রস্তরনির্মিত হাতিয়ারের শব্দ অনুকরণের মাধ্যমে নানারকম ধ্বনি সৃষ্টি করতে শিখে এবং এগুলো দ্বারা বিভিন্ন জন্তু ও হাতিয়ারের নাম রাখে। কারো কারো মতে, মনে উদিত নানা ভাব ও অনুভূতি আদিম মানুষকে বিভিন্ন ধ্বনি উৎপাদনের মাধ্যমে অন্তরের সেসব গোপন ভাব প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করে। তাই বলা হয়, ক্রোধ, ভয়, নিস্ময়, লজ্জা, যৌনবোধ প্রভৃতি ভাবব্যঞ্জক শব্দ থেকে ভাষার জন্ম। কেউ কেউ বলেন, প্রত্যেক ভাষার প্রতিটি ধাতু বা ক্রিয়াবিশেষ্যই (মাসদার) ভিন্ন ভিন্ন কাজ বুঝায়। শ্রমিকরা কঠিন কঠিন কাজ করার সময় শ্রম লাঘবের জন্য বিশেষ ধ্বনি উচ্চারণ করে থাকে। যেমন, হেঁই-হেঁই, হেঁইও-হেঁইও, হুঁ-হুঁ ইত্যাদি ঘোষধ্বনি। এখনো ভাষাতাত্ত্বিকগণ এখনো আবিষ্কার করেই চলেছেন বিভিন্ন মতবাদ। এ সকল তত্ত্ব দ্বারা কয়েক শত, কয়েক হাজার শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় মাত্র। অথচ বিশ্বে প্রচলিত হাজার হাজার ভাষার এক একটিতে লক্ষাধিক শব্দের অস্তিত্ব রয়েছে। উপর্যুক্ত তত্ত্বসমূহের সাহায্যে কিছুতেই এত বিপুল সংখ্যক শব্দের ব্যাখা দেওয়া যায় না।[১৪]

শত শত ভাষা-সম্প্রদায়ের কোটি কোটি মানুষ হাজার হাজার বছর যাবৎ প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে অবলীলাক্রমে অনবরত কথা বলে চললেও শত-সহস্র ভাষায় কোটি কোটি বই পুস্তক ও লক্ষ লক্ষ পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকলেও এবং শত-শত ইলেক্ট্রনিক্স প্রচার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত হরেক রকমের সম্প্রচারকার্য লাগাতার চলতে থাকলেও বিজ্ঞানীরা এখনো মানুষের ভাষাসমূহের কোন উৎসই খঁজে পান নি। তাঁরা এ কাজে সাফল্য লাভের

---

[১৩] কৃষ্ণপদ গোস্বামী, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ২০০১ খৃ.), পৃ.৯-১০।

[১৪] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শহীদুল্লাহ রচনাবলী, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ সম্পাদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫ খৃ.), খ.৩, পৃ.৪৩২-৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

আশায় শেষ পর্যন্ত নাইজেরিয়ার বানরকুলের শরণাপন্ন হয়েছেন। স্কটল্যান্ডের সেন্ট এ্যান্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক আর্নান্ড এবং জুবেরহলার এর সম্প্রতিক এক গবেষণায় জানা গেছে, নাইজেরিয়ার জঙ্গলে একদল বানরের বিভিন্ন ডাকে মানুষের ভাষার উৎসের সন্ধান মিলেছে। ওই বানররা চিতাবাঘ এলে এক রকম আওয়াজ করে, ঈগল এলে আওয়াজ করে আরেক রকম। আবার প্রাপ্ত বয়স্ক বানররা বিশেষ এক প্রকার 'পিয়াও' ডাকের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। গবেষকরা মনে করছেন এসব ডাকই মানুষের ভাষার পূর্বাবস্থা এবং এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবভাষার বীজ। এ ডাক থেকেই আজকের ভাষার জন্ম। প্রতিবেদনটিতে আরো বলা হয়, বিবর্তনের ইতিহাসে মানুষের আগে অন্য কোন প্রাণীকে মানুষের মতো এ রকম ভাষার ব্যবহার করতে দেখা যায়নি। মানুষ ছাড়া তার পূর্বপুরুষ নামে খ্যাত গরিলা বা শিম্পাঞ্জিদের মধ্যেও ভাষার এ রকম বহুল ব্যবহার দেখা যায় না। যদিও বানর আর গরিলার মধ্যে স্বরযন্ত্র এবং ভাষা উৎপাদনের সব ব্যবস্থাই রয়েছে। এগুলোর সাহায্যে বিশেষ বিশেষ ডাকের মাধ্যমে তারা পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন করে। ভারডেট বানরকেও বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন ডাক দিতে দেখা যায়। কিন্তু নাইজেরিয়ার এ জাতীয় বানরের মধ্যে যে ডাকগুলো রেকর্ড করা হয়েছে, তা আরও পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট। তবে আর্নান্ড ও জুবেরহলার বলেছেন, এতো প্রাণীর মধ্যে মানুষ কী করে ভাষা ব্যবহার করতে শিখলো বা কীভাবে ভাষার জন্ম হলো তা এখনো মানুষের অজানাই রয়ে গেছে।[১৫]

বস্তুত হাজার হাজার বছর যাবৎ মনুষ্য কর্তৃক ব্যবহৃত ভাষার উৎস সন্ধানে বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত সাফল্যের মুখ দেখাতে পারেনি। তবে বিজ্ঞান এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলেও মানবরচিত বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগেই অন্যান্য অনেক মৌলিক ও জটিল সমস্যার মতো ভাষার উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রশ্নটিরও সহজ সরল এবং সঠিক সমাধান দিয়ে রেখেছে। প্রাচীন মিসরীয় এবং ব্যাবিলনীয়দের মতে ভাষা যথাক্রমে 'থত' ও 'নাব্যু' দেবতার দান। হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী ভাষা ভগবানের সৃষ্টি। এ বিশ্বাসের ফলেই হিন্দুদের নিকট সংস্কৃত অপৌরুষের বা দেবভাষা হিসেবে বিবেচিত। বাইবেলের ভাষা সৃষ্টির মূলে 'জেহোভা' বা ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা বলা হয়েছে। তাই বলা যায় ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ীও মানুষের ভাষা ঈশ্বরের সৃষ্টি।[১৬] মানুষ সৃষ্টির মতো ভাষাও যে সরাসরি আল্লাহর সৃষ্টি ইসলামের মূলগ্রন্থ আল-কুরআনের বহু স্থানে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা এসেছে।

---

[১৫] দৈনিক 'জনকণ্ঠ' (ঢাকা: ১৩ই জুন'২০০৬ খৃ.), ব. ১৪, স. ১০৯। (নেচার পত্রিকা, কলিকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত); প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৭।

[১৬] মুহাম্মদ দানীউল হক, ভাষার কথা : ভাষাবিজ্ঞান (ঢাকা : করিম বুক কর্পোরেশন, ১৯৯০ খৃ.),পৃ.৬-৭; কৃষ্ণপদ গোস্বামী, প্রাগুক্ত, পৃ.৯-১০।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষাতত্ত্বের উপর প্রথম স্বতন্ত্র গ্রন্থ 'ফিক্‌হুল লুগাহ' (Science of language) এর লেখক আবুল হুসাইন আহমদ ইব্‌ন ফারিস (মৃ.৩৯৫ খৃ.) তাঁর গ্রন্থে বলেন যে, ভাষার উৎস ওহী বা ঐশী প্রেরণা। এর প্রমাণ মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী,[১৭] وعلم آدم الاسماء كلها 'এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন'। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলতেন, 'এ সকল নাম হলো যুগে যুগে মানুষ কর্তৃক ব্যবহৃত বিভিন্ন জীবজন্তু, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, বস্তু, যন্ত্র, ব্যক্তি ও জাতিসমূহের নাম।' 'ইব্‌ন ফারিস মনে করেন না যে একদিন একসঙ্গে আল্লাহ মানুষকে গোটা ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ বরং আদি মানব আদমকে সর্বপ্রথম আল্লাহর যতটুকু ইচ্ছা এবং আদমের যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু ভাষাজ্ঞানই তাঁকে প্রদান করেছেন। অত:পর যুগে যুগে আদমের বংশধরদের এবং প্রেরিত নবী-রাসূলদের আপন ইচ্ছা ও অবস্থার দাবী অনযায়ী আল্লাহ বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। এভাবেই এ ধারাক্রমটি শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর জাতি পর্যন্ত অব্যাহত থেকেছে। ইসলামের আগমনের পর অনেক শব্দ ও পরিভাষার প্রয়োজন দেখা দেওয়া সত্ত্বেও আমরা কখনও শুনিনি যে, সাহাবীগণ কোনদিন একসঙ্গে বসে কোন নতুন ভাষা বা শব্দ তৈরী করেছেন যা তাঁদের আগে ছিল না। তাছাড়া একথা সর্বজনবিদিত যে, মহাবিশ্বের গতি ও ঘটনাবলী ততদিন থেমে যাবে না বা লোপ পাবে না যতদিন এ মহাবিশ্ব শেষ বা বিলুপ্ত না হয়। এ সবকিছুই আমাদের এ বিশ্বাসের সমর্থক যে, ভাষা মহান আল্লাহ-প্রদত্ত, মানুষের ঐক্যমত্য বা চুক্তির ফল নয়।'[১৮]

মহানগ্রন্থ আল-কুরআনের বাণী,[১৯]

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ

'এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে বিজ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই অনেক নিদর্শন রয়েছে' তিনি আরও ঘোষণা করেন যে,[২০]

الرَّحْمَٰنُ - عَلَّمَ الْقُرْآنَ - خَلَقَ الْإِنسَانَ - عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

'করুণাময় আল্লাহ, তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তিনিই তাকে শিক্ষা দিয়েছেন ভাব প্রকাশ করা।'

---

[১৭] আল-কুরআন, ২ : ৩১।

[১৮] আবদুর রহমান জালালুদ্দিন সুয়ুতী, আল-মুযহির ফি উলুমিল লুগাহ ওয়া আনওয়াইহা (বৈরুত : দারুল ইহয়াইল কুতুব আল-আরাবিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ.৮-১০।

[১৯] আল-কুরআন, ৩০ : ২২।

[২০] আল-কুরআন, ৫৫ : ১-৪।

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহ আরও বলেন,[২১]

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡ

'আমি প্রত্যেক রসূলকেই তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য ।'

অতএব প্রমাণিত হল যে, যুগযুগ থেকে পরিচালিত মানবীয় সকল গবেষণা, বিবর্তনবাদসহ সকল মতবাদাই মানবজাতি ও তাদের ভাষার সৃষ্টির রহস্য ভেদ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে । বস্তুত, মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, মানুষ এবং তার ভাষাকে সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ । যা প্রথম মানব হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা প্রথম শিক্ষা দেন । পর্যায়ক্রমে তা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) পর্যন্ত এসে পরিপূর্ণতালাভ করে ।

---

[২১] আল-কুরআন, ১৪: ৪

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ভাষা ও অধিবাসীদের পরিচয়

আরবী ভাষাঃ

ভাষা আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত ও নিদর্শন ।[১] আরবী ভাষা একটি জীবন্ত ভাষা । যার ইতিহাস প্রায় দুই হাজার বছরের অতি প্রাচীন । হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (স.) এরশাদ করেছেন- 'তোমরা আরবদের তিন কারণে ভালবাসবে, যেহেতু, আমি আরব, কুরআন মাজীদের ভাষা আরবী আর জান্নাতের ভাষাও আরবী' ।[২] সেমীয় ভাষা গোষ্ঠির কনিষ্ঠতম আরবী ভাষার উৎপত্তি হয় পাঁচশ খৃষ্টাব্দে ।[৩] ইসলামের মূল উৎস কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফ এ ভাষাতেই সংরক্ষিত ।[৪]

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে পৃথিবীতে ২৭৯৬-টি ভাষা প্রচলিত আছে ।[৫] প্রখ্যাত ভাষা বিজ্ঞানীগণ সমস্ত ভাষা পরিবারকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন ।[৬] যেমন : ১. আর্য বা ইন্দো ইউরোপীয় । এই পরিবারের অর্ন্তভূক্ত হচ্ছে - সংস্কৃত, ফরাসী, ল্যাটিন, ইংরেজী, ফারসী ভাষা । ২. তুরানী বা মঙ্গোলীয়, চৈনিক, জাপানী, তাতারী, তুর্কী হচ্ছে উক্ত পরিবারের অর্ন্তভূক্ত । ৩. সামী বা সেমেটিক ।[৭]

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ভাষাবিদ পন্ডিত শ্লোজার 'সেমিটিক' শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন ।[৮] ১৭৭৮খৃষ্টাব্দে জোহান গটফ্রেড ঈকোহরণ আদি 'টেস্টামেন্টের' ভূমিকায় 'সেমাইট' নামটি ব্যবহার করেছিলেন ।[৯] উইলিয়াম রাইটের মতে শব্দটি সুবিধাজনক আবিষ্কার বটে, কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক নয় । আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনায় রাইটের মন্তব্যের যৌক্তিকতা অনুধাবন করা যায় । সবদিক দিয়ে যুক্তিসঙ্গত একটি শব্দের আবিস্কার খুব সহজ্ নয়, তাছাড়া হেমেটিক বা জফেটিক অথবা তুরানী শব্দত্রয় হতে 'সেমিটিক' বা 'সেমাইট' শব্দ কোন অংশে নিকৃষ্ট নয় । কাজেই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সব পন্ডিতই শব্দটি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে নিয়েছেন ।[১০]

---

[১] আল-কুরআন, ১৪ : ২২

[২] ইমাম বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান ।

[৩] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (কলকাতা : এ.কে.চৌধুরী,১৯৯৬ খৃ.), সংস্ক. ২, খ.২, ভূমিকা দ্র. ।

[৪] আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৯ খৃ.), সংস্ক. ৬, ভূমিকা দ্রষ্টব্য ।

[৫] ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ভাষার উৎপত্তি (ঢাকা : সফিয়্যুল্লাহ সম্পাদিত সংবর্ধনা গ্রন্থ, ১৯৬৭ খৃ.), পৃ. ২২২-২৭ ; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ.২৩২ ।

[৬] শিবলী নু'মানী, মাকালাতে শিবলী, খ. ২, আদবী, পৃ.১ ; সুলায়মান নদভী, লুঘাতে জাদীদাহ (লক্ষ্ণৌ : ১৯২৭ খৃ.), সংস্ক. ৩, পৃ.১০৩ ।

[৭] মো. নূরুল হক, ভাষা বিজ্ঞানের ইতিহাস (ঢাকা : ১৯৭৩ খৃ.), পৃ. ৩৬ ।

[৮] এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা,সংস্ক.১৪, খ.২৩, পৃ.৩১৪ ; সুরিয়ানী ভাষাবিদ ইয়াকুব আর-রাহাভী (মৃ.৭০৮ খৃ.) সর্বপ্রথম এই ভাষাগোষ্ঠির জন্য 'আস-সামিয়্যাহ' (সেমেটিক) শব্দ ব্যবহার করেছেন, মজল্লাতুল মজম'ইল ইলমিল্ আরাবী (দামিশ্ক : ১৯৫৮ খৃ.), সং.৩৩, খ.১, পৃ.৫৭০; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন,আরবী সাহিত্যের ইতিহাস পৃ.২৩৪ ।

[৯] এনসাইক্লোপেডিয়া অব আমেরিকা, খ.২৪, সেমাইট প্রবন্ধ ; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন,আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ.২৩৫ ।

[১০] ডব্লিয়ু রাইট, কমপ্যারেটিভ্ গ্রামার অব সেমিটিক ল্যাঙ্গুয়েজ (লন্ডন : ১৯২৩ খৃ.), পৃ.২-৩; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ.২৩৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

তৈরাত কিতাবের বংশ-তালিকানুযায়ী আরব, শাম (সিরিয়া) এবং ইরাকে সেই সুদূর অতীতে যে সম্প্রদায় বসবাস করেছিল তারা সকলেই বনু-সাম জনগোষ্ঠির অন্তর্গত। তাদের ভাষা, বর্ণ ও দেহের গঠন প্রকৃতির বিচারে তারা সাম বা গৌরবর্ণ মানব গোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত।[১১]

ঐতিহাসিকদের মতে, তারা এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ভূখন্ডে বসবাস করত। উত্তরে তরুপ পর্বত এবং আর্মেনিয়ার পর্বতমালা ; পূর্বে কুর্দিস্থান ও খুজিস্থানের পাহাড়সমূহ এবং পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগর।[১২]

আরবী আরবদেশের ভাষা। সর্বকনিষ্ঠ সামী ভাষা হল আরবী। ভৌগোলিকদের মতে 'আরবহ' (عرب) শব্দের সংক্ষেপ হল 'আরব'। প্রাচীন কবিদের কবিতায় শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আসাদ ইব্ন জাহিল বলেছেন:[১৩]

عرب ارض جد فى الشر أهلها – كما جد فى شرب النقاخ ظماء ...

'আরবহ ঐদেশ যে দেশের অধিবাসী মন্দ কাজে খুব চেষ্টা করে ; যেমন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি শীতল পানি পান করতে চেষ্টা করে।'

সব সামী ভাষায় 'আরবহ' অর্থ মরুভূমি বা অনাবাদী ভূমি। পবিত্র কুরআনে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বাসস্থানের বর্ণনায় মক্কাকে ফসলবিহীন অনুর্বর একটি উপত্যকা বলা হয়েছে।[১৪] আরবী ভাষায়ও আরব শব্দ যাযাবর বা বেদুঈন অর্থে হয়েছে। মরুময় অঞ্চল বলে এ দেশ আরব।[১৫]

ঐতিহাসিকগণ আরব জাতিকে তিনভাগে ভাগ করেছেনঃ বাইদাহ্ (যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে), মুত'আররিবাহ (খাঁটি আরব), মুস্তারিবাহ্ (বহিরাগত)।[১৬] আরব বাইদাহ্ বা আরিবাহ্ সেই প্রাচীন গোত্র যা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে। পবিত্র কুরআন্-এ 'আদ, সামুদ জাতির ধ্বংসের কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন আদ, সামুদ, তাছাম, জাদিজ, আমালেকা গোত্র, এদের সঠিক ইতিহাস রচিত হয়নি।[১৭] আদ সম্প্রদায়ের বাসস্থান ছিল উমান ও হাদরামউতের মধ্যবর্তী ইয়ামেনের সমুদ্রকূলবর্তী কংকরময় একটি স্থান।[১৮] হিজর ছিল সামূদ সম্প্রদায়ের বাসস্থান, যা হিজায ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী একটি এলাকার নাম।[১৯]

---

[১১] পি.কে.হিট্টির মতে, 'সেমিটিক' শব্দটি ভাষাতাত্বিক পরিভাষা; হিস্ট্রি অব দি আরব্স (লন্ডন : ১৯৪৯ খৃ.), পৃ.১২ ; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, পৃ.২৩৪।

[১২] প্রাগুক্ত, পৃ.৪।

[১৩] আরদুল-কুরআন, খ. ১,পৃ. ৫৭-৫৮।

[১৪] আল-কুরআন, ১৪-৩৭।

[১৫] আল-মুজহির, খ.১, পৃ.৩১-৩২।

[১৬] আল-মুজহির,খ.১,পৃ.৩১ ; জাওয়াহিরুল-আদব, খ.২, পৃ.৩ ; আল-ওসীত, পৃ.৫।

[১৭] আল-কুরআন, ৪১:১৬-১৭ ; ১৫:৮০ ; হাফেজ ইমামদুদ্দীন ইয়্ন কাছির, তাফসির, খ.৪, পৃ.-১৬০।

[১৮] প্রাগুক্ত,পৃ.১৮।

[১৯] আবুল ফিদা, স.ই.বি. খ.২,পৃ.৫৬০।

Dhaka University Institutional Repository

আরব আরিবাহ- ইয়ারুব ইব্‌ন ইয়াশজুব ইব্‌ন কাহতানের বংশধর ।এদেরকে কাহতানি আরব ও বলা হয় ।[২০] মদীনার আওস ও খায্‌রাজরাও, যাঁরা আনসার নামে ইতিহাসে খ্যাত, তারা ইসমাঈলী আরব বা কাহতানী আরব ।[২১] সমগ্র আরববাসী কাহতান এবং আদনানের বংশধরদের শাখা প্রশাখাভূক্ত । ঐতিহাসিকদের মতে আরবরা প্রায় সকলেই সামী (সেমেটিক) অর্থাৎ নূহ তনয় সামের বংশধর । নূহের তিন সন্তান যেমনঃ হাম,সাম,ইয়াফেস,সামের বংশধরগণ হল সামী ।

আরব মুস্তারিবাহ নামে পরিচিত সেসব গোত্র, যারা হযরত ইসমাঈল (আ.) এর বংশধর । হযরত ঈসা (আ.) এর জন্মের প্রায় উনিশশত বছর পূর্বে তিনি হিযাযে বসবাস স্থাপন করেছিলেন এবং জরহুম বংশীয় জনৈক মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন । কালের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বংশধরদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে । এদেরকে আদনানী আরব ও বলা হয় । এদের প্রকৃত বাসস্থান ছিল ইয়েমেনে ।[২২] এদের মধ্যে দুটি শাখা খ্যাতি লাভ করে । (ক) হেমইয়ার (খ) কাহতান । কাহতান ছাড়া হেম্‌ইয়ারের আর একটি গোত্র ছিল তার নাম কাজা'আ । এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে । এরা ইয়েমেন থেকে চলে গিয়ে ইরাকের বাদিয়াতুস সামাওয়াতে বসবাস করতে থাকে ।[২৩]

আরবে মোস্তারিবা- এদের পূর্বপুরুষ ছিলেন সাইয়্যেদিনা হযরত ইব্রাহীম (আ.), তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ইরাকের উয শহরের অধিবাসী । এ শহর ফোরাত নদীর পশ্চিম উপকূল কুফার কাছে অবস্থিত । ফোরাত নদী খননের সময়ে পাওয়া নিদর্শনসমূহ থেকে এ শহর সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে । হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরিবার এবং উয শহরের অধিবাসী ও তাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কেও অনেক তথ্য এতে উদঘাটিত হয়েছে ।[২৪]

হযরত ইবরাহীম (আ.) দ্বীনের তাবলীগের জন্যে দেশের ভেতর ও বাইরে ছুটোছুটি করেন । একবার তিনি মিসরে যান । হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রী সারার কথা শোনার পর ফিরাউনের মনে মন্দ ইচ্ছা জাগে । অসৎ উদ্দেশ্যে সে হযরত সারাকে নিজের দরবারে ডেকে নেয় । তারপর তা চরিতার্থ করতে চায় । হযরত সারা আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন । তার দোয়ার বরকতে আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনকে এমনভাবে পাকড়াও করেন যে, সে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে শুরু করে । এতে সে বুঝতে পারে যে, হযরত সারা আল্লাহর খুবই প্রিয়পাত্রি এবং পুণ্যশীলা রমনী । হযরত সারার এ বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে ফিরাউন তার কন্যা

---

[২০] রাহমাতুল্লিল আলামিন, খ.২, পৃ.৩৬-৩৭; বিভিন্ন গন্থে হযরত হাজেরাকে ফিরাউনের দাসী বলা হয়েছে, প্রকৃত পক্ষে তিনি ফিরাউনের কন্যা ছিলেন ।
[২১] রহমাতুল্লিল আলামিন, খ.২, পৃ.৩৪; সহীহ বুখারী, খ.১, পৃ. ৪৮৪ ।
[২২] সহীহ আল-বুখারী , কিতাবুল আম্বিয়া, খ.১, পৃ.৪৭৪-৭৫
[২৩] সহীহ আল-বুখারী ,খ.১, পৃ.৪৭৫ ।
[২৪] সূরা আস্ সাফফাত

Dhaka University Institutional Repository

হাজেরাকে[২৫] হযরত সারার হাতে তুলে দেন। হযরত সারা হযরত হাজেরাকে তাঁর স্বামী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে বিবাহ দেন।[২৬]

হযরত ইবরাহীম (আ.) হযরত সারা এবং হযরত হাজেরাকে সঙ্গে নিয়ে ফিলিস্তিন ফিরে যান। এরপর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে হযরত হাজেরার গর্ভ থেকে একটি সন্তান দান করেন। উল্লেখ্য যে, হযরত সার ছিলেন নি:সন্তান। ভূমিষ্ট সন্তানের নাম রাখা হয় ইসমাঈল। আস্তে আস্তে হযরত সারা হযরত হাজেরার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেন এবং নবজাতক শিশুসহ হাজেরাকে নির্বাসন দিতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বাধ্য করেন। পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে এ কথা মানতে হয় এবং তিনি হযরত হাজেরা এবং ইসমাঈলকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় গমন করেন।

বর্তমানে যেখানে কাবা ঘর রয়েছে, সেই ঘরের কাছে হযরত ইবরাহীম (আ.) স্ত্রী পুত্রকে রেখে আসেন। সে সময় কাবা ঘর ছিলনা। একটি টিলার মতো কাবা ঘরের স্থানটি উঁচু ছিলো। প্লাবন এলে সেই টিলার দু'পাশ দিয়ে পানি চলে যেতো। সেখানে মসজিদুল হারামের উপরিভাগে-পাশেই যমযমের কাছে একটি বড় বৃক্ষ ছিলো। হযরত ইবরাহীম (আ.) সেই গাছের পাশে স্ত্রী হাজেরা এবং পুত্র ইসমাঈলকে রেখে আসেন। সে সময় মক্কায় পানি এবং মানব বসতি কিছুই ছিলনা। এ কারণে হযরত ইবরাহীম (আ.) একটি পাত্রে কিছু খেজুর আর একটি মশকে কিছু পানি রেখে আসেন। এরপর তিনি ফিলিস্তিনে ফিরে যান। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে সে খেজুর ও পানি শেষ হয়ে যায়। কঠিন দু:সময় দেখা দেয়। সেই করুণ দু:সময়ে আল্লাহর রহমতের ঝরনাধারা যমযমরূপে প্রকাশলাভ করে এবং দীর্ঘকাল যাবত বহু মানুষের জীবনধারণের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হয়।[২৭]

কিছুকাল পরে ইয়েমেন থেকে একটি গোত্র মক্কায় আসে। ইতিহাসে এই গোত্র জরহুম সানী বা দ্বিতীয় জরহুম নামে পরিচিত। এ গোত্র ইসমাঈল (আ.)-এর মায়ের অনুমতি নিয়ে মক্কায় বসবাস করতে লাগলেন। কারো মতে এ গোত্র পূর্ব থেকে মক্কার আশে-পাশে বসতি স্থাপন করেছিল। উল্লেখ্য যে, এই গোত্রের লোকেরা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর আগমনের পরে এবং যুবক হওয়ার আগে যমযমের জন্যে মক্কায় আসে। এ পথে তারা আগেও যাতায়াত করেছিল।[২৮]

---

[২৫] সহীহ আল-বুখারী , খ.১, পৃ.৪৭৫-৭৬।
[২৬] কলবে জাযিরাতুল আরাব, পৃ.২৩৩ ; আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ.৩৭।
[২৭] আল-কুরআন, ৩ : ৯৬-৯৭ ; ২২ : ২৫-৩০; ১৪ : ৩৫-৪১।
[২৮] কলবে জাযিরাতুর আরাব, পৃ.২৩০; আল্লামা ছফিউর রহমান মেবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ.৩৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ইবরাহীম (আ.) স্ত্রী-পুত্রের দেখাশুনা করার জন্যে মাঝে মাঝে মক্কায় যেতেন। এভাবে কতোবার যাতায়াত করেছিলেন, সেটা জানা যায়নি। তবে ঐতিহাসিক তথ্য থেকে চারবার যাওয়া আসার প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ

এক. পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে স্বপ্ন দেখান যে, তিনি তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈলকে যবাই করেছেন। এ স্বপ্ন ছিলো আল্লাহর ইচ্ছার এক ধরনের নির্দেশ। পিতা-পুত্র উভয়েই এ নির্দেশ পালনে প্রস্তুত হন। উভয়েই আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করার পর পিতা তাঁর স্বীয় পুত্রকে মাটিতে শুয়ে দিয়ে জবাই করতে উদ্যত হলেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা বলেন হে ইবরাহীম তুমি স্বপ্নকে সত্যরুপে দেখিয়েছ। আমি পূণ্যশীলদের এভাবে বিনিময় দিয়ে থাকি। নিশ্চিত যে এটা ছিল একটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আল্লাহ তা'আলা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পুরুস্কার স্বরূপ হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে কোরবানীর মহান গৌরব দান করেন।[২৯]

বাইবেলের বর্ণনামতে হযরত ইসমাঈল (আ.) হযরত ইসহাক (আ.)-থেকে তেরো বছরের বড় ছিলেন। পবিত্র কুরআনের বর্ণনানুযায়ী এ ঘটনা ঘটেছিল হযরত ইসা (আ.)-এর জন্মর অনেক আগে। কারণ সমগ্র ঘটনা বর্ণনার পর এখানে হযরত ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর যুবক হওয়ার আগে হযরত ইবরাহীম (আ.) একবার মাত্র মক্কায় সফর করেছিলেন। বাকী তিন বার সফরের বিবরণ সহীহ আল-বুখারী , বর্ণিত হয়েছে।[৩০]

দুই. হযরত ইসমাঈল (আ.) যুবক হলেন। জোরহাম গোত্রের লোকদের কাছে আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। গোত্রের লোকেরা তাদের এক কন্যার সাথে তাঁকে বিবাহ দেন। এ সময়ে হযরত হাজেরা ইন্তেকাল করেন। এ দিকে হযরত ইবরাহীম (আ.) স্ত্রী-পুত্রকে দেখতে মক্কায় আসেন। কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত হয়নি। পুত্রবধুর সাথে দেখা হলে তিনি অভাব অনটনের কথা ব্যক্ত করেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) পুত্র-বধুকে বলে এলেন যে, ইসমাঈল এলে তাকে যেন বলে সে যেন ঘরের চৌকাঠ পাল্টায়ে ফেলে। পিতার এ উপদেশের তাৎপর্য হযরত ইসমাঈল বুঝে ফেললেন। তিনি স্ত্রীকে তালাক দেন এবং অন্য একজন মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন জুরহাম গোত্রের সরদার মাজায ইব্‌ন আমরের কন্যা।[৩১]

---

[২৯] আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ.৩৭।

[৩০] আর-রাহীকুল মাখতুম,পৃ.৩৪; কাহতান হলেন আবির বা হুদ (আ.)-এর পুত্র। য়া'রুবের নাম মুহয্যম অথবা মুদাদ। কারো মতে আরব দেশের নাম 'আরব' তাঁরই নামানুসারে হয়েছে।; মুজহির, খ.১, পৃ.৩১।

[৩১] আরদুল-কুরআন, খ.২, পৃ.৮৫-৯৬ ; সিয়রে আনসার, খ.১,পৃ.১-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

তিন. হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর দ্বিতীয় বিয়ের পর হযরত ইবরাহীম (আ.) পুনরায় মক্কায় আগমন করেন। কিন্তু এবারও পুত্রের সাথে তাঁর দেখা হয়নি। পুত্র-বধুর কাছে ঘর সংসারের অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করেন। পুত্র-বধুর কাছে আল্লাহর প্রশংসা শুনার পর এবার পুত্র-বধুকে বললেন, ইসমাঈল এলে তাকে বলবে সে যেন ঘরের চৌকাঠ ঠিক রাখে। এরপর হযরত ইসমাঈল (আ.) ফিলিস্তিন ফিরে যান।

চার. চতুর্থবার হযরত ইবরাহীম (আ.) মক্কায় এসে দেখতে পান, তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ.) যমযমের পাশে বসে তীর তৈরী করেছেন। পরস্পরকে দেখামাত্র উভয়ে আবেগে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরলেন। দীর্ঘকাল পর কোমল হৃদয়ে পিতা-পুত্রের সাক্ষাত হয়েছিল। এই সময়ে পিতা-পুত্র মিলিতভাবে কাবাঘর নির্মাণ করেন। মাটি খুঁড়ে দেয়াল তোলেন এবং হযরত ইবরাহীম (আ.) সমগ্র বিশ্বের মানুষদেরকে হজ্জ পালনের আহবান জানান।[৩২]

আল্লাহ তা'আলা মাজায ইব্ন আমরের কন্যার গর্ভে হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে বারটি পুত্র সন্তান দান করেন।[৩৩] তাঁদের নাম ১. ইব্‌ত বা নিয়াবুত ২. কায়দার ৩. আদবাইল ৪. মোব্‌শাম ৫. মেশমা ৬. দুউমা ৭. মাইশা ৮. হাদদ ৯. তাইমা ১০. ইয়াতুর ১১. ইফিস ১২. কাইদমান।

এই বার পুত্রের মাধ্যমে বারোটি গোত্র তৈরী হয়। এরা সবাই মক্কাতেই বসবাস করেন। ইয়েমেন, মিসর এবং সিরিয়ায় ব্যবসা করে তারা জীবিকা নির্বাহ করতো। পরবর্তীকালে এসব গোত্র জাযিরাতুল আরবের ভিন্ন এলাকা এবং আরবের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। এদের ইতিহাস কালের গর্ভে হারিয়ে যায়। শুধু নাবেত এবং কাইদার বংশধরদের সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়।[৩৪]

গাস্‌শান বংশের লোকেরা এবং আনযারনি অর্থাৎ আওস ও কাহতানি আরব ছিলেন না। বরং এ এলাকায় ইসমাঈলের দ্বিতীয় পুত্র নাব্‌তের অবশিষ্ট বংশধর বসবাস করতেন।[৩৫] হযরত ইসমাঈলের পুত্র কাইদারের বংশের লোকেরা মক্কায় বসতি স্থাপন করতে থাকে এবং কালক্রমে এদের বংশ বৃদ্ধি ঘটে। পরবর্তীকালে আদনান এবং তৎপুত্র মা'য়াদ এর যুগ আসে। প্রকৃত পক্ষে আদনানী আরবদের বংশধারা এ পর্যন্ত সঠিকভাবে সংরক্ষিত আছে।

---

[৩২] PK Hitri, Page-28.

[৩৩] তারিখুল-ইমামিল ইসলামিয়া, খ.১, পৃ. ১১-১৩, আল- জাজিরাতুল আরব পৃ. ২৩১-২৩৫।

[৩৪] আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, আররাহীকুল মাখতুম, পৃ.৩৫।

[৩৫] তারিখুল-আরদুল কোরআন, খ.২, পৃ. ৭৭-৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

আদনান ছিলেন মহানবী (স.) এর ঊনিশতম পূর্বপুরুষ। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী করীম (স.) তাঁর বংশধারা বর্ণনা করার সময় আদনান পর্যন্ত পৌছে থেমে যেতেন। তিনি বলতেন, বংশধারা বিশেষজ্ঞরা ভূল তথ্য পরিবেশন করে থাকে[৩৬] অনেকে উপরোক্ত বর্ণনাকে যঈফ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের মতে আদনান হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মধ্যে চল্লিশ পুরুষের ব্যবধান রয়েছে।

পরবর্তীকালে মায়াদ এর পুত্র নাজার থেকে কয়েকটি পরিবার জন্ম নেয়। মায়াদ এর পুত্র ছিল মাত্র একজন। তার নাম নাযার। নাযার এর পুত্র সংখ্যা ছিল ৪ জন যথাক্রমে ইয়াদ, আনমার, রাবি'আ এবং মোদার। পরবর্তীকালে রাবি'আ ও মোদার গোত্র বহু শাখা প্রশাখায় বিস্তার লাভ করে। রাবি'আ থেকে আসাদ ইব্‌ন রাবি'আ, আনযাহ, আবদুল কায়স ওয়ায়েল, বকর। তাগলাব এবং বনু হানিফাসহ বহু গোত্র বিস্তার লাভ করে।[৩৭]

মোদার এর বংশধারা বড় দু'টি গোত্রে বিভক্ত হয়। (ক) কায়স আইনাম ইব্‌ন মোদার (খ) ইলিয়াস ইব্‌ন মোদার। ইলিয়াস ইব্‌ন মোদার থেকে তাসিম ইব্‌ন মার্‌রা, বুদাইন ইব্‌ন মাদরেকা, বনু আসাদ ইব্‌ন খোযায়মা এবং কেনানা ইব্‌ন খোযায়মার গোত্রসমূহ বিস্তার লাভ করে। আর কেনানা থেকে কোরাইশ গোত্রের অস্তিত্ব লাভ করে। এ বংশের লোকেরা ছিল দেহের ইব্‌ন মালেক, ইব্‌ন নযর ও ইব্‌ন কেনানার বংশধর।[৩৮]

পরবর্তীকালে কোরাইশরা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। কোরাইশ বংশের প্রসিদ্ধ শাখাগুলো- জমেহ, ছাহমা, আদী মাখজুম, তাইম, কোহরা ও কুসাই ইব্‌ন কালাবের পরিবার অর্থাৎ- আবদুদ দার, আসাদ ইব্‌ন আবদুল ওয্‌যা এবং আবদুল মান্নাফ। এ তিনজন ছিলেন কুসাই এর পুত্র। এদের মধ্যে আব্‌দ মান্নাফের পুত্র ছিল চারজন। তাদের থেকে চারটি গোত্রের উৎপত্তি হয়- আব্‌দ শাম্‌স, নওফেল, মোত্তালিব এবং হাশেম। হাশেমের বংশধারা থেকে আল্লাহ তা'আলা মানবতার বন্ধু আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) কে মনোনীত করেন।[৩৯]

রাসুলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আ.)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে ইসমাঈল (আ.)-কে মনোনীত করেন। এরপর ইসমাঈল (আ.) এর বংশধরদের মধ্য থেকে কেনানাকে মনোনীত করেন। পরবর্তীতে কোরাইশ বংশধরদের মধ্য থেকে বনু হাশেমকে মনোনীত করেন এবং বনু হাশেম থেকে আমাকে মনোনীত করেন।[৪০]

---

[৩৬] তিবারি, উমাম আল মুলুক, খ. ২, পৃ.১৯১-৯৪, আল-আলাম, পৃ.৫-৬।
[৩৭] মোহাদেরাতে খাজবামী, খ.১, পৃ. ১৪-১৫।
[৩৮] প্রাগুক্ত,পৃ.৩৮।
[৩৯] প্রাগুক্ত,পৃ.৩৮।
[৪০] সহীহ আল-মুসলিম, খ.২,পৃ.২৪৫, জামে তিরমিযী।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসুল (স.) এরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা মাখলুক সৃষ্টি করার পর আমাকে সর্বোত্তম দলের মধ্যে সৃষ্টি করেন। এরপর সে দলকে দুইভাগে বিভক্ত করেন এবং আমাকে দুই দলের মধ্যে উৎকৃষ্ট দলের মধ্যে রাখেন। এরপর গোত্রসমূহ বাছাই করেন এবং আমাকে সবচেয়ে ভাল গোত্রের মধ্যে সৃষ্টি করেন। কাজেই আমি গোত্রের দিক থেকে উৎকৃষ্ট গোত্রজাত এবং পরিবার বা খান্দানের দিক থেকেও সর্বোত্তম।[৪১]

পর্যায়ক্রমে বনু কেনানা পরিবার তোহামায় বসবাস করতে থাকে। এদের মধ্যে কোরায়শী পরিবারসমূহ মক্কা ও তার আশে পাশে বসবাস করতো। এরা বিচ্ছিন্নভাবে জীবন যাপন করতো। পরবর্তীকালে কুসাই ইব্ন কিলাব অবির্ভূত হন এবং তিনি কোরায়শদের ঐক্যবদ্ধ করে মর্যাদা, গৌরব এবং শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেন।[৪২]

এই পর্যন্ত পৃথিবীর প্রাচীনতম যে সব ভাষার বর্তমানকাল পর্যন্ত ধারাবাহিকতা আবিষ্কার হয়েছে তাদের মধ্যে আরবী অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। আরবী সাহিত্য প্রায় দুই হাজার বছরের পুরাতন সাহিত্য। ধর্ম ও সাহিত্য এক না হলেও ইসলাম ধর্মের মূল ভাষা হল আরবী। যুগে যুগে যারা ইসলামের শ্বাসত বাণী মানুষের কাছে প্রচার করেছেন এবং বড় বড় পা-লিপি রচনা করেছেন তারা অধিকাংশই আরবী ভাষার কবি ও সাহিত্যিক। ইসলামী যুগের আরবী সাহিত্যই ধর্মীয় মুখপাত্র হিসেবে ভূমিকা রেখেছে।[৪৩]

---

[৪১] জামে তিরমিযী, খ.২, পৃ.২৩১।

[৪২] মোহাদেরাতে খাযরামী, খ.১, পৃ.১৫-১৬।

[৪৩] ড. শাওকী দয়ফ, তারিখুল আদাবিল-আরাবী, আল-আসরুল ইসলামী, পৃ.৫ ; অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, উপক্রমনিকা দ্র.।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

আরবী সাহিত্যের উপাদান ও ক্রমবিকাশ

মহান আল্লাহর এই সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানুষ হলো أشرف المخلوقات বা সৃষ্টির সেরা জীব এবং একমাত্র প্রাণী যে কথা বলতে পারে এবং চিন্তা, মত ও ধ্যান ধারণা দ্বারা অন্যকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। আর তা কেবল ভাষার মাধ্যমেই সম্ভব। মানুষ তার আবেগ-অনুভূতি, চিন্তা ও কল্পনাকে অতি সুন্দর সার্থকভাবে প্রকাশ করতে চায় যাতে অন্যরা মুগ্ধ হয়।[১] আর এ জন্য সে তার ভাষাকে সব সময় পরিপাটি ও পরিমার্জিত করতে চেয়েছে আর এ প্রক্রিয়ার ক্রমাগত, উন্নত ও আবেগময় ছন্দোবদ্ধরূপই হল সাহিত্য।

সাহিত্যকে আরবীতে النثر বলা হয়। আরবী অভিধানে বাবের ভিত্তিতে শব্দটির অর্থের বিভিন্নতা পাওয়া যায়। বাবে ضرب - يضرب থেকে আসলে এর অর্থ হবে দা'ওয়াতের খাবারের আয়োজন করা। যেমন আরবরা বলে থাকেন, أدب فلان القوم 'অমুক ব্যক্তি কোন এক সম্প্রদায়কে আপ্যায়ন করেছে' অথবা এর অর্থ হবে কোন বিষয়ের দিকে আহবান করা যেমন বলা হয়ে থাকে, أدب القوم على الأمر অথবা এর অর্থ হবে উৎকৃষ্ট নৈতিকতা ও আচার-আচরণের প্রশিক্ষণ দেয়া, সদগুণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা[২]

আর أدب শব্দটি বাবে كرم- يكرم থেকে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে সদগুণে গুণান্বিত হওয়া, সাহিত্যিক হওয়া। আর এখান থেকে أديب শব্দটি সাহিত্যিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাবে إفعال থেকে আসলে শব্দের অর্থ দাওয়াতের খাবারের আয়োজন করা, খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া। বাবে تفعيل থেকে এর অর্থ উত্তম নৈতিকতা শিক্ষা দেয়া, সাহিত্যের জ্ঞান দেয়া, মন্দ কাজের শাস্তি দেয়া। বাহন জন্তুর ক্ষেত্রে أدب শব্দটি প্রশিক্ষণ দেয়া ও বশ মানানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আরবরা বলে থাকেন, أدب الدابة 'সে জন্তুটিকে বশ মানিয়েছে'।

আর বাবে تفعل থেকে এর অর্থ হবে ভদ্র ও শিষ্ট হওয়া, সাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করা, কারও সদগুণের অনুসরণ ও অনুকরণ করা। যেমন আরবরা বলে থাকে, [৩]

---

[১] মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, *আরবী খুতবা সাহিত্য* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ২০০১) জাহিলী গদ্য সাহিত্য অধ্যায় (অপ্রকাশিত)।

[২] ড. শাওকী দয়ফ, *আল-ফানু ওয়া মাযাহিবুহু ফিন নাছরিল 'আরাবিয়্যাহ* (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৩ খৃ.), সংস্ক. ১০, পৃ.১৫; মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, *আরবী খুতবা সাহিত্য* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ২০০১ খৃ.), পিএইচ .ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), পৃ.৭৩।

[৩] আবুল-ফযল মুহাম্মদ *'আবদুল-হাফিয বালয়াভী, মিসবাহুল লুগাত*, অনুবাদ : হাবিবুর রহমান মুনির নদভ (ঢাকা : থানভী লাইব্রেরী, তা.বি.) পৃ.৬; আল-মুনজিদ,পৃ.৫; ড.এস.এম. আব্দুছ ছালাম, আরবী সাহিত্য প্রতিভা (রাজশাহী : ছালেহা প্রকাশনী,২০০৯খৃ.),পৃ.২১৩।

Dhaka University Institutional Repository

A Dictionary of Modern written Arabic English অভিধানে أدب শব্দটিকে বহু অর্থে ব্যবহার করেছে:[8] To be well-bred, well-mannered, cultured, urbane, have refined tastes. أدب To invite a party or banquet, entertain. أدب به : To arrange a banquet, give a normal dinner, to refine, educate, to discipline, punish, chastise, to invite as a quest, to receive a fine education, to be well-bred, well-educated, cultured, have refined tastes; to show, polite, courteous, civil تأدب بأدبه: to follows moral example.

أدب ، آداب : Culture, refinement; good breeding, good manner's social graces, decorum, decency, propriety, siemliness; humanity, humanness; the humanities.

لسان العرب গ্রন্থে বলা হয়েছে, أدب শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো الدعاء বা আহবান করা। আর এ কারণে কোন শিল্পকর্মকে বা উৎকৃষ্ট আকর্ষণীয় বস্তুকে مدعاة বা مأدبة বলা হয়ে থাকে, যেহেতু ঐ দিকে মানুষকে আহবান করা হয়। আর أدب উহাই যার দ্বারা একজন أديب মানুষের ভাল কাজের অনুকরণ করে থাকে। আর أدب কে أدب হিসেবে নামকরণের কারণ হলো- যেহেতু উহা মানুষকে প্রশংসনীয় কাজের দিকে আহবান করে এবং গর্হিত কাজ হতে নিষেধ করে। যেমন ইব্‌ন মাস'উদের (রা.) একটি হাদীস-:

إن هذا القرآن مأدبه فى الأرض فتعلموا من مأدبته

'নিশ্চয় কুরআন এই পৃথিবীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে উৎকৃষ্ট নেয়ামত। সুতরাং তোমরা এই উৎকৃষ্ট নেয়ামত হতে শিক্ষা অর্জন কর'। ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) কুরআনকে এমন এক অনুপম সৃষ্টির সাথে তুলনা করেছেন যাকে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য প্রেরণ করেছেন এবং তাতে রয়েছে তাদের জন্য প্রভূত কল্যাণ ও উপকারিতা, অত:পর তিনি মানুষকে উহার দিকে আহবান করেছেন।[৫]

প্রফেসর লানিন্নোর মতে, أدب শব্দটি মূলত الدأب শব্দ থেকে উৎগত, যার অর্থ হলো العادة বা স্বভাব প্রকৃতি। তিনি বলেন أدب শব্দটি কোন مفرد শব্দ থেকে আসেনি, বরং তা جمع শব্দ থেকে এসেছে, কেননা دأب এর বহুবচন أدأب যা পরবর্তীতে রুপান্তর হয়ে آداب রূপধারণ করেছে। যেমন بئر ও رئم এর বহুবচন যথাক্রমে أبآر ও أرام অত:পর তা পরিবর্তিত হয়ে آبار ও آرام হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং

---

[8] ইব্রাহীম আনীস, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত* (দিল্লী : দারুল ইশা'আতিল ইসলমিয়্যাহ, তা.বি.),পৃ.৯-১০;ড.এস.এম.আবদুছ ছালাম,পৃ.২১৩।

[৫] HANS WEHR, A Dictionary of Modern written Arabic English. (New York: J Milton cowan, 1976 E.) Ed. 3, Pge.621.

Dhaka University Institutional Repository

আরবরা دأب শব্দের বহুবচন آداب শব্দকে ভূলে যায় এবং ধারণা করতে থাকে যে, آداب শব্দটি প্রকৃত বহুবচনের রুপ। শব্দটির অত্যাধিক ব্যবহারের ফলে এর বহুবচন أداب। তখন তারা এর مفرد হিসেবে دأب এর পরিবর্তে أدب কে গ্রহণ করে।[৬]

প্রাচীনকাল থেকে আরবরা أدب শব্দকে বিশেষ কয়েকটি অর্থে ব্যবহার করেছে। যেমন- الخلق المحذب (সুন্দর চরিত্র), الطبع القويم (দৃঢ় স্বভাব), المعاملة الكرمة للناس (মানুষের সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ)। দৃষ্টান্তস্বরূপ উতবা ইব্ন রাবী'আহ-এর একটি উক্তি থেকে যেখানে তিনি أدبশব্দকে خلق نبيل বা মহৎ চরিত্র অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন তার কথা:[৭]

بذرأرومته وعز عشيرته ** يؤدب أهله ولا يؤدبونه

ইসলামের প্রাথমিক যুগে أدب শব্দটি الثقافة (সংস্কৃতি) এবং العلم (শিক্ষা) অর্থে ব্যবহৃত হত, যেমন- হযরত 'আলী (রা.)-এর থেকে বর্ণিত একটি হাদিস:

يا رسول الله (صـ) نحن بنو أب واحد ، ونراك تكلم وفواد العرب

'হে আল্লাহর রাসুল (স.) আমরা একই পিতার (একই বংশের) সন্তান, অথচ আপনি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে যখন কথা বলেন তখন তার বেশীর ভাগই আমরা বুঝতে পারিনা।' তখন রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন,[৮]

أدبنى ربى فأحسن تأدينى ، وربيت فى بنى سعد

'আমার রব আমাকে উত্তম শিক্ষা দিয়েছেন এবং আমি বনু সা'দ গোত্রে প্রতিপালিত হয়েছি'। এখানে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর বক্তব্যের মধ্যে تأديب এর অর্থ التهذيب الخلقى নয় বরং অর্থ হলো التثقيف والتعليم।[৯]

পরবর্তীকালে উমাইয়া যুগে এসে أدب অর্থ শুধুমাত্র কবিতা বা গদ্য সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।[১০] যেমন- أنساب ، أخبار এবং شرح ইত্যাদি। আব্বাসীয় যুগে এসে أدب পদ্য গদ্য ছাড়াও সামগ্রীক আরবীয় সভ্যতাকে বুঝানো হতো। বর্তমানে আরও সীমাবদ্ধ হয়ে পুনরায় উমাইয়া যুগের মত পদ্য গদ্য এবং এই দু'য়ের সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।[১১]

---

[৬] আহমাদ আশ-শায়িব, *উসূলুন নাকদিল আদাবী*,পৃ.১৩।
[৭] প্রাগুক্ত,পৃ. ১৫।
[৮] আহমাদ বাদাবী, *আসাসুন নাকদিল আদাবী 'ইনদাল 'আরাব* (মিসর : মাকতাবাতুন নাহদাহ্ আল-মিসরিয়্যাহ্,তা.বি.), পৃ.১৩।
[৯] আহমাদ আশ-শায়িব, *উসূলুন নাকদিল আদাবী*,পৃ.৩।
[১০] আসাসুন নাকদিল আদাবী *'ইনদাল 'আরাব*, পৃ.১৩।
[১১] প্রাগুক্ত,পৃ.৭।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব আমরা أدب কে আরবী পদ্য গদ্য সাহিত্য তথা আরবদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বুঝতে পারি ।[১২]

أدب শব্দের পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

হান্না আল-ফাখুরীর মতে-[১৩]

أدب هو مجموعة الآثار المكتوبة التى يتجلى فيها العقل الانسانى باالانتشار والفن الكتابى

'সাহিত্য হলো কিছু লিখিত নিদর্শনাবলীর সমষ্টি, যাতে বিস্তৃত ও শৈল্পিক পদ্ধতিতে মানবীয় জ্ঞান প্রকাশ পায় ।'

ড. উমার ফার্‌রূখ বলেন,[১৪]

الأدب هو الذى يطلق على مجمع الكلام الجيد المروى نثرا وشعرا

'গদ্য ও পদ্য রুপে বর্ণিত উৎকৃষ্ট বাক্যমালার সমষ্টিকে সাহিত্য বলে' ।

প্রফেসর স্ট্রপফোর্ড ব্রুব বলেন,[১৫]

الأدب هوأفكار الأذكياء ومشاعرهم مكتوبة بأسلوب

'সাহিত্য হল বিজ্ঞ পন্ডিতগণের চিন্তা ও অনুভূতির সমাহার, যা পাঠককে আনন্দ দেয়, এমন পদ্ধতিতে লিখিত' ।

প্রফেসর সেইন্ট বিউভ বলেন,[১৬]

الأدب هوالكلام الدقيق الجميل الذى يعبر عن الحقائق الأدبية والعواطف الإنسانية

'সাহিত্য হল সূক্ষ রুচিপূর্ণ বাক্য সমাহার, যা সাহিত্যের প্রকৃত স্বরুপ এবং মানবীয় অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করে' ।

---

[১২] প্রাগুক্ত,পৃ.৭ ।

[১৩] হান্না আল-ফাখুরী, *আল-মু'জিয ফিল আদাবিল 'আরাবী ওয়া তারীখিহি* (বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৯১ খৃ.), খ.১, পৃ. ।

[১৪] ড. উমার ফার্‌রূখ , *তারীখুল আদাবিল আরাবী*,খ.১,পৃ.৪২ ।

[১৫] আহমাদ আশ-শায়িব, *আন-নাকদিল আদাবী*, পৃ.১ ।

[১৬] প্রাগুক্ত,পৃ.১৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত বলেন,[১৭]

أدب اللغة ما أثر عن شعرائها وكتابها من بدائع القول المشتمل على تصور الأخيلة الدقيقة ، وتصوير المعانى الرقيقة ، وتصوير المعانى الرقيقة ، مما يهذب النفس ويرقق الحس ويثقف اللسان

'কোন ভাষার সাহিত্য মানে, সেই ভাষার কবি ও লেখকদের থেকে বর্ণিত অনুপম বক্তব্য, যাতে রয়েছে সূক্ষভাবে কল্পনা ও সাবলিল বিষয়ের চিত্রায়ন, যা আত্মাকে মার্জিত করে, অনুভূতিকে শাণিত এবং ভাষাকে সমৃদ্ধ করে' । তিনি আরও বলেন,[১৮]

وقد يطلق الأدب على جميع ما صنف فى كل لغة من البحوث العلمية والفنون الأدبية ، فيمل كل أنتجته خواطر العلماء وقرائح للكتاب والشعراء -

'কখনও সাহিত্য বলতে প্রত্যেক ভাষার রচিত যাবতীয় জ্ঞানগর্ভ গবেষণা ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে বুঝায় । সুতরাং এতে পন্ডিত,লেখক ও কবিদের মনন ও প্রতিভাপ্রসূত সব কিছুই শামিল রয়েছে' ।

ড.আহমাদ আমীন বলেন,[১৯]

إنه التعبيرعن الحياة أو بعضها بعبارة جميلة

'সাহিত্য তাই যা সুন্দর বর্ণনাভঙ্গীর মাধ্যমে সমগ্র জীবন বা তার অংশ বিশেষকে নিয়ে বিশ্লেষণ করে' ।

ইব্ন সাল্লাম বলেন,[২০]

الأدب فن من الفنون وهو يعتمد على الحذق والصنعة والتثقيف كسائر الفنون والصناعات وهو فن يتقفه اللسان -

'সাহিত্য হলো অন্যান্য শিল্পের ন্যায় একটি শিল্প,যা বুদ্ধিমত্তা, শিল্প ও সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে থাকে। আর এটি এমন একটি শিল্প যা ভাষাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে' ।

মু'জিমুল-ওয়াসীত প্রণেতা বলেন,[২১]

الأدب كل ما أنتجه العقل الإنسانى من ضروب المعرفة

---

[১৭] আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত, পৃ.৭ ।

[১৮] প্রাগুক্ত,পৃ.৭ ।

[১৯] আহমাদ আমীন, *উসূলু আন-নাকদুল আদাবী*, পৃ.১ ; ড.এ.এস.এম.আবদুছ ছালাম, আরবী সাহিত্য প্রতিভা, পৃ.২১৭ ।

[২০] . ইব্ন সালাম, *তাবাকাতুশ শু'আরা* (বৈরুত : দারুল মা'আরিফ,তা.বি.),পৃ.৮ ।

[২১] *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*,পৃ.১৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

'মানুষের মেধাপ্রসূত নানান রকম জ্ঞানকে সাহিত্য বলা হয়' । তিনি আর ও বলেন,[২২]

هو الجميل من النظم والنثر وتطلق الأدب حديثا على الأدب بالمعنى الخاص ، والتاريخ والجغرافية وعلوم اللسان والفلسفة

'উৎকৃষ্ট গদ্য ও পদ্যকে সাহিত্য বলা হয়। তবে আধুনিক কালে সাহিত্য বলতে নির্দিষ্ট অর্থে সাহিত্য শাস্ত্রকে যেমন বুঝানো হয়, তেমনি ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা সংক্রান্ত নানাবিধ শাস্ত্র এবং দর্শনকেও সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত হিসাবে গণ্য করা হয়' ।

প্রফসর ইমারসন বলেন,[২৩]

الأدب سجل لخير الأفكار

'সাহিত্য হল উত্তম চিন্তামালার এক অনন্য দলীল' ।

সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শ্রীশ চন্দ্র দাস বলেন,[২৪] 'সাহিত্য হল- মানুষের আশা-আকাঙ্খা, ব্যর্থতা, দৈন্যতা ও ভাবনা কামনার বাণী প্রকাশ যা জীবন জগত ও প্রকৃতির অনুগত রহস্যের মর্মোদঘাটন করে থাকে ।'

বস্তুত, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কথা-বার্তা, লেন-দেন, চরিত্রকে বা মানুষের আবেগ-অনুভূতি, কল্পনা. চিন্তা ও আকৃতিকে অন্যের নিকট আরও অলংকৃত করে ছন্দোবদ্ধ এবং হৃদয়গ্রাহী, শৈল্পিকরুপে প্রকাশ করার নামই সাহিত্য, যেমন আরবী,বাংলা, ইংরেজী, ফরাসী ইত্যাদি সাহিত্য ।

সাহিত্যের উপকরণ: (عناصر الأدب)

আরবী সাহিত্যের মৌলিক উপাদান চারটি এ ব্যাপারে অধিকাংশ আরবী সাহিত্য সমালোচক ও গবেষক ঐক্যমত পোষণ করেছেন । আর তা নিম্নরূপ:

১. العاطفة (আবেগ-অনুভূতি)

২. الخيال (কল্পনা)

৩. الفكرة (চিন্তা)

---

[২২] প্রাগুক্ত,পৃ.৯-১০ ।

[২৩] আহমাদ আশ-শায়িব,*উসূলুন নাকদিল আদাবী*,পৃ.১৭ ।

[২৪] শ্রীশ চন্দ্র দাস, *সাহিত্য সন্দর্শন*,পৃ.১৯-২০ ।

Dhaka University Institutional Repository

৪. الصورة (আকৃতি)

العاطفة আবেগ-অনুভূতি: শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হল عواطف। এর শাব্দিক অর্থ হল- আবেগ, অনুভূতি, দয়া, সহানুভূতি ইত্যাদি। মু'জিমুল ওয়াসীত অভিধান গ্রন্থে শব্দটির কয়েকটি শাব্দিক অর্থ বলা হয়েছে। ১. القرابة (নৈকট্য), ২. أسباب القرابة (নৈকট্যের উপকরণ), ৩. الشفقة (দয়া) ইত্যাদি।[২৫]

আল-ফারায়িদুদ দুররিয়াহ্ অভিধান গ্রন্থে এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে:[২৬]

عطف وعاطف : Affectionate, cloak, conjunction .

عواطف وعاطفات : Mercy, feeling, Relationship, Bias, snare, trap for game.

বাংলা একাডেমী আরবী বাংলা অভিধানে عاطفة শব্দটির তিনটি অর্থ বলা হয়েছে, যেমন- স্নেহ, ভালবাসা, অনুরাগ।[২৭]

A Dictionary of Modern written Arabic অভিধানে শব্দভেদে এর বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে[২৮] عاطفة শব্দটির অর্থ করা হয়েছে এভাবে যে: amorous affection, affectionate bene volence, Solicitude, sympathy, compassion, affection attachment ciking, Kindness; reelling, Sentiment.

ড.আহমাদআমিন عاطفة -এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলেন:[২৯]

العاطفة هو الذى يحدث عن شعور الكاتب ويشير شعور القارى ويسجل أدق شاعر الحياة وأعمقها

'যা লেখকের অনুভূতিকে প্রকাশ, পাঠকের অনুভূতিকে জাগ্রত এবং জীবনের গভীর ও সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে রেকর্ড করে থাকে তাই العاطفة।

[২৫] *আল-মু'জিমুল ওয়াসীত*,পৃ.৬০৮।

[২৬] জে.জি.হাভা.এস.জে. *আল-ফারায়িদুদ-দুররিয়াহ্* (বৈরুত :দারুল মাশারিক, ১৯৮২খ.), সংস্ক.৫,পৃ.৪৮১।

[২৭] মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযহারী, *আরবী বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯ খৃ.), সংস্ক. ২, খ. ২, পৃ.১৭৭২।

[২৮] HANS WEHR, *A Dictionary of Modern written Arabic English*. (New York: J Milton cowan, 1976 E.) Ed. 3, Pge.621.

[২৯] ড. আহমাদ আমীন, *উসূলু আন-নাকদুল আদাবী*, পৃ.২৪।

Dhaka University Institutional Repository

ড. বাদাবী তাবানাহ বলেন:[৩০]

أما العاطفة فإنها تمثل استعدارا نفسيا ينشأ عن تكرار الانفعالات وإجتماعها وترابطها وانتظامها نحو موضوع معين معين من الموضوعات التى أثارت هذه الانفعلات ، فينشأ عن ذلك شعور راسخ فى النفس نحو هذا الموضوع بالحنين إليه أو النفور منه ، والرضاعنه أو السخط عليه وحبه أر كراهية -

প্রাচীনকাল থেকে অদ্যবধি আধুনিককাল পর্যন্ত আবেগ-অনুভূতিকে সাহিত্যের প্রধান উপকরণ হিসেবে দেখা যায়। বস্তুত আবেগ সাহিত্যকে স্থায়ীত্ব বা দীর্ঘজীবি করে থাকে। তাই এটি সাহিত্যের মৌলিক বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে, কিন্তু জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিগুলো স্থায়ী নয়।

যেমন ইলিয়টের সময় যে জ্ঞানের ধারা ছিল তা বর্তমানে এসে ইতি ঘটেছে, কিন্তু তার গ্রন্থটি আজও বিদ্যমান আছে। কবি আল-মুতানাব্বীর সময় যে জ্ঞান ছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে, কিন্তু তাঁর কবিতা বিদ্যমান। কারণ জ্ঞান হলো বিবেকের অনুগত, আর বিবেক এক পরিবর্তনশীল সত্তা। এমনকি মানুষের শৈশব, যৌবনকাল ও বার্ধ্যক্যের কারণে জ্ঞানের পরিবর্তন দেখা যায় আর আবেগের কোন পরিবর্তন হয় না, হলেও শুধুমাত্র আকৃতির পরিবর্তন হয় মূলের কোন পরিবর্তন হয় না।[৩১] যেমন মৃত্যু শোক জার্মান ইংরেজরা যেভাবে প্রকাশ করে আর মিসরীয়রা সে ভঙ্গিতে প্রকাশ করেনা, যদিও শোক সকলের নিকট একই বস্তু। জ্ঞান হল বিষয়ভিত্তিক। তাই বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের সাথে ইহার পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু আবেগ এমন এক সত্তাগত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যা সামান্যমাত্র পরিবর্তন হতে পারে। এজন্য যে সব বিষয়ে আবেগ নেই তা সাহিত্য নয়। যেমন সাধারণ ভাষায় সাধারণ কিছু বর্ণনা করা, অনুরূপভাবে পরিসংখ্যান, গণিত, মনোবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান এবং প্রাণীবিদ্যার গ্রন্থগুলো সাহিত্য নয়। কারণ এগুলোর মধ্যে কোন আবেগ নেই। কিন্তু সামান্য একজন যুবতী, কিংবা তার চোখ ও চুল নিয়ে আবেগ মিশ্রিত ভাষায় রচিত কয়েকটি মাত্র কবিতার পংক্তিকেও সাহিত্য বলা যাবে। কারণ এখানে আবেগ আছে।

আবার ইতিহাসের গ্রন্থ যখন আবেগ দিয়ে লেখা হয় তবে তা সাহিত্য হিসেবে গণ্য হবে । আবেগ সাহিত্যের মূল ভিত্তি হওয়াতে আমরা কোন কবির কবিতা বারবার পাঠ করে ও বিরক্ত হইনা। কিন্তু বিজ্ঞানের পুস্তক একবার পাঠ করে দ্বিতীয়বার পাঠ করতে আগ্রহপোষণ করেনা। জ্ঞানের কথা সকলেই প্রায় পাশাপাশিভাবে ব্যক্ত করে, কিন্তু আবেগের কথা সকলে সমানভাবে ব্যক্ত করতে পারেনা বা ইচ্ছাপোষণ করেনা। আকাশের নক্ষত্র দেখে আমার মনের মধ্যে যে আবেগ সৃষ্টি হয় আর আমার

[৩০] ড. বাদাবী তাবানাহ, *আল-নাকদুল আদাবী* (সৌদী আরব : জামি'আতুল ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন স'উদ আল- ইসলামিয়্যাহ, '১৪০৪ হি.), পৃ.৫৪ ; ড. এস.এম. আবদুছ ছালাম, পৃ.২২০।

[৩১] ড. এস. এম. আবদুছ ছালাম, আরবী সাহিত্য প্রতিভা, পৃ.২২১।

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি আরেকটি মানুষের মধ্যে সে আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টি হবেনা। এ কারণে কবিদের জ্ঞানপূর্ণ কবিতা, কথা বার্তা, প্রবাদবাক্যকে অনেক সাহিত্য সমালোচক সাহিত্য বলতে নারাজ। কারণ এগুলোতে আবেগের বহি:প্রকাশ নেই। কারণ কোন সাহিত্যে জ্ঞানের কথা ও প্রবাদ বাক্য উপস্থিত থাকার পরও যদি উহার মধ্যে কল্পনা ও প্রকাশ ভঙ্গি শক্তিশালী হয়, তখন উহাতে সাহিত্যের আবেগ বিদ্যমান থাকে। তবে তা খুবই সামান্য মাত্র।

যদি প্রশ্ন করা হয় এখানে কার আবেগ বুঝানো হয়েছে? তবে উত্তরে বলা যায় এ আবেগ লেখক, পাঠক ও যাদের নিয়ে লেখক আলোচনা করে থাকেন তাদের আবেগের কথা বুঝানো হয়েছে। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কবি বা লেখকের আবেগ অনুভূতিই প্রাধান্য পেয়ে থাকে।[৩২]

উল্লেখ্য যে, আবেগের দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে। القوة বা শক্তি এবং الصدق বা সততা। সাহিত্যিকের মন ও তার গভীর অনুভূতিই এই القوة বা শক্তির উৎস। আর الصدق বা সততা العاطفة এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। সাহিত্যে সততা বলতে সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত কল্পনার প্রকৃতিকে প্রকাশ করাই বুঝায়।[৩৩]

الخيال এর বিবরণ:

خيال একবচন, এর বহুবচন হলো যথাক্রমে أخلية ও خيالات। এর শাব্দিক অর্থ: ধারণা, কল্পনা, অনুমান ইত্যাদি। এর বিশ্লেষণাত্মক অর্থ এরূপ- الخيال ما تشبه لك فى اليقظة والمنام صورة 'জাগ্রত ও ঘুমন্ত অবস্থায় তোমার কল্পনার দৃশ্যপটে যে প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে তাই।[৩৪]

خيال এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় শ্রীশ চন্দ্র দাস বলেন,[৩৫] 'এটা কবি প্রতিভার সেই শক্তি যার বলে কবি স্বকীয় মানস রসে সঞ্জীবিত চিত্রাত্মক কোন ভাবকল্প সৃষ্টি করতে পারেন।'

ড. আহমাদ আমিন বলেন,[৩৬]

الخيال هو الكوة التى نستطيع لها أن نصور الأشخاص والأشياء والمعانى ونمثل شاخصة امام من نخاطبه ونثتثير مشاعرة -

خيال এমন একটি জানালা যার দ্বারা আমরা ব্যক্তি, বস্তু ও অর্থকে চিত্রায়িত করতে জাগ্রত করতে পারি।

---

[৩২] ড.এস. এম. আবদুস সালাম, আরবী সাহিত্য প্রতিভা, পৃ.২২২।
[৩৩] প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬।
[৩৪] মিসবাহুল লুগাত, পৃ. ২১৭।
[৩৫] সাহিত্য সন্দর্শন, পৃ.৩০।
[৩৬] ড. আহমাদ আমীন, আন-নাকদুল আদাবী, পৃ.২৮।

Dhaka University Institutional Repository

তবে রাসকিন এর মতে, এর সংজ্ঞা দেয়া কঠিন বিষয়, বরং এটাকে ভালভাবে বুঝতে হলে উদাহরণের মাধ্যমে বুঝতে হবে। যেমন আমি আমার জ্ঞানে এমন এক প্রাণীর আকৃতি উপস্থিত করব যার দেহ হবে কুকুরের ন্যায় এবং মাথা হবে পাখির ন্যায়-ইহাই হলো কল্পনা। আমি গতকাল একটি পাখি ও একটি কুকুর দেখেছি, এখন তাদের প্রতিচ্ছবি আমার মনের মধ্যে দাঁড় করালাম, এটাই কল্পনা। অথবা একজন ভাস্কর মার্বেল পাথরে কোন কিছু অংকন করার পূর্বে মনের আয়নায় যে প্রতিচ্ছবি নিয়ে আসেন তাই খেয়াল বা কল্পনা।[৩৭]

সাহিত্য সমালোচকগণ خيال কে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন:

১. الخيال الابتكارى বা creative imagination এর সংজ্ঞায় আহমাদ আশ-শায়িব বলেন,[৩৮]

إذا كان تأليفا إختياريا الصورة جديدة سمى خيالا ابتكاريا

'যদি কল্পনাকারী নিজ পছন্দকৃত কোন নতুন আকৃতির বিবরণ দেয় যা তার কল্পনা শক্তি দ্বারা তৈরী করেছে তাকে الخيال الابتكار বলে।'

উদাহরণ স্বরূপ বাশ্‌শার ইব্‌ন বুর্‌দ-এর একটি কবিতার চরণ উল্লেখ করা যেতে পারে, তা হলো[৩৯]:

كان مثار النقع فوق رءوسنا ** وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه

'অবশিষ্ট ধূলিকণা ও আমাদের তরবারীগুলো তাদের মাথার উপর রাতের তারকা পতিত হওয়ার ন্যায় পতিত হয়েছে।' এখানে কবি তীব্র যুদ্ধক্ষেত্রে উড়ন্ত ধূলিকণার মাঝে তরবারী চালনাকে অন্ধকার রাত্রিতে ক্রমান্বয়ে তারকা পতিত হওয়ার মত বলে কল্পনা করেছেন।

এছাড়াও এ ধরনের সৃজনশীল কল্পনার সাথে সাদৃশ্য রেখে এমন এক প্রকার কল্পনা শক্তি সাহিত্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, যাকে আরবীতে وهم এবং ইংরেজীতে Fancy বলা হয়।

এর সংজ্ঞায় ড. আহমাদ আমীন বলেন[৪০]:

هو الذى يخلق العناصر الاولى التى تكتب من التجارب صورة جديدة نافعة للحياة المعقولة

---

[৩৭] ড. আহমাদ আমীন, আন-নাকদুল আদাবী, পৃ.২৭।

[৩৮] উসূলন নাকদুল আদাবী, পৃ.২১৪।

[৩৯] ড.এস.এম. আবদুছ ছালাম, আরবী সাহিত্য প্রতিভা, পৃ.২২৪।

[৪০] আহমাদ আমীন, আন-নাকদুল আদাবী, পৃ.৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

'অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে নিয়ে কোন কিছুকে নতুনরূপে চিত্রিত করা, কিন্তু বাস্তব জীবনে তা সম্ভব নয় এমন কল্পনাকে وهم বলে।' যেমন আবুল কাসিম আল-হারীরীর মাকামা সাহিত্যে আবু যায়িদ আস-সারুজী চরিত্রের কল্পনা।

২. الخيال المؤلف বা Associative imagination:

কোন একটি জিনিসকে বুঝাতে গিয়ে অন্য একটি জিনিসের দ্বারা যে কল্পনা করা হয় তাই الخيال المؤلف। যেমন বসন্তকালে ফুল-ফল ও পাতা-পল্লবে ভরা একটি সবুজ-শ্যামল গাছ যাতে বহু প্রকার পাখ-পাখালী গান করে মানুষের হৃদয়মনকে পরিতৃপ্ত করে। অত:পর যখন শীতকাল আসে তখন উহা পাতাশূন্য ফল-ফুলহীন হয়ে পড়ে, তাতে কোন পাখি গান করে না। এখন কোন লেখক যদি ঐ দুই অবস্থার বর্ণনা এভাবে দেন যে, 'যৌবনকাল কত সুখের ,কিন্তু বার্ধক্যে সে সুখ হারিয়ে যায়। মানুষের যৌবনকাল হল বসন্তের বৃক্ষের ন্যায়, আর বার্ধক্য হলো শীতকালের পত্র-পল্লবহীন নিষ্পাণ বৃক্ষ'। লেখকের এ ধরনের কল্পনাকে الخيال المؤلف বলে।[৪১]

৩. الخيال البيانى বা الخيال التفسيرى

যে কল্পনা প্রাকৃতিক কোন বস্তুর বর্ণনা দেয়ার জন্য করা হয় তাকে الخيال التفسيرى বলা হয়। যেমন কবি আল-বুহতরী, ইবনুর-রুমী, মুতানাব্বী প্রমুখ কবিগণ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সাধারণ মানুষের পক্ষে তদ্রুপ সম্ভব নয়। কারণ সাধারণ মানুষের কল্পনাশক্তি সীমিত, আর সাহিত্যিকের কল্পনাশক্তি অতল সাগর, গগণচুম্বী পর্বত এবং অসীম আকাশ, যা সর্বত্র বিচরণ করতে সক্ষম। আর এ কারণেই পাঠক মন তাদের কল্পনাশক্তি থেকে আনন্দ লাভ করে থাকে। মোট কথা সাহিত্যিকগণ বিশাল প্রকৃতির অপরুপ বর্ণনা করতে গিয়ে যে কল্পনার আশ্রয় নেন তাই মূলত الخيال التفسيرى বা ব্যাখ্যামূলক কল্পনা।[৪২]

الفكر (চিন্তা)-এর বিবরণ

الفكر শব্দটি একবচন,এর বহুবচন হলো الفكرات / فكر চিন্তা,মত, মতবাদ চিন্তাধারা ইত্যাদি। এর অর্থ সম্পর্কে المعجم الوسيط গ্রন্থে বলা হয়েছে: [৪৩] الفكرة هى الصورة الذهبية 'বুদ্ধিভিত্তিক চিন্তা বা কল্পনাকে فكرة বলে।'

---

[৪১] *উসূলুন নাকদিল আদাবী*, পৃ.২১৫।

[৪২] ড.এস.এম. আবদুছ ছালাম, *আরবী সাহিত্য প্রতিভা*, পৃ. ২২৫।

[৪৩] *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ.৬৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

A Dictionary of Modern written Arabic-English গ্রন্থে অভিধানে فكرة এর অর্থ করা হয়েছে এভাবে যে,[৪৪]

فكر; To reflect, meditate, cogilate, ponder, muse, speculate, rovolvein one's mind, Think over, contemplate, consider; to Think.

فكر; Thinking, Cogitation, Contemplation, Consideration, Thought, idea, concept, opinion, view, এর বিপরীতে Absent mind, distracted,

مشوش الفكر confused, bewildered, perplexed, dismayed, embarrassed.

فكرة : Thought, idea, notion, concept; Qulm, scruple, hesitation.

صاحب الفكرة (Father to The Thought), The originator, author; على فكرة incidentally.

পবিত্র কুরআনে الفكرة শব্দটিকে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা অর্থে ব্যবহার করেছে। যেমন:[৪৫]

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

'যারা দন্ডায়মান, বসা, শয়ন অবস্থায় আল্লাহ (তা'আলাকে) স্মরণ (ইবাদত) করে এবং আসমান ও জমীনের সৃষ্টি-রাজী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা (গবেষণা) করে। (তারা বলে) হে আমাদের প্রতিপালক তুমি এই সকল কিছু অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমার জন্য, অতএব তুমি পীড়াদায়ক শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।'

উপরোক্ত আয়াতে الفكر শব্দটি রুপান্তরিত হয়ে يتفكرون চিন্তা-ভাবনা বা গবেষণা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

فكرة এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- চার পার্শ্বের যে সব দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু রয়েছে লেখক তা নিয়ে কল্পনা করে যা লেখার সিদ্ধান্ত নেন তাই فكرة। তবে কোন কোন সাহিত্য সমালোচক একে الحقيقة বলেও উল্লেখ করেছেন।[৪৬]

---

[৪৪] HENS WEHR, *Dictionary Modern written Arabic English* (New York: J Milton Cowan, 1976 E), Ed.3, pge.724.

[৪৫] *আল-কুরআন*, ৩ : ১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

الصورة বা আকৃতি (Form)

শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো صور , অর্থ রূপ, আকৃতি,চিত্র ইত্যাদি। এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় আহমাদ আশ-শায়িব বলেন,[৪৭]

الوسائل التى يحاول بها الأديب نقل فكرة وعاطفته معا الى قراءه وسامعيه تدعى الصورة

'লেখক তার আবেগ ও চিন্তামূলক কথাগুলো পাঠক ও শ্রোতার নিকট যে মাধ্যম দিয়ে পৌঁছাতে চেষ্টা করে তাকে الصورة বলে'। ড. আহমাদ আমীন একে نظام الكلام বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৮]

A Dictionary of Modern written Arabic-English এ الصورة এর সংগায় বলা হয়েছে যে-[৪৯]

صورة: Form, shape; piotorial representation, illustration; image, likeness, picture; fiqure, statue; replica; copy, carboncopy, duplicate: manner.

Total picture, overall picture Etc.

অত:এব লেখকের মনের অনুভূতির প্রকাশই হলো صورة। সাহিত্যের অন্যান্য উপাদানের ন্যায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ লেখকের অনুভূতির প্রকাশ যত সুন্দর হবে, পাঠক বা শ্রোতার নিকট তার গ্রহণযোগ্যতা ততই বৃদ্ধি পাবে। আর এ কারণেই একজন লেখকের ভাষা যত অলংকারপূর্ণ এবং প্রকাশভঙ্গি জোরালো ও প্রাঞ্জল হবে তার রচিত গ্রন্থবলীও তত উন্নতমানের বলে বিবেচিত হবে।[৫০]

---

[৪৬] উসূলু আন-নাকদিল আদাবী, পৃ.২৪৩।

[৪৭] উসূলু আন-নাকদিল আদাবী, পৃ.২৪৩।

[৪৮] ড. আহমাদ আমীন, উসূলু আন-নাকদুল আদাবী, পৃ. ৫৫।

[৪৯] HENS WEHR, A Dictionary Modern written Arabic (New York, J Milton COWAN, 1976 E) Ed.3, pge.530

[৫০] ড.এস. এম. আবদুছ ছালাম, আরবী সাহিত্য প্রতিভা, পৃ.২২৬।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী গদ্য সাহিত্যের ক্রমধারা

আরবী সাহিত্য এক সমৃদ্ধিশালী শিল্পকর্ম হিসেবে বিশ্বস্বীকৃতি অর্জন করেছে। আরবী সাহিত্যের ইতিহাস পনের শতাব্দীরও পূর্বেকার ইতিহাস এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রগতিশীল সাহিত্যধারায় যুগ যুগ ধরে তা বহু মূল্যবান অবদান রেখেছে।[৫১]

গদ্য দু'প্রকার। সাধারণ গদ্য যা দৈনন্দিন জীবনে মানুষ কথা বার্তায় বলে থাকে। এ ধরনের গদ্যের কোন সাহিত্যিক মান থাকে না। তবে এতে কখনো কখনো কিছু জ্ঞান-গর্ভ কথা, প্রবাদ, উপমা ও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যার সাহিত্য মূল্য যথেষ্ট। আর দ্বিতীয় প্রকার গদ্য এমন, যার বক্তা অথবা লেখক যে ভাষা ব্যবহার বা প্রয়োগ করেন তাতে শিল্পকারিতা, অলঙ্করণ ও দক্ষতার একটা ছাপ থাকে। বিভিন্ন ভাষায় এ প্রকারের গদ্য সমালোচকদের নিকট গুরুত্ব লাভ করে থাকে। এ ধরনের গদ্যকে তাঁরা তাঁদের আলোচনার বিষয় বলে মনে করেন এবং النثر الفنى বা শিল্পমান সম্পন্ন গদ্য বলে অভিহিত করে থাকেন।[৫২]

দ্বিতীয় গদ্যকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়: আল-খিত্বাবা ও আল-কিতাবা আল-ফান্নিয়্যা-বক্তৃতা-ভাষণ ও শিল্পমান সম্পন্ন রচনা। লিখিত গল্প কাহিনী, সাহিত্যি-মান সম্পন্ন পত্রাবলী, ইতিহাস ভিত্তিক রচনা ইত্যাদি এর অন্তর্গত।[৫৩]

জাহিলী যুগের 'আরবদের জীবনধারা ও তাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে শিল্পমান সম্পন্ন গদ্য তাদের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। কারণ, তৎকালীন 'আরবের অধিবাসীরা তাদের অশ্বারোহী বীর যোদ্ধা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ও রাজা-বাদশাদের গল্প-ইতিহাসের প্রতি দারুণ অনুরক্ত ছিল। রাতে তাঁবুর পাশে এসব গল্প শোনা ও বলার মাধ্যমে তারা সময় কাটাতো। এই আসরে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জাতির কিস্সা-কাহিনীও রূপকথার আকারে আলোচনা হতো। আন-নাদ্বার ইব্ন আল-হারিছ মক্কায় কুরায়শদের আড্ডায় রুস্তম, ইসফানদিয়ার প্রমুখ পারস্য বীরের কাহিনী বর্ণনা করতো।[৫৪] তাই প্রাচীন আরবী সাহিত্যে এক ধরনের রাজকীয় বা সম্পাদকীয় সাহিত্য ছিলো, যা প্রশাসক, রাজপুত্র

---

[৫১] মো. আবু বকর সিদ্দীক, আরবী সাহিত্য সমালোচনা (ঢাকা : সুলতানা প্রকাশনী, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ.২৩।

[৫২] ড. তাহা হুসাইন, *মিন হাদীছ আশ-শি'রি ওয়ান নাছরি* (কায়রো : দারুল মা'আরিফ,১৯৬৯ খৃ.), সংস্ক. ১, পৃ. ৪১ ; মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, আরবী খুতবা সাহিত্য, পৃ. ৭৩।

[৫৩] মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, আরবী খুতবা সাহিত্য, পৃ. ৭৩।

[৫৪] *সীরাত ইব্ন হিশাম*, খ. ১, পৃ. ৩০০-৫০। আন-নাদ্বার ইব্ন আল-হারিছ ইসলাম পূর্ব মক্কার কুরায়শদের অন্যতম নেতা। সে মক্কায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চরম দুশমন ছিল। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন:

إذا تتلى عليهم أياتنا قال اساطير الأولين

এই আয়াতটিসহ মোট আটটি আয়াত তার শানে নাযিল হয়েছে। কুরায়শরা বানূ হাশিম ও বানূ'আবদিল মুত্তালিবকে বয়কট করার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্তে পৌছে এবং পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় তা লিখিত আকারে কা'বার অভ্যন্তরে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে। একটি বর্ণনামতে এ অঙ্গীকার পত্রের লেখক ছিল এই আন-নাদ্বার। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর বদ-দু'আয় তার হাতের কয়েকটি আঙ্গুল অবশ হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

এবং অনুরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আচার-আচরণ ও রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করে রচিত হতো। এই রীতি-নীতি বিভিন্ন সাহিত্যিক ভঙ্গীমায় লিখিত হতো বলে কবিতা, উপখ্যান ও ধর্মীয় পুস্তকে তা প্রভাব বিস্তার করতো। এই প্রকার সৃষ্টকর্ম তখন আদব বা সাহিত্য -এর অন্তর্ভূক্ত হতো।[৫৫]

বস্তুত, জাহিলী 'আরবদের ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ের কোন কিছু লিখিতের সপক্ষের কোন বস্তুগত প্রমাণ নেই। তবে তার অর্থ এ নয় যে, তখন 'আরবী লিপির উদ্ভব হয়নি। আধুনিককালে যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলী আবিস্কৃত হয়েছে তাতে দেখা যায় হিজাযে তা পূর্ণতালাভ করেছে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে। আর সেখান থেকেই তা বিভিন্ন মরু অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

ইসলামের অভ্যুদয়ের সময় মক্কায় সতেরো জন[৫৬] এবং মদীনায় এগারো জন[৫৭] কাতিব বিদ্যমান ছিলেন। তাছাড়া বেদুঈনদের মধ্যে আরো অনেকে লেখা জানতো। যেমনঃ বানু তামীমের আকছাম ইব্ন স্বায়ফী।[৫৮] আর এই আকছামের ভ্রাতুস্পুত্র হানজ্বালা ইব্ন আর-রাবী ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যতম কাতিব।[৫৯] তাছাড়া সেকালের কবিদের অনেকে লেখালেখি জানতেন। যেমনঃ আল-মুরাকিশ আল-আকবার।[৬০] (হি.পূ. ৭০ খৃ./৫৫২ খৃ.) লাবীদ ইব্ন রাবী'আ (৩৮/৬৬৯)[৬১] ও আরো অনেকে।

আরবী সাহিত্যের ক্রম বিকাশের ইতিহাস প্রায় দুই হাজার বছরের ইতিহাস।[৬২] সাধারণভাবে ৫০০ খৃ. হতে ৬২২ খৃ. পর্যন্ত সময়কে প্রাচীন যুগ, এ যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবিদের অন্যতম হচ্ছেন ইমরু'উল কায়স (মৃ.৫৪ খৃ.), তরফা ইব্ন আল-আব্দ আল-বাক্রী (মৃ.৫৬৪ খৃ.), হারিস ইব্ন হিল্লিযহ্ (মৃ.৫৬০খৃ.), আনতারা ইব্ন শাদ্দাদ (মৃ. ৬১৫খৃ.), লবীদ ইব্ন আল-রবী'য়াহ (র.) (মৃ.৬৬১খৃ.), যুহাইর ইব্ন আবী সুলমা (মৃ.৬০৯ খৃ.), আমর ইব্ন কুলসুম (মৃ.৬০০ খৃ.)।

৬২২ খৃ. হতে ৬৬১ খৃ. পর্যন্ত সময়কে ইসলামী যুগ বলা হয়। যা আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে সংক্ষিপ্ত যুগ। এ স্বল্প পরিসরের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন বহু কবি, সাহিত্যিক, লেখক।[৬৩] এ যুগ আরবের ইতিহাস অন্ধকার ছেড়ে আলোতে প্রবেশ করেছে। কবিতার, অসম্পূর্ণ বর্ণনায় প্রবাদ বাক্যসমূহের

---

[৫৫] মো. আবু বকর সিদ্দীক, আরবী সাহিত্য সমালোচনা, পৃ.২৩।

[৫৬] আল-বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান (ইউরোপ) পৃ. ৪৭১; ফাজরুল ইসলাম,পৃ. ১৪০-৪১।

[৫৭] প্রাগুক্ত।

[৫৮] আল-যায়দানী, মাজমা'আল-আমছাল (মাতা'আল আল-খায়রিয়্যা), খ. ২,পৃ. ৮৭; উয়ুন আল-আখবার, খ.১,পৃ. ৪২।

[৫৯] আল-জাহশিয়ারী, আল-উযারা' ওয়া আল-কুত্তাব (মিসর : ত্বাব'আ'ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী, পৃ.২১২; আল-ইক্বদ আল-ফারীদ, খ. ৪, পৃ. ১৬১; মাস্বাদির আশ শি'র আল-জাহিলী, পৃ. ৫২।

[৬০] ইব্ন কুতায়বা, আশ শি'রু ওয়াশ শু'আরা'উ (বৈরুত : দারুল কুতুব আল- 'ইলমিয়্যা, ১৯৮১ খৃ.), সংস্ক. ১, পৃ. ৮৮।

[৬১] *কিতাবুল আগানী* (ত্বাব'আ আস-সাসী), খ. ১৪, পৃ. ৯০।

[৬২] আ.ত.ম মোছলেহ উদ্দিন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রী.) পৃ. ২২৮-২৭১, মুহাম্মদ আব্দুল মুনিম খান আহমদ *শাওকী ও তাঁর কবিতায় ইসলামী ভাবধারা* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৫ খ্রী.) অপ্রকাশিত, এম.এ থিসিস, পৃ. ৮৯-১৬৯।

[৬৩] আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, ভূমিকা দ্র.।

Dhaka University Institutional Repository

প্রহেলিকায় বা প্রচলিত কিংবদন্তিতে ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধান করার প্রয়োজন আর নেই। ইসলামের ইতিহাস সত্যের কষ্টি পাথরে যাচাই করে রচিত। ইসলাম প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (স.) মেঘমুক্ত আকাশের সূর্যের ন্যায় বিশ্ব মানবের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনের প্রতিটি ঘটনা সর্বজনবিদিত। তাঁর জীবন ও তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে জানার উপকরণ হলো আল-কুরআন ও হাদীস শরীফ। কুরআনের বিশুদ্ধতা, প্রামাণ্যতা ও অকৃত্রিমতা নিশ্চিতরূপে সন্দেহাতীত, আর আল-হাদীসও পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ইতিহাসের তুলনায় অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য ও সত্যনিষ্ঠ।[৬৪] বস্তুত আল-কুরআন ও আল-হাদীসের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে এ যুগের সাহিত্যকর্ম। স্বয়ং রাসুলুল্লহর (স.) সাহাবীগণের মধ্যে অসংখ্য সাহাবী আরবী পদ্য ও গদ্য সাহিত্যকর্মের সাথে জড়িত ছিলেন। তবে তা তাঁদের একমাত্র পেশা বা নেশা ছিলনা। শুধুমাত্র কুরআনিক ও হাদিসভিত্তিক সমাজ ব্যাবস্থা গড়ে তোলা ও বিশ্বের ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপনের তাগিদেই তাঁরা তা অর্জন করেছেন। **এ যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবিদের অন্যতম হচ্ছেন:**

উমাইয়া ইব্ন আবিস্ স্বালাত (মৃ. ৬২৪ খৃ.), আল-আ'শা (মৃ. ৬২৯ খৃ.), দুরায়েদ ইব্ন আস্সাম্মা (মৃ. ৬৩০ খৃ.), হযরত মুহাম্মাদ (সা.), 'আমের ইব্ন তোফায়েল (৬৩৩), হযরত আবু বাক্র (মৃ.৬৩৪), 'আব্বাস ইব্ন মিরদাস (মৃ.৬৩৮), মো'আঝ ইব্ন জাবাল (মৃ.৬৩৮), শাম্মাখ ইব্ন দ্বেরার (মৃ.৬৪০), উবাই ইব্ন কা'ব (মৃ৬৪৩), হযরত ওমর (মৃ.৬৪৪), আঘলাব এজালা (৬৪৪), খানসা বিন্ত 'আমর (৬৪৬), কা'ব ইব্ন যুহায়ির (রা.) (মৃ.২৪হি.), হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.) (মৃ. ৫৪হি.), আমর ইব্ন মা'দী করিব (মৃ.২৪হি.), আল-হুতায়'আ (মৃ.৫৯হি.), নাবিঘা জা'দী (মৃ.৮০হি.), আবু যু'আয়ব আল-হুঝলী (মৃ.৬৪৯), আবু মিহ্জান আছ-ছাকাফী (মৃ.৬৫০), সুলায়েক ইব্নুস সুলাকা (মৃ.৬৫০), আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্উদ (মৃ.৬৫২), 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আউফ (মৃ.৬৫২), আবু ইসহাক কা'ব ইব্ন মাতেঅ্ (৬৫২), কা'বুল আ'হবার (৬৫২), 'ওবায়দা ইব্ন স্বামেত (মৃ.৬৫৪), হযরত ওছমান (মৃ.৬৫৬) ত্বাল'হা (মৃ.৬৫৮), যুবায়ির (মৃ.৬৫৮), হযরত 'আলী (মৃ.৬৬১) প্রমুখ মনীষী।

৬৬১ খৃ. হতে ৭৫০ খৃ. পর্যন্ত সময়কে উমাইয়্যা যুগ বলা হয়। এ যুগেও আরবী গদ্য সাহিত্য আল-কুরআন ও আল-হাদীসের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। তাফসীর ও উসূলে তাফসীর শাস্ত্র, হাদীস ও উসূলে হাদীস, ফিকাহ-উসূলে ফিকাহ্ বিশেষ করে ভাষা বিজ্ঞান ও অনুবাদ শাস্ত্রের বেশ উন্নতি সাধিত হয় উমাইয়্যা যুগে। কবিতার ক্ষেত্রে যিয়াদ আল-আ'জম (মৃ.১০০হি.), আবুল-আব্বাস আল-আ'মা, মুসা শাহভাত, ইসমাইল ইব্ন ইয়াসার (মৃ.১১০হি.) ও আবু 'আতা সিন্ধীর নাম উল্লেখযোগ্য।

---

[৬৪] আ.ত.ম.মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ.১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

গদ্যের ক্ষেত্রে খলীফা হিশামের (৭২৪-৭৪৩ খৃ.) আযাদ করা গোলাম সালিম, তাঁর ছাত্র 'আবদুল হামিদ (মৃ.১৩২হি.) এবং প্রসিদ্ধ লেখক ইবনূল মুকফ্ফার (মৃ.১৪২হি.) নাম স্মরণ করতে হয়। এ সময়ে অনেক ইয়াহুদী ও খৃস্টান পন্ডিত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে । ফলে দুই ধর্মের অনেক পৌরণিক কিংবদন্তি আরবী সাহিত্যে স্থান লাভ করে। কা'ব আল-আহবার (মৃ.৬৫২খৃ.) ইয়াহুদী ধর্মযাজক ছিলেন। তিনি খলীফা উমরের (রা.) সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা.) (মৃ.৬৩৩ খৃ.) একজন ইয়াহুদী পন্ডিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর মদীনায় আগমন করার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

ওহ্‌ব ইব্‌ন মুনব্বিহ্ (মৃ.৭২৮খৃ.) মূলত তিনি পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। ইয়াহুদী ও খৃস্টান ধর্মে তাঁর বেশ পান্ডিত্ব ছিল। তিনি গ্রীক ভাষা জানতেন। প্রাচীন ইতিহাসের বেশ কিছু ঘটনা এ সব পন্ডিতদের দ্বারা আরবদের ইতিহাসে ও কুরআনের তাফসীরে স্থান লাভ করেছে। মুনব্বীহ সর্বপ্রথম নবীদের কাহিনীর উপর গ্রন্থ রচনা করেন।[৬৫] মুসা ইব্‌ন সয়্যার আল-আসভারী একজন বহুভাষি পন্ডিত ছিলেন।[৬৬] তাঁরা কল্পনা করতেন নিজেদের ভাষায় আর লিখতেন আরবী ভাষায়। এ যুগের মুসা ইব্‌ন ইসহাকের (মৃ.৭৬৭খৃ.) সীরাতে রাসূলুল্লাহ এবং মুসা ইব্‌ন উকবার (মৃ.৭৫৮ খৃ.) মাঘাযীর নাম উল্লেখযোগ্য।

৭৫০ খৃ. হতে ১২৫৮ পর্যন্ত সময়কে আব্বাসীয় যুগ, ১২৫৮ খৃ. হতে ১৫১৬ খৃ. পর্যন্ত সময়কে মামলুক যুগ, ১৫১৬ খৃ. হতে ১৭৯৮ খৃ. পর্যন্ত সময়কে তুর্কী যুগ, ১৭৯৮ হতে বর্তমান সময়কে আধুনিক যুগ বলে অভিহিত করা হয়।[৬৭]

আধুনিক আরবী সাহিত্য বলতে গেলে প্রধানত আরবদেরই সৃষ্টি। ক্লাসিক্যাল আরবী উত্তর আরবদের ভাষা। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে কবি ও সাহিত্যিকগণ ক্লাসিক আরবীতেই কবিতা ও সাহিত্য রচনা করেছেন। এটিই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও হাদীস শরীফের ভাষা।[৬৮]

পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত এই বিশাল ভূখণ্ডে যারা বাস করেন তাদের প্রত্যেকের পরিচয় আরব হিসাবে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আরবীতে যে সাহিত্য রচিত হয় তার মধ্যে রয়েছে বহু অনারব ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের অবদান। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আরবী ভাষায় আরব ও অনারব মুসলিম ও অমুসলিমদের প্রচেষ্টায় যে বিশাল সাহিত্য ভা-ার গড়ে উঠেছে তা যে কোন উন্নত আধুনিক সাহিত্যের সাথে তুলনীয়। এই আধুনিক আরবী সাহিত্য গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক, সমালোচনা

---

[৬৫] জুরজী যায়দান, উর্দু অনুবাদ, পৃ. ১৮২।

[৬৬] আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, উর্দু অনুবাদ, পৃ.১৮২; আ.ত.ম.মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ.১৭৯।

[৬৭] অধ্যাপক ড.মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (কলকাতাঃ এ.কে.চৌধূরী, ১৯৮০ খৃ.), খ.২,(ইসলামী যুগ) উপক্রমণিকা দ্র.।

[৬৮] মুহাম্মদ সুলায়মান, *আধুনিক কাব্য সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা*(ঢাকাঃ ২০০৫খৃ.) অপ্রকাশিত, পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ভূমিকা দ্র.।

Dhaka University Institutional Repository

ও কবিতায় সমৃদ্ধ। অন্যান্য সাহিত্যের ন্যায় আরবী সাহিত্য কোন দেশ-ভূখ- বিশেষ এর সাহিত্যের মত নয় বরং আরবী সাহিত্যের ইতিহাসও সৃষ্টির ইতিহাস।[৬৯]

বিংশ শতাব্দীর ইংরেজী বা স্পেনিশ সাহিত্যের পূণাঙ্গ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে হলে যেমন উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের সাহিত্যের কথা ভাবতে হয়। তেমনি আধুনিক আরবী সাহিত্যের ইতিহাস ও বহুদেশের সাহিত্যের ইতিহাস ভাবতে হয়। আধুনিক আরবী সাহিত্যের বৈচিত্র আধুনিক ইংরেজি এবং স্পেনিশ সাহিত্যের বৈচিত্রের মত। বহুদেশের বহু মুসলিম ও অমুসলিম আরব বা অনারব কবি ও সাহিত্যিক ধারা আধুনিক আরবী সাহিত্যের ইতিহাস ও ভাবধারায় পুষ্ট ও সমৃদ্ধ।[৭০]

কোন কোন ঐতিহাসিক ৫০০ খৃ. হতে ৬১০ খৃ. পর্যন্ত সময়কে প্রাচীন যুগ, আর ৬১০ খৃ. হতে বর্তমান পর্যন্ত সময়কে ইসলামী যুগ বলে অভিহিত করেছেন, কারণ এই দীর্ঘ সময় কোন না কোনভাবে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত। সেমতে ইসলামী যুগকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়:

১ম পর্ব: ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রচার থেকে উমাইয়্যাদের পতন পর্যন্ত, ৬১০ খৃ. হতে ৭৫০ খৃ. পর্যন্ত।

২য় পর্ব: আব্বাসীয়দের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া থেকে মঙ্গোলদের হাতে বাগদাদের পতন পর্যন্ত, ৭৫০ খৃ. হতে ১২৫৮ খৃ. পর্যন্ত সময়।

৩য় পর্ব: বাগদাদের পতন থেকে আরবদের নাহুদাহ (নব উত্থান) পর্যন্ত, ১২৫৮ খৃ. হতে ১৭৯৮ খৃ. পর্যন্ত সময়।

৪র্থ পর্ব: আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ যুগ, ১৭৯৮ খৃ. হতে বর্তমান পর্যন্ত সময়।[৭১]

'সব ভাষারই সাধারণত প্রথম রূপ হল গদ্য। সেখান থেকেই ক্রমান্বয়ে মানুষ শব্দ শৈলীর গাথুনী ও সূরের ঝংকার সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছে কবিতা। আরবি ভাষা ও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই অনুমান করা হয় যে, আরবগণ সাধারণত গদ্য থেকে ক্রমান্বয়ে ছন্দোবদ্ধ ও মিলযুক্ত গদ্য রচনা করে।[৭২]

---

[৬৯] প্রাগুক্ত।

[৭০] সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, *আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, (ঢাকা, বুক ফোরাম, ১৯৭৫ খ্রী.) পৃ. ২-৮৯। M.H. Bakalla, *Arabic culture, London, kegan paul, International,* 1984 AD, Page. 185-232.

[৭১] অধ্যাপক শহীদুল্লাহ, *প্রাচীন আরবী কবিতা*, ভূমিকা দ্র.।

[৭২] আ.ত.ম.মুছলেহ উদ্দীন, পৃ.১২৮।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

আরবী কাব্য সাহিত্যের সংজ্ঞা

আরবী সাহিত্য প্রধানত দুটি ধারায় বিভক্ত, পদ্য ও গদ্য সাহিত্য। কবিতা ছিল প্রাক ইসলামী যুগের আরবদের ভাষা প্রকাশের মাধ্যম। শুধুমাত্র আরবীই নয়, বরং কবিতা পৃথিবীর সকল ভাষার সাহিত্যের প্রধান শাখা। কবিতা শব্দটির আরবী প্রতিশব্দ[১] الشعر , তবে شعر শব্দটি উৎপত্তিগত দিক থেকে আরবী বা অন্য কোন ভাষার তা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। প্রাচ্য ভাষার কোন কোন গবেষক মন্তব্য করেছেন যে, الشعر শব্দটি হিব্রু শব্দ بشير হতে উৎপন্ন।[২] তবে অধিকাংশ ভাষাবিদদের মতে الشعر শব্দটি প্রকৃত আরবী শব্দ যা বাবে نصر ينصر এর ওজনে شعر يشعر এর[৩] مصدر। আরবী অভিধান সমূহে এ শব্দটির মৌলিক দু'টি অর্থ পাওয়া যায়। যেমন- ১. الاحساس والشعور (অনুধাবন করা) ২. العلم والفطنة(জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা)[৪]

'দৃশ্যত প্রকৃতি ও জীবনের সান্নিধ্যে কবি মনে সৃষ্টি বিচিত্রভাব যখন ছবির মত প্রত্যক্ষ এবং গানের মত মধুর করে ছন্দোবদ্ধ বাক্যে প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে কবিতা বলে। অন্য কথায় মানব মনের ভাবনা কামনা যখন অনুভূতি রঞ্জিত যথাবিহীত শব্দ সম্ভারে বাস্তব সুষমামন্ডিত চিত্রাত্মক ও ছন্দোময় রূপলাভ করে' তখনি তার নাম কবিতা'।[৫]

অনেকে মনে করেন। 'যিনি জগতের একখানি যথাযথ স্বাভাবিক চিত্রপট আঁকিয়ে দিতে পারেন তিনিই যথার্থকবি'।[৬]

এড্ওয়ার্ডের ভাষণে কবিতা হল 'It is the breath and fines spirit of all knowledge' and 'The impassioned expression which is in the countenance of all science.'

---

১ মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আল-আযহারী, *আরবী বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ খৃ.), খ. ২,পৃ. ১৪৩২; ফজলুর রহমান, *আরবী বাংলা ব্যবহারিক অভিধান* (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩ খৃ.), পৃ. ৪৩৩।

২ হিব্রু ভাষায় بشير এর অর্থ হল পবিত্র তাসবীহ্ ও বিশুদ্ধ গঠন। ড. মুহাম্মদ আবদুল কাদির আহমাদ, *দিরাসাতু ফী আদাবি ওয়া নুসুসিল আসরিল জাহেলী* (কায়রো : মাকতাবাতুন্ নাহদাতিল মিসরিয়্যাহ, ২০০১খৃ.), পৃ. ১৪১। ড. আহমাদ আমিন, ফাজরুল ইসলাম(মিশর : মাকতাবাতুন্ নাহ্দাহ্ ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ৫৬ ; মো. জাহিদুল ইসলাম, *আরবী কবিতার* উৎপত্তি: একটি পর্য্যালোচনা, ইসলামী গবেষণা পত্রিকা (রাজশাহী : সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্স, ২০০১ খৃ.), পৃ. ৯৯।

৩ আবু হাতিম আল্ রাযী, *আল্যীনাহ* (কায়রো : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৯৫৭ খৃ.), পৃ. ৮৩।

৪ ইব্ন মানযুর, *লিসানুল 'আরব* (বৈরুত : দারুস্ সাদির তা.বি), খ.৪, পৃ. ৪০৯ ; আল জাওহারী, *আল সিহাহ্* (কায়রো : মাতবা আতুল কাহিরাহ্ তা.বি), খ.২, পৃ. ৬৯৯ ; মুনীর আল-বা'লাবাক্কী, *আল মাওরিদ* (বৈরুত ; দারুল ইল্ম লিল মালায়িন, ১৯৮৩ খৃ.), পৃ. ৭০৩ ; ড. আবদুল আজীজ নববী, *দিরাসাতু ফিল আদাবিল জাহিলী* (কায়রো : মু'আস্সালাতুল মুখতার, ২০০২ খৃ.), পৃ. ১০৭-১০৮।

৫ মাহবুবুল আলম, *বাংলা ছন্দের রূপ রেখা* (ঢাকা : খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ১৯৮৬ খৃ.), সংস্ক.২, পৃ.২।

৬ শ্রীশ চন্দ্রদাস, *সাহিত্য সন্দর্শন* (ঢাকা : এ. এ. চৌধুরী তা.বি.), পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ কবিতা হলো সকল জ্ঞানের সুকুমার প্রাণশক্তি ও বিশ্বাস বিশেষ। কবিতা এক আবেগময় ভাবের প্রকাশ যা সকল বিজ্ঞান সম্মত।[৭]

ড. তাহা হুসাইন (মৃ. ১৯৭৩ খৃ.) তাঁর বর্ণনা মতে, কারো মতে কবিতা হল, এমন বাক্য যা রচনা করতে কবি কল্পনার উপর নির্ভর করে এবং তাতে সেই শৈল্পিক সৌন্দর্য্যের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য রাখে, যা জ্ঞানীগণকে আকর্ষণ করে এবং অন্তর যার প্রতি ঝুকে পড়ে। তাই তা ওযন ও ছন্দে রূপায়িত পদ্য হোক, আবার কেউ কেউ এতদোভয়ের মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেন।

'কবিতা সেই বাক্যের নাম, যা হবে ছন্দোবদ্য পদ্য এবং তা কবির কল্পনা প্রসূত এবং তার শৈল্পিক সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। এদের মতে ব্যকরণের পদ্যগুলো কবিতা নয়, যদিও তা ছন্দোবদ্ধ হয়। কারণ তাতে শৈল্পিক সৌন্দর্য এবং কবির কল্পনা অনুপস্থিত'।[৮]

আহমদ হাসান আয-যায়্যাত কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন:[৯]

الشعر هو الكلام الموزون المقفى المعبر عن الأخيلة البديعة والصور والمؤ ثرة البليغة وقد يكون نثرا كما يكون نظما -

'কবিতা সেই ছন্দোবদ্ধ ও মিলযুক্ত বাক্যকে বলে, যা বিরল চিন্তা, নতুন কল্পনা এবং অর্থপূর্ণ ছবি ও দৃশ্য ফুটিয়ে তোলে। আর এটা কখনো কখনো গদ্যের মাধ্যমে হয়। আবার কখনো পদ্যের মাধ্যমে হয়'।

গ্রীক রোমান ও ইউরোপের মনীষীগণও কবিতার সংজ্ঞা এরূপ দিয়েছেন। 'তাদের মতে কবিতা এমন একটি বিষয়, যা আমাদের অন্তরে উদ্বেলিত হয় এবং মুখের ভাষার মাধ্যমে তা প্রকাশিত হয়'। সাধারণত, আরবরা ছন্দোবদ্ধ গদ্যকেও কবিতা বলে আখ্যায়িত করত। যার কারণে কুরআন মাজীদকে তারা কবির বক্তব্য এবং রাসূলুল্লাহ (স.) কে কবি বলত। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে: [১০]

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ

---

[৭] W.H. Hudson, *An introduction to study of literature* (London: Harap and co. 1949.), P. 64.

[৮] ড. তাহা হুসাইন, *ফিশ শি'রিল জাহিলী* (কায়রো : ফারুক মুহাম্মাদ আবদুর রহমান, ১৩৫২হি./১৯৩১ খৃ.), পৃ. ৩২৭ ; *ফি তারিখিল আদাবিল আরাবী* (বৈরুত : লেবানন, দারুল ইলম্ লিল মালায়ীন, ১৯৮১ খৃ.), সংস্ক.৪, পৃ. ৬১।

[৯] আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারিখুল আদাবিল 'আরাবী (মিশর : তা.বি.), সংস্ক. ২৫, পৃ. ২৮।

[১০] আল্ কুরআন, ৩৬ : ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

'আমি তাকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তার পক্ষে শোভনীয় নয়। এতো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন (মাজীদ)'।

অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে: [১১]

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ - وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ - وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

'নিশ্চয়ই এ (কুরআন মাজীদ) এক সম্মানিত রাসুলের বার্তা, এটা কোন কবির কল্পনা নয়। তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর। এটা কোন গণকের কথাও নয় তোমরা অল্পই অনুধাবন কর। ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ'।

হাদীস শরীফে কবিতার সংজ্ঞা এভাবে এসেছে:

أنه أعظم الوسائل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك أنه قال لعبد الله بن رواحة اخبرنى ياعبد الله؟ قال ينتبج فى صدرى فينطلق به لسانى

রাসূলুল্লাহ (স.) একদা আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহাকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে, হে আবদুল্লাহ! কবিতা কি? তা আমাকে বল। তখন তিনি বললেন, 'কবিতা এমন এক বিষয়, যা আমার অন্তরে উদিত হয়, অত:পর তাই আমার মুখ দিয়ে বের হয়'।[১২]

একদা হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর পুত্রকে বাঘে কামাড় দিলে তিনি অতি আকর্ষণীয় ভাষায় উক্ত বাঘের বর্ণনা দেন:

'মনে হলো গায়েতে তার

ডোরাকাটা দুটি চাদর'

একথা শুনে হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) বললেন আল্লাহর কসম এটা কাব্যময় বাক্য।[১৩]

---

[১১] আল্ কুরআন, ৬৯ : ৪০-৪৩।

[১২] শিহাব উদ্দীন আহমাদ ইব্‌ন 'আবদ রাব্বিহ্, *আল-ইকদুল ফারীদ* (মিসর : মুস্তফা মুহাম্মদ, ১৩৫৩হি./১৯৩৫ খৃ.), খ.৩, পৃ. ৩৯৩ ; ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, *মিন আশ'আরিস সাহাবা* (ঢাকা : ১৪১৯হি.), সংস্ক.১, পৃ. ১০।

[১৩] আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী (মিসর : প্রকাশকের নাম বিহীন, তা.বি.) সংস্ক. ২৫, পৃ.৪৩২।

Dhaka University Institutional Repository

ادوار لياس الياس বলেন:

شعر : احس او ادرك To feel: Know: Perceive,

شعر : كلام مقفى - بيت A verse, Poetry [১৪]

Hens Wehr Dictionary তেও অনুরূপ বলা হয়েছে:

To know, have knowledge, be cognizant, to come to know realize, notice, to perceive, feel, sense, be conscious, be a ware, to make of compose poetry, versify.[১৫]

Oxford advanced learner's Dictionary তে কবিতার সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়েছে যে:

Piece of writing in verse from, specially on expressing deep feeling on noble Thought in beautiful language composed with the desire to communicative an experience.[১৬]

প্রাথমিক যুগে আরবী কবিতার বৈশিষ্ট্য ছিল প্রেম, বিরহ, মদ, মাংস, নারী, ঘোড়া, হরিণ, যুদ্ধ বিগ্রহ, একে অপরের প্রশংসা ও নিন্দা জ্ঞাপন। প্রেম বিষয়ক কবিতা রচনায় প্রাচীন কবিরা ছিল সিদ্ধহস্ত।[১৭]

অত:এব[১৮]

هوكلام منظوم موزون مقفى يدل على معنى

'পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশক, ছন্দোবদ্ধ ও অন্ত:মিলযুক্ত কথাকেই الشعر বা কবিতা বলে'।

কবিতার সংজ্ঞায় হাদীস শরীফে এভাবে এসেছে: [১৯]

---

[১৪] এড্‌ওয়াড্‌ ইলিয়াস, *আল-কামুসুল জামেঈ* (কায়রো : আল মাত্‌বায়াতুল মিশরিয়্যাহ্‌ তা.বি.), পৃ. ৫৯১।

[১৫] J.M. COWAN, *THE HANS WHER Dictionary of Modern writer Arabic* (New York : Spoken Language Services, inc. 1976.), P. 473.

[16] *Oxford Aduanced learner's Dictionary* (University, 2002.), Sixth edition, P. 927.

[১৭] জুরজী যায়দান, *তারীখুল আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ* (বৈরুত : মানশুরাতু দারুল মাকতাবতুল হায়াহ, ১৯৯২ খৃ.), খ.১, পৃ.১৩৫।

[১৮] আহমদ হাসান যাইয়্যাত, *তারিখুল আদাবিল 'আরাবী* (মিসর : তা.বি.), সংস্ক. ২৫, পৃ. ৪৩২।

[১৯] শিহাব উদ্দীন আহমাদ ইব্‌ন আব্দ রাব্বিহী, *আল-ইকদুল ফরীদ* (মিসর : মুস্তফা মুহাম্মদ, ১৯৩৫ খৃ.), খ. ৩, পৃ. ৩৯৩; ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, *মিন আশ'আরিস সাহাবাহ*, (ঢাকা : ১৪১৯ হি.), সংস্করণ-১, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

إنه أعظم الوسائل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك أنه قال لعبد الله بن رواحة أخبرنى ماالشعر يا عبدالله؟ قال يختبج فى صدرى فينطلق به لسانى-

'মহানবী (স.) একদা আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বললেন: 'হে আব্দুল্লাহ! কবিতা কি আমাকে বল। উত্তরে আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা.) বললেন: কবিতা এমন বিষয় যা আমার হৃদয়ে উদিত হয় এবং মুখ দিয়ে বের হয়।'

আবার কেউ কেউ বলেছেন : احس به وعلم অর্থাৎ জানা, অনুভব করা, উপলব্ধি করা বা কারো উদ্দেশ্যে কবিতা বলা। তবে শব্দটি অনুভব করা অর্থে ব্যবহৃত হলে এর মাছদার হিসেবে شعور শব্দটি আসে। আর যখন বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন এর বহুবচন হয় أشعار, তবে أشعار ও شعور উভয়েরই মাদ্দাহ এক ও অভিন্ন।[২০]

এছাড়াও পবিত্র কুরআনে এ শব্দটি রূপান্তরিত হয়ে বিভিন্ন আয়াতে ৪০বার ব্যবহৃত হয়েছে।[২১]

ছন্দ বিজ্ঞানীরা شعر শব্দটিকে نثر এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যাবহার করেছেন।[২২] মূলত:কবিতা বা شعر হলো অন্তরের। অন্তরের ভাষা হৃদয়ের গভীর থেকে নি:স্মারিত আবেগ অনুভূতির স্বত:স্ফুর্ত ছন্দোবদ্ধ প্রকাশ।[২৩] কবি মনে সৃষ্ট বিচিত্রভাব, রূপক কল্পনাপ্রসূত বিষয় যখন ছবির মতো প্রত্যক্ষ এবং গানের মতো মধুর করে অলংকার পূর্ণ অন্ত:মিলযুক্ত ছন্দোবদ্ধ বাক্যে প্রকাশ লাভ করে তখন তাকে কবিতা বলে।[২৪]

---

[২০] ড. ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্য, আল-মু'জামূল ওয়াসীত (শাহারানপুর : যাকারিয়া বুক ডিপো, ১৯৭২খৃ.),পৃ.৫৯১; মুহাম্মদ মতিউর রহমান, সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা,পৃ.২।

[২১] الشعر শব্দটি হতে গঠিত রূপান্তর شاعر - شعراء - يشعرون – تشعرون প্রভৃতি শব্দমালা পবিত্র কুরআনে চল্লিশটি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। এসব স্থানে شعر উপরোক্ত দু'টি অর্থে ১.অনুধাবন করা ২.জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা) ব্যবহৃত হয়েছে। ফুয়াদ 'আবদুল বাকী, আল-মু'জামুল মুফাহরাস লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম (বৈরুত : দারুল ইহয়া'উত তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি.),পৃ.৫৯; মুহাম্মদ মতিউর রহমান , সপ্ত ঝুলন্ত কবিতা, পৃ.৩।

[২২] ইব্ন তাবাতাবা আল-'আলাবী, ইয়ার আল-শি'র (কায়রো : লাজনাতুত তা'লীফ, ১৯২৭খৃ.), পৃ.৪০৩।

[২৩] فهو لغة النفس او هو صور ظاهرة لحقائق غير ظاهرة জরজী যায়দান, তারীখুল আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ (বৈরুত : দারুল মাখতাবাতিল হায়াহ, ১৯৮৩খৃ.), খ.১,পৃ.৫৩; ড. আলী জুনদী,পৃ.২৭৪; ইংরেজ কবি কোলরিজ বলেন : The best words in the best order-যথোপযুক্ত শব্দের আবশ্যম্ভাবী বাণী বিন্যাসই কবিতা ; সাহিত্য সন্দর্শন, পৃ.২০।

[২৪] الشعر هو الكلام الموزون المقفى المعبر عن الأخيلة البديعة والصور المؤثرة البليغة আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, পৃ.২৮। মানব মনের ভাবনা, কামনা যখন অনুভূতি রঞ্জিত যথাবিহিত শব্দ সম্ভারে বাস্তব সুষমামন্ডিত চিত্রাত্মক ও ছন্দোময়রূপ লাভ করে তখনই তার নাম কবিতা ; মাহবুবুল আলম, বাংলা ছন্দের রূপরোখা (ঢাকা : খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী,১৯৮৬ খৃ.), সংস্ক.৭, পৃ.২। যখন কবি তার বাহিরের জগতের রূপ, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ বা আপন মনের কল্পনা ভাবনাকে অনুভূতিস্নিগ্ধ ছন্দোবদ্ধ, শিল্প-সঙ্গত দেহায়বয়ব দান করেন তখন

Dhaka University Institutional Repository

কবিতাকে কাব্যিক আকারে সংজ্ঞায়িত করে কবি বুহতরী বলেন:[২৫]

كلفتمونا حدود منطقكم   فى والشعر يكفى عن صدقة كذبه

والشعر لمح تكفى اشارته   وليس بالهذر طولت خطبة

'তোমরা কবিতাকে সংজ্ঞায়িত করতে বলেছো, কবিতা হচ্ছে সত্য এবং মিথ্যার সংমিশ্রণে ইঙ্গিতবহ বাক্য এবং তা বাহুল্য কথার দ্বারা দীর্ঘ নয়।

ড. সালাহ উদ্দীন আব্দুন-নাওয়াব ও মুহাম্মদ আব্দুল মুন'ঈম খাফাজী বলেন:[২৬]

فالشعر إذن هو الكلام الجيد البليغ الذى يعتمد على الوزن والقافية

অতএব, কবিতা হল এমন ছন্দোবদ্ধ ও আবেগ মিশ্রিত কথামালা যা শ্রোতাকে আকর্ষিত করে যা শুনতে শ্রোতামন্ডলির কাছে মধূর ও আকর্ষণীয় মনে হবে। যার ভাব ছবির মত প্রত্যক্ষ ও গানের মত মধুর। আর আবেগবিহীন কোন ছন্দই কবিতা নয়। বস্তুত কবিতা হলো এমন ছন্দোবদ্ধ কথা, বাক্য বা চরণ যা কবির হৃদয়ে ভাবাবেগ সৃষ্টি করে এবং শ্রোতাকে বিমোহিত করে যাতে দর্শক বা শ্রোতা বার বার শুনতে আগ্রহপোষণ করবে এবং পরবর্তীতে তাদের হৃদয়ে একটি প্রতিচ্ছবি প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে।

তাকে কবিতা বলে ; শ্রীশ চন্দ্র দাস, সাহিত্য সন্দর্শন (ঢাকা : জিনাত প্রিন্টিং ওয়ার্কস, তা.বি.), পৃ.৩০ ; ড.মুহাম্মদ আবদুল কাদির আহমাদ, পৃ.১১৯ ; ড.ইয়াহিয়া আল-জাবুরী, আশ-শি'রুল জাহিলী খাসায়িসিহি ও ফুনুনিহি (বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালা,১৯৯৪ খৃ./১৪১৫হি.),পৃ.১৩০-১৩ ; মুহাম্মদ মতিউর রহমান, সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা, পৃ.৩।

[২৫] আবদুল কাহির আল-জুরজানী, আসরারুল বালাগাহ (বৈরুত : দারুল মা'আরিফ, ১৯৮২ খৃ.), পৃ.২৩৫ ; ওমর দসুকী, ফিল আদাবিল হাদীস (বৈরুত : দারুল ফিকরিল 'আরাবী, ১৯৮৪ খৃ.), পৃ.১৮৬। আল-মু'জিমুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে : الشعر : كلام موزون مقفى قصدا ; আল-ম'জিমুল ওয়াসীত, পৃ.৪৮৪ ; الرائد অভিধানে الشعر এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ; الكلام الموزون المقفى القائم على العاطفة والخيال والنغم والجرس والعقل تنساب فى البيت أو القصيدة فى تجانس ايقاعى عذب ; জিবরান মাস'উদ, আল-রায়িদ (বৈরুত : দারুল 'ইল্ম লিল-মালায়িন, ১৯৮১খৃ.), পৃ.৮৮৩।

[২৬] ড. মুহাম্মদ আবদুল মুন'ইম খাফাজী, আশ-শিরুল জাহিলী (বৈরুত : দারুল কুত্তাব আল-লুবনানী, ১৯৮৬ খৃ.), পৃ.১৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী কাব্য সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

প্রত্যেক ভাষারই পদ্য বা কবিতা একসাথে গ্রহণযোগ্যতা ও পরিপূর্ণতালাভ করেনি। যেমন বাংলা কবিতা, ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চর্যাপদ এর মাধ্যমে শুরু হয়ে রবীন্দ্র যুগে এসে পরিপক্কতা লাভ করে নোবেল বিজয়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করে। ইংরেজী কবিতা সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ্যাংলো স্যাকসন যুগের Beowult থেকে শুরু হয়ে শেলী, কীটস্ বায়রন এবং সর্বশেষ টি এস এলিয়ট এর যুগে এসে পরিপক্কতা লাভ করে।

ফার্সী কবিতা সপ্তম শতকে আবুল 'আব্বাস থেকে শুরু হয়ে শেখ সা'দীর যুগে এসে পরিপক্কতা লাভ করে। ঠিক আরবী কবিতা বা পদ্য সাহিত্য ও একটা নির্দিষ্ট সময়ে সূচনা হয়ে দীর্ঘ সময়ের শত মানবীয় লালন ও সাহচর্যে তা পরিপক্কতার শিখরে আরোহন করেছে।

পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার ন্যায় কবিতা দিয়েই আরবী সাহিত্যের সূচনা। জাহিলী যুগে আরবী সাহিত্যের বিকাশ কবিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।[১] তখনও গদ্য সাহিত্য বিকাশলাভ করেনি। কবিতা প্রাক ইসলামী যুগের আরবদের উপজীব্য বা জীবনের সাথে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল।[২]

সে সময় লিখে রাখা তাদের জন্য কঠিন ও সীমাবদ্ধ ছিল। তাই তারা স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করতেন। প্রকৃতি তাদের অসীম স্মৃতিশক্তিদান করেছে, আর কবিতা সহজেই কণ্ঠস্থ করায় তাদেরকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ও মনে করা হতো। জাহেলী যুগের কবি তার গোত্রের মুখপাত্র। শক্তির পথপ্রদর্শক ও মন্ত্রনাদ্দার এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৌর্যবীর্যের প্রতীকরূপে গণ্য হতো।[৩] ঠিক কখন থেকে আরবী কাব্য সাহিত্যের জন্ম বা সূত্রপাত হয়েছে তা ঐতিহাসিক ভাষাতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক ও গবেষকদের নিকট এক অজানা রহস্য।[৪]

তবে অনেকের মতে, ৫ম শতাব্দীই আরবী কাব্য সাহিত্যের সূচনাকাল বলে চিহ্নিত। এর পূর্বের কোন কবিতা দেখা যায় না।[৫] 'আরবী সাহিত্য ভাণ্ডারে জাহেলী যুগের যে বিশাল কাব্য সম্ভার সংরক্ষিত হয়েছে, সেগুলো উন্নত, পরিপক্ক, মার্জিত ও বাছাইকৃত। যে গুলোর সূচনালগ্নের কোন ছাপ নেই। কাজেই সেগুলো প্রথম

---

১ ড. মুহাম্মদ আবদুল কাদির আহমাদ, পৃ.১২২।

২ আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, পৃ.২ ; ড. ইয্যুদ্দীন ইসমাঈল,আল-আদাব ওয়া ফুনুনুহ (মিসরঃ মাতবা'আতুস সা'আদাহ,১৯৭৮ খৃ.), পৃ.১৩০।

৩ আহমাদ ইসকান্দারী, খ.৪, পৃ.৩৫।

৪ জুরজী যায়দান, তারীখুল আদাবিল লুগাতিল -আরাবিয়্যাহ, আল-আসরিল-জাহিলীয়াহ্, পৃ.৬১ ; আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, পৃ.২৮ ; মুহাম্মদ তোফাজ্জল হোসাইন, পৃ.৩৫; মুহাম্মাদ আবদুল কাদির আহমাদ,পৃ.১৪৫।

৫ ফুয়াদ আফরাম আল-বুস্তানী, আশ-শি'রুল জাহিলী (বৈরুত : আল-মাতবা'আতু কাসুলিকিয়্যাহ, ১৯২৯ খৃ.), পৃ.১৬।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতাও নয়। এ কবিতাগুলোর অধিকাংশই ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত।[৬] কোন কোন আরবী সাহিত্যের সমালোচকের মতে, ইমরু'উল কায়সই-আরবী ভাষায় প্রথম কবিতা রচনা করেন।[৭]

তাঁর মতে ইমরু'উল কায়স-এর নিম্নে রচিত কবিতাটি আরবী সাহিত্যের প্রথম কবিতা:[৮]

إن بنى عوف ابتنوا حسبا ضيغة الدخللون اذ غدروا

ادوا الى جارهم خفارته ولم يضع بالمغيب إذ نصروا

'নিশ্চয়ই বানু আওফ সাধ্যমত এমন (অট্টালিকা) তৈরী করেছে। তারা অন্যত্র চলে গেলে সেখানে প্রবেশ কারীরা তার বিনষ্ট সাধন করে ফেলে। তোমরা তাকে তাদের (বানু আওফের) প্রতিবেশীদের জন্য প্রহরী নিযুক্ত করে দাও। আর সাহায্যকারীরা (সাহায্য করার সময়) তাদের অনুপস্থিতিদের জন্য কোন কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি।'

তবে এ মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ উক্ত সমালোচক প্রথম যুগের কবি হিসেবে কবি ইমরু'উল কায়স, যুহায়র ইব্ন আবী সুলমা ও আনতারার নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ সমস্ত কবিগণের কবিতা হতে জানা যায় যে, আরবী কবিতার ইতিহাস অনেক পুরাতন। তাদের সময়ের অনেক পূর্বেই আরবী কাব্যের সূচনা হয়েছে। যেমন ইমরু'উল কায়সের কবিতা :[৯]

عوجا على الطلل المحيل لعلنا نبكى الديار كما بكى ابن خذام

'প্রেয়সীর প্রাচীন বাস্তভিটার নিকট থাম, বিলুপ্তপ্রায় গৃহের কাছে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে কেঁদে নিই, যেমনিভাবে ইতোপূর্বে ইবন্ খিযাম কেঁদেছেন।'

কেউ কেউ ابن خذام এর জায়গায় ابن خذام ও ابن حمام উল্লেখ করলেও সবকটি একই ব্যক্তির নাম।[১০] উপরোক্ত কবিতা হতে বুঝা যায় যে, ইমরু'উল কায়স খিযামের কবিতাকে তার পূর্বের কবিতা বলে স্বীকার

---

[৬] ফুয়াদ আফরাম আল-বুস্তানী, পৃ. ১৬ ; আল-জাহিয, কিতাবুল-হাইওয়ান, (মিসর : নাশরাতু আব্দিস সালাম হারুন, তা.বি.), খ.১, পৃ.৭৪ ; ইব্ন সাল্লাম-জুমাহী, পৃ.১৭ ; হাসান শাযলী ফারহুদ গং, আল-বালাগাতু ওয়ান-নাক্দ (আল-মামলাকাতু আরাবিয়্যাতুস সাউদিয়াহ্ : ওয়াযাবাতুল-মা'আরিফ, ১৪০১ হি.), পৃ.৬১ ; মুহাম্মদ মতিউর রহমান, সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা (ঢাকা : বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০৯ খৃ.), পৃ.৯।

[৭] ড. ইয়াহিয়া আল-জাবুরী, পৃ.১২৮।

[৮] অধ্যাপক মুস্তফা আবদুশ-শাফী, দীওয়ানু ইমরুল কায়স (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ.৭৯-৮০ ; ফুয়াদ আফরাম আল-বুস্তানী, পৃ.১৬ ; কিতাবুল হাইওয়ান, খ.১, পৃ.৭৪।

[৯] আস-সুয়ূতী, আল-মুযহির (বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি.), পৃ.৪৭৬।

[১০] দীওয়ানু ইমরু'উল কায়স, পৃ.১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

করে নিয়েছেন। ইব্ন খিযাম আমালিকা সম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন।[১১] আবী উবায়দাহ[১২] ইমরু'উল কায়সের মুয়াল্লাকার একটি পংক্তিকেও তার প্রতি সম্পৃক্ত করেছেন [১৩] আর তা হল: [১৪]

كان غداة البين يوم تحملو　　　ادى سمرات الحى ناقف حنظل

'সেই বিচ্ছেদের দিন সকালে, যখন তারা মালপত্র নিয়ে চলে গেলো, তখন আমি প্রিয়ার গোত্রের কাঁটাগাছের কাছে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন করছিলাম।'

কবি যুহায়র ইবন্ আবী-সুলমা স্বীয় কাব্যে পূর্ববর্ণিত কবিতার ভাবধারা ও বিষয়বস্তুর অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: [১৫]

ما ارانا نقول الا معارا　　　او معادا من قولنا مكرورا

'আমরা উদ্ধারকৃত ভাবধারার মাধ্যমে অথবা পূর্বোল্লেখিত বা পুন:পুন: উক্ত বাক্য প্রকাশ করে থাকি।'

কবি আনতারা মনে করেন পুর্ববর্তী কবিগণ সকল বিষয়েই কবিতা রচনা করেছেন।[১৬] তিনি বলেন: [১৭]

هل غادر الشعراء من متردم　　　ام هل عرفت الدار بعد توهم

'কবিকুল কি কোন স্থান শূণ্য রেখে গেছেন পূরণ করার জন্য, আর তুমি কি অনেক চিন্তা করার পর জেওয়ায় অবস্থিত সেই বসতভীটাটি চিনতে পেরেছো?'

আরবী কবিতা যে, অতি প্রাচীন কালে শুরু হয়েছে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। এর সমর্থনে আবু যায়দ আল কুরায়শী অতিপ্রাচীন কালের কিছু কিংবদন্তী গল্প কাহিনী উল্লেখ করেছেন। সে সকল ঘটনাবলীর মাধ্যমে জানা যায় যে, ফিরিশ্তামন্ডলী, হযরত আদম (আ.), ইবলীস এবং জিনেরাও আরবী কবিতা আবৃত্তি করেছেন। [১৮] যেমন- হাবীল যখন কাবীলকে হত্যা করেন তখন আদম (আ.) বলেছিলেন: [১৯]

---

[১১] আল-হায়াতুল-আরাবিয়্যাহ্, পৃ.১১৮।

[১২] আবী 'উবায়দাহ মা'মার ইব্ন আল-মাসানী ১১০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বসরায় আব্বাসীয় খলিফাদের দরবারে গমন করেন এবং সেখানে ১৮৮হিজরী পর্যন্ত অবস্থান করেন। তিনি আরবী কাব্য ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন। তিনি ২০৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আইয়্যান (কায়রো : মাকতাবাতুন নাহদাতিল-মিসরিয়্যাহ্, তা.বি.), খ.৩, পৃ.৪০৫ ; মুহাম্মদ মতিউর রহমান, আরবী কবিতা ও মু'আল্লাকার ইতিবৃত্ত, পৃ.১০।

[১৩] আল-আমাদী, আল-মু'তালাফ (কায়রো : মাকতাবাতু কুদ্সী, তা.বি.), পৃ.১০৯ ; ড. মুহাম্মদ আবদুল কাদির আহমাদ, পৃ.১৪৮।

[১৪] জামহারাতু আশ'আরিল 'আরাব, পৃ.৯৫ ; ড. মুহাম্মদ আবদুল কাদিন আহমাদ,পৃ.১৪৮ ; মুহাম্মদ মতিউর রহমান, পৃ.১১।

[১৫] আল-হায়াতুল আরাবিয়্যাহ্, পৃ.১১৮-১৯ ; ড. মুহাম্মদ আবদুল কাদির আহমাদ,পৃ.১৪৯।

[১৬] ড. ইয়াহিয়া আল-জাবুরী, পৃ.১২৮।

[১৭] আনতারা ইব্ন শাদ্দাদ, আদ-দীওয়ান (বৈরুত : দারুস-সা'বা, ১৯৮০খৃ.), পৃ.১২ ; ড.মুহাম্মদ আবদুল কাদির আহমাদ, পৃ.১৪৯, ড. ইয়াহিয়া আল-জাবুরী,পৃ.১২৮।

[১৮] ড. আবদুল কাদির আহমাদ, পৃ.১৩৩।

[১৯] জামহারাতু আশ'আরিল 'আরাব,পৃ.২৬।

Dhaka University Institutional Repository

وجاورنا عدو ليس يفنى لعين لا يموت فنستريح

أهابل ! إن قتلت، فإن قلبى عليك اليوم مكتئب قريح

'আমাদের সাথে এমন একজন প্রতিবেশী হয়েছে, যে কখনো ধ্বংস হবেনা, মৃত্যু বরণ করবেনা। আর আমরা আরামে থাকবো। হে হাবিল! তুমি নিহত হয়েছো। আজ তোমার কারণে আমার অন্তর ক্লান্ত ও বিদগ্ধ হচ্ছে।'

উত্তরে ইবলিস বলেছিল: [২০]

تنح عن الجنان وساكنيها ففى الفردوس ضاق بك الفسيح

وكنت بها وزوجك فى رخاء وقلبك من أذى الدنيا مريح

'তুমি অন্তর ও তার অধিবাসী-লালনকারীর কবল থেকে মুক্ত হও। কেননা তোমার কারণে ফিরদাউসের প্রশস্থ জায়গা সংকুচিত হয়েছে। তোমার স্ত্রী যখন সুখ সাচ্ছন্দে ছিল, তখন আমি তার পাশে ছিলাম, আর তোমার অন্তর তখন পার্থিব কষ্ট-ক্লেশ থেকে প্রশান্তিতে ছিল।'

কবিতায় ফিরিশ্‌তাগণ কর্তৃক আবৃত একটি পংক্তি, যেমন: [২১]

لدوا للموت ، وابنوا للخراب فكلكم يصير الى الذهاب

'তারা মৃত্যুকে নিয়ে ঝগড়া করে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। জেনে রেখো, তোমরা প্রত্যেকেই (মৃত্যুর দিকে) প্রত্যাগমনকারী।'

অনেকের মতে গ্রীক ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাদের (কাহিন) ন্যায় আরব ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাগণও সর্ব প্রথম কবিতার সূত্রপাত করেন। তাদের ধারণা ছিল। তারা ইলহাম বা প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত। তারা তাদের দেবতাদের সাথে গোপনে আলাপ করেন। তারা গীতের মাধ্যমে করুণা প্রার্থনা ও দো'আর মাধ্যমে অদৃশ্যের খবর অবগত হতেন। আর এসব গায়েবী ও অদৃশ্য সংবাদ ছন্দোবদ্ধ বাক্যে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করতেন।[২২] তাদের এ জাতীয় বক্তব্যের নমুনা হল: [২৩]

---

[২০] প্রাগুক্ত।

[২১] প্রাগুক্ত।

[২২] আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ আবদুল জলীল (ঢাকা : পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ২০০২ খৃ.), অপ্রকাশিত, পৃ.১০।

[২৩] জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল আদাবিল- আরাবিয়্যাহ, আল-আসরিল-জাহিলীয়াহ, খ.১, পৃ.৫৭

Dhaka University Institutional Repository

'যখন কর্কট রাশি-নক্ষত্র উদিত হয় তখন সময়কাল সমান সমান হয়ে যায়, গ্রামবাসী উপস্থিত হয় এবং প্রতিবেশীগণ পরস্পরকে উপঢৌকন প্রদান করে। আর যখন বাতীন চন্দ্রের কক্ষ পথের একটি মনযিল উদিত হয় তখন ঋণ তলব করা হয়, ময়লা-আবর্জনা দেখা দেয় এবং সুগন্ধি বিক্রেতা ও গায়ককে তলব করা হয়। আর যখন নক্ষত্ররাজি উদিত হয় তখন প্রচণ্ড গরম অনুভূতি হয় এবং জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠে।'

কালক্রমে জাহিলীযুগে এসে আরব জাহানে সাহিত্য বিপ্লবের যে ঢেউ জাগে তা সুরের ঝংকারে পূর্ণশক্তিমত্তায় উদ্ভাসিত হয় মুহালহিল ও ইমরু'উল কায়সের যুগে।

কোন কোন সাহিত্য সমালোচকের দৃষ্টিতে মুহালহিল ইব্‌ন রাবী'আ আত্-তাগলিবী[২৪] সর্বপ্রথম পরিপূর্ণ সার্থক আরবী কবিতা তথা কাসীদা রচনা করেছেন। সর্বপ্রথম কে সার্থক কবিতা রচনা করেন সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। জাহিলী যুগের প্রতিটি গোত্রই নিজ নিজ গোত্রের শ্রেষ্ঠ কবিকে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ শ্রেষ্ঠ কবি বলে দাবী করতেন। ইয়েমেনের অধিবাসীগণ দাবী করতো যে, ইমরু'উল কায়সই সর্বপ্রথম কবি। যিনি সুদীর্ঘ পূর্ণাঙ্গ আরবী কবিতা রচনা করেন। বানূ বাকার গোত্রের লোকেরা 'আমর ইব্‌ন কুমাইয়া ও আল-মুরাক্কাশ আবারকে, বানূ তাগলিব গোত্রের লোকেরা মুহালহিল ইব্‌ন রাবী'আকে এবং বানূ আসাদ গোত্রের লোকেরা 'আবিদ ইব্‌ন আল'আবরাসকে সর্ব প্রথম পূর্ণাঙ্গ কবিতা রচনাকারী হেসেবে দাবী করে।[২৫]

ইব্‌ন সুল্লাম আল-জুমাহী সর্ব প্রথম স্বার্থক কবি হিসেবে আল-আম্বার ইব্‌ন তামীম-এর নাম উল্লেখ করেন। তিনি আম্বারের নিম্মোক্ত কবিতাটিকে আরবী কাব্য জগতের সর্ব প্রথম কবিতা বলে মনে করেন:[২৬]

قد رأينى من دلوى اضطربها والنائ فى بهراء او اغترابها

الاتجئ فلانى يجئ قرابها

'সে নিকট থেকে আমাকে বাধ্য হয়ে প্রত্যক্ষ করেছে। দূরে বা বিদেশ থেকে (কাউকে) ভালভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না। সাবধান! অমুক ব্যক্তি তরবারী নিয়ে (তোমার নিকট) আগমন করবে।'

তিনি প্রথম কাসিদা রচনা করেন। প্রাচীন ও খ্যাতিমান কাব্য সমালোচক ইবন্ সুল্লাম (মৃ. ২৩৫হি.) এর অভিমত ও তাই। তাঁর মতে মর্মস্পর্শী ভাষায় কাসীদার মাধ্যমে প্রথমে যিনি দু:খ বেদনা তুলে ধরেন তিনি মুহাল্‌হিল ইবন্ রাবী'আ আত-তাগলিবী। এটি ছিল তার ভাই কুলায়ব ইবন্ রাবী'আর নিহত হওয়ার ঘটনা

---

[২৪] উমর ফায়রূখ, তারীখুল-আদাবিল-'আরাবী (বৈরুত : দারুল-ইলম লিল- মালায়ীন, ১৯৯২খৃ.), সংস্কর. ৬, খ.১, পৃ.১১০-১১।

[২৫] ড. আবদুল আজীজ নববী, পৃ.৪৯-৫০।

[২৬] আল-হায়াতুল আরবিয়্যাহ, পৃ.১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

সম্বলিত কাসিদা। তার ভাই ছিলেন তাগলিব গোত্রের প্রধান। শায়বান গোত্র তাকে হত্যা করার পর তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে একটি শোক গাঁথা কবিতা রচনা করেন তাই আরবী কাব্য সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কবিতা।[27] তিনি ত্রিশ লাইনের বৃহদাকারের একটি শোকগাথা কবিতা রচনা করেন:[28] সেই কবিতাটির কিয়দাংশ নিম্নরূপ:[29]

بنت ان النار بعدك اوقدت   واستب بعدك يا كليب المجلس

وتكلموا فى أمر كل عظيمة   لوكنت شاهد هم بها لم ينبسوا

জামহারাতু আশ'আরিল 'আরব গ্রন্থে আমালিকা 'আদ ও ছামুদ গোত্রের কতিপয় কবিতা এভাবে এসেছে। যেমন- আমালিকা গোত্রের মু'আবিয়া ইব্ন বাকার সাহিদের নিকট কাবিল ইব্ন মাইর এর নেতৃত্বে 'আদ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল আগমন করলে মু'আবিয়া ইব্ন বাকার সাইদ বলেন:[30]

الا يا قيل ! ويحك! قم فهينم   لعل الله يصبحنا غماما

فيسقى ارض عاد، ان عادا   قد اضحوا ما يبينون الكلاما

'হে ব্যক্তি! বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তোমার ধ্বংস হোক (এটাই কামনা করে) সম্ভবতঃ আল্লাহ মেঘমালাকে আমাদের সঙ্গী করবেন।'

'আদের জন্মভূমি পানি সিঞ্চিত হয়েছে। আর 'আদের (সম্প্রদায়) মধ্যাহ্নে আমাদের সাথে কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করছে।'

অনুরূপভাবে জামহারাতু আশ'আরিল 'আরাব কিতাবে ছামুদ জাতির অন্তর্গত মুবদা ইব্ন হারম এর একটি কবিতা উল্লেখ রয়েছে। মুবদা ইব্ন হারম হযরত সালিহ (আ.)[31] এর উটনি সম্পর্কে বলেন:[32]

---

[27] আশ-শি'র ওয়াশ শু'আরা (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮১ খ্রী.) পৃ.১৩৫, জাওয়াহিরুল আদব, খ.২, পৃ.২৫; মুহাম্মদ মজিবুর রহমান, সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা ।

[28] প্রাগুক্ত ।

[29] আবী তাম্মাম হাবীব ইবন আউস আত-তাঈ, দীওয়ানুল হামাসাহ (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮ খ্রী.), পৃ. ২৭৭ ।

[30] তার পুরো নাম সালেহ ইবন মাসিহ ইবন মাসিহ ইবন সাম ইবন নুহ (আ.) । আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ছামুদ জাতির নিকট প্রেরণ করেন । তিনি তাদেরকে আল্লাহর একত্ববাদের দিকে দাওয়াত দেন । কিন্তু তাদের অনেকে দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর মু'জিজার উটনীকে হত্যা করলে তাদের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হয় । আবুল ফিদা আল-ইমাদুদ্দীন ইবন ইসমাঈল ইবন কাসীর, কাসাসুল-আম্বিয়া (দিল্লী : মাকতাবাতু ইশা'আতিল ইসলাম, তা.বি.), পৃ.১১৫ ; মুহাম্মদ মজিবুর রহমান, সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা, পৃ.১৩ ।

[31] জামহারাতু আশ'আরিল 'আরাব, পৃ.২৭ ।

[32] ফুয়াদ আফরাম আল-বুস্তানী, আশ-শি'রুল জাহিলী (বৈরুত : আল-মাতবা'আতুল কাসুলিকিয়্যাহ, ১৯২৯ খ্রী.), পৃ.১৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

فلاذبها لكى لا يعقروه　　　　وفى تلواذ مر الحتوف

'সেই উটনীর) ভালভাবে যত্ন নেয়া হয়েছিলো। যাতে তাকে যবেহ না করা হয়। আর তাকে যবেহ করতে কোন অধিকারের অপব্যবহার হবেনা।' (শংকা নেই)

বস্তুত, ৫ম শতাব্দীই আরবী কাব্য সাহিত্যের সূচনাকাল বলে চিহ্নিত। এর পূর্বের কোন কবিতা দেখা যায় না।[৩৩] ৫ম শতাব্দীর শেষভাগে এবং ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত কবিতাগুলো সাহিত্যিক মানে খুবই উচ্চাঙ্গের এবং যথেষ্ট পরিপক্ক। এ যুগের কবিগণ হচ্ছেন- শান্‌ফারা আযদী (মৃ. ৫১০ খৃ.)। তা'আব্‌বাতা শার্‌রান (মৃ. ৫৩০ খৃ.) আল্‌ মুহালহিল ইব্‌ন রাবি'আ (মৃ. আনু. ৫৩১ খৃ.), ইমরু'উল কায়স (মৃ. ৫৪০ খৃ.)। আল-হারিছ ইব্‌ন হিল্লিযাহ (মৃ. ৫৬০ খৃ.), সামওয়াল ইব্‌ন 'আদিয়া (মৃ. ৫৬০ খৃ.) ত্বর্‌ফা ইব্‌ন 'আব্‌দ (মৃ. ৫৬৪ খৃ.) এবং মহিলা কবি লায়লা 'আফীফা (মৃ. ৫৬০ খৃ.)

আরবী ভাষার ইতিহাসবিদগণ মনে করেন যে, আরবী سجع (৬২) বা ছন্দোবদ্ধ গদ্য হতে আরবী কাব্যের উদ্ভব হয়েছে।[৩৪] কালের বিবর্তনে এ سجع বা ছন্দোবদ্ধ গদ্য যা الرجز অন্ত:মিল সম্পন্ন পংক্তিতে রূপলাভ করে এবং ধীরে ধীরে ছন্দ আরবী কাব্যের গঠনরূপ লাভ করে।[৩৫] কাব্যে আসে বিস্তৃতি,ভাব ও ভাষায় আসে প্রসারতা এবং তা সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে।[৩৬]এক পর্যায়ে তা কবিতায় রুপ নেয়।

কবিতা ছিল বেদুঈন জীবনের সুখ-দ:ুখের অভিব্যক্তি। মরুবাসী, যাযাবর বেদুঈনদের মনে আনন্দোচ্ছলভাবের উদয় হলে উৎফুল্লচিত্তে সঙ্গীতাকারে এসব ছন্দোবদ্ধ বাক্য আবৃত্তি করতে থাকে।[৩৭] বেদুঈনরা তৃণভূমিতে উট চরাত, এক তুণভূমির ঘাসপালা শেষ হলে অন্য ভূমির সন্ধানে যাত্রা করতো। চলার পথে উটের গতি স্থিমিত হয়ে পড়লে তারা উটের গতিকে আরও দ্রূত গতিশীল করার জন্য চালকেরা সুমধূর কণ্ঠে গান ধরত।

---

[৩৩] কবুতরের বাকবাকুম ডাকের (سجع) ন্যায় এ জাতীয় বাক্যের মধ্যে ও এক ধরনের সূর ও গীত রয়েছে বলেই একে سجع নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। سجع বা ছন্দোবদ্ধ গদ্য মূলত: জ্যোতির্বিদ, পুরোহিত ও যাদুকরগণও উপাসনাতে প্রয়োগকরত। জনসাধারণকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করা এবং তাদের মনে প্রভাব বিস্তার করার জন্য পুরোহিতরা শ্লোক বা মন্ত্রের মাধ্যমে এ জাতীয় মনোহরী পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। শাওকী দায়ফ, তারীখুল আদাবিল 'আরবী, পৃ. ১৩২ ; জাওয়াহিরুল আদাব, পৃ. ২৪ ; ড. শাওকী দায়ফ, আল-'আসরিল জাহেলী, পৃ. ১৮৫ ; মুহাম্মদ মতিউর রহমান, সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা পৃ.৭।

[৩৪] জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল আদাবিল- আরাবিয়্যাহ, আল-আসরিল-জাহিলীয়াহ্‌, পৃ. ৫৭ ; হান্না আল- ফাখুরী, আল- জামি ফীত তারিখিল- আদাবিল 'আরাবী পৃ. ১৩২; জাওয়াহিরুল আদাব পৃ. ২৪ ; ড. শাওকী দয়ফ, আল্‌ আসরীল জাহিলী, পৃ. ১৮৫ ; মুহাম্মদ তোফাজ্জল হোসাইন পৃ. ৩৫

[৩৫] ড. আবদুল কাদির, পৃ. ১৩৯, মুহাম্মদ মতিউর রহমান, সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা, পৃ. ৯।

[৩৬] আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, পৃ.২৯ ; জাওয়াহিরুল আদাব,পৃ.২৪ ; জুরজী যায়দান, খ.১,পৃ.৫৭।

[৩৭] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মরুভূমিতে চলার তালে তালে তারা যে গান গাইতো তাকে আল-হিদা বলা হয়। আল-হিদা الرجز ছন্দে রচিত। আল-হিদা গান হতেই আরবী ছন্দের উৎপত্তি।[৩৮]

'সব ভাষারই সাধারণত প্রথম রূপ হল গদ্য। সেখান থেকেই ক্রমান্বয়ে মানুষ শব্দ শৈলীর গাথুনী ও সূরের ঝংকার সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছে কবিতা। আরবি ভাষা ও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই অনুমান করা হয় যে, আরব গণ সাধারণত গদ্য থেকে ক্রমান্বয়ে ছন্দোবদ্ধ ও মিলযুক্ত গদ্য রচনা করে। এটাই তাদের কবিতা রচনার প্রথম প্রদক্ষেপ'[৩৯]

অতএব কবিতার সূচনালগ্ন থেকে এক দীর্ঘ ও ক্রমাগত প্রক্রিয়ার পর বহু পরীক্ষা নীরিক্ষার পর, বহু স্তর পার হয়ে তা এমন পরিপক্ক ও রসাত্মক পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে এবং তা সমৃদ্ধরূপে বিকাশলাভ করেছে।

---

৩৮ প্রাগুক্ত।

৩৯ ড. আবদুল জলীল, কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসুল (স.) ও সাহাবীদের মনোভাব (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খৃ.) পৃ. ১৩; ড. মুহাম্মদ আবদুল কাদির আহমাদ, পৃ. ১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী কাব্য সাহিত্যের বিষয়বস্তু

জাহিলী যুগের আরবী কবিতা তাদের সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি তারা কথা-বার্তা, বক্তৃতা-বিবৃতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিনোদনে কবিতকে ব্যবহার করেতেন। কবিতা ছিল তাদের জীবনের খোরাক তারা ছিল স্বভাব কবি। কবিতা রচনা বা আবৃত্তির জন্য তাদের কোন চিন্তা করতে হতোনা। কবিগণ বিরাগ,অনুরাগ, অনুভূতি, বিশ্বাস ও অন্তরের অভিব্যক্তি বর্ণনা করতেন তাদের কাব্যের ভাষায়। কবিগণ যে সকল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন, দ্বিধাহীন চিত্তে তারই বর্ণনা করতেন। যেমন- তার প্রেম-বিরহ, প্রিয়জনদের প্রশংসা, মরু-প্রকৃতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শত্রুর নিন্দাবাদ, স্বীয় গোত্রের বা ব্যক্তির গৌরব গাঁথা, শোক-দু:খসহ বিভিন্ন বিষয়কে উপজীব্য করে কবিতা রচনা করেছেন।[১] সে কারণে জাহিলী যুগের কবিতা ও মু'আল্লাকায় বহু বিষয়বস্তু পরিলক্ষিত হয়।

জাহিলী আরবগণ ছিলেন স্বভাব কবি। তাদের এক এক জনের নিকট এক এক বিষয়ে কাব্য রচনা করা সহজ ছিলো। তাই কোন কোন কবি কোন বিশেষ বিষয়ে বেশী পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। তবে জাহিলী কবিগণ মূলত: যে সমস্ত বিষয়বস্তুকে উপলক্ষ্য করে কবিতা ও ম'আল্লাকা রচনা করেছেন সেগুলোর সংখ্যা নির্ধারণ করতে গিয়ে সাহিত্য সমালোচক ও ঐতিহাসিকদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।[২] কোন কোন ভাষাবিদ বলেন, প্রাচীন আরবী কবিতায় ৯টি বিষয়বস্তুর উল্লেখ রয়েছে।[৩] আবার কারো মতে প্রাচীন আরবি কাব্য চর্চার বিষয়বস্তু ছিল পাঁচটি।[৪] আবার কেউ জাহিলী যুগের আরবি কবিতার ৬টি বিষয়বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন।[৫]

---

১ ড. 'আলী জুনদী, পৃ. ২৬; হান্না আল-ফাখূরী, *আল-মু'জিয ফী আদাবিল 'আরাবী ওয়া তারীখিহী*, পৃ. ২৬; তাহা হুসায়ন, *হাদীছুল আরবা'আ*, (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ১১১৯ হি.), সংস্করণ- ১২, খ. ১, পৃ. ৯-১৫ ; নিখিল সেন, এশিয়ার সাহিত্য (কলিকাতাঃ বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেলি. ১৯৭১খৃ.), প্র. ১, পৃ. ২৮০-২৮২ ; ড. আব্দুল আজীজ নববী, পৃ.১১০।

২ ড. আব্দুল আজীজ নববী, পু. ১৬১। বিখ্যাত কাব্য সংকলক আবূ তাম্মাম তাঁর সংকলিত গ্রন্থে জাহিলী যুগের কবিতাবলীকে বিষয়বস্তুর আলোকে ১০টি অধ্যায়ে সুবিন্যাস্ত করেছেন। অধ্যায়গুলো নিম্নরূপঃ ১. বাবুল-হামাসাহ (সাহসিকতা অধ্যায়) ২. বাবুল-মারাসী (শোক গাঁথা) অধ্যায়, ৩ বাবুল- আদাব (শিষ্টাচার অধ্যায়) ৪. বাবুন-নাসীব (প্রনয় গীতি অধ্যায়) ৫. বাবুল হিজা (ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ অধ্যায়) ৬. বাবুল আযয়াফ ওয়াল মাদীহ (আতিথ্য ও স্তুতিবাদ অধ্যায়) ৭. ঊাবুস-সিফাত (বর্ননা বিষয়ক অধ্যায়) ৮. বাবুস-সিয়ার ওয়ান-নু'আস (ভ্রমণ ও প্রতুত্তর অধ্যায়) ৯. বাবুল মুলাহ (হাস্য রসিকতা অধ্যায়) ১০. ঊাবু মুযাম্মাতুন-নিসা (নারী গঞ্জনা অধ্যায়); আব্দুল কাদির আহমাদ, পৃ. ১৬১; ড. আলী জুনদী, পৃ. ৩৪৪; ড. মুকতাদা হাসান আযহারী, পৃ. ১৪২-১৪৩।

৩ ইবন রাশীক আল-কায়রোয়ানীর মতে ৯টি বিষয়, এগুলো হলোঃ ১. আন-নাসীব, ২. আল-মাদীহ, ৩. আল-ইফতেখার, ৪. আর-রিসা, ৫. আল ইকতিদা ওয়াল ইসতিনযার, ৬. আল-ঈতাব, ৭. আল-ওয়াঈদ ওয়া আল-ইনযার, ৮. আল-হিজা ও ৯. আল ই'তিযার। দ্র. আল- 'উমদাহ, খ.১, পৃ.১২৮। জাহিলী যুগের কবি নাবিগা আয-যবয়ানী আল হু'তয়ার নামে নতুন একটি বিষয় সংযোজন করেন। দ্র. ড. শাওকী দয়ফ, তারীখুল আদদাবিল- আরাবী,আল-'আসরিল জাহিলী, পৃ.১৯৫-৯৬।

৪ জুরজী যায়দান বলেনঃ ৫টি বিষয়ে কবিতা রচিল হতো। যথাঃ ১. আল-ফাখর ২.আল-হামাসা ৩. আত-তাশবী ৪. আল মাদীহ . আল-হিজা। দ্র. জুরজী যায়দান, খ.১, পৃ. ৭৯; কিতাব আস-সানা 'আতাইন গ্রন্থে বলাহয়েছে যে, পূর্ব যুগে আরবে কাব্য চর্চার বিষয়বস্তু ছিল পাঁচটি। সেগুলোনিম্নরূপঃ ১. আল-মাদীহ ২. আল-হিজা, ৩. আল ওয়াসফ. ৪ আত-তাশবী, ৫. আল-মারাছ। দ্র. আবূ হিলাল আল-আসকারী, কিতাবুস-সানা 'আতায়ন বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮১ খৃ.) পু. ১৯ ; ড. মুহাম্মদ আব্দুল কাদির আহমাদ, পৃ. ১৬২।

৫ প্রখ্যাত কাব্য সমালোচক কুদামা ইবন জ'ফর এর মতে ৬টি যথা : ১. আল-মাদীহ ২. আল-হিজা ৩. আলগ-নাসীব, ৪ আল ওয়াসফ ৫. আত-তাশবীহ ৬. আল-মারাছী। দ্র. কুদামা ইবন জা'ফর, নাকদুশ-শি'র (কায়রো : মাকতাবুল কুল্লিয়াতিল-আযহারিয়্যাহ, ১৯৭৮ খৃ.), পৃ. ৯; ড. মুহাম্মদ আব্দুল কাদির আহমাদ, পৃ. ১৬২।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ও সমালোচকদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জাহিলী যুগের আরবী কবিতা ও মু'আল্লাকার যে কয়টি বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানা যায় তার মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. الغزل বা প্রেম গাঁথা:

الغزل শব্দটি غزل শব্দ থেকে উৎকলিত এর শাব্দিক অর্থ প্রেম গাঁথা, প্রেম ভালবাসা সৃষ্টির জন্য নারীদের সাথে প্রেমালাপ করা। একটি আরবী কবিতা ও মু'আল্লাকার অন্যান্য বিষয়বস্তুর মধ্যকার একটি অন্যতম বিষয়। যা অন্তরের সাথে অধিক সম্পৃক্ত। আরব কবিগণ প্রেমিকার প্রতি আসক্ত হয়ে ভালবাসা ও তাদের রূপ-সৌন্দর্য্যের প্রসংশায় যে সব কবিতা রচনা করেছেন সেগুলো شعرالغزل বা প্রেম গাঁথা নামে পরিচিত।[৬] জাহিলী যুগের কবিতায় নারী ছিল অন্যতম উপজীব্য বিষয়। কবিদের চিন্তা-চেতনায় ছিল নারী ও নারী প্রেমের এক যাদুময়ী আকর্ষণ। তাই কবিগণ সকল ধরনের কবিতার প্রথমে الغزل বা প্রেমগাঁথা জুড়ে দিতেন। সে সকল প্রেমগাঁথার অধিকাংশই অশ্লীলতাপূর্ণ ছিল।[৭] মরু জীবনে নারীপ্রেম কবিদের জীবনে এমন প্রভাব বিস্তার করেছিলো যে তা ছিল তাদের চিন্তার খোরাক এবং কবিতার ভাষা। কবিতার প্রথমে প্রেমিকার বাস্তুভিটার ধ্বংসাবশেষকে লক্ষ্য করে ক্রন্দন করা জাহিলী যগের কবিতার রীতি ছিল। এ রীতি জাহিলী যুগের অধিকাংশ কবিদের কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। যেমন কবি তর্‌ফা ইব্‌ন আব্‌দ তাঁর মু'আল্লাকায় বলেন:

لخولة اطلال ببرقة ثهمد   تلوح كباقى الوشم فى ظاهر اليد

وقوفا بها صحبى على مطيهم   يقولون لا تهلك أسى وتجلد

'ছাহমাদ এর কঙ্করময় সমভুমিতে খাওলার বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ এখনও হস্তপৃষ্ঠে অঙ্কিত উল্কিসম প্রতিভাত হচ্ছে। তথায় আমার বন্ধুগণ, আমার নিকটে, তাঁর বাহন থামিয়ে বললেন, দু:খে মুহ্যমান না হয়ে ধৈর্য ধারণ কর।'

---

৬ প্রেম মূলক কবিতা সমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত الغزل ، النسيب ، التشبيب । তবে কোন কোন সমালোচক এগুলোর মধ্যে সামান্য পার্থক্য তুলে ধরেছেন। যেমন নারীদের প্রতি ভালবাসা ও তাদের সাথে প্রেমলীলার বর্ণনাকে الغزل, আর খাঁটি প্রেমে নিদর্শন হিসাবে প্রেমিকার বিরহে প্রেমিক হৃদয়ে যে দু:খ- যাতনা সৃষ্টি হয় তার বর্ণনামূলক কবিতাকে النسيب এবং প্রেমিকার রূপ-সৌন্দর্য ও তার পরিত্যাক্ত বাস্ত ভিটার বর্ণনামূলক কবিতাকে التشبيب বলা হয়। কুদামাহ ইবন জ'ফর বলেন : প্রেমকার গঠন-আকৃতি ও রূপের বর্ণনাকে এবং যৌবনকালে নারীদের প্রতি পুরুষের আকর্ষণকে الغزل বলা হয়। দ্র. আল-'উমাদাহ, খ.২, পৃ. ১১৬ ; আল-হায়াতুল আদাবিয়্যাহ, পৃ. ১৩৭ ; ড.মুহাম্মদ আব্দুল কাদির আহমাদ, পৃ. ২২৯-২৩০ ; ড. ইয়াহিয়া আল-জাবুরী, পৃ. ২৭৯; ড. আলী জুনদী, পৃ.৪১৪, ড. আব্দুল আজীজ, পৃ. ১০৯; ড. গাজী তুলায়মাত গং, আল-আদাবুল জাহিলী (বৈরুত : দারুল ফিকরিল-মা'আসির, ১৪২২ হি.), পৃ.১৩৪।

৭ *আল-হায়াতুল আদাবিয়্যাহ*, পৃ. ১৩৭ ; *হান্না আল-ফাখূরী*, পৃ. ১৪৫; ড. আলী জুনদী, পৃ. ৪১৪-৪১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমগাঁথা জাহিলী যুগের কাব্য মু'আল্লাকার অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল। এসব প্রেম গাঁথার মধ্যে কতকগুলো ছিল। প্রকৃত ও মার্জিত বিষয় আবার কতগুলো ছিল অশ্লীল। প্রেমিকার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুকে ভালবাসত এবং চোখ সুন্দর দেখতো যদিও তা সামান্য পাথর জীর্ণ কুটির বিংবা ক্লীষ্ট উটনী হয়। তারা তাদের দু-চোখে যা কিছু সুন্দর দেখত তার সাথে প্রেমিকার উপমা দিতো এবং প্রেমিকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকতো। যেমন যুহায়র ইব্‌ন আবী সুল্‌মা তার মু'আল্লাকায় বলেন:

امن ام اوفى دمنة لم تكلم   بحرمة مانة الدراج فالمتثلم

ودارلها بالرقمتين كانها   مراجيع وشم فى نواشر معصم

'এই কি দাররাজ ও মুতাফাল্লাম এর প্রস্তরময় স্থানে অবস্থিত উম্মে আওফা-ও বাস্তুভূমির (ধ্বংসাবশেষের) নীরব নিদর্শন? আর এটি কি দুই রাকমার মধ্যবর্তী তার (পতিত্যক্ত) গৃহ, যা এখনও বারংবার অঙ্কিত হাতের উল্কিরেখার মত স্পষ্ট?'

আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে চারটি প্রকারের গজল দেখতে পাওয়া যায়।

১. الغزل الصريح المغموس

২. الغزل العفيف

৩. الغزل المطالع المشوب

৪. غزل الكهول

২. الوصف বা বর্ণনা মূলক:

জাহিলী যুগের কাব্য মু'আল্লাকার বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে وصف অন্যতম।[৮] الوصف শব্দটি ثلاثى مجرد باب ضرب - يضرب এর মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ : গুণ বর্ণনা করা, প্রশংসা করা, কোন বস্তুর অবস্থা ও আকৃতির বর্ণনা করা। পারিভাষিক অর্থে কোন ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানের অবস্থা ও আকৃতি সম্পর্কে কাব্যিক৯ ভাষায় এমনভাবে বর্ণনা করা যাতে শ্রোতা বিষয়টি পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পারে।[৯] এ বিষয়বস্তুর কারণেই জাহিলী যুগের কবিগণ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। জাহিলী যুগের কবিগণ অন্তরে যা কিছু উপলব্ধি করত বা যা কিছু তারা অবলোকন করত কল্পনায় বা বাস্তবতায় তা ভেসে উঠত তাদের

---

৮ ড. ইয়াহিয়া আল-জাবুরী, পৃ. ৩৬৫।

৯ আবুল ফারাজ কুদামা ইবন জা'ফর, নাকদুশ শি'র (মিসর: মাকতাবুল খানজি, ১০৬৩), পৃ. ১৩৪; ড. মুহাম্মাদ হাম্মাদ, *আন-নাবিগা আয-যুবয়ানী* (বৈরুত: দারুল ফিকরিল লুবনানী, খৃ.), সংস্করণ- ১, ১৯৯১ পৃ. ৫৩ ; ড. ইয়াহিয়া আল-জাবুরী, পৃ. ৩৬৫ ; ড. আলী জুনদী, পৃ. ৩৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যের ভাষায়। তারা প্রেয়সী নারীদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষ করে কেশ, খোপা, বেনী, নিতম্ব, গ্রীবা, চপল, প্রভৃতির পুংখানু পুংখরূপে বর্ণনা দিত তাদের কবিতার ভাষায়।[১০] এছাড়া তারা বিভিন্ন ক্রীড়া-কৌতুক, নর্তকীদের গানের আসর, মদের আড্ডা ও যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনা দিত। তারা জ্বীন ও শয়তানসহ প্রকৃতির প্রায় সকল বস্তু যেমন মেঘ, বৃষ্টি, প্লাবন, তৃণলতা, গাছপালা ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন তাদের কব্যিক ভাষায়।[১১] যেমন ইমরু'উল কায়সের মু'আল্লাকায় বৃষ্টি বর্ণনায় বলেন:[১২]

على قطن بالشيم ايمن صوبه   وايسره على الستار فيذبل

فاضحى يسح الماء حول كتفيه   يكب على الأذقان روح الكنهبل

' (লক্ষ্য করলাম) তার ডান দিকে অবস্থিত কাতান চূড়ায় আর বাম দিকে অবস্থিত সিতার ও ইয়াঝবুল পাহাড়ে তার বর্ষণ আরম্ভ হয়ে গেছে।

কুতায়ফার ওপর মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হতে লাগল, তার ঢল নেমে বিশাল কানাহবাল বৃক্ষের মূলোতপাটন করে দিল।'

৩. الفخرية বা গৌরব গাঁথা:

الفخرية এর শাব্দিক অর্থ: আত্মহঙ্কার, গৌরব, গর্ব ও দাম্ভিকতা প্রভৃতি।[১৩]

তবে শব্দটি বাংলায় গৌরব, অহংকার বা নিজেকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। জাহিলী যুগের আরব কবিগণ তাদের ঐতিহ্য, নেতৃত্ব বংশ কৌলিন্য প্রভৃতি গৌরবান্বিত বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করতো। এটি আরবী প্রাচীন কবিতা ও মু'আল্লাকার অন্যতম বৈশিষ্ট বা বিষয়বস্তু।[১৪] আরব কবিগণ বীরত্ব শৌর্য বীর্যের গৌরব, আতিথেয়তা বদান্যতা, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি গুণাবলীর জন্য গর্ব করে কবিতা রচনা করতেন। অনেক কবির নিকট যুদ্ধের ময়দানে ব্যবহৃত সুতীক্ষ্ণ তরবারী, অব্যর্থ লক্ষ তীর, তেজদীপ্ত ঘোড়া ছিল তাদের গৌরবগাঁথা কবিতার বিষয়বস্তু। যেমন কবি লবীদ ইবন রাবী'আহ বলেন:[১৫]

معاقلنا التى ناوى اليها   بنات الاعوجية لا السيوف

'বক্র মেয়েরা যার সাথে তরবারী ব্যতিরেকেই শত্রুতাপোষণ করে তাকে আমি একসাথে বললাম'

---

[১০] ড. মুহাম্মদ আব্দুল কাদির আহমাদ, পৃ.২১১।

[১১] ড. শাওকী দয়ফ, আল-আদাবিল '*আসরিল জাহিলী*, পৃ.২১৬-১৭; ড. এ. এম.এম. আব্দুল গফুর চৌধুরী, পৃ.৬৭-৬৮; ড.মুকতাদা হাসান আল-আযহারী, পৃ.১০৬; ড.আব্দুল আজীজ নববী, পৃ.১১৮-১৯।

[১২] জামহারাতু আশ'আরিল 'আরাব, পৃ.১৩১; ড. আলী জুনদী, পৃ.৩৪৬।

[১৩] Hens Wehr, p.699; ড. আলী জুনদী, পৃ.৩৬৪।

[১৪] ড. মুহাম্মদ আব্দুল কাদির আহমাদ, পৃ.১৮৭।

[১৫] প্রাগুক্ত, পৃ.১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

কবি তরফ ইব্‌ন আব্‌দস্বীয় বংশের ঐতিহ্য ও গোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কবিতা রচনা করেছে:[১৬]

وإن تلتق الحى الجميع تلاقنى   الى ذروة البيت الكريم الصمد

'যদিও (কোনস্থানে) গোত্রের সমূদয় ব্যক্তি একত্রিত তখন তুমি আমাকে সর্বাপেক্ষা উচ্চবংশীয় ব্যক্তির মর্যাদায় সমাসীন পাবে।'

৪. الحماسة বা বীরত্বগাঁথা:

الحماسة এর শাব্দিক অর্থ বীরত্ব গাঁথা, শক্তি, কঠোরতা, কবিগণ নিজেদের কিংবা স্বগোত্রের বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা করে যে সকল কবিতা রচনা করত সেগুলোকে الحماسة বলা হয়।[১৭] যুদ্ধ প্রিয় আরব জাতির নিকট যুদ্ধ ছিল নিত্য দিনের খেল-তামাশা। গোত্রের মান-সম্মান রক্ষায় জীবন দিতে তারা কুণ্ঠাবোধ করতোনা। কবিগণ যোদ্ধাদের সাহসীকতা ও বীরত্বের বর্ণনা দিয়ে তাদের মাঝে যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জলিত করত। তার স্বগোত্রীয় যোদ্ধাদের শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতো এবং শত্রুগণকে হুমকি দিত। ফলে গোত্রের বাকী যোদ্ধাগণের মাঝে উম্মাদনা সৃষ্টি হতো এবং শত্রুর উপর আক্রমণ করার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিত।[১৮] যেমন কবি আমর ইব্‌ন কুলসুম স্বীয় মু'আল্লাকায় বলেন:[১৯]

وأيام لنا غر طوال   عصينا الملك فيها ان ندينا

وسيد معشر قدتوجوه   يتاج الملك يحمى المحجرينا

'বহু ঐতিহ্যমন্ডিত দীর্ঘ ইতিহাসের কথা তোমাকে জানাব যে, অধীনতা স্বীকার না করার জন্য আমরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি বহু রাজার বিরুদ্ধে।

এবং বহু গোত্র প্রধানের বিরুদ্ধে, যারা আশ্রয় প্রার্থীদের আশ্রয় দান করতেন আর জনগণ যাদের শাহী মুকুট পরিধান করাতেন।'

---

[১৬] মাহমুদী মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, দীওয়ান তরফা (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৭ খৃ.), পৃ.২৮।

[১৭] ড. মুহাম্মদ আব্দুল কাদির আহমাদ, পৃ.১৬৩ ; ড. ইয়াহিয়া আল-জাবুরী, পৃ. ২৯৩।

[১৮] ড. আব্দুর রহীম মাহমুদ যালাত, আত-তা'সীরুন-নাফসী লিল ইসলাম ফিশ-শি'র (রিয়াদ : দারুল লিওয়া, ১৯৮৩ খৃ.), পৃ.৬০; ড. মুহাম্মদ আব্দুল কাদির আহমাদ, পৃ.১৬৩; ড. ইয়াহিয়া আল-জাবুরী, পৃ.২৯৪।

[১৯] *আল-যুযানী*, পৃ.১৭০।

Dhaka University Institutional Repository

৫. المدح বা প্রশংসাগাঁথা:

المدح শব্দটির শাব্দিক অর্থ প্রশংসা, পুরুস্কার বা স্তুতিমূলক সাহিত্য প্রভৃতি। কারো শ্রেষ্ঠত্ব, নেতৃত্ব, উত্তম গুণাবলী ও সুন্দর বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করে তাঁর প্রশংসাকীর্তণ করাকে المديح বা প্রশংসামূলক কবিতা বলা হয়।[২০] তারা বিশিষ্ট ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের প্রশংসা করতো। কোন ব্যক্তির, নেতৃত্ব, বীরত্ব, অসি চালনা, বংশ মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, আতিথেয়তা, দানশীলতা, শত্রু নিধনসহ প্রভৃতি গুণাবলীর বর্ণনা করতো তাদের কবিতায়।[২১] কবিগণ যে ব্যক্তির প্রশংসা করতো তাদের কবিতায় তাকে আরবগণ শ্রেষ্ঠত্বের আসানে সমাসীন করত। সকল প্রশংসার জন্য কবিগণ কোন পুরুস্কার বা উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না। এ ক্ষেত্রে কবি ইমরু'উল কায়স, যুহায়র ইব্ন আবী সুলমা, আল-আশা প্রমুখ কবিগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২২] জাহিলী যুগের শেষের দিকে অনেক কবি প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করে অর্থ উপাজন করেছেন। আবার কেউ এটাকে জীবিকা অর্জনের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[২৩]

৬. الهجاء বা ব্যাঙ্গ কবিতা:

الهجاء শব্দটি কুৎসা বর্ণনা করা, নিন্দা, বিদ্রুপ, ব্যঙ্গ করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, দোষারোপ করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[২৪] পারিভাষিক অর্থে কোন সম্মানিত ব্যক্তির গুণাবলীকে খন্ডন করে তদস্থলে অমর্যাদাকর দোষক্রটির উল্লেখ করে কবিতা রচনা করাকে الهجاء বা ব্যঙ্গ কবিতা বলে।[২৫] যুদ্ধের ময়দানে কবিগণ স্বগোত্রী যোদ্ধদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও সাফল্যের বর্ণনা এবং শত্রু পক্ষের কাপুরুষতা, দুর্বলতা, হীনতা তুলে ধরে ব্যঙ্গ ও নিন্দায় প্রবৃত্ত হতেন। হিজামূলক কবিতা গোত্রীয় সাম্প্রদায়িকতার সাথে সম্পৃক্ত। বিভিন্ন যুদ্ধ ও হিংসমূলক কর্মকান্ডের প্রভাবে এ প্রকার কবিতার উৎপত্তি হয়।[২৬] তাদের এ হিজা কবিতার আঘাতে শত্রু পক্ষের নিকট তলোয়ারের আঘাতের চেয়েও বেশী কষ্টদায়ক ছিল। অনেকে

---

[২০] ড. ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্য, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত* (দেওবন্দ : কুতুবখানা হুসাইনিয়্যাহ, '১৯৯৭ খৃ.), পৃ.৬৭৬ ; মুহাম্মদ মতিউর রহমান, সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা, পৃ.৩৮।

[২১] ড. মুহাম্মদ আব্দুল কাদির আহমাদ, পৃ.১৯৫; ড. আব্দুল আজীজ নববী, পৃ.১৪০।

[২২] ড. শাওকী দয়ফ, আল-*'আসরুল জাহিলী*, পৃ.২১০।

[২৩] কোন কোন কবি বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ, উজীর, আমীর, গোত্রপতি ও সম্পদশালী ব্যক্তিদের প্রশংসা করতেন এবং এর বিনিময়ে প্রচুর উপহার ও উপঢৌকন গ্রহণ করতেন। এ ধরণের কবিদের মধ্যে নাবিগা আল-যবয়ানী, আল-আ'শা, হাস্সান ইব্ন ছাবিত ও যুহায়রর ইব্ন আবী সুলমার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যুহায়র ইব্ন আবী সুলমা হারিম ইব্ন সিনান ও আল-হারিস ইব্ন আউফের এবং নাবিগা আয-যুবয়ানী আল্ নু'মান ইব্ন আল-মুনযিরের প্রশংসা করতেন। কবি হাস্সান ইব্ন সাবিত ইসলাম গ্রহণের পূর্বে গাস্সানী সম্রাটদের প্রশংসা করতেন। গাস্সানী ও হীরার সম্রাটগণ নিজেদের প্রশংসার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়ে কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ফলে তাদের দরবার অসংখ্য কবিদের বিচরণ ক্ষেত্রে পরিনত হয়েছিল।; ড. শাওকী দায়ফ, আল-আসরুল জাহিলী, পৃ.২১১ ; আব্দুল্লাহ আনীস আল-বারকুকী, পৃ.১৫-১৬ ; মুহাম্মদ মতিউর রহমান, সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা, পৃ.৩৯।

[২৪] আল-মু'জামুল ওয়াসীত, পৃ.৯৭৫; ড.ইয়াহিয়া আল-জাবুরী, পৃ.৩৩৯ ; ড. আলী জুনদী, পৃ.৩৭৩।

[২৫] জাওয়াহিরুল আদাব, পৃ.২৭ ; ড.মুহাম্মাদ খলীফা, পৃ.৩৮ ; আল-হায়াতুল আরাবিয়্যাহ, পৃ.১৩০ ; ড.আব্দুল আজীজ নববী, পৃ.১৪৪।

[২৬] ড. ইয়াহিয়া আল-জাবুরী, পৃ.৩৪১।

Dhaka University Institutional Repository

হিজা কবিতার আঘাতে ক্রন্দন করতে থাকতেন। এ ক্ষেত্রে তর্‌ফা ইব্‌ন আব্‌দ, মুখারিক ইব্‌ন শিহাব, ‘আকলামা ইব্‌ন ‘আবাদা, ‘আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জুদ’আনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৭] شاعر الرسول কবি হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত কর্তৃক কাফিরদের বিরুদ্ধে রচিত হিজা কবিতা সম্পর্কে মহানবী (স.) বলেছেন:[২৮]

لشعرك اشد عليهم من وقوع النبل

জাহিলী যুগের হিজা কবিতা মূলতঃ দু-ধরণের ছিল যেমন: **(এক)** গোত্রীয় বা সামষ্টিক নিন্দা। কবিগণ শত্রু পক্ষের কাপুরুষতা, দুর্বলতা, হীনতা, পরাজয়বরণ, নৈতিক বিপর্যয় প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরে সামষ্টিক নিন্দা করতেন। সে সময়ে সামষ্টিক নিন্দার প্রচলন ছিল খুব বেশী। **(দুই)** ব্যক্তিগত নিন্দা। কবিগণ অনেক সময় ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণেও অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে হিজা রচনায় প্রসিদ্ধ ছিলেন।

৭. الخمرية বা মদের বর্ণনা:

الخمرية শব্দের শাব্দিক অর্থ আচ্ছন্ন করা বা ঢেঁকে ফেলা, মাদকতা সৃষ্টি করা।[২৯] খাম্‌রুন বা আঙ্গুরসহ বিভিন্ন ফুল ও ফলের রস থেকে মদ তৈরী হয়। মদ সেবনকারীর জ্ঞান বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে বলে একে খাম্‌রুন নামে অভিহিত করা হয়।[৩০] জাহিলী আরবগণ ছিল অত্যন্ত মাদকাসক্ত। তারা নিজেরা মদ পান করতো এবং মদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করতেন। এ ধরণের কবিতাকে খামরিয়াত বলা হয়। আরবের সর্বত্র মদের ছড়াছড়ি ছিলো। তার মধ্যে তায়েফের মদ সর্বোৎকৃষ্ট এবং তা বিদেশী মদের চেয়েও উন্নত ছিলো।[৩১] প্রতিটি ঘরে ঘরে ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে মদের আসর জমতো। মদের নেশায় মত্ত হয়ে কবিগণ মদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করে আসর মাতিয়ে তুলতেন। মু‘আল্লাকায় মদের বিস্তর বর্ণনা রয়েছে। যেমন তর্‌ফা ইব্‌ন ‘আব্‌দ বলেন:[৩২]

وما زال شرابى الخمور ولذتى　　وبيعى وإنفاقى طريفى ومتلدى

---

[২৭] ড. শাওকী দয়ফ, *তারীখুল আদাবল-আরাবী আল-‘আসরুল জাহিলী*, পৃ.১৯৯-২০০।

[২৮] *মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ*, *সহীহ্ মুসলিম*, খ.৭, (বৈরুত : দারুল আফাকিজ- জাদীদাহ, তা.বি.), পৃ.১৬৫ ; *সহীহ্ বুখারী শরীফ*, খ.৫, পৃ.২২।

[২৯] আলাউদ্দীন আল-আযহারী, আরবী বাংলা অভিধান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ খৃ.), পৃ.১২৬৯ ; *আল-মু‘জামুল ওয়াসীত*, পৃ.১৮৬।

[৩০] *আল-মু‘জামুল ওয়াসীত*, পৃ.২৫৫।

[৩১] ফিলিপ্স কে. হিট্টি, পৃ.১৪৪।

[৩২] মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *সপ্ত ঝুলন্ত গীতি কবিতা*, পৃ.৪২।

Dhaka University Institutional Repository

'আমার নিরবিচ্ছিন্ন সুরাপান আর আনন্দোল্লাসের অবসান ঘটতোনা, আর আমার স্বোপার্জিত এবং উত্তরাধিকাসূত্রে প্রাপ্ত ধনসম্পত্তি হতে ব্যয় করারও সমাপ্তি ঘটতোনা ।'

৮. الرثاء বা শোকগাঁথা:

الرثاء আরব কবিগণ গোত্র প্রধান গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও স্বীয় আপনজনের মৃত্যুতে শোক ও দুঃখ প্রকাশ[৩৩] এবং উক্ত ব্যক্তিদের এমন সব গুণাবলীর বর্ণনা দিয়ে কবিতা রচনা করতেন যা সমাজে গৌরব জনক মর্যাদায় সমাসীন করে এবং শত্রুমনে হিংসার উদ্রেক করে। মূলত: الرثاء কবিতাও المدح এর অন্তর্ভূক্ত যা কবিগণ গোত্র প্রধান বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের উপর রচনা করতেন ।[৩৪] শোকগাঁথা কবিতার পাশা-পাশি মাথা মুন্ডন এবং হস্ত, জুতা, ও চাবুক দিয়ে নিজেদের দেহাবয়বে আঘাত করে হৃদয় বিদারকভাবে শোকগাঁথা বর্ণনা করতেন ।[৩৫]

যেমন কবি মহালহিল ইব্‌ন রাবী'আ বাসূসের যুদ্ধে নিহত স্বীয় ভ্রাতা কুলায়বের স্মরণে শোকগাঁথা কবিতা রচনা করে বলেন:[৩৬]

وجاءت بنوبكر ولم يعدلوا　　　والمرء قد يعرف قصد الطريق

حلت ركاب البغى فى وائل　　　فى رهط جساس ثقال الوسوق

(বানূ বাকার গোত্র এসে ন্যায় বিচার করেনি। মানুষ সর্বদা অন্যায়ের পথে ধাবিত (পরিচিত)। গোয়েন্দা দলের আশ্রয়স্থানে বোঝা ভারি হওয়ার কারণে শত্রুদের বাহন যাত্রা বিরতি করেছে।
অনুরূপভাবে মহিলা কবি খানসা তার নিহত ভাইদের স্মরণে মার্সিয়া রচনা করে বলেন-[৩৭]

ابكى ابى عمر ابيعين غزيرة　　　قليل اذا نام الخلى هجودها

وصنوى لا أنسى معاوية الذى　　　له من سراة الحرتين وفودها

'আমার পিতা 'উমরকে প্রবল অশ্রুধারায় ক্রন্দন করিয়েছে। যখন চক্ষুদ্বয় ঘুমায় তখন অল্প সময়ই রাত্রি জাগরণ করে।

---

[৩৩] ড. আব্দুল আজীজ নববী, পৃ. ১৪৮; ড. আলী জুনদী, পৃ. ৩৯৬।

[৩৪] উমার ফার্‌রূখ, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, ১ম খন্ড, পৃ.৮৩।

[৩৫] ড. শাওকী দয়ফ, আল-'*আসরুল জাহিলী*, পৃ. ২০৭-২০৮; ড. মুকতাদা হাসান আযহারী, পৃ. ১৪৮-১৪৯; *আল মুনযিদ ফিল লুগাতি ওয়াল-আ'লাম*, পৃ. ২৪৯।

[৩৬] *হামহারাতু আশ'আরিল 'আরাব*, পৃ.২০৭।

[৩৭] ড. ইয়াহিয়া আল-জাবুরী, পৃ. ৩১৫।

Dhaka University Institutional Repository

আমার সহদোর ভাই মু'আবিয়াকে আমি ভূলতে পারি না। আর যার দুই প্রস্তরময় ভূমির কেন্দ্রে প্রতিনীধিদল আছে।'

الرثاء শোক গাঁথা ক্রন্দন কবিতাগুলো সাধারণত: তিন ধরণের ছিলো।[৩৮] যেমন: (ক) التأبين কবিগণ ক্রন্দন না করে মৃত ব্যক্তির গুণাবলী ও কৃতিত্ব ফুটিয়ে তুলে প্রশংসা করতেন এবং মৃত্যুর কারণে সমাজ কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার বর্ণনা দিতেন। (খ) العزاء এতে কবিগণ মৃত্যুর ভয়াবহতা ও প্রকৃতি, জীবন যাত্রা, বিপদাপদ, যুগের বিবর্তন ইত্যাদি তুলে ধরতেন। এ পৃথিবী যে, ক্ষনস্থায়ী এবং মৃত্যুর মাধ্যমে সবাইকে চিরস্থায়ী জীবনে পদার্পণ করতে হবে তার বর্ণনা দিয়ে কবিতা রচনা করতেন। (গ) এ ধরণের কবিতায় কবিগণ মৃত ব্যক্তির জন্য অশ্রুসিক্ত নয়নে ক্রন্দন দু:খ আফসোস ও আহাজারি করতেন।

৯. الإعتذار বা ওজর পেশ করাঃ

الإعتذار শব্দের শাব্দিক অর্থ ওজর বা আপত্তি পেশ করা। যদি প্রশংসিত ব্যাক্তির প্রশংসা করা এবং তার থেকে পুরষ্কার প্রাপ্তির আশা আকাঙ্খা করার সাথে সাথে প্রশংসাকারীর অন্তরে যদি ভয় ভীতির আশংকা জড়িত হয় তবে তাকে আল -ই'তিযার বলা হয়।[৩৯] ই'তিযার কবিতা সাধারণত: রাজা বাদশাহ ও নেতৃবর্গ লোকদের উদ্দেশ্যে রচিত হয়।[৪০] নাবিগা যুবয়ানী গাসসানী শাসক আল নু'মান ইবন মুনযিরের মাদাহ্ রচনা করতেন। একবা যুবয়ানী গোত্রের কতিপয় সদস্য গাসসানীদের হাতে বন্দী হয়ে পড়ে। তখন নাবিগা গাস্সান রাজার মাদাহ্ রচনা করে ঐ বন্দীদের মুক্ত করার জন্য কবিতায় সুপারিশ করলে রাজা কবির উপর রাগান্বিত হয়ে উঠেন। এরপর কবি নাবিগা দোষ স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ সূচক কবিতা রচনা করেছিলেন। তা ছিল জাহিলী কবিতাগুলোর মধ্যে সর্বাঙ্গ সুন্দর কবিতা। ই'তিযার কবিতায় যেমন ভয়-ভীতির আবেগ থাকে তেমনি আশা আকাঙ্খা ও কৃতজ্ঞতা জড়িত থাকে। ই'তিযার কবিতার সংখ্যা তুলনায় খুব কম।

১০. الحكم والأمثال বা জ্ঞান গর্ভ কবিতা ও প্রবাদ প্রবচন:

الحكم শব্দটি الحكمة এর বহু বচন। এর শাব্দিক অর্থ অভিজ্ঞতা। জাহিলী যুগে আরব কবিগণ উত্তম জ্ঞান-বিজ্ঞান উন্নত চিন্তা-চেতনা ও তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে কাব্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতেন।[৪১] এ

---

[৩৮] প্রাগুক্ত, পৃ.৩১১।

[৩৯] ড. শাওকী দয়ফ, আল- 'আসরুল জাহিলী, পৃ. ২১১; ড. ইয়াহিয়া আল-জাবুরী, পৃ. ৩১১-১৪।

[৪০] আল- উমদাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৬।

[৪১] ড. মুহাম্মদ আব্দুল কাদির আহমদ, পৃ. ২০৬।

Dhaka University Institutional Repository

ধরণের কবিতাকে الحكم বা জ্ঞানগর্ভ কবিতা বলা হয়।[৪২] জাহিলী যুগের কবিগণ দুই ভাবে হিকমাহ্ মূলক কবিতা রচনা করেছেন।

জ্ঞানগর্ভ কবিতা প্রবাদ প্রবচন করে অনেক কবি খ্যাতি অর্জন করেছেন। জ্ঞানগর্ভ কবিতা ও প্রবাদ-প্রবচন রচনার ক্ষেত্রে কবি নাবিগা যুবরনী বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। যুহায়র ইবন আবী সুলমাও এ ব্যাপারে দক্ষ ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) তাকে আরবের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৪৩] তাঁর মু'আল্লাকার কয়েকটি চরণ প্রবাদ বাক্য জ্ঞানগর্ভ কবিতা হিসাবে প্রচলিত আছে। যেমন-:

ومن لم يصانع فى أمور كثيرة　　يضرس بأنياب ويوطا بمنسم

ومن يجعل المعروف من دون عرضه　　يفره و من لا يتق الشتم ويشتم

ومن يك ذا فضل فيخل بفضله　　على قومه يستغن عنه ويذمم

ومن يوف لا يذمم ومن يهد قلبه　　الى مطمئن البر لا يججمجم

ومن يجعل المعروف فى غير أهله　　يكن حمده ذما عليه ويندم

ومن لم يذد عن حوضه بسلاجة　　يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم

'যে ব্যক্তি অধিকাংশ কার্যে ভদ্রতা প্রকাশ করে না সে তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা কর্তিত হয় আর উষ্ট্রের পদতলে দলিত হয়।

যে তার সৎকর্মকে তার সম্মানের উর্ধে স্থাপন করে সে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে আর যে নিন্দা হতে সতর্ক থাকেনা সে নিন্দিত হয়।

আর যে প্রচুর সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও তার অধীনস্থ লোকদের প্রতি সেই ধরণের ব্যাপারে কার্পণ্য করে সে অপাংক্তেয় ও ঘৃণিত হয়।

যে ব্যক্তি তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করে সে নিন্দিত হয়না, আর যার হৃদয় সমাহিত পুণ্যের প্রতি ধাবিত হয় সে স্থিরচিত্ত হয়।

যে ব্যক্তি অপাত্রে অনুগ্রহ করে তার প্রশংসা নিন্দায় পরিণত হয় এবং সে লজ্জিত হয়।

---

[৪২] *আশ-শি'রুল জাহিলী*, পৃ. ৩০; *লিসানুল 'আরাব*, খ.১২, পৃ. ১৪০; ড. ইয়াহিয়া আল-জাবুরী, পৃ. ৪০৩।

[৪৩] *আশ-শি'রুল জাহিলী*, পৃ. ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

যে ব্যক্তি অস্ত্রের সাহায্যে তার জলাশয় হতে শত্রুকে বিতাড়িত না করে তা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, আর যে মানবের অত্যাচার প্রতিরোধ করে না সে অত্যাচারিত হয়।'

وظلم ذوى أشد مضاضة　　على المرء من وقع الحسام المهند

ستبدى لك الأيام كنت جاهلا　　ويأتيك بالأخبار من لم تزود

'কোন ব্যক্তির উপর (তার) স্বজনের অত্যাচার (তার অঙ্গে) ভারতীয় অসির আঘাত অপেক্ষাও অধিকতর নির্মম।

কাল তোমার নিকট এমন বহু কিছু প্রকাশ করে দেবে যা তুমি জানতে না আর সে ব্যক্তি তোমাকে বহু সংবাদ প্রদান করবে যাকে তুমি জীবন যাত্রার কোন প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করনি।'

ইমরু'উল কায়সের মু'আল্লাকার একটি চরণও প্রবাদ বাক্য হিসেবে ব্যহৃত হয়। যেমন-[৪৪]

وما ذرفت عيناك إلالتضربى　　بسهمك فى أشعار قلب مقتل

'তোমার নয়ন দুটি আমার ক্ষতবিক্ষত হৃদয় মাঝে দুটি তীরবিদ্ধ করার জন্যেই অশ্রুপাত করে থাকে।'

মহানবী (স.) শ্রবণ করা মাত্র বলেছিলেন[৪৫]: إنما كلمة نبى ألقيت على شعاء এমনিভাবে লবীদ ইব্‌ন রবী'আর কাসীদায় হিকমতপূর্ণ বর্ণনা ছাড়ানো ছিটানো রয়েছে।[৪৬]

---

[৪৪] ড. আ. ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী, *আরবী প্রবাদ সাহিত্য*, পৃ. ১৫; অধ্যাপক মুস্তাফা আব্দুশ শাফী, *দীওয়ানু ইমরু'উল কায়স* (বৈরুত: দারুল কুতুব আল- 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ১১৪; ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাচীন আরবী কবিতা, পৃ. ২৫।

[৪৫] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ* (আবুধাবী : ওয়াযারাতুল ওয়াকফ, ১৯৮১ খৃ.) পৃ. ৩৪৮; আবূ 'ঈসা, *আত-তিরমিযী, আস-সুনান* (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮০ খৃ.), খ. ৪, পৃ. ২১৮)

[৪৬] ড. ইয়াহিয়া আল-জাবুরী, পৃ. ৪০৪।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনের পরিচয়

আল-কুরআনুল কারীম এর শুভ অবতরণ ও সৃষ্টি শৈলীই তাঁর ভাষা ও সভ্যতার উপর প্রভাব বিস্তারের দাবী রাখে। আল-কুরআন قرء ধাতু থেকে উৎপত্তি, যার আভিধানিক অর্থ হল, অধিক পঠিতব্য, অধিক প্রভাব বিস্তারকারী, অর্থাৎ যা সৃষ্টি থেকে লয় পর্যন্ত সকল মানুষের কাছে একমাত্র অধিক পঠিতব্য বিষয়, এবং যা তাঁর ভাষা ও সভ্যতায় সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তারকারী গ্রন্থ। ইসলামের শাশ্বত মু'জিজা।[১] আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম বা পবিত্র বাণী। তাই এর রচনা শৈলী ও বিষয় বিন্যাস স্বতন্ত্র। এর প্রকাশরীতি, ব্যঞ্জনা, অভিব্যক্তি ও আবেদন অনুপম। এর ভাষা অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।[২]

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানবজাতির জীবন পরিচালনার সর্বশেষ ঐশী কিতাব। মানব সৃষ্টির সূচনা হতে কিয়ামত অবধি সকল বিষয়ের মৌলিক আলোচনা এ গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে: 'আর হে নবী! আমি আপনাকে এমন এক মহাগ্রন্থ দান করেছি, যার মধ্যে সকল কিছুর স্পষ্ট বর্ণনা বিদ্যমান।'[৩] এটি নিছক কোন সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস কিংবা বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়। তবে এটি সকল জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উৎস। এক কথায় সংক্ষিপ্ত এক বিশ্বকোষ।[৪]

আল-কুরআন মানবজাতির মুক্তির সনদ। এতে মানবজীবনের সকল বাস্তবতা (Total reality) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এটি মানব জাতির পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন। আল-কুরআনে পূর্বে নাযিলকৃত সকল আসমানী কিতাবের সার-নির্যাস ও মৌলিক শিক্ষাসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। একইভাবে পৃথিবীর ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার জন্যে অতীতের প্রধান প্রধান নবী-রাসূলদের কার্যাবলী ও বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর উত্থান-পতনের বিচিত্র ঘটনা বিধৃত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কুরআন মানব রচিত গতানুগতিক ইতিহাসের ঘটনা বিন্যাস ও

---

[১] মান্না আল-কাত্তান, *ফী 'উলূম আল-কুরআন* (বৈরুত: মুআস্‌সাসাতুর-রিসালাহ, ৯১৫হি./১৯৯৫ খৃ.), সংস্করণ- ২৬, পৃ.৯।

[২] ড.মুস্তাফিজুর রহমান, *কুর'আন পরিচিতি* (ঢাকা:নুবালা পাবলিকেশনস্, ১৯৯২খৃ.), প্র.১, ভূমিকা দ্র.।

[৩] আল-কুরআন, ৭৩ : ৮৯।

[৪] ফরাসী পণ্ডিত Dr. Maurice চমৎকার বলেছেন- "The Quran may well be regarded as an academy of science for the scientists, a Lexicon for etymologists, a grammar book for grammarian, a book of prosody for poets and an encyclopedia of laws and legislation. Indeed no other book anterior to the Quran could be held equal to a single chapter there of." ড. রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, (বগুড়া: সাহিত্য কুটির : ১৯৮৪খৃ.), পৃ. ১৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

ধারাবাহিকতা অনুসরণ করেনি; বরং মানব জাতির জন্যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর যে দিকটি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ তার প্রতিই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

কুরআন নাযিলের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানবজাতির ইহকালীন সাফল্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের পরকালীন মুক্তি সুনিশ্চিত করা। তাই আল-কুরআন ইহকাল ও পরকালের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে মানব জীবনের সর্বোচ্চ মূল্যবোধসমূহ বাস্তবে রূপদানের পথ-নির্দেশ করেছে। এ কারণে আল-কুরআনে অতীত জাতিসমূহের মনস্তাত্ত্বিক এবং তাদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাসমূহ পেশ করা হয়েছে, যাতে মানবজাতি তাদের চলার পথের দিশা পেতে পারে এবং এ অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে পারে। তাই কুরআনে এত বিপুল পরিমাণ বৈচিত্রপূর্ণ ঘটনা বিচিত্র ভঙ্গিতে অহীর আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে।[৫] এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক সৈয়দ আমির আলীর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য 'কোন ধর্ম বা জীবন-বিধানের কেবল নীতিগত দিকটি মানুষের আবেগ অনুভূতিতে আবেদন সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট নয়; বরং দুর্বোধ্য নীতিকথার চেয়ে প্রামাণ্য এবং অতীতের উদাহরণ দিয়েই সাধারণ মানুষ বেশী উপকৃত হয়। এটি কেবল মানুষে মানুষে পারস্পারিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্যই নয়; বরং মহান স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক নির্ধারণের জন্যেও অত্যাবশ্যক।'[৬]

আল-কুরআন মুহাম্মদ (স.)-এর রিসালাত প্রমাণের ক্ষেত্রে একটি চিরন্তন মু'জিজা। আল-কুরআন তার অনুপম বর্ণনা ভঙ্গি ও অলংকারিকতার জন্য সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মু'জিজা হিসেবে অক্ষুন্ন থাকবে।[৭]

ওহীর পরিচয়:

ওহী* : শব্দটির আভিধানিক অর্থ ইশারা করা, ইঙ্গিত করা, প্রেরণ করা, প্রত্যাদেশ, লিখে পাঠানো, কোন কথাসহ লোক পাঠানো, কারো অন্তরে কোন কথা ঢেলে দেয়া বা ভাব সৃষ্টি করা, গোপন কথা প্রকাশ করা ইত্যাদি[৮]। এর বাংলা প্রতিশব্দ 'প্রত্যাদেশ' বা 'ঐশীবাণী' এবং ইংরেজি প্রতিশব্দ "Revelation"।

---

[৫] সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, তাফসীর ফী যিলালীল কুরআন, অনুবাদঃ হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ, (লন্ডনঃ আল-কুরআন একাডেমী, ১৯৯৮খৃ), খ.২, পৃঃ ৩৩৩।

[৬] সৈয়দ আমির আলী, দি স্পিরিট অব ইসলাম, অনুবাদঃ অধ্যাপক দরবেশ আলী খান, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- ১৯৯৩) প্রথম খন্ড, পৃ-২১৬।

[৭] ইমাম বদরুদ্দীন মুহাম্মদ আবদুল্লাহ,আল-যারকানী, *আল-বুরহান ফী 'উলূমুল কুরআন* (কায়রো : মাকতাবাতু দারুত-তুরাছ,তা.বি.), খ.২, পৃ.১০১।

* *'ওহী' এবং 'ইলহাম' শব্দের ব্যবহার একই অর্থে করা হয়ে থাকে। তবে 'ওহী' শুধুমাত্র নবীর জন্য নির্দিষ্ট আর 'ইলহাম' নবী এবং নবী ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ জন্যই নবী ব্যতীত অন্য কাউকে 'সাহিব-ই-ওহী' বা ওহীর অধিকারী বলা হয় না।* (ইসলামী বিশ্বকোষ (সংক্ষিপ্ত) , খ.২, পৃ. ২৫৪)

[৮] মান্না 'আল-কাত্তান, *মাবাহিস ফী' উলুমি' -কুরআন* (বৈরুত : মুয়াসসাসাতু আল-রিসালাহ, ১৯৮৩ খৃ.), পৃঃ ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

ওহী শব্দের মৌলিক দু'টি অর্থ হচ্ছেঃ

১. الخفاء গোপনীয়তা।

২. السرعة দ্রুততা। তবে প্রখ্যাত অভিধান বিশারদ আল্লামা আবু ইসহাক (র.) বলেন, ওহীর প্রকৃত অর্থ গোপনে কাউকে কিছু জানিয়ে দেয়া[৯]।

শরীয়াতের পরিভাষায় ওহী হল, 'আল্লাহপাকের বাণী যা তাঁর নবীগণের মধ্য থেকে কোন নবীর উপর নাযিল করা হয়েছে'।[১০] মূলতঃ 'ওহী' এমন এক পবিত্র সূত্র যার মাধ্যমে আল্লাহপাক নিজের পবিত্র বাণী কোন মনোনীত রাসূলের নিকট প্রেরণ করেন, যিনি তা পৃথিবীর মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেন।[১১]

অর্থাৎ প্রত্যাদেশ বা নবী-রাসূলগণের নিকট আল্লাহর যে বাণী এসেছে পরিভাষায় তা-ই ওহী হিসেবে পরিচিত।[১২] এমন মহামানবের নিকট ওহী নাযিল করা হয়, যিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। আর এমন দৃঢ় বিশ্বাস যে, এর উপরে কোন কিছুর স্থান হতে পারে না।

ওহীর প্রকারভেদঃ

পবিত্র কুরআনের ঘোষণানুযায়ী মানুষের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছার উপায় তিনটি। "আর এটি মানুষের জন্যে স্বাভাবিক নয় যে, আল্লাহ মানুষের সাথে (সরাসরি) কথা বলবেন, ওহীর মাধ্যম ব্যতীত অথবা পর্দার অন্তরাল ছাড়া অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতীত, যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময়[১৩]।"এ আয়াত থেকে প্রতিয়মান হয় যে, ওহী প্রধানতঃ তিন প্রকার। যথাঃ ১. ওহী ক্বালবী, ২. ওহী কালামে এলাহী এবং ৩. ওহী মালাকী।

---

[৯] ড. ইবরাহীম আনীস, আল-মুজামুল ওয়াসীত, খ.২, পৃ. ১০১৮; আল-যুবাইদী, তাজুল উরুস, (লিবিয়া বেনগাজী, ১৩৮৬ হি.), খ.১, পৃ. ৩৮৪।

[১০] মান্না 'আল-কাত্তান, *মাবাহিস ফী 'উলুমি'ল -কুরআন*, (বৈরুত : মুয়াস্‌সাসাতু আল রিসালাহ ১৯৮৩ খৃ) পৃ.৩৯ ; আল্লামা কারমানী, *শারহু'ল বুখারী*, খ.১, পৃ. ১৪।

[১১] মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি, *ফয়জুল বারী* (পাকিস্তান : আল-মাতবুয়াতে ইসলামিয়াহ, ১৯৭৮ খৃ.), খ.১, পৃ. ১০১৮।

[১২] ড. ইবরাহীম আনীস, *আল-মুজামুল ওয়াসীত*, খ.২, পৃ. ১০১৮। আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল সুকরী, *আল-মিসবাহুল মুনীর* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়া, ১৯৯০ খৃ.), খ.১ পৃ. ৬৫১-৫২।

[১৩] আল-কুরআন, *সূরা আশ-শূরা*, আয়াতঃ ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

১. ওহী ক্বালবী:

এ পদ্ধতিতে মহান আল্লাহ কোন কথা বা বিষয় নবীর মানস-পটে উদয় করেন বা জানিয়ে দেন। একই সাথে মনের মধ্যে এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করে দেন যে, এটি একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে।[১৪] এ পদ্ধতিতে কোন প্রকার শব্দ হয়না এবং কোন প্রকার মাধ্যমও ব্যবহৃত হয় না। এটি ঘুমন্ত বা জাগ্রত উভয় অবস্থায় হতে পারে। হযরত ইবরাহীম (আ.) এ পদ্ধতিতেই স্বপ্নের মাধ্যমে পুত্র কুরবানীর জন্যে আদিষ্ট হয়েছিলেন।[১৫]

২. ওহী কালামে এলাহী:

এ পদ্ধতিতে কোন প্রকার মাধ্যম ছাড়াই মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীর সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলেন। যেমন মি'রাজের রজনীতে তাঁর প্রিয় হাবীবের সাথে এবং মুসা (আ.) এর সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলেছেন । এ পদ্ধতিতে ওহীর আগমনে নবীরা এমন এক বিস্ময়কর আওয়াজ শুনতে পান, যা দুনিয়ার সকল আওয়াজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং মানবীয় জ্ঞান- বুদ্ধির প্রখরতা দ্বারা এর প্রকৃতি ও রহস্য অনুধাবন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।[১৬]

৩. ওহী মালাকী:

এ পদ্ধতিতে আল্লাহপাক কোন ফিরিশতার মাধ্যমে তাঁর বাণী নবীর নিকট প্রেরণ করেন। এতে ফিরিশতা কখনো স্বরূপে আবার কখনো মানুষের আকৃতি ধারণ করে ওহী নিয়ে আসতেন। এ পদ্ধতিতেই পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছিল।

ওহীকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ১. জিবিল্লী বা তাবিয়ী (প্রাকৃতিক) ওহী, ২. জুযয়ী (আংশিক) ওহী, ৩. নবীদের উপর অবতীর্ণ ওহী।[১৭]

জিবিল্লী বা তাব'ঈ ওহী :

এটি স্বভাবজাত প্রাকৃতিক বা Natural ওহী। এর মাধ্যমে আল্লাহ প্রত্যেক সৃষ্টিকে তার দায়িত্ব ও কাজ শিখিয়ে এবং জানিয়ে দেন। এ ওহী মানুষ, পশু-পাখি এমনকি উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের উপরও অবতীর্ণ হয়। যেমন: "আর

---

[১৪] "In this case an idea is convered to the miud and the subject to which it relates is illumined as if by a lash of lighting. It is not a message in words but simply on idea which clears up a doubt or a difficulty and it is not the result of meditation. (Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*-20).

[১৫] আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি, *ফয়জুল বারী*, ১ম খন্ড, (পাকিস্তান: আল-মাতবুয়াতে ইলমিয়াহ, ১৯৭৮ ইং) পৃ. ১৪-১৮।

[১৬] আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম, *মাদারিজুল সালেকীন*, খ.১, পৃ. ৩৭।

[১৭] সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী, *সীরাতে সরওয়ারে আলম* (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী ১৯৮২খৃ.), খ.১, পৃ. ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

তোমার প্রতিপালক মৌমাছির প্রতি এমর্মে ওহী অবতীর্ণ করেছেন যে, তারা যেন পাহাড়গুলোর মধ্যে নিজেদের ঘর তৈরি করে ।[১৮]"

জুয'ঈ (আংশিক) ওহী:

এ ওহী প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষের উপর অবতীর্ণ হয় । এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ কোন মানুষকে জীবন সংক্রান্ত বিষয়াবলীর মধ্য থেকে কোন একটি বিষয়ে জ্ঞান দান করেন বা কৌশল জানিয়ে দেন । দুনিয়ার সব বড় বড় আবিষ্কার এ ওহীর মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে । বড় বড় তত্ত্ব উদ্ভাবন এ ওহীর মাধ্যমেই হয় । গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পিছনে এ ওহীর কার্যকারীতা রয়েছে । যেমন এ ধরনের ওহী অবতীর্ণ হয়েছিলো হযরত মুসা (আ.) এর মায়ের উপর । 'মূসা-জননীর অন্তরে আমি ইঙ্গিতে নির্দেশ করলাম, শিশুটিকে স্তন্য দান করতে থাক । যখন তুমি তার সম্পর্কে কোন আশঙ্কা করবে তখন তাকে নদীতে নিক্ষেপ করবে ।[১৯]'

নবীদের উপর অবতীর্ণ ওহী:

এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ তার বান্দাকে (নবী-রাসূল) অদৃশ্য জগতের (গায়েবের) নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন এবং জীবন-ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁকে সরল ও সঠিক পথ প্রদর্শন করেন । উদ্দেশ্য হচ্ছে, তিনি আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও হিদায়েত মানুষের নিকট পৌঁছাবেন এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখাবেন ।[২০] ওহীকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায় ।

১. وحی متلو বা পঠিত ওহী । যেমন: আল-কুরআন

২. وحی غیر متلو বা অপঠিত ওহী । যেমন: আল-হাদীস

ওহীর গুরুত্ব:

মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন: 'আমি আপনার নিকট 'ওহী' প্রেরণ করেছি, যেমন- আমি ওহী প্রেরণ করেছিলাম নূহ এবং তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি ।"[২১] ওহী মহান আল্লাহর বাণী যা মানব জাতির জীবন পরিচালনার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে ।

---

[১৮] আল-কুরআন, *সূরা আন-নাহাল*, আয়াত: ৬৮

[১৯] আল-কুরআন, ২৮ : ৭

[২০] সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, *সীরাতে সরওয়ারে আলম*, (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনি-১৯৮২খৃ.), খ.১, পৃ. ৭৩ ।

[২১] আল-কুরআন, ৪ : ১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

এর মাধ্যমে মানব জাতিকে এমন সব জ্ঞান দান করা হয়েছে যা মানুষ নিজের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও জ্ঞান অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জন করতে সক্ষম নয়। মূলতঃ মানুষের জ্ঞান আহরণের সূত্র তিনটি। ১. মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয়, ২. মানুষের বুদ্ধি, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, চিন্তা-গবেষণা এবং ৩. ওহী, যা জ্ঞান আহরণের সর্বোচ্চ চূড়া।[২২] পঞ্চেন্দ্রিয় সূত্রে মানুষ অনেক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। আবার বৃদ্ধি প্রজ্ঞা ও চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমেও মানুষ অনেক জ্ঞান অর্জন করে থাকে। এ দু'সূত্রের মাধ্যমে যে সব জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়, ওহীর সূত্র কেবলমাত্র মানুষকে সে সব জ্ঞানই দান করে থাকে। এ সূত্রের জ্ঞান সর্বতোভাবে নির্ভুল ও অকাট্য এবং সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য। নির্ভুল জীবন পরিচালনার এ জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য।

জ্ঞান অর্জনের আলোচ্য সূত্রত্রয় যেমন- পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত, তেমনি নির্দিষ্ট পরিমন্ডলের বাইরে এর কোনটিরই কোন ভূমিকা বা কার্যকারীতা নেই।[২৩] তাই পঞ্চেন্দ্রিয়সূত্রে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা সেখানে কোন কাজ দেয়না। যেমন: কারো সম্মুখে যদি একজন লোক থাকে, তবে তাকে দেখে সে বলে দিতে পারে যে, এ একটি মানুষ, তার গায়ের রং ফর্সা, কপাল প্রশস্ত, চুল কালো মুখমন্ডল গোলাকার ইত্যাদি। কিন্তু চোখে না দেখে বুদ্ধির মাধ্যমে সে যতই চেষ্টা করুক না কেন, লোকটির উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা মোটেই সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে বুদ্ধি ও চিন্তার মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তা পঞ্চেন্দ্রিয় সূত্রে অর্জন করা সম্ভব নয়। যেমন: পূর্বোক্ত ব্যক্তিটি সম্পর্কে কারো জানা আছে যে, তার মা আছে এবং একজন সৃষ্টিকর্তাও আছে, অথচ এতদোভয়ের মধ্যে সে কাউকে দেখেনি বা দেখছেনা। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, সে ব্যক্তি বুদ্ধি ও চিন্তার মাধ্যমেই লোকটির মা ও সৃষ্টিকর্তার বিদ্যমানতার কথা অনুধাবন করতে পেরেছে। কারণ সৃষ্টিকর্তা ও মায়ের মাধ্যম ব্যতীত মানুষ দুনিয়ায় আসতে পারে না।[২৪]

কিন্তু এ বিষয়টি জানার জন্য যদি সে বুদ্ধির সাহায্য না নিয়ে শুধু চোখের সাহায্য গ্রহণ করে তবে উক্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা তার পক্ষে মোটেও সম্ভব হবে না। এককথায় পঞ্চেন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞানের যেখানে শেষ, বুদ্ধির কার্যকারীতা সেখান থেকেই শুরু।

---

[২২] মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, *কুরআন সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা: দারুল কিতাব, ২০০০খৃ.) পৃ. ৪৩।

[২৩] প্রাগুপ্ত, পৃ:.৪৪।

[২৪] প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু এই বুদ্ধির কার্যকারীতাও আবার সীমাহীন নয়; এক পর্যায়ে এসে বুদ্ধিরও পরিসমাপ্তি ঘটে। তাই দেখা যায়, এমন অনেক তথ্য ও জিজ্ঞাসা রয়েছে, যেগুলোর রহস্য উদঘাটন করতে এবং সমাধান করতে গিয়ে বুদ্ধি এমনকি বুদ্ধি ও অনুভূতির সম্মিলিত শক্তিও ব্যর্থ হয়ে যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদি পূর্বের সেই লোকটি প্রসঙ্গে চিন্তা করা হয় যে, সে ব্যক্তিকে দুনিয়াতে সৃষ্টি করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে তার প্রতি কি কি দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হয়েছে? তার কোন কোন কাজ আল্লাহর নিকট পছন্দ এবং কোন কোন কাজ অপছন্দ? এসব প্রশ্নের জওয়াব ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধির নিকট আশা করা যায় না।[২৫] বুদ্ধি, জ্ঞান ও অনুভূতি সম্মিলিতভাবেও এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। বস্তুতঃ এ ধরনের বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, চিন্তা-গবেষণা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত বিষয়াবলী এবং নানা প্রশ্নের নির্ভুল ও নিশ্চিত জওয়াব পাওয়ার জন্যই ওহীর সর্বোচ্চ জ্ঞান-সূত্রের প্রয়োজন।

এছাড়া পঞ্চেন্দ্রিয় ও মানবীয় জ্ঞান-অভিজ্ঞতা একদিকে যেমন নির্দিষ্ট পরিমন্ডলে সীমিত, অপরদিকে তেমনি জ্ঞানের উক্ত সূত্রদ্বয় সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সংশয়মুক্ত তথ্য পরিবেশন করতে পারে না। শুধু তাই নয়, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে এগুলো মানুষকে নিতান্ত ভুল তথ্য দিয়ে প্রতারিত করে থাকে। যেমন-ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে, মানুষ রোগাক্রান্ত হলে তার রুচি বিকৃতি ঘটে মুখ বিস্বাদ হয়। তাই মিষ্টি বা ভিন্ন স্বাদের কোন দ্রব্য তার নিকট তিক্ত, পানসা, টক, লবণাক্ত ইত্যাদি অনুভূত হয়। এমনিভাবে দ্রুত গতিশীল রেলগাড়ী আরোহীর দৃষ্টি প্রতারিত হয়। ফলে দুই পাশের স্থির দণ্ডায়মান দৃশ্যাবলী দূরন্ত গতিতে ধাবমান বলে অনুভূত হয়।[২৬]

জ্ঞানার্জনের দ্বিতীয় সূত্র মানবীয় বুদ্ধি-বিবেচনা এবং চিন্তা-গবেষণাও মূলতঃ পঞ্চেন্দ্রিয় সূত্রলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতেই জ্ঞান পরিবেশন করে থাকে। এটি নিছক ধারণা ও অনুমান ভিত্তিক হওয়ার ফলে সংশয়মুক্ত নয়। এর উপর ভিত্তি করেই মানব-রচিত মতাদর্শ ও দর্শনের উৎপত্তি। এটি সন্দেহমুক্ত না হওয়ার ফলে চরমভাবে দুর্দশাগ্রস্ত।[২৭]

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান-অভিজ্ঞতার কার্যকারীতা যেখানে শেষ, চিন্তা-বুদ্ধির কার্যকারীতা সেখান থেকে আরম্ভ। চিন্তা-বুদ্ধির সীমা যেখানে শেষ সেখান থেকেই ওহীর জ্ঞানের কার্যকারীতা আরম্ভ।

মোটকথা জ্ঞান অর্জনের স্বাভাবিক সূত্রদ্বয়ের (পঞ্চেন্দ্রিয় ও মানবিক চিন্তা-বুদ্ধির) সীমাবদ্ধতা ও অক্ষমতার কারণেই ওহীর জ্ঞানের প্রয়োজন অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য। অর্থাৎ একমাত্র ওহীর জ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষ জীবন

---

[২৫] মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, *কুরআন সংকলনের ইতিহাস*, (ঢাকা : দারুল কিতাব, ২০০০খৃ.) পৃ. ৪৫।
[২৬] প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪৬।
[২৭] মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, *কুরআন সংকলনের ইতিহাস*, (ঢাকা : দারুল কিতাব, ২০০০খৃ.) পৃ.৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনার সঠিক পথ-নির্দেশ পেতে পারে এবং জীবন-জিজ্ঞাসার সন্দেহাতীত ও সম্পূর্ণ নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়। ওহীর জ্ঞান মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হযরত আদম (আ.) এর নবী হওয়া। ওহীর জ্ঞান দান করার জন্যই মহান আল্লাহ হযরত আদম (আঃ) কে প্রথম মানব করার পাশাপাশি প্রথম নবীর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। অন্যথায় আদম (আ.) কে নবী করার কোন প্রয়োজন ছিলনা। কারণ পৃথিবীতে তখন অন্য কোন মানুষ ছিলনা যে, তিনি তাদের হিদায়েত করবেন। তাঁকে নবী করা হয়েছিল এজন্যে যে, যাতে তিনি নিজে ও তাঁর পরিবার ওহীর জ্ঞানের মাধ্যমে জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য পেতে পারেন। সুতরাং এ থেকেও ওহীর জ্ঞানের অপরিহার্যতা সহজেই অনুমেয়। মানুষের অর্জিত জ্ঞান-বুদ্ধি যেমন পরিপূর্ণ নয়, তেমনি তা অভ্রান্তও নয়। তাই এগুলো মানুষকে জীবন-জিজ্ঞাসার সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। এর কারণ মানুষ ভুল করা এক জীব। আল্লাহ বলেন, 'আমি ইতোপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেছি, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিলো'।[২৮]

মানুষের জীবনে কাল তিনটি ১. অতীত, ২. বর্তমান ও ৩. ভবিষ্যৎ। অতীতকালের অধিকাংশ কথাই মানুষ ভুলে যায়। খুব অল্প কিছু কথাই স্মৃতিতে ধরে রাখতে সক্ষম হয়। বর্তমানে যে কাজ করে তাতে অনেক ভুল করে। সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে মানুষ কোন কাজ করতে পারে না। এটি মানুষের পক্ষে অনেকটাই অসম্ভব। আর ভবিষ্যৎকাল সম্পর্কে মানুষ সঠিক ও নির্ভুলভাবে কিছুই জানে না। এরূপ দুর্বল, ভঙ্গুর ও ভুল করা মানুষের পক্ষে জীবন-জিজ্ঞাসার সকল প্রশ্নের সদুত্তর দেয়া কেবল কঠিনই নয়; অসম্ভবও বটে। একারণেই ওহীর জ্ঞান প্রয়োজন।

এছাড়া যিনি কোন বস্তুর স্রষ্টা বা আবিষ্কারক তিনিই ঐবিষয় বা বস্তুর পরিচালনা সংক্রান্ত সঠিক ও নির্ভুল Guideline দিতে পারেন। স্রষ্টা বা আবিষ্কারক ব্যতীত অন্য কেউ Guideline দেয়া যেমন সহজসাধ্য নয়; তেমনি তা অবান্তর নয়। যেমন ঘড়ির প্রথম আবিষ্কারকই ঘড়ি পরিচালনার Guideline দিলে সেটিই হবে সঠিক ও নির্ভুল। কারণ ঘড়ির ভিতর ব্যবহৃত উপাদান ও এগুলোর বৈশিষ্ট্য প্রথম আবিষ্কারকই ভালভাবে জ্ঞাত। একই ভাবে আকাশ ও জমিন এবং এর মাঝের সবকিছুর স্রষ্টা মহান আল্লাহই ভালভাবে বলতে পারেন এ পৃথিবী ও মানুষের জীবন পরিচালনার সঠিক ও নির্ভুল পথ কোনটি। কেননা মানুষের ভিতরকার সৃষ্টি উপাদান ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ আল্লাহই ভালভাবে অবগত। সুতরাং মানব জীবন পরিচালনা সংক্রান্ত সঠিক ও নির্ভুল Guideline একমাত্র আল্লাহপাকই দিতে পারেন। অন্য কেউ এ Guideline যেমন দিতে পারে না তেমনি দিতে গেলে তা হবে ভুল, এমনকি তাতে সমুহ বিপদেরও সম্ভবনা রয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ প্রদত্ত Guideline তথা ওহীর জ্ঞান অপরিহার্য।

---

[২৮] আল-কুরআন, ২০ : ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

আল কুরআন নাযিলের পর্যায়

পবিত্র কুরআন লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত।[২৯] অত:পর লাওহে মাহফুজ থেকে মোট দু'পর্যায়ে কুরআনুল কারীম নাযিল হয়েছে।[৩০] প্রথম পর্যায়ে সম্পূর্ণ কুরআন এক সঙ্গে ক্বদরের পুন্যময়ী দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে 'বাইতুল ইয্যাতে' *নাযিল হয়।[৩১] দ্বিতীয় পর্যায়ে পবিত্র কুরআন দীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী হুজুর (স.) এর প্রতি ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে প্রয়োজন অনুসারে নাযিল হয়েছিল।[৩২]

আল-কুরআন নাযিলের সূচনাকাল:

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর সর্ব প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয় ৬১০ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট মোতাবেক ২১ই রমজান সোমবার হেরা পর্বতে।[৩৩] এটি ছিল সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত। এ সময় মহানবী (স.) এর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর ছয়মাস বারদিন।[৩৪] ওহীর সূচনা সম্পর্কে বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (স.) এর প্রতি ওহী অবতীর্ণের সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে।[৩৫]

স্বপ্নে তিনি যা দেখতেন তা-ই দিবালোকের ন্যায় সত্য হিসেবে প্রতিভাত হতো। অত:পর তিনি নির্জনবাসে আগ্রহী হয়ে উঠলেন এবং হেরা গুহায় নির্জনবাস আরম্ভ করলেন। সেখানে তিনি একত্রে একাধিক রাত্রি কাটিয়ে দিতেন এবং এ জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য সাথে নিয়ে যেতেন। তা ফুরিয়ে গেলে আবার ফিরে এসে হযরত খাদিজা (রা.) এর নিকট হতে খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে হেরা গুহায় ফিরে যেতেন। কখনো কখনো হযরত খাদিজা (রা.) নিজেই খাদ্য-সামগ্রী হেরা পর্বতে পৌঁছে দিতেন। এভাবে হেরা পর্বতে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সর্বপ্রথম জিবরাঈল (আ.) সূরা

---

[২৯] আল-কুবআন, ২২ : ২১- ২২, ৪৩ :৪

[৩০] জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলুমি'ল-কুরআন* (মিসর: মুস্তফা আল-বারী আন-হালকী, ১৯৫১ খৃ.), খ.১, পৃ. ৪০-৪১।

* *পবিত্র কাবা ঘরের বরাবর দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবস্থিত ফিরিশতাদের বিশেষ ইবাদতগাহটিকেই 'বাইতুর ইয্যাত' বলা হয়। এর অপর নাম বাইতুর মামুর।*

[৩১] আল-কুরআন, ৪৪ : ৩ ; ৯৭ : ১

[৩২] আল-কুরআন, ১৭ : ১০৬ ; ২৫ : ৩২ ; ৭৬ : ২৩

[৩৩] শেখ আবদুল্লাহ ইবন মোহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব নজদী, *মোখতাসার সীরাতে রাসূল* (মিশর : মাতবায়ে সালাফিয়া ১৩৭৯হি.), খ.১, পৃ. ৭৫।

[৩৪] আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতুম, অনুবাদ: খাদিজা আখতার রেজায়ী, (লন্ডন : খাদিজা আখতার রেজায়ী, আল-কুবআন একাডেমী, ১৯৯৯খৃ.) পৃ. ৮৮।

[৩৫] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, খ.১, পৃ. ২।

Dhaka University Institutional Repository

আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত দিয়ে হুজুর (স.)-এর সামনে উপস্থিত হন। জিবরাঈল আমিন মহানবীর (স.) নিকট এসে বললেন, 'পড়ুন'।[৩৬] মহানবী (স.) বললেন, আমি পড়তে জানিনা।

মহানবী (স.) বলেন, অত:পর ফিরিশতা জিবরাঈল (আ.) আমাকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ফলে আমি খুব কষ্ট বোধ করলাম। অত:পর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয়বার বললেন, আপনি পড়ুন। আমি প্রথমবারের মতই বললাম, আমি পড়তে জানিনা। ফিরিশতা আবারও আমাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন। আমি এবারও উত্তর দিলাম আমি পড়তে জানিনা। তিনি তৃতীয়বার আমাকে শক্তভাবে আলিঙ্গন করে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি জমাট বাঁধা রক্তপিন্ড হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আপনি পাঠ করুন, আপনার সে মহিমান্বিত প্রভুর নামে, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি মানুষকে এমনসব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতোনা।[৩৭]" অত:পর মহানবী (স.) উক্ত আয়াতসমূহ মুখস্ত করে কম্পিত হৃদয়ে বাড়ি ফিরলেন। ঘরে প্রবেশ করে পত্নী খাদিজাতুল কুবরা (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও' খাদিজা (রা.) মহানবী (স.) কে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন।

এভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মহানবী (স.) এর ভয় ও অস্থিরতা অনেকটা কেটে গেল। অত:পর তিনি খাদিজা (রা.) কে হেরা গুহায় সংঘটিত সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তিনি আরো বললেন: আমি আমার জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা করছি। খাদিজা (রা.) তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! তিনি কখনো আপনাকে অপদস্ত করবেন না। কারণ আপনি প্রেম-প্রীতির ডোরে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন। আপনি কথা ও কাজে সদা সত্যনিষ্ঠা, আপনি পূর্ণমাত্রায় আমানতদার, আপনি অপরের দু:খ-দুর্দশার ভার স্বীয় স্কন্ধে তুলে নেন, অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করেন, অতিথি সেবা আপনার ধর্ম, বিপন্ন মানুষকে রক্ষা করা আপনার স্বভাব, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আপনি সত্যের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরেন। সুতরাং আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। এরপর হযরত খাদিজা (রা.) প্রাণধিক প্রিয় স্বামীর বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করে এ থেকে উত্তরণের জন্য ব্যাকুল

[৩৬] When it was the night on which God honoured him with his mission and showed mercy on his servant thereby, Gabriel brought him the command of God. 'He come to me, said the Appostle of God, 'While I was asleep with a coverlet of brocade whereon was some writing and said, 'Read'. (Ibn-i-Islaq:P. 106)

[৩৭] আল-কুরআন, ৯৬ : ১-৫

* ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল জাহেলিয়াতের সময়ও সত্যান্বেষী, জ্ঞানী ও খাঁটি ঈসায়ী ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষাতেও সুপন্ডিত ছিলেন। তিনি খুবই বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়ে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ওয়ারাকা রাসূলের উম্মতের মধ্যে শামিল কিনা এ বিষয়ে মতভেদ থাকলেও তিনি যে খাঁটি মোমেন ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই । কারণ তিনি মহানবীকে সাহায্যের আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছেন । তাছাড়া রাসূল (স:) নিজেই বলেছেন, "আমি স্বপ্নে ওরাকে বেহেশতে সাদা রেশমী পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।" নবীর স্বপ্ন ওহী।; মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, বুখারী শরিফ, খ.১ পৃ.১০।

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে পড়েন। তিনি মহানবীকে সঙ্গে নিয়ে তাওরাত কিতাবের পন্ডিত তাঁর চাচাতো ভাই 'ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফাল'* এর কাছে গেলেন এবং বললেন, আপনার ভাই কি বলে, একটু শুনুন।

মহানবী (স.) 'ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফাল' এর নিকট হেরা পর্বতের ঘটনা সবিস্তারে বললেন। পুরো ঘটনা শ্রবণ করে ওয়ারাকা বলে উঠলেন, 'এ তো দেখি সে-ই ফিরিশ্‌তা যাকে মহান আল্লাহ হযরত মূসা (আ.) এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। আপনার বংশের লোকেরা যে সময় আপনাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করবে, হায়! যদি আমি সে সময় বেঁচে থাকতাম।' মহানবী (স.) অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, তারা কি আমাকে দেশ থেকে বের করে দিবে?

ওয়ারাকা উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ আপনি যে জ্যোতি নিয়ে এসেছেন, ইতোপুর্বে যাঁরাই এ জ্যোতি নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের প্রত্যেককেই আপন দেশ হতে বিতাড়িত হতে হয়েছিলো। যদি আমি ততদিন বেঁচে থাকি তাহলে অবশ্যই আমি আপনাকে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করবো।'[৩৮] কিন্তু ওয়ারাকার এ আশা পূরণ হয়নি। কারণ এর কিছুদিন পর তিনি মৃত্যু বরণ করেন। ওয়ারাকার বক্তব্য শুনে মহানবী (স.) মানসিক শক্তি ফিরে পেয়েছিলেন এবং তাঁর ঈমান আরো সুদৃঢ় হয়েছে।* হেরা পর্বতে ওহী আসার পর কিছু দিনের জন্যে ওহী আসা বন্ধ ছিলো[৩৯]। ওহীর এ বিরতি কালকে (فترت الوحى) 'ফাতরাতে ওহী' বলা হয়।*

মহানবী (স.) -এর প্রতি ওহী অবতীর্ণের পদ্ধতিসমুহঃ

মহানবী (স.)-এর উপর সর্বপ্রথম ওহী অবতীর্ণ হয় হেরা গুহায় তাঁর চল্লিশ বৎসর বয়সে। এরপর বিভিন্ন পদ্ধতিতে সুদীর্ঘ তেইশ বছর ব্যাপী তাঁর নিকট ওহী এসেছিল। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যেসব পদ্ধতিতে

---

[৩৮] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, খ.১, পৃ. ২৩।

* *ওয়ারাকার বক্তব্য শুনে মহানবী (স.) বুঝে ছিলেন, নবুয়তের দায়িত্ব পালনের পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল, কন্টকাকীর্ণ। সকল নবীই এ দুর্গম পথ অতিক্রম করেছিলেন। সুতরাং তাঁকেও এ কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে। এতে ভয় বা আশাহত হওয়ার কিছু নেই।*

[৩৯] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, খ.২, পৃ. ১০৩৪।

* *ওহীর বিরতিকাল প্রায় তিন বৎসর। বিরতির উদ্দেশ্য ছিল প্রথম ওহী অবর্তীণের ফলে প্রিয় নবীর মনে যে শংকা ও অস্থিরতার সঞ্চার হয়েছিল তা ধীরে ধীরে প্রশমিত হওয়া এবং ওহীর প্রভাব বহন করার মত ক্ষমতা ও যোগ্যতা অর্জন করা। পাশাপাশি এ ও উদ্দেশ্য ছিল যে, যাতে পূনরায় ওহী পাওয়ার জন্য মহানবীর মনে আগ্রহের সৃষ্টি হয়। বাস্তবে হয়েছেও তাই। যেমনটি মহানবী (স.) বলেছেন,"ফাতরাতে ওহীর" সময় পুনরায় ওহী পাওয়ার জন্য যখন আমি ব্যাকুল ও অস্থির ছিলাম তখন হঠাৎ একদিন জীবরাঈল আমিন সূরা মুদ্দাসিরের প্রথম পাঁচ আয়াত নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত হল।" এ সময় মক্কার কাফেরেরা আল্লাহর নবীকে উপহাস করেছিলো এবং কষ্ট দিয়েছিলো এ বলে যে, মুহাম্মদের আল্লাহ তাকে ছেড়ে চলে গেছে। পুনরায় ওহী আসার ফলে তাদের মুখে চুন-কালি পড়েছিলো এবং আল্লাহর নবীর মুখ উজ্জল হয়েছিল।*

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (স.) এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল তার উল্লেখ রয়েছে। যেমনঃ পবিত্র কুরআনের সূরা আশ-শূরার ৫১ নম্বর আয়াতে তিন পদ্ধতিতে ওহী অবতরণের উল্লেখ রয়েছ।[৪০]

১. অর্ন্তলোকে কথা নিক্ষেপ করা, ২. পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলা এবং ৩. ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করা। একইভাবে হাদীস শরীফের বিভিন্ন পদ্ধতিতে ওহী অবতরণের উল্লেখ রয়েছে। যেমনঃ 'হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত হারেস ইব্‌ন হিসাম (রা.) হুজুর (স.)-এর নিকট জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনার প্রতি কীভাবে ওহী আসে? উত্তরে হুজুর (স.) বলেছিলেন; আমার নিকট কোন কোন সময় ওহী আসে ঘন্টাধ্বনির ন্যায়। এ পদ্ধতিতে ওহী অবতরণে আমার খুব কষ্টবোধ হয়। তবে এ অবস্থা কেটে যাওয়ার পর প্রত্যাদেশের সবকিছুই আমার মুখস্ত হয়ে যায়। আবার কখনো কখনো ফিরিশ্‌তা আমার সম্মুখে মানুষের আকৃতি ধারণ করে ওহী নিয়ে আসে।'[৪১] এ হাদীসে ওহী অবতরণের দু'টি পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে পবিত্র কুরআন ও বিভিন্ন হাদীসে মহানবী (স.) -এর প্রতি ওহী অবতরণের বিভিন্ন পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায়। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম এ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহ বিশ্লেষণ করে তাঁর বিখ্যাত 'যাদুল মা'আদ' গ্রন্থে নিম্নোক্তভাবে এর বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করেছেন।[৪২]

১. সত্যস্বপ্নঃ

এটি ছিল মহানবীর (স.) প্রতি ওহী অবতরণের প্রাথমিক পর্যায়। হযরত 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস এখানে প্রণিধানযোগ্য। হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, 'নবুওয়াত লাভের প্রথম দিকে রাসূলের নিকট ওহী আসতো সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে।'[৪৩] তিনি যেসব স্বপ্ন দেখতেন তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে বাস্তবে প্রতিফলিত হতো। তবে স্বপ্নযোগে পাওয়া ওহী পবিত্র কুরআনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কারণ এটি পরোক্ষ ওহী, আর কুরআন প্রত্যক্ষ ওহী। তাই এগুলো হাদীসে কুদসীর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। পবিত্র কুরআনেও স্বপ্নযোগে ওহীর প্রমাণ পাওয়া যায়। 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাঁর রাসূলের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছেন।'[৪৪]

---

৪০ "কোন মানুষের অবস্থা এমন নয় যে, আল্লাহ তার সাথে সামনাসামনি কথা বলবেন। তবে তিনি কারো অন্তর্লোকে কথা নিক্ষেপ করেন, অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলেন। অথবা তিনি কোন ফিরিশতা প্রেরণ করেন যিনি তাঁর অনুমতিক্রমে যা চান তা ব্যক্ত করেন।" (২৬ : ৫১)

৪১ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, খ.১, পৃ. ২।

৪২ আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম, *যাদুল মা' আদ* (মিসর : আল- মিসরীয়া, ১৩৪৭ হি.), খ.১, পৃ. ১৮-২০।

৪৩ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, খ.১, হাদীস নং-২, পৃ. ২।

৪৪ আল-কুরআন, ৪৮ : ২৭

Dhaka University Institutional Repository

২. ঘন্টাধ্বনিঃ

মহানবী (স.) এর নিকট কখনো কখনো ওহী আসতো স্বশব্দে। হাদীসের পরিভাষায় এটিকে বলা হয় "সালসালাতুল জারাস"। এক প্রশ্নের জবাবে রাসূল (স.) বলেছেন, "কখনো কখনো আমার নিকট ওহী আসে ঘন্টাধ্বনির ন্যায় আওয়াজ করে। আর এ পদ্ধতিতে ওহীর আগমন আমার নিকট অত্যন্ত কষ্টদায়ক ছিল।"[৪৫]

হযরত 'আইশা (রা.) আরো বলেন, এ পদ্ধতিতে ওহীর আগমনের প্রভাবে প্রচন্ড শীতের দিনেও মহানবী (স.) এর শরীর থেকে টপ্‌টপ করে ঘাম ঝরে পড়তো। "সালসালাতুল জারাস" কিসের আওয়াজ এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দীস আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরীর মতে, এটি কালামে ইলাহীর নিজস্ব আওয়াজ। এ ধ্বনির সূচনা হয় আরশে আযীমে আর সমাপ্তি ঘটে প্রিয় নবীর হৃদয়ে পৌঁছা পর্যন্ত।[৪৬] শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন, এটি বাইরের কোন ধ্বনি নয়, ওহী অবতরণের মূহুর্তে যেহেতু প্রিয় নবীর বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহকে জাগতিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করা হতো, তখন আপনা থেকেই এরূপ ধ্বনি শুনা যেতো।[৪৭] আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটি ফিরিশ্‌তা জিবরাঈল আমিনের পাখার আওয়াজ।[৪৮] মূলতঃ এ আওয়াজের প্রকৃত রহস্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালভাবে অবগত।

৩. ফিরিশ্‌তার মানব আকৃতিতে আগমনঃ

হযরত জিবরাঈল (আ.) কখনও কখনও মানুষের আকৃতি ধারণ করে হুজুর (স.) এর নিকট ওহী নিয়ে আসতেন।[৪৯] তিনি সাধারণতঃ প্রখ্যাত সাহাবী হযরত দিহইয়া কালবী (রা.) -এর আকৃতি ধারণ করে রাসূল (স.) এর সামনে আগমন করতেন।

এর কারণ হচ্ছে, হযরত দিহইয়া কালবী (রা.) সাহাবীদের মধ্যে সর্বাধিক সুশ্রী ও সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট ছিলেন এবং সর্বদা রুমাল দ্বারা চেহারা ঢেকে চলাফিরা করতে অভ্যস্ত ছিলেন।[৫০] অবশ্য কোন কোন সময় হযরত

---

[৪৫] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী* , খ.১, পৃ. ২।

[৪৬] মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, *ফয়জুল বারী*, খ.১, পৃ. ১৯-২০।

[৪৭] প্রাগুক্ত।

[৪৮] মান্না আল-কাত্তান, *মাবাহিস ফী'উলুমি'ল-কুরআন* (বৈরুত : মুয়াস্‌সাসাতু আল-রিসালাহ্, ১৪১৪হি.), পৃ. ৩৯।

[৪৯] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী* , খ.১, পৃ. ২।

[৫০] আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, *উমদাতুল-ক্বারী* (বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি.), খ.১, পৃ. ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

জিবরাঈল (আ.) অপরিচিত লোকের আকৃতি ধারণ করেও ওহী নিয়ে আসতেন। রাসূল (স.) বলেন, "কখনও কখনও ফিরিশতা আমার নিকট মানুষের আকৃতি ধারণ করে আগমন করতেন এবং আমার সাথে কথা বলতেন।"[৫১] তবে এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে, হুজুর (স.) এর নিকট যে ফিরিশতা সাধারণতঃ ওহী নিয়ে আসতেন তিনি হচ্ছেন, হযরত জিবরাঈল (আ.)।

পবিত্র কুরআনে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আপনি বলে দিন, যে ব্যক্তি জিবরাঈলের শত্রুতা করে তা শুধুমাত্র এ জন্যে যে, তিনি আল্লাহর নির্দেশে আপনার অন্তরে এ কুরআন পৌছিয়ে দিয়েছেন।"[৫২] এ পদ্ধতিতে ওহীর অবতরণ রাসূলের নিকট ছিল সহজতর। যেমন তিনি বলেছেন, "ওহীর এ পদ্ধতি আমার নিকট সর্বাপেক্ষা সহজ মনে হয়।"[৫৩]

৪. ফিরিশ্তার নিজস্ব আকৃতিতে আগমনঃ

হযরত জিবরাঈল (আ.) নিজস্ব আকৃতিতে রাসূলের নিকট ওহী নিয়ে আসতেন। নিজস্ব আকৃতিতে জিবরাঈল (আ.) ওহী নিয়ে এসেছেন মাত্র তিনবার। একবার রাসূল (স.) জিবরাঈলকে আসল আকৃতিকে দেখার আকাঙ্খা ব্যক্ত করলে তিনি স্বরূপে আবির্ভূত হন। দ্বিতীয়বার মি'রাজের রাতে এবং তৃতীয়বার নবুওয়তের প্রাথমিক যুগে মক্কার 'আজইয়াদ' নামক স্থানে।[৫৪]

৫. আল্লাহপাক থেকে সরাসরি ওহী লাভঃ

কোন মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি আল্লাহপাক মহানবী (স.) -এর উপর ওহী নাযিল করেছেন। এ বিশেষ মর্যাদা রাসূল (স.) জাগ্রত অবস্থায় মাত্র একবার মি'রাজের রাতে লাভ করেছিলেন। আর একবার তিনি স্বপ্নযোগে আল্লাহর সাথে কথা বলার সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন।[৫৫]

---

[৫১] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, *সহীহ বুখারী*, খ.১, পৃ.২।

[৫২] আল-কুরআন, ২ : ৯৭

[৫৩] জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলুমি'ল কুরআন* (মিসর : ১৯৫১ খৃ.), খ.১, পৃ. ৪৬।

[৫৪] ইবন হাজর আসকালানী, *ফতহুল বারী*, খ.১, মাতবায়ে সালাফিয়া, পৃ. ১৮, ১৯।

[৫৫] জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলুমি'ল কুরআন* (মিসর : ১৯৫১খৃ.), খ.১, পৃ. ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

৬. মানস-পটে ওহী ফুঁকে দেয়াঃ

হযরত জিবরাঈল (আ.) হুজুরের সাথে দেখা না দিয়ে তার অন্তকরণে কোন কথা ফুঁকে দিতেন। যেমন- হুজুর বলেছেন, 'জিবরাঈল (আ.) আমার মানস পটে একথা ফুঁকে দিলেন যে, নির্দিষ্ট রিযিক পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের কেউ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবেনা।'[৫৬] এতদ্ব্যতীত কোন কোন বর্ণনায় হুজুর (স.) এর নিকট হযরত ইসরাফীল (আ.) ওহী নিয়ে আগমনের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫৭] কেউ কেউ হুজুর (স.) এর প্রতি ওহী অবতরণের ছেচল্লিশটি পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন।[৫৮] অবশ্য আল্লামা ইব্‌ন হাজার আসকালানী (র.) বলেছেন, ওহী অবতরণের প্রকৃত সংখ্যা এত অধিক নয়।[৫৯] নবী ব্যতীত অপর কোন মানুষের নিকট ওহী প্রেরণ করা হয় না। এটি একমাত্র নবীদের বৈশিষ্ট্য। অবশ্য সময় সময় আল্লাহপাক তাঁর একান্ত প্রিয় বান্দাদের কোন বিষয়ে অবগত করিয়ে দেন, তবে এটি ওহী নয়; বরং এর নাম 'কাশ্‌ফ বা ইল্‌হাম'। কাশ্‌ফ ও ইল্‌হামের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লামা মুজাদ্দিদ্ আলফ সানী (র.) বলেন, কাশ্‌ফের সম্পর্ক মূলতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। এর মাধ্যমে কেবলমাত্র দৃষ্টিশক্তির আয়ত্তাধীন বিষয়বস্তু বা ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ইল্‌হামের সম্পর্ক উপলব্ধিজনিত বিষয়াদির সাথে। অর্থাৎ কোন বস্তু দৃশ্যমান না হয়ে কোন বিষয় মানসপটে উদয় হয়। তবে ইল্‌হামের তুলনায় কাশ্‌ফ বেশী বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য।[৬০]

---

[৫৬] আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ আল-হাকেম নিশাপুরী, *আল-মুস্তাদরাক*, খ.২, পৃ. ৪।

[৫৭] জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলুমি'ল কুরআন*, (মিসর : ১৯৫১খৃ.), খ.১, পৃ. ৪৬।

[৫৮] ইব্‌ন হাজার আসকালানী, *ফতহুল বারী* (তা. বি.), খ.১, পৃ. ১৬।

[৫৯] প্রাগুক্ত ; পৃ.১৬।

[৬০] আল্লামা আনেয়ার শাহ কাশ্মীরি, *ফয়জুল বারী* (পাকিস্তান : আল- মাতবুয়াতে ইলমিয়াহ- ১৯৭৮ খৃ.), খ.১, পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

আল কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলন

আল-কুরআন সংরক্ষণ পদ্ধতি:

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহপাকের সর্বশেষ ঐশী কিতাব। এটি মানব জাতির পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার চুড়ান্ত দলিল। এর হিফাজত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব কোন মানুষকে দেয়া হয়নি। বরং এর সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করেছেন। "নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষণকারী।"[৬১] এ কারণে কুরআনের বিশুদ্ধতা প্রশ্নাতীত। আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সঠিক ও বিশুদ্ধতায় কুরআনের মর্যাদা অনন্য। মহান আল্লাহ এ কুরআনকে যেমন সকল প্রকার সংযোজন ও বিয়োজন থেকে হিফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন, তেমনিভাবে এ কুরআনকে সকল প্রকার বিচ্যুতি ও বিলুপ্তি থেকেও হিফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এ বক্তব্যের স্বপক্ষে নিম্নের আয়াতটি পেশ করা যায়: "এটি সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন। অত:পর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্বও আমার।"[৬২] এ আয়াত থেকে প্রতিয়মান হয় যে, মহান আল্লাহ শুধুমাত্র কুরআন সংরক্ষণ ও পাঠের দায়িত্বই গ্রহণ করেননি, বরং এর বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করানোর দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন। যাতে করে যুগে যুগে মানুষ কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করে বাস্তব জীবনে এর প্রতিফলন ঘটাতে পারে। এ কারণেই কুরআন তথা ইসলাম কালজয়ী আদর্শ হিসেবে চির ভাস্কর হয়ে আছে।

পবিত্র কুরআন মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ ও নেয়ামত। কুরআন মানব জাতির জীবনাদর্শ হওয়ার কারণেই মানুষ সৃষ্টির সেরা তথা 'আশরাফুল মাখলুকাত'। সুতরাং মহাগ্রন্থ আল- কুরআন মানবজাতি বিশেষ করে একশ্বরবাদীদের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ যা তাদেরকে ইহ ও পরকালে সামগ্রিক কল্যাণ দিতে সক্ষম।

পবিত্র কুরআন নাযিলের সূচনা হয়েছিল হেরাগুহায়। এর পর বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রয়োজনে খন্ড খন্ড আকারে নবূওয়তী জীবনের সুদীর্ঘ তেইশ বছর ব্যাপী এটি নাযিল হয়েছিল।

---

[৬১] আল-কুরআন, ১৫ : ৯। ইতোপূর্বে কুবআন লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত ছিল। যেমন- আল-কুরআন, ৮৫ : ২১ আল্লাহপাক উল্লেখ করেছেন, "বরং এটি এমন কুরআন যা সুরক্ষিত ফলকে সংরক্ষিত আছে।"

[৬২] আল-কুরআন, ৭৫ : ১৭- ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (স.) কুরআনকে সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষণের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও এটিকে গ্রন্থের আকারে রূপদানের সুযোগ পাননি। কুরআনকে সংরক্ষণের জন্য মহানবী (স.) মৌলিকভাবে যে দু'টি পদ্ধতির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তা হলো-১. আরব জাতির প্রখর স্মৃতিশক্তি তথা মুখস্তকরন এবং ২. স্থায়ীত্বের প্রতীক লিখন পদ্ধতি।

কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে মহানবী (স.) তা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একদল অভিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত সাহাবীদের দিয়ে একদিকে তা লিখে রাখতেন, অপরদিকে তা স্মৃতিপটে আবদ্ধ করে রাখার সুব্যবস্থা করতেন। তদানীন্তন আরব জাতির অসাধারণ ও বিস্ময়কর স্মরণশক্তির খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। হাজার হাজার কবিতার পংক্তি তারা অনায়াসে স্মৃতিপটে ধারণ করে রাখতে পারতেন। এ কারণে শাশ্বত ও চিরন্তন বিধান আল-কুরআনকে দৃঢ়ভাবে হিফাজত ও সংরক্ষণের জন্যে কাগজ কলমের চাইতে অধিক নির্ভর করা হয়েছে হাফিজদের স্মরণশক্তির উপর।[৬৩]

পৃথিবীর অন্যান্য আসমানী কিতাব, তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল এবং অন্যান্য সহীফাসমূহ পার্থিব আপদ-বিপদ ও বিভিন্ন প্রতিকুল অবস্থায় পতিত হয়ে সেগুলো আজ বিলুপ্ত অথবা বিকৃত। কিন্তু জীবন্ত বিস্ময় কুরআনুল কারীম কাল থেকে কালান্তরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী, একদল নিষ্ঠাবান মুহাফিজের স্মৃতির মণিকোঠায় এমনভাবে সুরক্ষিত আছে, যার একটি নকতা বা হরকত পর্যন্ত বিলুপ্তি বা বিকৃতির আশঙ্কা নেই। কুরআন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভরশীলতার আর একটি প্রমাণ নিম্নোক্ত আয়াত:

'কুরআনকে তাড়াতাড়ি আয়ত্ত্ব করার জন্যে আপনি দ্রুত জিহ্বা সঞ্চালন করবেন না। নিশ্চয়ই কুরআন আপনার অন্তরে একত্র করানো ও আবৃত্তি করানোর দায়িত্ব আমারই।'[৬৪] উক্ত আয়াতে মহানবী (স.) কে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, কুরআন নাযিল হলে তা মুখস্ত করার জন্য বারবার দ্রুত উচ্চারণের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ আপনাকে দান করা তীক্ষ্ণ স্মরণ শক্তিতে এটিকে দৃঢ়ভাবে সংরক্ষণের দায়িত্বও আমি আল্লাহর। এতদ্ব্যতীত অধিক সতর্কতার জন্য প্রতি বছর মাহে রমযানে কুরআনের নাযিলকৃত অংশ হুজুর (স.) নিজে জিবরাঈল (আ.) কে পাঠ করে শুনাতেন এবং হযরত জিবরাঈল (আ:) থেকেও শুনতেন। ওফাতের বছর রমযান মাসে হুজর (স.) দু'বার হযরত জিবরাঈল (আ.) কে পুরো কুরআন শুনিয়েছেন এবং জিবরাঈল (আ.) থেকেও শুনেছেন।

---

[৬৩] আল্লামা যারকানী, *মানাহিলুল-'ইরফান* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ ১৯৭৬ খৃ.), খ.১, পৃ. ২৪৩।

[৬৪] আল কুরআন, ৭৫ : ১৬-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়শা (রা.) এবং হযরত ফাতিমা (রা.) বর্ণনা করেন: 'রাসূল (স.) আমাদের গোপনে বলেছেন, জিবরাঈল (আ.) আমার সাথে প্রতি বছর একবার কুরআন অধ্যয়ন করতেন, আর এ বছর তিনি আমার সাথে দু'বার কুরআন অধ্যয়ন করেন। আমার মনে হয় আমার মৃত্যু এসে গেছে।'[৬৫]

কুরআনকে হিফ্জ বা মুখস্ত করে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে রাসূলের সাহাবীগণ অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। কোন একটি আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে প্রথমত: রাসূল (স.) তা মুখস্ত বা আত্মস্ত করে নিতেন। অত:পর তা পাঠ করে সাহাবাদের শুনাতেন। সাহাবীগণ তাদের অবিস্মরণীয় স্মৃতিশক্তিতে তা মুখস্ত করে সংরক্ষণ করতেন এবং ভুল-ক্রটি বিচারের জন্যে সাথে সাথে তা আবার রাসূল (স.)-কে পাঠ করে শুনাতেন। কারো ভুল হলে রাসূল (স.) তা শুদ্ধ করে দিতেন। ফলে কারো পক্ষে ভুল বা অশুদ্ধ কুরআন মুখস্ত করা সম্ভব ছিলনা। কুরআন মাজিদ ছিল সাহাবাগণের নিকট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদার বিষয়। তাই অদম্য আগ্রহ নিয়ে কুরআন মুখস্ত করার ক্ষেত্রে সাহাবাগণ পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন।

যিনি কুরআনের অধিক অংশের হাফিজ হতেন তিনি সাহাবাদের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী হতেন। কোন কোন স্ত্রীলোক স্বামীর নিকট কুরআনের শিক্ষাকেই মহর হিসেবে দাবী করতেন। এভাবে কুরআনকে স্বীয় স্মৃতির মণিকোঠায় সুরক্ষিত রাখার নিমিত্তে শত শত সাহাবা সকল ব্যস্ততা ত্যাগ করে কুরআন সংরক্ষণের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তারা গভীর রাতে নি:শব্দ ঘুমের মজা এবং শেষ রাতের ঘুমের মোহ ত্যাগ করে কুরআন পাঠে আত্মনিয়োগ করতেন। হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স.) তাঁকে বলেছেন, গতরাতে যদি তুমি আমাকে দেখতে পেতে, যখন আমি কান পেতে তোমার কুরআন পাঠ শুনছিলাম? তোমাকে দাউদ (আ.) এর সঙ্গীত যন্ত্রের মধ্য থেকে একটি যন্ত্র (অর্থাৎ সুললিত কণ্ঠ) দান করা হয়েছে।[৬৬]

রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবদ্দশায় বহু সংখ্যক সাহাবা হাফিজ-ই-কুরআন হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। এদের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছে, হযরত আবু বাকর্ (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.) হযরত সা'দ (রা.), হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) হযরত হুজাইফা বিন ইয়ামান (রা.) হযরত সালেম (রা.), হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.), হযরত আমর ইব্ন আস (রা.), হযরত মুয়াবিয়া (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সায়েব (রা.), হযরত আয়েশা

---

৬৫ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, খ.২, পৃ. ৭৪৮

৬৬ মুহাম্মদ ই্ব্ন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, খ.১, পৃ. ৭৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

(রা.), হযরত হাফসা (রা.), হযরত উম্মে সালমা (রা.), হযরত উম্মে ওয়ারাকা (রা.), হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা.), হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.), হযরত আবু হালিমা মু'আয (রা.), হযরত জায়েদ ইব্ন সাবিত (রা.), হযরত আবু দারদা (রা.), হযরত মুজাম্মা ইব্ন জারিয়া (রা.), হযরত মাসলামা ইব্ন মুখাল্লাদ (রা.), হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা.) এবং হযরত যায়েদ (রা.) প্রমুখ সাহাবাগণ।[৬৭] এসব সাহাবাদের নাম 'হাফিজে কুরআন' হিসেবে হাদিসে উল্লেখ আছে।

এছাড়াও অসংখ্য সাহাবা কুরআনের হাফেজ ছিলেন। এর প্রমাণ ইতিহাসের নিম্নোক্ত ঘটনাবলী।

ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম বেদনাদায়ক হত্যাকাণ্ড বীর-ই-মাউনের ঘটনায় ৭০ জন হাফিজ-ই-কুরআন শহীদ হয়েছিলেন।[৬৮] ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হাফিজদের সংখ্যা ৭০ এর অধিক।[৬৯] এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, রাসূলের যুগে হাফিজদের সংখ্যা কত বেশী ছিল। রাসূল (স.) কুরআন শিক্ষা ও ব্যাপক চর্চার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে 'আসহাবে সুফ্ফার'* কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত কুরআন শিক্ষা ও হিফজ করানোর জন্য রাসূল (স.) প্রশিক্ষিত সাহাবাগণকে শহর ও গ্রামে প্রেরণ করতেন। হিজরতের পূর্বে তিনি মুস'আব ইব্ন উমায়র এবং আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাক্তুমকে (রা.) মদীনায় প্রেরণ করেন। আর হিজরতের পর হিফজ করানোর উদ্দেশ্যে হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা.) কে মক্কায় প্রেরণ করেন।

এভাবে কুরআন হিফজ করার জন্যে সাহাবাগণের অদম্য আগ্রহ ও নিষ্ঠা, আল্লাহ প্রদত্ত বিস্ময়কর স্মরণশক্তি, সর্বোপরি দীর্ঘ তেইশ বছর ব্যাপী অল্প অল্প করে নাযিল হওয়ার ফলে সাহাবাগণ অনায়াশে কুরআন মুখস্ত করে হিফাজত করেছিলেন। মূলতঃ কুরআন সংরক্ষণের জন্য মৌলিকভাবে যে ক'টি পন্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তার অন্যতম প্রধান ছিল হিফজ বা মুখস্তকরণ। এর কারণ হচ্ছে তখনকার সময়ে গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য প্রেস ইত্যাদির কোন ব্যবস্থা ছিলনা। তাই শুধুমাত্র লেখনীর উপর নির্ভর করা সমচীন মনে না করে মুখস্ত করাকে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছিলেন প্রিয় নবী (স.)।

---

[৬৭] জালাল উদ্দিন সূয়ূতী, *আল-ইকতান ফী উলূমিল কুরআন* (মিসর : ১৯৫১ ইং), খ.১, পৃ. ৭৩-৭৪।

[৬৮] মুহাম্মদ আলী সাবূনী, *আত্-তিবইয়ান ফী উলূমিল-কুরআন* (বৈরুত : আ'লিমূল কিতাব, তবয়াতে উলা, ১৯৮৫খৃ.) পৃ. ৫১।

[৬৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

* *'আসহাবে সূফ্ফা': এর অপর নাম আহলূস সূফ্ফা। মূলতঃ 'সূফ্ফা' একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, এর অবস্থান ছিল মদীনার মসজিদ চত্ত্বরে। মহানবী (স.) এর সময়ে এ প্রতিষ্ঠানে কুরআন-হাদীসের একনিষ্ঠ সাধক সাহাবাগণকে ইসলামের ইতিহাসে আহলুস সূফ্ফা বলা হয়ে থাকে। অনেক সাহাবা আজীবন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অথবা শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।*

Dhaka University Institutional Repository

লিখন পদ্ধতি

হিফজ করার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনকে সংরক্ষণের জন্য মহনবী (স.) যে সুমহান উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তাতেই কুরআন সর্ব প্রকার ভুল-ভ্রান্তি মুক্ত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিল।

এতদসত্ত্বেও নবী করিম (স.) মহান আল্লাহর নির্দেশে প্রথম থেকেই কুরআন লিখনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সে যুগে গোটা আরবে লেখ্য-রীতির তেমন প্রচলন ছিলনা, এমনকি মহানবী (সা:) নিজেও এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন। তা সত্ত্বেও আল্লাহর নির্দেশে অত্যন্ত সুষ্ঠ ও সুচারুরূপে (Uptodate) তিনি কুরআন লিখন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। কুরআন সংরক্ষণে উম্মী নবীর এ মহান কৃতিত্বের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন স্যার উইলিয়াম ম্যুর তার "লাইফ অব মুহাম্মদ (সা:)" গ্রন্থে। "আমাদের জানামতে সারা বিশ্বে এরূপ একটি গ্রন্থেরও অস্তিত্ব নেই যা এর (কুরআন) মত দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যাবতীয় ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত রয়েছে।"[৭০] রাসূলের সাহাবীদের মধ্য থেকে একদল ত্যাগী সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গ কুরআন লিখার গুরু দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে এর ইঙ্গিত রয়েছে, "উহা (লিখিত) আছে মহিমান্বিত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পবিত্র সহীফাসমূহে সৎ ও মহৎ লিপিকারদের হাতে।"[৭১] কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই নবী করীম (স.) তা লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সে যুগে অপর্যাপ্ত লিখনী উপকরণ লেখা-পড়া জানা লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম হওয়া সত্ত্বেও নবী কারীম (স.) কুরআন লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে তার সুব্যবস্থা করেছিলেন। এসম্পর্কে অন্যতম ওহী লেখক হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা.) বলেন-"আমি রাসূল করিম (স.) -এর ওহী লেখার কাজ করতাম, তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁকে প্রচণ্ড গরম পেয়ে বসত। তাঁর দেহ মোবারক থেকে মুক্তার ন্যায় ঘামের ফোটা ঝরে পড়ত। তাঁর এ অবস্থার অবসান ঘটলে আমি জন্তুর ঘাড়ের অস্থি অথবা অন্য কোন টুকরা নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হতাম। তিনি আমাকে লিখাতেন আমি লিখতে থাকতাম।

আমি যখন লেখার কাজ শেষ করতাম তখন কুরআন নকলের ভারে আমার পদদ্বয় ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হতো। আমি মনে মনে ভাবতাম, আমি আর কখনও দু'পায়ের উপর ভর করে হাঁটতে পারব না। অত:পর আমার লেখা

---

[৭০] এ.কে.এম. ইউসুফ, *মহাগ্রন্থ আল-কুরআন কি ও কেন?* (খুলনা : খেলাফত পাবলিকেশন্স-১৯৮৪খৃ.) পৃ. ৬৪।

[৭১] আল-কুরআন, ৮০ : ১৩-১৬।

Dhaka University Institutional Repository

শেষ হলে নবীজী বলতেন, পড়। আমি লিখিত অংশটুকু তাঁকে পড়ে শুনাতাম। তাতে যদিকোন ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হত, তিনি তা শুধরিয়ে দিতেন। এরপর তিনি তা সকলের সামনে হাজির করতেন।"[৭২]

কুরআন লিখার উপকরণ

মহনবী (সাঃ) এর সময়ে ওহী লিখার উপকরণ হিসেবে প্রধানতঃ গাছের বাকল, জন্তুর হাড়, চামড়া, শ্বেত পাথর, কাপড়, মিশরীয় ফৌম বস্ত্র এবং তখনকার দিনে আবিস্কৃত এক প্রকার কাগজ ব্যবহৃত হয়েছে।[৭৩]

কুরআন লিখক

নবী করিম (স.) কুরআন মাজীদ লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণের জন্য নিজের তত্ত্বাবধানে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এ মহান কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য তিনি সুশিক্ষিত ও সর্বোত্তম গুণাবলী সম্পন্ন একদল সাহাবাকে মনোনীত করেন। যাঁদেরকে বলা হয় 'কাতেবীনে ওহী' বা ওহী লেখকবৃন্দ। এদের সংখ্যা চল্লিশ জন।[৭৪] এর মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছেনঃ ১. হযরত আবু বাক্র (রা.) ২. হযরত উমর (রা.) ৩. হযরত উছমান (রা.) ৪. হযরত আলী (রা.) ৫. হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) ৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উবাই সারাহ্ (রা.) ৭. হযরত জুবাইর ইব্ন আওয়াম (রা.) ৮. হযরত খালেক ইব্ন সায়ীদ ইবন আস (রা.) ৯. হযরত আবান ইব্ন সায়ীদ ইবন আস (রা.) ১০. হযরত হানজালা ইব্ন রাবী (রা.)

১১. হযরত মা'কীব ইব্ন আবি ফাতেমা (রা.) ১২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আরকাম আল যোহরী (রাঃ) ১৩. হযরত শারহাবিল ইব্ন হাসানা (রা.) ১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহ (রা.)[৭৫] ১৫. হযরত আমের ইব্ন ফাহিরা (রা.) ১৬. হযরত আমর ইব্ন আস (রা.) ১৭. হযরত সাবিত ইব্ন কায়েস শাম্মাস (রাঃ) ১৮. হযরত মুগিরা ইব্ন শো'বা (রা.) ১৯. হযরত খালিদ ইব্ন অলীদ (রা.) ২০. হযরত মুয়াবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ান (রা.) এবং ২১. হযরত যায়েদ ইব্ন সাবিত (রা.)[৭৬] প্রমুখ । হযরত উছমান (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল করিম (স.) -এর নিয়ম ছিল যখন কুরআনের কোন আয়াত অবতীর্ণ হতো তখন ওহী লেখকদের তিনি এ বলে নির্দেশনা প্রদান

---

[৭২] তিবরানী, হাওয়ালায়ে মুহাম্মদঃ তাকী উসমানী, 'উলুমু'ল-কুরআন (দেওবন্দ : কুতুবখানা না'য়িমীয়াহ-১৯৯৩খৃ.) পৃ. ১৭৮।

[৭৩] আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল কারী, (বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি.), খ.২, পৃ. ১৭।

[৭৪] আল্লামা তাকী উসমানী, উলুমূল কুরআন এবং উসুলে তাফসীর, অনুবাদঃ মাওলানা জামান আবদুল খালেক (ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশন্স ২০০৫খৃ.) পৃ. ১৪২।

[৭৫] ইব্ন হাজার আসকালানী, *ফতহুল বারী*, খ. ৯, পৃ. ১৮।

[৭৬] হাফেজ ইবনুল কাইয়্যেম, *যাদুল মায়াদ*, খ.১, পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

করতেন যে, এ অংশটি অমুক সূরার অমুক আয়াতের পরে লেখ।[৭৭] হুজুরের নির্দেশনা মোতাবেক তা লিপিবদ্ধ করা হতো।

এভাবে প্রস্তুতকৃত পান্ডুলিপিগুলোর মধ্যে কুরআনের একটা কপি এমনও ছিল, যেটি স্বয়ং রাসূল করিম (স.) এর বিশেষ তত্ত্বাবধানে নিজের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন।[৭৮] এছাড়া কুরআন লিখকগণ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য সাহাবাগণ নিজেদের ব্যবহারের সুবিধার জন্য সম্পূর্ণ কুরআন বা অংশ বিশেষ লিখে রেখেছিলেন। যেমন, সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবন ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স.) কুরআন সাথে নিয়ে শত্রুভূমিতে ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছেন।[৭৯] এ তথ্যের স্বপক্ষে বহু প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে বলে স্বীকার করতে হয় যে, রাসূল (স.) -এর জীবদ্দশায়ই খন্ডাকারে লিখিত কুরআনের অনেক পান্ডুলিপি সাহাবায়ে কেরামের নিকট সংরক্ষিত ছিল। এসব পান্ডুলিপিতে সম্পূর্ণ কুরআন এবং কোন কোনটায় কুরআনের অধিকাংশ অংশ লিখিত ছিল।[৮০]

কুরআনের বাস্তব আমল

মহানবী (স.) -এর জীবদ্দশায় কুরআন মুখস্ত করন, ব্যাপক চর্চা ও পরস্পরকে শিক্ষা দান এবং লিপিবদ্ধ করে রাখার মধ্যেই সংরক্ষণ প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ ছিলনা। বরং আর যে পদ্ধতিটির প্রতি মহানবী (স.) গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং খুবই কার্যকরী বিবেচনা করেছিলেন তা হলো কুরআনের প্রতিটি নির্দেশনা বাস্তব জীবনে রূপদান করা। মহানবী (স.) স্বয়ং নিজে এবং তাঁর সাহাবাগণ কুরআনের প্রতিটি আয়াতের মর্ম ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করে তদনুযায়ী কাজ ও বাস্তব জীবনে রূপায়িত করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ফলে কুরআনের প্রতিটি কথা, আদেশ ও নিষেধ মহানবী (স.) এবং তার সাহাবাগণের জীবনে কার্যকরভাবে রূপায়িত হয়েছিল। এজন্যেই মহানবী (স.) কে বলা হতো জীবন্ত কুরআন। রাসূল (স.) -এর তিরোধানের পর একদল সাহাবা রাসূলের জীবন-চরিত্র সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) -এর নিকট জানতে চাইলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন পবিত্র কুরআনই রাসূলের জীবন-চরিত্র।

মূলতঃ রাসূল করিম (স.) তাঁর জীবদ্দশায় কুরআনকে সংরক্ষণের সর্বোত্তম ও সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন সংরক্ষণের প্রায় সকল আয়োজন সম্পন্ন হয়ে রয়েছে।

---

[৭৭] ইবন হাজার আসকালানী, *ফতহুল বারী*, খ.৯, পৃ. ১৮।
[৭৮] মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, *কুরআন সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা : দারুল কিতাব-২০০০খৃ.), পৃ. ১৯২।
[৭৯] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল জিহাদ, খ. ১, পৃ. ৪১৯-৪২০।
[৮০] মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, *কুরআন সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা : দারুল কিতাব-২০০০খৃ.) পৃ. ১৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর খিলাফত কালে কুরআন সংরক্ষণ

নবূওয়াতের সূর্য চিরদিনের জন্যে অস্তমিত হওয়ার পর ইসলামী খিলাফতের পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত হয় প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.) -এর উপর। খিলাফত লাভের পর পরই তিনি কয়েকটি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, মুরতাদ ও ভন্ড নবী দাবীদারদের সমস্যা। এদের দমন করার জন্যে হযরত আবুবকর (রা.) কে কয়েকটি যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়েছিল। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইয়ামামার যুদ্ধ। ইয়ামামা নামক প্রান্তরে হিজরী দ্বাদশ সালে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে বহুসংখ্যক সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। এর মধ্যে সত্তর জনের অধিক ছিল হাফিজে কুরআন। কারো কারো মতে এ যুদ্ধে শহীদ হাফিজের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচশত।[৮১] এভাবে একসাথে বহুসংখ্যক হাফিজে কুরআন শাহাদাত বরণ করায় কুরআন সংরক্ষণে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে এ আশংকায় হযরত উমর (রা.) অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। বিভিন্ন স্থানে লিখা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকা অংশগুলোকে একত্রিত করে কুরআনকে গ্রন্থাবদ্ধ আকারে সংরক্ষণ করা সময়ের দাবী এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিবেচনা করে তিনি খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.) -এর নিকট সর্বপ্রথম বিষয়টির যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। খলিফা হযরত আবুবকর (রা.) কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করার পর হযরত উমর (রা.) -এর সাথে একমত হন। এ ঘটনা হযরত যায়িদ ইবন সাবিত (রা.) হতে নিম্নরূপ বর্ণিত আছেঃ হযরত যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের অব্যাহতি পরে একদিন খলিফা হযরত আবুবকর (রা.) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম। এসময় হযরত উমর (রা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হযরত আবুবকর (রা.)আমাকে বললেন, হযরত উমর (রা.) এইমাত্র আমাকে এসে বললেন, ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনে হাফিজদের এক বড় দল শাহাদাত বরণ করেছেন।

এভাবে কুরআনের হাফিজগণ (ভবিষ্যতে বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহে) যদি শহীদ হতে থাকে তাহলে আমার আশংকা হচ্ছে কুরআনের একটি বড় অংশ বিলীন হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমার পরামর্শ হচ্ছে আপনি খলিফা হিসেবে কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। আমি উমর (রা.) কে বললাম, যে কাজ আল্লাহর রাসূল করেননি তা আমি কিভাবে করতে পারি। এর উত্তরে হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! এটি একটি অতি উত্তম কাজ। হযরত উমর এ একই কথা বার বার উচ্চারণ করতে থাকেন। এমনকি এক পর্যায়ে আমার অন্তর খুলে গেল। আমি এর কল্যাণকর দিক উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম। এরপর হযরত আবুবকর (রা.) আমাকে বললেন তুমি একজন জ্ঞানী যুবক। তোমার ব্যাপারে আমাদের কোন সন্দেহ-সংশয় নেই। তুমি নবী

[৮১] মুহাম্মদ তাকী উসমানী, উলুমূল *কুরআন* (দেওবন্দ : কুতুবখানা নাযিমীয়াহ, ১৯৯৩ খৃ.) পৃ. ১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

করীম (স.) -এর ওহী লিখকদের অন্যতম ছিলে। সুতরাং তুমি কুরআন অনুসন্ধান কর এবং এর সবগুলো অংশ একত্রিত করে গ্রন্থাকারে সন্নিবেশ কর।

রাবী হযরত যায়িদ (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! যদি তারা আমাকে একটি পাহাড় এক স্থান থেকে অন্যস্থানে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিতেন তাও আমার কাছে কুরআন সংকলনের নির্দেশের চেয়ে কঠিন মনে হতো না। এরপর আমি হযরত আবুবকর (রা.) কে বললাম, যে কাজ আল্লাহর রাসূল করেননি তা আপনি করবেন? উত্তরে হযরত আবুবকর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! এটি একটি উত্তম কাজ। এ ব্যাপারে হযরত আবুবকর (রা.) আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত অণুপ্রেরণা দিতে থাকলেন যতক্ষণ না আল্লাহপাক আমার অন্তকরণ খুলে দিলেন, যে কাজের জন্য আল্লাহপাক হযরত আবুবকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) -এর অন্তকরণ ইতোপূর্বে খুলে দিয়েছিলেন। সুতরাং আমি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে লিখিত অংশসমূহ সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। যা খেজুরের ডাল, প্রস্তর খন্ড এবং হাফিজদের অন্তকরণে ছিল তা সংগ্রহ করতে থাকলাম। এমনকি আমি সূরা তাওবার শেষ অংশ আবু খুযায়মা আল-আনসারীর কাছ থেকে সংগ্রহ করলাম। এ অংশ তিনি ব্যতীত আমি আর কারো নিকট পাইনি।[৮২]

আয়াতটির অর্থ, "অবশ্যই তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের নিকট একজন রাসুল এসেছেন, তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্যে কষ্টদায়ক। তোমাদের সার্বিক কল্যাণই তাঁর কাম্য। ঈমানদার লোকদের জন্য তিনি অত্যন্ত সহানুভূতি সম্পন্ন ও করুণাশীল।"[৮৩] গ্রন্থাবদ্ধ এ কুরআন খলিফা হযরত আবুবকর (রা.) এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। এরপর এ কুরআন হযরত উমর (রা.) এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। এরপর উম্মূল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.) এর নিকট সংরক্ষিত ছিল।[৮৪]

কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে যায়দ ইবন ছাবিত (রা.) এর সতর্কতা

হযরত যায়দ (রা.) ছিলেন হাফিজদের অন্যতম এবং রাসূলের প্রধান ওহী লেখক। খোদাভীতি, আমানতদারী, উত্তম চরিত্র, তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি প্রভৃতি গুণের জন্য ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ। এজন্যই খলিফা আবুবকর (রা.) কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার গুরুদায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করেছিলেন। হযরত যায়দ (রা.) কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত চারটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন।

---

[৮২] এর অর্থ হচ্ছে, লিখিত অবস্থায় এ অংশটুকু একমাত্র আবু খুযায়মা (রা.) এর নিকট পেয়েছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নিজে ও তাঁর ন্যায় শত শত সাহাবা কুরআনের এ আয়াতের হাফিয ছিলেন।

[৮৩] আল-কুরআন, ৯ : ১২৮।

[৮৪] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, খ.১, পৃ. ১৪৫-১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

১. কোন ব্যক্তি তাঁর কাছে কুরআনের কোন আয়াত নিয়ে আসলে প্রথমে তিনি তা নিজের হিফ্‌জের সাথে মিলিয়ে দেখতেন।

২. হযরত উমর (রা.) হাফিজ ছিলেন। আবু বক্‌র (রা.) তাঁকেও একাজে নিয়োজিত করেছিলেন। যখন কোন ব্যক্তি তাঁদের নিকট কুরআনের কোন অংশ নিয়ে আসতেন তখন দু'জনেই নিজেদের মুখস্তের সাথে তা মিলিয়ে দেখতেন।

৩. কোন লিখিত আয়াত তখনই গ্রহণযোগ্য হত যখন কমপক্ষে দু'জন বিশ্বস্ত সাক্ষী সাক্ষ্যদান করতেন যে, এ আয়াত রাসুলুল্লাহ (স.) -এর সম্মুখে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। আল্লামা সুয়ূতী এ প্রসঙ্গে বলেন, উল্লেখিত সাক্ষ্য-প্রমাণের সাথে এ সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হতো যে, এ আয়াত রাসূল (স.) -এর ওফাতের বছর তাঁর সামনে পেশ করা হয়েছিল এবং তিনি তা সাত হরফে লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে স্বীকৃত দিয়েছেন।[৮৫]

৪. এরপর লিপিবদ্ধ এ সকল আয়াত অন্যান্য সাহাবীগণের নিকট লিপিবদ্ধ ও সংগৃহীত আয়াতসমূহের সাথে মিলিয়ে যাচাই করা হতো।[৮৬]

উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, কুরআন কারীম লিপিবদ্ধ করণে অধিকতর সতর্কতা গ্রহণ করা। শুধু স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর না করে হুবহু ঐসব আয়াত নকল করা যা রাসূলুল্লাহ (স.) -এর সামনে লেখা হয়েছিল।[৮৭]

বস্তুতঃ হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.) সর্বোচ্চ সাবধানতার সাথে কুরআনের পরিপূর্ণ নুসখা তৈরী করে যথাযথভাবে কাগজে লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে এ অসাধারণ কাজ সমাপ্ত করেছিলেন। তবে প্রতিটি সূরা পৃথক পৃথক ভাবে লিখিত হওয়ায় তা অনেকগুলো অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ অংশগুলোকে 'উম্ম' বা মূল পাণ্ডুলিপি বলে আখ্যায়িত করা হতো।[৮৮]

এ পাণ্ডুলিপির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

১. আয়াতগুলো নবী করীম (স.) এর নির্দেশ মোতাবেক সাজানো ছিল। কিন্তু সূরাসমূহ ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়নি।[৮৯]

---

[৮৫] জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলুমি'ল-কুরআন* (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ-১৯৯৩খৃ.) খ.১, পৃ. ৫৮।

[৮৬] মুহাম্মদ তাকী উছমানী, *উলূমুল কুরআন* (দেওবন্দ : কুতুবখানা নাযিমিয়াহ-১৯৯৩ খৃ.). পৃ. ৫৮।

[৮৭] জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলুমি'ল-কুরআন* (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ-১৯৯৩খৃ.) খ.১, পৃ. ৫৮।

[৮৮] জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলুমি'ল-কুরআন* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ-১৯৯৩খৃ.), খ. ১, পৃ. ৫৯।

[৮৯] প্রগুক্ত, পৃ ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

২. এ পান্ডুলিপিতে সাতটি কেরাতই সন্নিবেশিত ছিল ।

৩. এ পান্ডুলিপিতে যেসব আয়াতই সন্নিবেশিত হয়েছিল সেগুলোর তিলাওয়াত রহিত হয়নি ।

৪. এ পান্ডুলিপির ব্যাপারে সকল উম্মতের ঐক্যমত রয়েছে এবং এর প্রতিটি আয়াত মুতাওয়াতির সনদ দ্বারা প্রমাণিত ।

৫. এ পান্ডুলিপি 'হিরী' লিখন পদ্ধতিতে লেখা হয়েছিল ।

মূলত: এ পান্ডুলিপিই পৃথিবীর সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ লিখিত কুরআন যা উমর (রা.) এর পরামর্শে খলীফা আবুবকর (রা.) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন ।

হযরত উছমান (রা.) -এর সময় কুরআন সংরক্ষণ

হযরত উছমান (রা.) যখন খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হলেন তখন ইসলামের সোনালী আলো আরব সীমান্ত অতিক্রম করে সুদূর ইরান ও রোম সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল । ঐসব অনারব ভাষাভাষি লোকেরা ইসলাম গ্রহণের ফলে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে দ্বিরুক্তি পরিলক্ষিত হচ্ছিল ।

যেহেতু কুরআন সাত ক্বিরাতে পড়ার বিধান রয়েছে, সেহেতু অনারব লোকদের কুরআন উচ্চারণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা এমনকি ভুল উচ্চারণও পরিলক্ষিত হয় । ফলে একে অপরকে দোষারূপ করা এমনকি কাফির বলতেও দ্বিধা করেনি । বিষয়টি খলিফা 'উছমান (রা.) এর দৃষ্টিগোচর হলে তিনি এর প্রতিবিধান করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেন ।

তিনি চারজন বিশিষ্ট হাফিজ সাহাবাকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন । তারা হচ্ছেন, হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.), আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা.), সা'ঈদ ইবনু'ল আস (রা.) এবং আবদুর রহমান ইবনু'ল হারিস ইব্ন হিশাম (রা.) । উক্ত চারজন সাহাবীর মধ্যে হযরত যায়দ (রা.) ছিলেন আনসারী এবং অবশিষ্ট তিনজন কুরাইশ বংশীয় । এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য । "হযরত ইব্ন শিহাব যুহরী (রা.) হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একদিন হযরত ওসমান (রা.) এর নিকট হযরত হুযায়ফা ইবনুল-ইয়ামান (রা.) আগমন করেন । তিনি আরমিনিয়া ও আযারবায়জান যুদ্ধে ইরাকীদের নিয়ে সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন । এ সময় ঐসব অঞ্চলের মুসলমানদের কুরআন তিলাওয়াত নিয়ে মতপার্থক্য হযরত হুযায়ফা (রা.) কে অত্যন্ত শংকিত করে তোলে । যুদ্ধশেষে মদীনায় ফিরে এসে তিনি খলিফা হযরত 'উছমান (রা.)এর নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করেন । তিনি খলিফাকে বললেন, আমীরু'ল- মু'মিনীন! মুসলিম উম্মাহ

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াহুদী ও নাসারাদের ন্যায় মতপার্থক্যে লিপ্ত হয়ে বিপর্যস্ত হওয়ার পূর্বে আপনি তাদের রক্ষা করুন। এরপর ‘উছমান (রা.) হাফসা (রা.) এর নিকট এ মর্মে বার্তা প্রেরণ করেন যে, আপনি আপনার নিকট সংরক্ষিত কুরআনের পান্ডুলিপিগুলো আমাদের নিকট হস্তান্তর করুন। আর এর থেকে আরো কপি করব। কাজ শেষে আমরা আপনাকে পুনরায় তা ফিরিয়ে দেব। তখন হযরত হাফসা (রা.) তা ‘উছমান (রা.) এর নিকট প্রেরন করেন।

এরপর হযরত উছমান (রা.) যায়দ ইবন ছাবিত, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের, সাঈদ ইবনুল আস এবং আবদুর-রহমান ইনুল হারিস ইবন হিশামকে এ কাজের নির্দেশ দেন। তারা তা বিভিন্ন মুসহাফে রূপান্তরিত করেন। উছমান (রা.) তিনজন কুরাইশ বংশীয় সদস্যকে বলেন, তোমরা এবং যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) যদি কুরআনের কোন আয়াত সম্পর্কে মতপার্থক্যে পতিত হও, তাহলে তা কুরাইশের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে। কেননা কুরআন কুরাইশদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। তারা এ নির্দেশ অনুসারে কাজ করেন। এরপর হাফসা (রা.) এর কপি তাঁকে ফেরত দেয়া হয়। আর লিপিবদ্ধ সহীফাগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এসকল কপি ছাড়া কুরআনের অন্যান্য কপিগুলোকে তিনি আগুনে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন।[৯০]

মুসহাফে উছমানীর বৈশিষ্ট্য

১. হযরত আবুবকর (রা.) কর্তৃক লিখিত পান্ডুলিপিটিতে আয়াতগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো ছিল, কিন্তু সূরাগুলো সাজানো ছিলোনা। হযরত উছমান (রা.) কর্তৃক প্রস্তুত করা কপিতে সবগুলো সূরাকে ক্রমানুপাতে একই মাসহাফে সাজিয়ে দেয়া হয়।

২. এ কপিতে এমন এক লিখন-পদ্ধতি অণুসৃত হয়, যাতে সাতটি কিরআতই পাঠ করা যায়। যেমন পাঠকে সহজ করার উদ্দেশ্যে এর অক্ষরগুলোর মধ্যে নুকতা এবং যের-যবর-পেশ সংযুক্ত করা হয়নি।[৯১]

৩. তখন পর্যন্ত কুরআনের উপরোক্ত ধরনের একটি মাত্র নুসখা মওজুদ ছিল। এ পর্যায়ে এসে পাঁচটি নুসখা তৈরী করেন। আবু হাতেম সিজিস্তানী (র.) এর মতে সাতটি নুসখা তৈরী হয়েছিল।[৯২]

৪. লিখার ব্যাপারে প্রধানত: হযরত আবুবকর (রা.)এর যামানায় লিখিত নুসখা অনুসরণের পাশাপাশি অধিকতর সাবধানতার জন্য ঐসব পদ্ধতিই অণুসরন করা হয়েছিল যা ঐসময় অণুসৃত হয়েছিল। এক্ষেত্রে সাহাবীদের ঐক্যমতের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

---

[৯০] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, খ.১, পৃ. ৭৪৬।

[৯১] আল্লামা যারকানী, *মানাহিলু'ল-ইরফান*, (বৈরুত : দারুল কুতুব আল- ইলমিয়াহ, ১৯৭৬খৃ.), খ.১, পৃ. ২৫৭।

[৯২] ইবন হাজর আসকালানী, ফতহুল *বারী* (তা. বি.), খ.১, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

৫. পূর্বে লিপিবদ্ধ করা মুসহাফে বিভিন্ন স্থানে আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নাসিখ-মানুসুখের বর্ণনা লিপিবদ্ধ ছিল। কিন্তু এ মুসহাফে ঐসব স্থান পায়নি।[৯৩]

হযরত উছমান (রা.) কর্তৃক তৈরী মাসহাফই কুরআনের প্রামান্য কপি। এর উপর সমগ্র উম্মতের ঐক্যমত রয়েছে। এ পদ্ধতি ব্যতীত অন্যকোন পদ্ধতিতে কুরআনের লেখ্যরীতির প্রচলন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। তাই হযরত উছমানের (রা.) তৈরী করা মাসহাফের অণুলিপি প্রস্তুত করে পৃথিবীর সর্বত্র এর প্রচার-প্রসার ও ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

তিলাওয়াত সহজ করার প্রয়োজন ও প্রচেষ্টা

হযরত উছমানের (রাঃ) প্রস্তুত করা কপিই পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে অণুসৃত হলো। কিন্তু তখনও পর্যন্ত কুরআনে হরকত (যের, যবর, পেশ) এবং নুকতার প্রচলন ছিলনা। এমনকি আরববাসীদের জন্য এর প্রয়োজনও দেখা দেয়নি। কিন্তু কালক্রমে ইসলামের সীমানা যখন আরবভূমি অতিক্রম করে অনারব ভূমি পর্যন্ত পৌঁছালো, তখন অনিবার্যভাবে এর প্রয়োজন দেখা দিল। যাতে অনারব ভাষাভাষি লোকেরা সহজে কুরআন অধ্যয়ন করতে সক্ষম হয়। ফলে অনেক চেষ্টা-সাধনা করে কুরআনে নুকতা ও হরকত সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কুরআনে সর্বপ্রথম নুকতা ও হরকত সংযোজনের ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এ মহান কাজ আঞ্জাম দিয়েছিলেন।[৯৪]

কুরআন মাজিদ মুদ্রণ

মুদ্রণ যন্ত্র আবিস্কৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানগণ কুরআন কারীম হাতে লিখতেন। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান অবিস্মরণীয় ও বিস্ময়কর। আত্মনিবেদিত একদল মুমিনের কুরআনের সেই লিপি-সৌন্দর্য্যের ইতিহাস নাতীদীর্ঘ। মুদ্রণযন্ত্র আবিস্কৃত হওয়ার পর জার্মানীর হেমবার্গে ১১১৩ হিজরীতে কুরআন সর্ব প্রথম মুদ্রিত হয়।[৯৫] এর একটি কপি এখনো মিশরের দারুল কুতুবে সংরক্ষিত আছে।[৯৬] রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের মধ্যে মাওলায়ে উছমান কর্তৃক সর্ব প্রথম কুরআন মুদ্রিত হয়। এরপর ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইরানের তেহরান শহরে কুরআন মাজিদ মুদ্রিত হয়।[৯৭] অত:পর কুরআনের মুদ্রণ কাজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। মুদ্রণের এ ধারা অব্যাহত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

---

[৯৩] আবদ আল-আজিম আল-যারকানী, *মানাহিলুল 'ইরফান* (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ-১৯৭৬খৃ.), খ.১, পৃ. ২৬১।

[৯৪] মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ আল-আনসারী আল-কুরতবী, *তাফসীরে কুরতুবী* (বৈরুত : তা.বি.), খ.১, , পৃ. ৬৩।

[৯৫] মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, *কুরআন সংকলনের ইতিহাস* (ঢাক া: দারুল কিতাব, ২০০০খৃ.) পৃ. ২১৮।

[৯৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

[৯৭] আল্লামা মুহাম্মদ তাকী 'উসমানী, *উলুমূল কুরআন এবং উসূলে তাফসীর* (ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশন্স,২০০৫খৃ.) পৃ. ১৬০।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

465176

ঢা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

আল হাদীসের পরিচয়

কুরআন শরীফ হল আল্লাহ তা'আলার বাণী, আর হাদীস শরীফ হল রাসূলুল্লাহ (স.) এর কথা, নির্দেশিত ও অনুমোদিত কর্মকান্ড। এ দুটোই হল ওহী (وحي) বা প্রত্যাদেশ যার মূল উৎস হলেন মহান আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আল কুরআনের পর হাদীসই হলো ইসলামী জ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। হাদীস হলো রাসূলুল্লাহ (স.) কর্তৃক আল-কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই স্বভাবতঃই সকল মুসলমানকে তাঁর উপদেশ অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইসলামী আইন কানুনের মূল উৎস হল পবিত্র কুরআন। আর হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদানকারী হিসেবে স্বীকৃত।

হাদীসের সংজ্ঞা

হাদীস (حديث) শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হল আহাদীছ (أحاديث)। 'হাদীস' শব্দের অর্থ কথা, বাণী, সংবাদ, খবর, ও ব্যাপার বিষয় ইত্যাদি। পবিত্র কোরআনে হাদীস শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ-

১. বাণী। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন-[১]

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

"কে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী?"

২. সংবাদ। যেমন– আল্লাহ পাক বলেন[২]

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ - فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ

"আপনার নিকট সৈন্য বাহিনীর সংবাদ কি পৌঁচেছে? ফিরাউন ও ছামুদ সম্প্রদায়ের।"

৩. কাহিনী বা ঘটনা। যেমন– আল্লাহ পাক আরও বলেন[৩]-

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا

"আল্লাহ নাযিল করেছেন সর্বোৎকৃষ্ট ঘটনা।"

৪. স্বপ্ন। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন[৪]-

وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ

"আল্লাহ আমাকে (ইউসুফ (আ.) স্বপ্নের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত জ্ঞান দান করেছেন।"

---

[১] আল কুরআন, ৪: ৮৭।

[২] আল কুরআন, ৮৫ : ১৭-১৮।

[৩] আল কুরআন, ৩৯: ২৩।

[৪] আল কুরআন, ১২: ১০১।

Dhaka University Institutional Repository

৫. উপদেশ। যেমন- "وجعلنا هم أحاديثا" "আমি ওগুলোকে তাদের জন্য উপদেশ বানিয়েছি।"

'হাদীস' শব্দের বিশ্লেষণে ইমাম রাগিব ইসফাহানী বলেন:-[৫]

شيئ يلقى فى روع احد من جهة الملاء الاعلى

অর্থাৎ উচ্চতর জগত হতে একজন অন্তর্লোকে যাহা কিছু উদ্রিক্ত হয় তাহাই হাদীস।

আল্লামা আবুল বাকা বলেন:-[৬]

الحديث هو اسم التحديث وهو الاخبار

'হাদীস' না হল কথা বলার, সংবাদ দানের।

রাসূলুল্লাহ (স.) পয়গাম পৌছানোর উদ্দেশ্যে লোকদের সাথে কথা বলতেন, নিজের কথার সাহায্যে ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কথা, তথ্য ও তত্ত্বেও ব্যাখ্যা দিতেন, নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়ে দিতেন, বক্তৃতা ও ভাষণের মাধ্যমে আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতেন, এজন্য তা 'হাদীস' নামে অভিহিত হয়েছে।[৭]

'মোটকথা রাসূলুল্লাহ (স.) এর কথা কাজের বিবরণ ও সমর্থন-অনুমোদনকেই হাদীস বলা হয়।'[৮] রাসূলুল্লাহ (স.) নিজেই এটাকে 'হাদীস' নামে অভিহিত করেছেন:-

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে, যে লোক কিয়ামতের দিন রাসূলের শাফা'আত লাভে ধন্য হবে? তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন-[৯]

لقد ظننت يا ابا هريرة الا يسئلنى احد عن هذا الحديث اول منك لما رأيتك من حرصك على الحديث

'আমি মনে করি, এই হাদীস সম্পর্কে তোমার পূর্বে আর কেহই আমাকে জিজ্ঞাসা করে নাই। বিশেষত এই কারণে যে, হাদীস শোনার জন্য তোমাকে সর্বাধিক চেষ্টিত ও আগ্রহান্বিত দেখিতে পাইতেছি।'

বস্তুত আল কুরআনের বাস্তব প্রতিফলন হলো রাসূলুল্লাহ (স.) এর নবূওয়াতী জীবন তথা হাদীস ও সুন্নাহ।[১০]

মূলতঃ রাসূলের কথা, কাজ ও কোন বিষয়ের প্রতি তাঁর মৌন সম্মতি জ্ঞাপনকে হাদীস বলা হয়।[১১] আল কুরআনে অনেক কিছুরই উল্লেখ আছে যেসব বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছ থেকে বিস্তারিত নির্দেশনা পাওয়া গেছে। তাঁর আচরিত কর্মকান্ড ও উপদেশ এবং পরামর্শ মুমিনের জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ আল কুরআনে

---

[৫] রাগেব ইসফাহানী, *আল মুফরাদাত* , পৃ. ১০৮।

[৬] আল্লামা আবুল বাকা, *উলূমুল হাদীস ওয়া মুসলেহা, হাদীয়াতুল আরেফীন*, খ. ১, পৃ. ২২৯; মাওলানা আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, (ঢাকা : খাইরুন প্রকাশনী, ২০০৭ খৃ.), পৃ. ২২।

[৭] মাওলানা আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, (ঢাকা : খাইরুন প্রকাশনী, ২০০৭ খৃ.), পৃ. ২২-২৩।

[৮] শাহ আব্দুল আজীজ, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ভূমিকা; ভিন্ন মতে সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন এর আসার ও ফাতাওয়াও হাদীস নামে অভিহিত; ইবনে হাজার আসকালানী, *নুখবাতুল ফিকর*, পৃ. ৯৩।

[৯] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*, খ.২, রিকাক অধ্যায়।

[১০] ড. আহমদ আমীন, *ফাজরুল ইসলাম*, পৃ. ২০৮।

[১১] ড. সাবহী সালীহ, উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহু, বৈরুত, দারুল ইলম, ১৯৯১, পৃ. ২৬৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেক মুসলমানের উপর যাকাত ফরয ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু কোথাও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়নি কারা যাকাত দেবে কি পরিমাণ দেবে। রাসূলুল্লাহ (স.) যাকাতের হার নির্ধারণ করেছেন, নিসাব নির্ধারণ করেছেন এবং সমাজে তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন।

আল কুরআনে হাদীসের স্বীকৃতি

স্বয়ং আল-কুরআনুল কারীম হাদীস শরীফের বৈধতাকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে যেখানেই তার আনুগত্যের কথা বলেছেন, সেখানেই তাঁর রাসূলের (স.) আনুগত্য, অনুসরণ ও অনুকরণ করার কথা বলেছেন। যেমন–

- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–[১২]

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

"তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং (এ ব্যাপারে) সর্তক হও। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখ যে, স্পষ্ট প্রচারই আমার রাসূলের কর্তব্য।"

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ও তার রাসূলের (স.) কথা মেনে চলার নির্দেশ এবং নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন[১৩]

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

"রাসূলুল্লাহ তোমাদের যা আদেশ করেন তোমরা তা পালন কর এবং তিনি তোমাদেরকে যা নিষেধ করেন তোমরা তা থেকে বিরত থাক।"

- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন[১৪]

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"নিশ্চয়ই তাদের জন্যই আল্লাহর রাসূলুল্লাহ এর জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ। যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, পরকালে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহকে সবসময় স্মরন করে।"

---

[১২] আল কুরআন, ৫:৯২।

[১৩] আল কুরআন, ৫৯:৭।

[১৪] আল কুরআন, ৩৩:২১।

Dhaka University Institutional Repository

- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন[১৫]

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"আর আমি এই কুরআন আপনার উপর নাযিল করেছি যেন আপনি যেসব বিধান তাদের জন্য দেয়া হয়েছে তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতে পারেন ।"

- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন[১৬]

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ - قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

"হে রাসূলুল্লাহ আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাক, তাহলে আমার অনুসরণ কর; তবেই আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন । আর আল্লাহ হলেন পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল । আপনি আরও বলুন, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর । যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি বলে দিন, নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদের ভালবাসেন না ।"

হাদীসের গুরুত্ব

ইসলামী বিধি-বিধান বা শরীয়তে হাদীস শরীফের গুরুত্ব কতটুকু তা আমরা পরিপূর্ণভাবে সামনের আয়াতগুলো থেকে খুব সহজে বুঝতে ও অনুধাবন করতে সক্ষম হব । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন[১৭]

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"অতএব আপনার প্রতিপালকের শপথ, তারা কখনও ঈমানদার হতে পারবে না, যে পর্যন্ত আপনাকে তাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক সাব্যস্ত না করে । অতঃপর আপনি যা সিদ্ধান্ত দেবেন তাতে তারা যেন অন্তরে সংকীর্ণতা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সন্তুষ্ট চিত্তে উহা গ্রহণ করে ।"

অত্র আয়াত প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য যা বুখারী শরীফে এসেছে । হযরত উরওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হাররা বা মদীনার কঙ্করময় ভূমিতে একটি পানির নালা নিয়ে একজন আনসার হযরত যুবায়ের (রাঃ) এর সাথে ঝগড়া করছিলেন । তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) এর দরবারে বিচার প্রার্থী হলেন । নবী করীম (স.) বললেন, হে যুবায়ের! প্রথমত তুমি তোমার জমিতে পানি দাও, তারপর তুমি প্রতিবেশীর জমিতে পানি ছেড়ে দিবে । আনসারী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সে আপনার ফুফাত ভাই, তাই এই ফয়সালা দিলেন । এতে অসন্তুষ্টিবশত রাসূলুল্লাহ (স.) এর চেহারা রক্তিম হয়ে গেল । তারপর তিনি বললেন, হে যুবায়ের! তুমি পানি চালাবে তারপর আইল পর্যন্ত ফিরে না

---

[১৫] আল কুরআন, ১৬ঃ৪৪ ।

[১৬] আল কুরআন, ৩: ৩১-৩২ ।

[১৭] আল কুরআন, ৪: ৬৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

আসা পর্যন্ত তা আটকে রাখবে; তারপর প্রতিবেশীর জমির দিকে ছাড়বে। আনসারী যখন রাসূলুল্লাহ (স.) কে রাগিয়ে তুললেন তখন তিনি তার হক পুরোপুরি যুবায়ের (রাঃ) কে প্রদানের জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে প্রথমে নবী করীম (স.) এমন একটি নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে উদারতা ছিল।[১৮]

- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন[১৯]

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

"কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর জন্য কখনই শোভনীয় নয় ভিন্ন কিছু চিন্তা-ভাবনা করার, যখন আল্লাহ ও তার রাসূলুল্লাহ কোন কাজের আদেশ করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশ অমান্য করে, সে প্রকাশ্যে পথ-ভ্রষ্টতায় পতিত হয়।

- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন[২০]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ বাঁধে তবে ঐ বিষয়কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি উপস্থাপিত কর। এটাই অতি উত্তম এবং পরিণামেও খুব ভাল।"

- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন[২১]

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল।"

- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন[২২]

قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي

"তুমি বলে দাও, আমার রবের পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আমাকে করা হয়, আমি তো সেই নির্দেশ মোতাবেক চলি।"

---

[১৮] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*, সপ্তম খন্ড, তাফসীর অধ্যায়, হাদীস নং- ৪২২৭, পৃষ্ঠা নং- ৩২৬।

[১৯] আল কুরআন, ৩৩:৩৬।

[২০] আল কুরআন, ৪ : ৫৯।

[২১] আল কুরআন, ৪:৮০।

[২২] আল কুরআন, ৭:২০৩।

Dhaka University Institutional Repository

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ.

সেসমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রসূলের, যিনি নিরক্ষর নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষনা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই সফল।

- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন[২৩]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে আগে বেড়ে যেয়ো না। আল্লাহকে ভয় করো। অবশ্যই আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং জানেন।"

- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন[২৪]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْا۟ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য কর। কোন নির্দেশ শোনার পর মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।"

রাসূলুল্লাহ (স.) কর্তৃক স্বীকৃতি

- রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন -

ألا إني أعطيت القران ومثله معه -

নিশ্চয়ই আমাকে কুরআন দেওয়া হয়েছে এবং একই সাথে কুরআনের ন্যায় আরও এক প্রকার জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।

- রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন -

ألا إني والله قد أمرت ووعظت ونهيت، عن أشياء أنهالمثل القران أوأكثر -

সাবধান! আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যেসব বিষয়ে তোমাদের নির্দেশ দিয়েছি, উপদেশ দিয়েছি, নিষেধ করেছি তা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও উপদেশের অনুরূপ।"

---

[২৩] আল কুরআন, ৪৯: ১।

[২৪] আল কুরআন, ৮: ২০।

Dhaka University Institutional Repository

- রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন -[২৫]

عن أبي هريرة (رض) قال خطبنا رسول الله (ص) فقال : يا أيها الناس قدفرض عليكم الحج فحجوا - فقال رجل: أكل عام يارسول الله (ص)؟ فسكت حتى قالها ثلثا، فقال لو قلت : نعم، فوجبت ولما استطعتم ثم قال : ذروني ماتر كتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ماالستطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه - (أخرجه مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, "হে লোক সকল! তোমাদের উপর হজ্ব ফরয হয়েছে। সুতরাং তোমরা হজ্ব আদায় করবে। তখন এক ব্যক্তি বলল, "হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ! আমাদেরকে উপর প্রতি বছরই কি হজ্ব আদায় করতে হবে? এ প্রশ্ন শুনে রাসূলুল্লাহ (স.) নীরব থাকলেন, কোন উত্তর করলেন না। এমনকি লোকটি তিনবার এই একই প্রশ্ন করল। তারপর সে চুপ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, যদি আমি হাঁ বলতাম, তাহলে প্রত্যেক বছরই হজ্ব করা তোমাদের উপর ওয়াজিব হয়ে যেত। অথচ তোমরা তা করতে সক্ষম হতে না। তারপর রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আমি তোমাদেরকে যে অবস্থায় রাখি তোমরা সে অবস্থায় থাক। নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা অধিক অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন ও তাদের নবীদের সাথে সত্য বিরোধীতার কারণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। অতএব, যখন আমি তোমাদের কোন বিষয়ে নির্দেশ দেই, তখন তোমরা তোমাদের সাধ্যমত তা পালন করার চেষ্টা কর। আর যখন আমি তোমাদের কোন কিছু থেকে নিষেধ করি, তখন তোমরা তা থেকে বিরত থাক।

- রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন -[২৬]

يوشك أن يقعد الرجل على أريكته بحدث بحديثي فيقول : بيني وبينكم كتاب الله ، فما وجدنافيه حلالاستحللناه، وما وجدنا حراما حرمناه، ألاوإنماحرم رسول الله مثلما حرم الله -

মানুষের মাঝে এমন এক সময় আসবে, যখন কোন এক ব্যক্তি তার সোফায় হেলান দিয়ে বসা থাকবে। এমতবস্থায় তার সম্মুখে আমার হাদীসসমূহ হতে কোন এক হাদীস তুলে ধরা হবে। তখন সে বলবে, আমাদের ও তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনুল কারীম রয়েছে, তাইতো আমাদের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং আমরা তাতে যা হালাল পাব তাই হালাল হিসেবে গণ্য করব, আর তাতে আমরা যা হারাম পাব তাই হারাম হিসেবে গণ্য করব। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, সাবধান জেনে রেখো! আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (স.) যা হারাম করেছেন, তা আল্লাহর হারামের ন্যায়।

---

[২৫] মুসলিম শরীফ।

[২৬] *তিরমিযী শরীফ*, ইলম অধ্যায়, খ. ৫, হাদীস নং- ২৬৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলন

রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবদ্দশায়:

হাদীস রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগেই তাঁর জীবদ্দশায় লিখা হত। এমন কি অনেক সাহাবী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীসকে লিখিত আকারে পান্ডুলিপি প্রণয়ন করেছেন।

- রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন -[২৭]

عن عبد الله بن عمرو(رض) قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله (ص) أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله (ص) بشريتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك إلي رسول الله (ص) فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال : اكتب فو الذي نفسي بيده مايخرج منه إلاحق -

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি যা কিছু রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট হতে শ্রবণ করতাম, তা লিখে রাখতাম। আমি ইচ্ছা করতাম যে, আমি এর সবই সংরক্ষণ করি। কিন্তু 'কুরায়শরা' আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করে এবং বলে, তুমি কি রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে যা কিছু শোন, তার সবই লিখে রাখ? অথচ রাসূলুল্লাহ (স.) একজন মানুষ, কখনও তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় কথাবার্তা বলেন আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন। একথা বলার পর আমি হাদীস লেখা থেকে বিরত থাকলাম। অত:পর তা রাসূলুল্লাহ (স.) কে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন : তুমি লিখে রাখ। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না।

- রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন-[২৮]

عن أبي هريرة (رض) قال : كان رجل من الأنصاريجلس إلى النبي (ص)، فيسمع من النبى (ص)، الحديث فيعجبه ولايحفظه، فشكا ذلك إلى النبي (ص)، فقال : يارسول الله (ص)! إني أسمع منك الحديث فيعجبني ولاأحفظه، فقال رسول الله (ص) : استعن بيمينك، وأومابيده للخط -

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (স.) আপনি যা কিছু বলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। কিন্তু মনে রাখতে পারি না। নবী করীম (স.) বললেন, তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও। তারপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইঙ্গিত করলেন।

---

[২৭] *আবু দাউদ*, ইলম অধ্যায়, খ. ৪, হাদীস নং- ৩৬০৭ ।

[২৮] *তিরমিযী শরীফ*, ইলম অধ্যায়, খ. ৫, হাদীস নং- ২৬৬৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

- হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (স.) ভাষণ দিলেন। আবু শাহ ইয়ামানী (রা.) আরয করলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন-[২৯]

اكتب لي يارسول الله (ص) فقال: اكتبو الأبي فلان -

হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (স.)! এ ভাষণ আমাকে লিখে দিন। নবী করীম (স.) ভাষণটি তাকে লিখে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

- রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন-[৩০], খ.২,

عن أبي هريرة (رض) يقول ما من أصحاب البني (ص) أحد أكثرحديثاعنه منى إلاماكان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولاأكتب -

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স.) এর সাহাবীগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) ব্যতীত আর কারো কাছে আমার চাইতে বেশী হাদীস নেই। কারণ তিনি হাদীস লিখে রাখতেন, আর আমি লিখতাম না।

- রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন-[৩১]

عن أبي جحيفة (رض) قال قلت لعلي هل عندكم كتاب قال لا إلاكباب الله أوفهم أعطيه رجل مسلم أوما في هذه الصجيفه قال قلت فما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأ سير -

আবু জুহায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের কাছে কি লিখিত কিছু আছে? তিনি বললেন, না। কেবলমাত্র আল্লাহর কিতাব রয়েছে, আর সেই বুদ্ধি ও বিবেক, যা একজন মুসলিমকে দান করা হয়। এছাড়া যা কিছু (হাদীস) এ পান্ডুলিপিটিতে লেখা আছে। আবু জুহায়ফা (রা.) বলেন, আমি বললাম, এ পান্ডুলিপিতে কি আছে? তিনি বললেন, দিয়াত বা আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও বন্দী মুক্তির বিধান।

- রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন-[৩২]

٦ - احفظوه وأخبروه من وراءكم -

৬. নবী করীম (স.) আবুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বললেন– 'তোমরা এ কথাগুলো মনোযোগ সহকারে স্মরণ রাখ এবং তোমাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে তাদের পৌঁছে দাও।'

---

[২৯] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, ইলম অধ্যায়, খ. ১, হাদীস নং- ১১৩।

[৩০] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, ইলম অধ্যায়, খ. ১, হাদীস নং- ১১৪।

[৩১] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, ইলম অধ্যায়, খ. ১, হাদীস নং- ১১২।

[৩২] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, ইলম অধ্যায়, খ. ১, হাদীস নং- ৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর অনেক সাহাবী তার জীবদ্দশায় হাদীস পান্ডুলিপি আকারে সংকলন করেন। যেমন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) এর সংকললেন নাম ছিল– 'সহীফায়ে সাদিকা' (الصحيفة الصادقة)।

হাসান ইবনে মুনাব্বিহ (রা.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব বা পান্ডুলিপি দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ(স.) এর হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।[৩৩]

আবু হুরায়রা (রা.) এর সংকলনের একটি কপি দামেশক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) তার স্বহস্তে লিখিত সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন, আমি এসব হাদীস রাসূলুল্লাহ (স.)এর নিকট হতে শুনে লিখে নিয়েছি এবং পরে তা পড়ে শুনিয়েছি।[৩৪]

রাফি ইব্‌ন খাদীজ (রা.) কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.) হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর হাদীস লিখে রাখেন।[৩৫]

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) এর পুত্র আব্দুর রহমান একটি পান্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বলেন, এটা ইবনে মাসউদ (রা.) এর স্বহস্তে লিখিত।[৩৬]

সুতরাং এসব দলিলাদি হতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স.) এর সময় থেকে হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সবসময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতে পেতেন, তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর আমলে অনেক সাহাবীর নিকট স্বহস্তে লিখিত সংকলন বর্তমান ছিল।

লিখে রাখার নিষেধাজ্ঞা

- রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন-[৩৭]

لا تكتبو اعني ومن كتب عني غير القران فليمحه وحدثوا عنى فلاحرج ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار-

"আমার পক্ষ হতে কোন কিছু (হাদীস) লিখবে না। যে ব্যক্তি লিখেছে, সে যেন তা মুছে ফেলে। অবশ্য আমার পক্ষ হতে হাদীস বর্ণনায় কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে সে যেন তার বাসস্থান দোযখে তৈরি করে নেয়।"

---

৩৩ *ফাতহুল বারী।*

৩৪ *মুসতাদরাক হাকিম*, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৭৩।

৩৫ *মুসনাদে আহমদ।*

৩৬ *জামি বায়ানিল ইলম*, খ. ১, পৃষ্ঠা- ১৭।

৩৭ আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স.) এর উপরোক্ত বাণী দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হাদীস লিখা বৈধ নয়। অথচ অসংখ্য দলিল প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স.) নিজেই হাদীস লিখার নির্দেশ দিয়েছেন। অনেক বড় বড় সাহাবী হাদীস লিখার দায়িত্ব পালন করেছেন।

নিষেধাজ্ঞার কারণ

১. এই নিষেধাজ্ঞাটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগে (মক্কা) নিছক সাময়িক অসুবিধার উপর ভিত্তি করে একটি অস্থায়ী নির্দেশ মাত্র। এটি কোন বিধিবদ্ধ আইন বা স্থায়ী নির্দেশ ছিল না। তা না হলে নবী করীম (স.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) কে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখার অনুমতি দিতেন না। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) প্রতিটি হাদীস তার নিজের জন্য লিপিবদ্ধ করে নিতেন। এমন কি তা একটি বিরাট গ্রন্থের আকৃতি ধারণ করে ফেলে ছিল এবং তিনি এর নাম রেখেছিলেন 'সাদিকা'।

২. নবী করীম (স.) এর যুগ ছিল কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার যুগ। তাই শুধু কুরআন লিপিবদ্ধ করার ও লিখে রাখার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। কুরআনের পাশাপাশি যদি হাদীসও সমান ভাবে লিপিবদ্ধ করা হত, তাহলে কুরআনের সাথে হাদীসের সংমিশ্রণ ঘটে জটিল পরিস্থিতি উদ্ভব হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। এ কারণেই নবী করীম (স.) কুরআন নাযিল হওয়ার যুগে হাদীস লিপিবদ্ধ করা হতে সাধারণ ভাবে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু যেখানে এরূপ বিভ্রান্তির আশংকা ছিল না রাসূলুল্লাহ (স.) সে সকল ক্ষেত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন।

৩. বর্তমান যুগের মত হাদীস সমূহকে পবিত্র কুরআনে ন্যায় লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রয়োজনীয়তা ছিল না। নবী করীম (স.) ও সাহাবীগণের যুগে হাদীস মুখস্থ ও সংরক্ষণ, হাদীসের ব্যাপক চর্চা ও আলোচনা, হাদীস অন্বেষণের স্পৃহা এবং হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নজরবিহীন সতর্কতা ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা ছিল না।

৪. নবী করীম (স.) তাঁর হাদীসকে কুরআনের সাথে লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন। ভিন্নভাবে লিখতে তাঁর কোন আপত্তি ছিল না।

৫. মোট কথা– নিষেধ প্রথমে করা হয়েছিল এবং সেটি ছিল একেবারেই সাময়িক। পরে তা রহিত করা হয়েছে এবং লেখার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সংকলনের পটভূমি ঃ

সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তার প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ (স.) সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন, তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানবজাতির কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন।

হিজরী প্রথম শতাব্দী হতে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত হাদীস সংকলন ও একত্রিতকরণের যুগকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম যুগ ঃ

এ যুগে কিতাবাদি লিখার চেয়ে স্মৃতি শক্তি দ্বারা হাদীস বেশি ধরে রাখা হত। এ যুগের সূচনা হয় রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগেই। হিজরী প্রথম শতাব্দির শেষের দিকে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। এ যুগ হলো- হাদীস স্মৃতিপটে ধারণের যুগ। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ছিলেন তীক্ষ্ম ধী-শক্তির অধিকারী। তারা প্রিয় নবী (স.) এর বাণী স্মৃতিতে গেঁথে নিতেন। তবে এ যুগে হাদীস লিখিত আকারেও লিপিবদ্ধ করা হতো। স্বয়ং নবী করীম (স.) হিজরত করে মদিনায় পৌঁছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন, যা মদীনার সনদ নামে খ্যাত। হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে সন্ধি করেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফরমান জারি করেন। বিভিন্ন গোত্র প্রধান ও রাজন্যবর্গের কাছে ইসলামের দাওয়াত নামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে জমি, খনি ও কূপ দান করেন। এগুলো সবই লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ ছিল এবং তা সবই হাদীস রূপে গণ্য। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (স.) বিভিন্ন সরকারী কর্মচারীদের জন্য কিতাবুস সাদাকাহ তথা সদকা ও যাকাত সংক্রান্ত মাসায়েল লিখিতভাবে পাঠিয়ে ছিলেন।

দ্বিতীয় যুগ ঃ

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত হাদীস শাস্ত্র সংকলন ও প্রণয়নের প্রাথমিক যুগ। সহাবায়ে কিরাম ও শীর্ষ স্থানীয় তাবেয়ীগণের যুগ তখন সমাপ্তির পথে। তখন ইসলাম দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর বিদআতী গোষ্ঠী ও মনগড়া হাদীস বর্ণনাকারীগণ মিথ্যা হাদীসের প্রচলন শুরু করে। ফলে হাদীস শাস্ত্র সংকলনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। তখন উমাইয়া খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.) সারা মুসলিম বিশ্বে ফরমান জারি করলেন-[৩৮]

---

[৩৮] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, ইলম অধ্যায়, পরিচ্ছেদ নং-৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

انظر ماكان من حديث رسول الله (ص) فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولايقبل إلاحديث النبي (ص) وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لايعلم فإن العلم لايهلك حتى يكون سرا -

"দেখ, খোঁজ কর এবং রাসূলুল্লাহ(স.) এর হাদীসসমূহ সংকলন কর। আমি ইলম লোপ পাওয়ার এবং আলিমদের বিদায় নেওয়ার আশংকা করছি এবং জেনে রাখ রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করা হবে না এবং প্রত্যেকের উচিত ইলমের প্রচার প্রসার করা, আর তারা যেন একত্রে বসে ইলমের চর্চা করে, যাতে যে জানে না সে শিক্ষা লাভ করতে পারে। কারণ, ইলম গোপনীয় বিষয় না হওয়া পর্যন্ত বিলুপ্ত হবে না।

তৃতীয় যুগ ঃ

এ যুগ হিজরী তৃতীয় শতকের শেষ হতে শুরু হয়ে হিজরী পঞ্চম শতকে শেষ হয়। তৃতীয় শতকের শেষ ভাগে হাদীস সংকলন এবং কিতাবাদি প্রণয়নের কাজ পূর্ণতা লাভ করে। এ যুগের শেষ পর্যন্ত যতগুলো কিতাব প্রণীত হয়েছে, সেগুলো পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। যেমন–

প্রথম ভাগ ঃ এ ভাগে রয়েছে বিশুদ্ধ গ্রন্থ সমূহ। যেমন– মুয়াত্তা, বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ এতে রয়েছে দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হাদীস সমূহের গ্রন্থাবলী। যেমন– নাসায়ী, আবু দাউদ, তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ।

তৃতীয় ভাগ ঃ এ ভাগে রয়েছে সে সব কিতাব যাতে সহীহ, হাসান, মুনকার ও যঈফ হাদীস রয়েছে। যেমন– সুনানে ইবনে মাজাহ, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক।

চতুর্থ ভাগ ঃ এ ভাগের গ্রন্থাবলী হচ্ছে– মুসনাদে ফিরদাউস, নাওয়াদিরুল উসূল, কামিল ইবন আদী ইত্যাদি। এসব গ্রন্থের হাদীস সমূহ দূর্বল।

পঞ্চম ভাগ ঃ এ ভাগে রয়েছে সে সব কিতাব যেগুলো মওজু বা বানোয়াট হাদীস সমূহের বর্ণনায় লিখিত। যেমন– মাওযুয়াতে ইবনুল জাওযী।

চতুর্থ যুগ ঃ

এ যুগ ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে শুরু হয়ে বর্তমান পর্যন্ত। এ যুগে হাদীস সমূহকে সুবিন্যাস্ত করা, মার্জিত রূপ দান করা এবং হাদীস ব্যাখ্যা করার কাজ শুরু হয়। এ যুগে দুর্বল ও সহীহ সমস্ত হাদীস সনদ সহকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর "আসমাউর রিজালের" কাজ পূর্ণতা লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসের কিছু বিশেষ পরিভাষা ঃ

১. সনদ (سند) ঃ হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌছেছে তাকে সনদ বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে। নীচে একটা উদাহরণ দেওয়া গেল –

রাসূলুল্লাহ (স.)

↓

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)

↓

আলকামা ইব্‌ন ওয়াক্কাস আল লাইসী (র.)

↓

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম আত-তায়মী (র.)

↓

ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র.)

↓

সুফিয়ান সাওরী (র.)

↓

ইমাম আল হুমায়দী (র.)

↓

ইমাম বুখারী (র.)

২. মতন (مَتَن) ঃ হাদীসের মূল কথা ও তার সমষ্টিকে মতন বলে। উপরে বর্ণিত সনদের মূল হাদীসটি হল– " إنما الأعمال بالنيات" "নিশ্চয়ই প্রতিটি কাজের ফলাফল নির্ভর করে নিয়তের উপর।"

৩. মারফু (حديث مرفوع) ঃ যে হাদীসের সনদ রাসূলুল্লাহ (স.) পর্যন্ত পৌছেছে। এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স.) এর কথা, কাজ ও সম্মতির প্রকাশ পাওয়া যাবে।

৪. মাওকুফ (حديث موقوف)ঃ যে হাদীসের সনদ সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে। এই হাদীসের মাধ্যমে কোন সাহাবীর কথা, কাজ ও সম্মতির প্রকাশ পাওয়া যাবে।

৫. মাকতু (حديث مقطوع) ঃ যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌছেছে। এই হাদীসের মাধ্যমে কোন তাবিঈ এর কথা, কাজ ও অনুমোদনের প্রমাণ পাওয়া যাবে।

সাধারণভাবে হাদীসের প্রকারভেদ

১. সহীহ হাদীস ঃ যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদের উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ ন্যায়পরায়ণ ও প্রখর স্মৃতি শক্তি গুণ সম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষত্রুটি মুক্ত তাকে সহীহ হাদীস বলে।

২. যঈফ হাদীস ঃ যে হাদীসের রাবী কোন সহীহ হাদীসের রাবীর গুণ সম্পন্ন নন তাকে যঈফ হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসকে দুর্বল বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস শরীফের কিছু প্রকারভেদ ঃ

১. হাদীসে কুদসী ঃ

এ ধরণের হাদীসের মূল কথা সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত। যেমন– এ ধরনের হাদীসের বর্ণনা পদ্ধতি হবে এমন– "قال النبي (ص) فال الله تعالى كذا" 'রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন যে আল্লাহ তায়াল এরূপ বলেছেন।' রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট ওহী বা প্রত্যাদেশ পৌছানোর যে সকল পদ্ধতি রয়েছে সে সকল পদ্ধতি অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলুল্লাহ (স.) কে ইলহাম কিংবা স্বপ্ন যোগে অথবা জিবরাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন। আর রাসূলুল্লাহ (স.) তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হাদীসে কুদসীকে হাদীসে ইলাহী (حديث إلهي) বা 'হাদীসে রাব্বানী' (حديث رباني) ও বলা হয়। উদাহরণ–

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, "হে আমার বান্দাগণ! নিশ্চয়ই আমি আমার জন্য যুলুম হারাম করেছি এবং উহা তোমাদের জন্যও হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা একে অন্যের উপর যুলুম করো না।" (মুসলিম শরীফ)

২. মাওযু হাদীস ঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ(স.) এর নামে মিথ্যা কথা রটনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। তার বর্ণিত হাদীসকে মাওযু হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। উদাহরণ–

لاتسبوا الديك فإنه صديقي، ولويعلم بنو أدم مافي صوته لاشتروا ريشه بالذهب

"তোমরা মোরগকে গালি দিও না, কেননা সে আমার বন্ধু। যদি বনি আদম জানত যে, তার স্বরে কি রয়েছে, তাহলে তারা অবশ্যই স্বর্ণের বিনিময়ে হলেও তার একটি পাখা ক্রয় করত।" (আলমানার আল মুনীফ, হাফিজ ইবনুল কায়্যিম, পৃষ্ঠা– ৫৫)

সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের সংখ্যা ঃ

এক হাজারের উর্ধ্বে হাদীস বর্ণনাকারীদের সংখ্যা মোট সাতজন। নিম্নে তাদের নাম প্রদত্ত হলো–

ক্রমিক নং	নাম	বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা	মৃত্যু	জীবনকাল
১।	হযরত আবু হুরায়রা (রা.)	৫,৩৭৪টি	৫৮ হিজরী	৭৮ বছর
২।	হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)	২,৬৬০টি	৬৮ হিজরী	৭১ বছর
৩।	হযরত আয়েশা (রা.)	২,২১০টি	৫৭ হিজরী	৬৫ বছর
৪।	হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)	১,৬৩০টি	৭৩ হিজরী	৮৫ বছর
৫।	হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)	১,৫৪০টি	৭৪ হিজরী	৯৪ বছর
৬।	হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.)	১,২৮৬টি	৯৩ হিজরী	১০৩ বছর
৭।	হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)	১,১৭০টি	৭০ হিজরী	৮৪ বছর

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যম স্তরের হাদীস বর্ণনাকারীগণ এর সংখ্যা ঃ

যাদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যা এক হাজারের কম, কিন্তু পাঁচ শতের অধিক, তাদের নামের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	নাম	বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা	মৃত্যু	জীবনকাল
১।	হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাউসদ (রা.)	৮৪৮টি	৩৩ হিজরী	৬০ বছর
২।	হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.)	৭০০টি	৬৫ হিজরী	৭২ বছর
৩।	হযরত আলী মুর্তাজা (রা.)	৫৮৬টি	৪০ হিজরী	৬৩ বছর
৪।	হযরত উমর ফারুক (রা.)	৫৩৯টি	২৩ হিজরী	৬৩ বছর

স্বল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারীগণ ঃ

যাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১০০ থেকে ৫০০ মধ্যে মুহাদ্দিসীনে কেরাম (র.) তাদের স্বল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ স্তরের সাহাবীদের সংখ্য অনেক। এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের কথা তুলে ধরা হল।

ক্রমিক নং	নাম	বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা	মৃত্যু	জীবনকাল
১।	হযরত উম্মে সালামা (রা.)	৩৭৮টি	৫৯ হিজরী	
২।	হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা.)	৩৬০টি	৫৪ হিজরী	৬৩ বছর
৩।	হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.)	৩০৫টি	৭২ হিজরী	
৪।	হযরত আবু যর গিফারী (রা.)	২৮১টি	৩২ হিজরী	
৫।	হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)	২১৫টি	৫৫ হিজরী	৭২ বছর
৬।	হযরত সাহাল আনসারী (রা.)	১৮৮টি	৯১ হিজরী	
৭।	হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.)	১৮১টি	৩৪ হিজরী	
৮।	হযরত আবু দারদা উয়াইমার ইবনে আমির (রা.)	১৭৯টি	৩২ হিজরী	
৯।	হযরত আবু কাতাদ আনসারী (রা.)	১৭০টি	৫৪ হিজরী	৭০ বছর
১০।	হযরত উবাই ইব্‌ন কাব (রা.)	১৬৪টি	১৯ হিজরী	

হাদীসের সংখ্যা ঃ

হাদীসের মূল কিতাবসমুহের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের 'মুসনাদ' একটি বৃহৎ কিতাব। এতে ৭০০ সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরুল্লেখসহ মোট ৪০,০০০ এবং 'তাকরার' বাদে ৩০,০০০ হাদীস রয়েছে। মোট হাদীসের সংখ্যা সাহাবী ও তাবেঈনের আছার সহ সর্বমোট এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীসের সংখ্যা আরো অনেক কম। হাকিম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরীর (র.) মতে প্রথম শ্রেণীর 'সহীহ হাদীস' হাদীসের সংখ্যা ১০

Dhaka University Institutional Repository

হাজারেরও কম। 'সিহাহ সিত্তায়' মাত্র পৌনে ছয় হাজার হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে ২,৩২৬টি হাদীস 'মুত্তাফাক আলাইহি'। তবে যে বলা হয়ে থাকে, হাদীসের বড় বড় ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রয়েছে, এমন কি নিয়ত সম্পর্কীয় হাদীসটিরই ৭ (সাত) শতের মত সনদ রয়েছে। (তাদবীন, পৃষ্ঠা- ৫৪) আর আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেন।

বুখারী ও মুসলিমের বাইরের কি সহীহ হাদীস আছে?

বুখারী ও মুসলিম শরীফ হাদীসের সহীহ কিতাব। বুখারী ও মুসলিমের বাইরেও সহীহ হাদীস ও সহীহ হাদীসের কিতাব রয়েছে। সহীহ হাদীস সমূহ শুধুমাত্র এই দুই গ্রন্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইমাম বুখারী (র.) বলেন– "আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যতীত কোন হাদীসকে স্থান দেই নি এবং বহু সহীহ হাদীসকে আমি বাদও দিয়েছি।" ইমাম মুসলিম (র.) বলেন– "আমি আমার এ কিতাবে যে সকল হাদীস সংকলন করেছি, তা সমস্তই সহীহ; কিন্তু আমি একথা বলি না যে, এর বাইরে যে সকল হাদীস রয়েছে সেগুলো সমস্তই যঈফ।"

সুতরাং এই দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ হাদীস ও সহীহ কিতাব রয়েছে। তাই বলা যায় যে, বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা-ই-ইমাম মালিক, মুসনাদ আহমদ ও সুনানে দারেমী ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহও সহীহ। (যদিও বুখারী ও মুসলিমের পর্যায়ের নয়)।

ক্রমিক নং	কিতাবের নাম	সংকলকের নাম	মৃত্যু
১।	সহীহ ইবন খুযায়মা	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.)	৩১১ হিজরী
২।	সহীহ ইবন হিব্বান	আবু হাতিম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান (র.)	৩৫৪ হিজরী
৩।	আল-মুসতাদরাক হাকিম	আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (র.)	৪০২ হিজরী
৪।	আল মুখতারা	যিয়াউদ্দিন আল মাকদিসী (র.)	৭৪৩ হিজরী
৫।	সহীহ আবু আওয়ানা	ইয়াকূব ইবন ইসহাক (র.)	৩১১ হিজরী
৬।	আল-মুনতাকা	ইবনুল জারূদ আব্দুল্লাহ ইবন আলী (র.)	
৭।	সুনান দারে কুতনী	আলী ইবনে ওমর ইবনে আহমদ দারে কুতনী (র.)	

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণী বিভাগ ঃ

হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরণ ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিচে এর কতিপয় পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হল–

১. আল জামি ঃ যে সব হাদীস গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, আহকাম-শরীআতের আদেশ-নিষেধ, আখলাক ও আদব, দয়া, সহানূভূতি, পানাহারের আদব, সফর ও কোন স্থানে অবস্থান, কুরআনের তাফসীর, ইতিহাস, যুদ্ধ ও সন্ধি, শত্রুদের

Dhaka University Institutional Repository

মুকাবিলায় মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ, বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয়, রিকাক, প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়, তাকে 'আল-জামি' বলা হয় । সহীহ বুখারী ও জামি তিরমিযী এর অন্তর্ভূক্ত ।

২. আস-সুনান ঃ যে সব হাদীস গ্রন্থে কেবলমাত্র শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মনীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস একত্র করা হয় এবং ফিক্‌হ শাস্ত্রের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সজ্জিত হয় তাকে সুনান বলে । যেমন– সুনান আবু দাউদ, সুনান নাসাঈ ।

৩. আল-মুসনাদ ঃ যে সব হাদীস গ্রন্থ সাহাবায়ে কিরামের ক্রমানুসারে, তাদের পদ মর্যাদা, বংশ-গৌরব, প্রথম ইসলাম গ্রহণ করা ইত্যাদি অনুসারে হাদীস সমূহ সংকলন করা হয় তাকে 'আল-মুসনাদ' বলে । যেমন– ইমাম আহমদ (র.) এর মুসনাদ, মুসনাদে আবু দাউদ, তায়ালিসী ইত্যাদি ।

৪. আল-মু'জাম ঃ যে হাদীস মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক-একজন উস্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত হাদীসমূহ তাদের ক্রমানুসারে পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশ করা হয়, তাকে 'আল-মু'জাম' বলে । যেমন– ইমাম তাবারানী (র.) সংকলিত 'আল-মু'জামুল কবীর' ।

৫. আর-মুসতাদরাক ঃ 'মুসতাদরাক' হাদীসের ঐ কিতাবকে বলা হয়, যার মধ্যে ঐসব অবশিষ্ট হাদীস সমূহ একত্রিত করা হয় যেগুলোকে কোন বিশেষ গ্রন্থকার তার নির্ধারিত শর্তাবলী পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও নিজ কিতাবে লিপিবদ্ধ করেননি । যেমন– ইমাম হাকিম নিশাপুরীর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থ ।

মুহাদ্দিস হাকিম (র.) মুসতাদরাকের মধ্যে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র.) এর ঐসব হাদীস একত্রিত করেছেন– যে সব সহীহ হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) স্বীয় কিতাবে লিপিবদ্ধ করেননি । যদিও ঐসব হাদীস তাদের নির্ধারিত শর্তাবলী অনুযায়ী সহীহ ছিল ।

হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহ সম্পর্কে কিছু তথ্য ঃ

১. মুয়াত্তা-ই-ইমাম মালিক (র.) ঃ

- তার পুরো নাম হচ্ছে– ইমামু দারিল হিজরা মালিক ইব্‌ন আনাস ইবন মালিক আল-আসবাহী (র.)
- জন্ম– ৯৩ হিজরী মদীনা শরীফে ।
- মৃত্যু– ১৭৯ হিজরী মদীনা শরীফে ।
- তিনিই সর্ব প্রথম সহীহ হাদীসের গ্রন্থ সংকলন করেন । যার নাম হল– 'মুয়াত্তা' । এ সম্পর্কে তিনি বলেন– 'আমি আমার এ কিতাব মদীনার সত্তর জন ফকীহ এর সামনে পেশ করলাম, তারা সকলেই সেটা সমর্থন করেন । তাই আমি এর নাম রাখলাম 'আল-মুয়াত্তা' বা সমর্থিত ।
- ইমাম শাফেয়ী (র.) মুয়াত্তা সম্পর্কে বলেন– আল্লাহর কিতাব কুরআন মাজীদের পর 'মুয়াত্তা ইমাম মালিক' সর্বাধিক বিশুদ্ধ ।
- মুয়াত্তায় সংকলিত হাদীসের সংখ্যা হল– ১৭২০টি ।

Dhaka University Institutional Repository

২. মুসনাদ ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.) ঃ

- তার পূর্ণ নাম হল– ইমামু আহলি সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল আশ-শায়বানী (র.)।
- তার জন্ম– ১৬৪ হিজরী সনে বাগদাদে।
- তার মৃত্যু– ২৪১ হিজরী সনে বাগদাদে।
- মুসনাদ আহমদ- এ সংকলিত হাদীসের সংখ্যা হল– ৪০ (চল্লিশ) হাজার (পুনরুল্লেখসহ) পুনরুল্লেখ ছাড়া ৩০ (ত্রিশ) হাজার হাদীস।
- হাদীস গ্রন্থসমূহের মুসনাদে আহমদই সর্ববৃহৎ হাদীস গ্রন্থ ও বিশুদ্ধ।
- হিজরী ১৮০ সনে তিনি এ গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

৩. বুখারী শরীফ ঃ

- তার পূর্ণ নাম হল– আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-জুউফী আল বুখারী (র.)
- বুখারী শরীফের এর পূর্ণ নাম হল– আল জামিউ আল মুসনাদ আস সাহীহ্ আল মুখতাছার মিন উমুরি রাসূলিল্লাহি (স.) ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়ামিহি।
- ইমাম বুখারী ১৯৪ হিজরী সনে 'বুখারা' শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান 'উজবেকিস্তানে' এটি অবস্থিত। এবং এই একই জায়গায় তিনি ২৫৬ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।
- বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা– ৭,৩৯৭টি একাধিকবার উল্লেখসহ। আর একাধিকবার উল্লেখ বাদ ২,৪৬০টি হাদীস।
- বুখারী শরীফ পবিত্র কুরআনের সবচাইতে বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ হিসেবে মুসলমানদের নিকট সমাদৃত।

৪. মুসলিম শরীফ ঃ

- ইমাম মুসলিম এর পুরো নাম– আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী (র.)।
- তার জন্ম– ২০৪ হিজরী সনে 'নিশাপুর' নামক শহরে যা বর্তমান ইরান-এ অবস্থিত।
- মৃত্যু– ২৫৯ হিজরী সনে ঐ একই শহরে।
- সহীহ মুসলিম- এ বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা- ৭,১৫১টি। একাধিকবার উল্লেখ বাদে হাদীসের সংখ্যা– ৩০৩০টি।
- সহীহ মুসলিম বুখারী শরীফের বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত।

Dhaka University Institutional Repository

৫. সুনান আবু দাউদ ঃ

- ইমাম আবু দাউদ এর পূর্ণ নাম হল– সুলায়মান ইবনুল আশআছ আস সিজিস্তানী (র.)।
- তিনি জন্ম গ্রহণ করেন– হিজরী ২০২ সালে এবং মৃত্যুবরণ করেন– ২৭৫ হিজরী সালে।
- এতে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা– ৪,৮০০ টি।

৬. সুনান নাসা'ঈ ঃ

- সুনান আন-নাসা'ঈর আর একটি নাম হল– 'আল-মুজতাবা'।
- ইমাম নাসা'ঈর পূর্ণ নাম হল– আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইব্‌ন শুআইব আন-নাসা'ঈ (র.)।
- তিনি ২১৫ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ এবং ৩০৩ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।
- এতে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা– ৪৪৮২টি।

৭. সুনান আত-তিরমিযী ঃ

- ইমাম তিরমিযীর পূর্ণ নাম হল– আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন সাওরাতা আত-তিরমিযী (র.)।
- তিনি ২০৯ হিজরী সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৭৯ হিজরী সনে ওফাত লাভ করেন।
- জামি আত-তিরমিযীর মধ্যে ১৪৬টি অধ্যায় ও উপ-অধ্যায় এবং ২১১৪টি পরিচ্ছেদ রয়েছে।
- এতে হাদীসের সংখ্যা ৩,৮১২টি। হাদীসের পুনরুক্তি খুবই কম। যার সংখ্যা মাত্র ৮৩টি।

৮. সুনান ইব্‌ন মাজাহ ঃ

- ইমাম ইব্‌ন মাজাহ এর পূর্ণ নাম হল– আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাজবিনী (র.)।
- তিনি ২০৯ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ এবং ২৭৩ হিজরী সালে ইন্তেকাল করেন।
- সুনান ইবনে মাজাহর মধ্যে ৩২টি অধ্যায়, ১৫০০টি পরিচ্ছেদ এবং ৪৩৩৮টি হাদীস রয়েছে।
- অবস্থাগত দিক হতে সুনান ইবনে মাজাহ সর্বনিম্ন পর্যায়ের একটি সুনান গ্রন্থ। এর মধ্যে দুর্বল এবং অগ্রহণযোগ্য হাদীস রয়েছে।
- এ গ্রন্থে ১৩৩৯ টি হাদীস রয়েছে যা উপরোক্ত হাদীস গ্রন্থ সমূহে নেই।

Dhaka University Institutional Repository

- এ গ্রন্থে ১৩৩৯ টি হাদীস রয়েছে যা উপরোক্ত হাদীস গ্রন্থ সমূহে নেই ।
- আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ুতী (র.) এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন– "একমাত্র ইমাম ইবনে মাজাহই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে এমন কতিপয় ব্যক্তির নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যারা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মিথ্যা ও চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত ।

সুতরাং পরিশেষে এ কথা নিঃসংকোচে বলা যেতে পারে যে, হাদীস শরীফ ব্যতীত ইসলামী শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভব নয় । হাদীস শরীফ ছাড়া শুধু মাত্র কুরআনের উপর ভিত্তি করে যে কোন প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণা অসম্পূর্ণ ও অপূর্ণাঙ্গ । শুধু তাই নয়, এ ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিতে পড়ার সমূহ আশংকা থেকেই যাবে । তাই আমরা হাদীস শরীফের যথাযথ গুরুত্ব উপলব্ধি পূর্বক সে অনুসারে নিজেদের পরিচালনা করব ।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

আরবী পদ্য সাহিত্যে আল-কুরআনের প্রভাব

আল-কুরআনুল কারীম এর শুভ অবতরন ও সৃষ্টি শৈলীই তাঁর ভাষা ও সভ্যতার উপর প্রভাব বিস্তারের দাবী রাখে। আল-কুরআন قرء ধাতু থেকে উৎপত্তি, যার আভিধানিক অর্থ হল, অধিক পঠিতব্য, অধিক প্রভাব বিস্তারকারী, অর্থাৎ যা সৃষ্টি থেকে লয় পর্যন্ত সকল মানুষের কাছে একমাত্র অধিক পঠিতব্য বিষয়, এবং যা তাঁর ভাষা ও সভ্যতায় সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তারকারী গ্রন্থ। ইসলামের শাশ্বত মু'জিজা।[১] আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম বা পবিত্র বাণী। তাই এর রচনা শৈলী ও বিষয় বিন্যাস স্বতন্ত্র। এর প্রকাশরীতি, ব্যঞ্জনা, অভিব্যক্তি ও আবেদন অনুপম। এর ভাষা অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।[২] মহান আল্লাহ তাঁর শাশ্বত বিধান অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট স্বজাতীয় ভাষায় কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করেন। যেমন: [৩]

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

'আমি প্রত্যেক রাসূল (স.)-কেই তাঁর স্বজাতীর ভাষা-ভাষি করে পাঠায়েছি, তাদের নিকট পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য'।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হল একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার মূলনীতি। আল্লাহ তা'আলা মহানবী (স.) এর ২৩ বছরের নবুয়াতী জীবনে ইসলামী আন্দোলন ও সংগ্রামের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার রূপরেখার আলোকে অল্প অল্প করে জিব্রাইল আমীন এর মাধ্যমে, ইল্‌হাম বা স্বপ্ন যোগে অবতীর্ণ করেন। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ইন্তিকালের তিন মাস পূর্বে কুরআন মাজীদের অবতরণ সমাপ্ত হয়।[৪]

'আমি তোমার ভাষায় এ (মহাগ্রন্থ আল-কুরআন) কে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তুমি তার দ্বারা সাবধানীদের সুসংবাদ দিতে পার ও তর্কপ্রিয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার'।[৫] আল-কুরআন, আমিতো আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার'।[৬]

আরবী ভাষায় এ কুরআন (মাজীদ) যার মধ্যে কোন জটিলতা নেই। যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।[৭] এভাবে আমি তোমাদের উপর আরবী ভাষায় কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি সতর্ক করতে পার।

---

[১] মান্না আল-কাত্তান, *ফী 'উলুম আল-কুরআন* (বৈরুত: মুআস্‌সাসাতুর-রিসালাহ, ৯১৫হি./১৯৯৫ খৃ.), সংস্ক.২৬, পৃ.৯।

[২] ড.মুস্তাফিজুর রহমান, *কুর'আন পরিচিতি* (ঢাকা:নুবালা পাবলিকেশনস্‌, ১৯৯২খৃ.), প্র.১, ভূমিকা দ্র.।

[৩] আল-কুরআন, ১৪:৪ ; অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদের অনুবাদ সম্পাদানা পরিষদ, আল-কুরআনুল কারীম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ : ১৩৯৭হি./১৩৭৪ বাংলা/১৯৬৮ খৃ.), সংস্ক.৩ থেকে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কিছু কিছু অনুবাদ আ.ত.ম.মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* এবং অন্যান্য রেফারেন্স বই থেকেও নেওয়া হয়েছে।

[৪] আহমদ হাসান যাইয়্যাত, *তারিখুল আদাবুল আরাবী*, পৃ.৯০ ; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ.১৩৭।

[৫] আল-কুরআন, ১৯:১৭

[৬] আল-কুরআন, ১২:২

Dhaka University Institutional Repository

মক্কার অধিবাসীদেরকে ও তার আশ-পাশে যারা বাস করে তাদেরকে আরও সতর্ক করতে পার সমবেত হওয়ার দিন সম্পর্কে। যার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন একদল জান্নাতে ও আর একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[৮]

পবিত্র কুরআন মাজীদ নিজের সম্পর্কে ঘোষণা দেন যে, যাবতীয় অদৃশ্য জগতের চাবি তাঁর যাতে নিবদ্ধ রয়েছে, সেই (অদৃশ্য) খবরতো তিনি ছাড়া কারোই জানা নেই। জলেস্থলে (যেখানে) যা কিছু আছে তা শুধু তিনিই জানেন। (এই সৃষ্টিরাজির) একটি পাতা কোথাও ঝরেনা যার (খবর) তিনি জানেন না, মাটির অন্ধকারে এমন একটি শস্য কনাও নেই, নেই কোন তাজা সবুজ কিংবা শুকনো (চিহ্ন) যার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ (তাঁর কাছে) একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে বিদ্যমান নেই।[৯] এ কিতাব মুসা (আ.)-এর কিতাবের সমর্থক আরবী ভাষায়[১০] এভাবে আমি আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি এক নির্দেশনামা।[১১]

আমি আমার বান্দার উপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, তাঁর (সত্যতার) ব্যাপারে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে তার কোন একটি সুরার মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া তোমাদের আর যেসব সহযোগী রয়েছে, সহযোগিতার জন্য তাদেরকে ডাকো। যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকো।[১২] আমি এই উপদেশ (সম্বলিত) কুরআন নাযিল করেছি। আমিই একে সংরক্ষণকারী।[১৩]

ইসলামের শান্তির আহবান যেমন:-[১৪]

وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

'আল্লাহ (তা'আলা) শান্তির আবাসের দিকে ডাকছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সরল সঠিক পথ দান করেন'

---

[৭] আল-কুরআন,৩৯ : ২৮

[৮] আল-কুরআন, ৪২:৭

[৯] আল-কুরআন, ৬:৫৯

[১০] আল-কুরআন, ৪৬:১২

[১১] আল-কুরআন, ১৩:৩৭

[১২] আল-কুরআন, ২:২৩

[১৩] আর-কুরআন, ১৫:৯

[১৪] আল-কুরআন, ১০:২৫

Dhaka University Institutional Repository

ফলে তাদের হিংস্র, অসভ্য রাজ্যে প্রবেশ করলো ভালবাসা ও সম্প্রীতিপূর্ণ ভ্রাতৃত্বের আলো। আর এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পনের কারণে। আল-কুরআনের পবিত্র বাণী:'যখন তাঁর প্রভূ তাকে বললেন, 'আত্মসমর্পণ' কর, তিনি বললেন আমি বিশ্ব প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম'।[১৫]

আল্লাহ তা'আলার যে রহমত রয়েছে তা তোমরা স্মরণ কর, তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অত:পর তিনি তোমাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন, ফলে তোমরা মহান আল্লাহর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গিয়েছ'।

তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হল যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। আল-কুরআনের বাণী: [১৬]

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسلَامُ وَمَا اختَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ إِلَّا مِن بَعدِ مَا جَاءَهُمُ العِلمُ بَغياً بَينَهُم وَمَن يَكفُر بِآيَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الحِسَابِ

'(মহান) আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম হচ্ছে ইসলাম, সুস্পষ্ট জ্ঞান ও হিদায়াত আসার পর যারা অন্যান্য কিতাবকে অনুসরণ করে (তা সুস্পষ্ট সীমালংঘন), যারা আল্লাহ (তা'আলা)-র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ (তা'আলা) দ্রূত হিসাব গ্রহণকারী'।

এতদিন আরববাসীরা তাদের সাহিত্য নিয়ে অহংকার করে বেড়াত, তাদের দীর্ঘদিনের অনুশীলনের ফলে তাদের মাঝে যথেষ্ট পান্ডিত্য, বাগ্মিতা, বাচনভঙ্গিতে প্রাঞ্জলতা ও বর্ণনায় যথেষ্ট মাধুর্য সঞ্চিত হয়েছিল।

কিন্তু মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ভাষাগত অলংকারিক বৈশিষ্ট্য, সাহিত্যিক মান, এক হৃদয়গ্রাহী আবেদন তাদের সাহিত্যেকে ম্লান করে দেয়, তারা আল-কুরআনের অলৌকিক বাচনভঙ্গি ও অপূর্ব ভাবধারার নিকট আত্মসমর্পণ করে। তাই তারা কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ (স.) কে কবি যাদুকর বলেছেন। তাদের নিষ্ঠুর হৃদয় গলে হাত থেকে তরবারী খসে পড়ে। তারা স্বীকার করতে বাধ্য হলো:

ليس هذا من كلام البشر

'এ বাণী মানুষের (রাসূলের) নয়',

খালিদ ইব্‌ন উকবা আল-কুরআনের বাণী শুনে বলে উঠেন: [১৭]

---

[১৫] আল-কুরআন, ২:৩১

[১৬] আল-কুরআন, ৩:১৯

[১৭] কাজী মুহাম্মদ সালমান (র.), (লাহোর : ১৯৬২ খৃ.), খ.৩, পৃ.২৯৮-২৯৯ ; আ.ত.ম.মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, সংস্ক. ৬, পৃ.১৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

والله ان له لحلواة وان عليه لطراوة وان اسفله لمغدق وان لاعلاة لمثمر و وما يقول هذا بشر -

'আল্লাহ তা'আলার কসম, নিশ্চয়ই এ কুরআন মাজীদে আছে মাধুর্য ও সঞ্জীবনী শক্তি, নিশ্চয়ই এর অভ্যন্তর সন্তুষ্টিদায়ক এবং বহির্ভাগ ফলদায়ক। এবং এটি মানুষের রচনা নয়'।

আল-কুরআনের সূরার ন্যায় একটি ছোট সূরা রচনা করতে তাদের চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ চ্যালেঞ্জের জবাব শুধু সমসাময়িক কালেও দিতে পারেনি। ভাষা তাদের কতটা আয়ত্বে থাকলেও যে অবিনশ্বর জগত থেকে কুরআন মাজীদ এসেছে, সে জগতের ভাবধারার সঙ্গে তাদের পরিচয় কি করে সম্ভব হতে পারে?[১৮]

মুসায়লামা বিন কাজ্জাব নবুয়্যাত দাবী করে আল-কুরআনকে চ্যালেঞ্জ করে একটি সূরা তৈরীর অপচেষ্টা করেন যেমন:[১৯]

يا ضفدع نقى ما تنقين – فلا الماء تتكدرين ولا الشارب تمنعين -

'হে ভেক, যত পার ঘ্যানর ঘ্যানর কর, তুমি পানিকে দুষিত করতে পারবেনা এবং পানকারীকেও বাধা দিতে পারবেনা'।

মুসায়লামার[২০] আরও একটি সূরার অংশ বিশেষ নিম্নরূপ:

الفيل ، ماالفيل وما ادراك مالفيل له ذنب وبيل وخرطوم طويل -

'হাতি, হাতি কি? তুমি জান হাতি কি? তার আছে একটি খাট লেজ ও একটি লম্বা শুঁড়।' মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পবিত্র বাণীর সঙ্গে এ রচনার বিন্দুমাত্র তুলনা হতে পারে না। এটি একটি হাসির খোরাক মাত্র। কুরআন মাজীদ শুধুমাত্র আরবী সাহিত্য জগতকে সমৃদ্ধ করতে বা আরবী ভাষাকে ঐক্য প্রদান করতেই আসেনি। বরং এগুলো আল-কুরআন এর পরোক্ষ প্রভাব বা ফলাফল। আল-কুরআন মানুষের জন্য হিদায়াত নিয়ে এসেছেন। মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধিই (মহাগ্রন্থ) আল-কুরআনের মূল লক্ষ্য।[২১]

---

[১৮] জুরজী যায়দান, *তারিখুল আদাবুল আরাবী*, খ.১, পৃ.১৩৫।
[১৯] আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, *তারিখুল আদাবিল আরাবী* (উর্দু অনুবাদ), পৃ.১৬১ ; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ.১৩৩।
[২০] মুসায়লিমা মহানবী (স.)-এর জীবদ্দশায় নবুয়্যাত দাবী করেছিল। মাঈনুদ্দীন নদভী, তারিখুল আদাবিল 'আরাব, খ.১, সংস্ক. ২, পৃ.১৩৫ ; মুস্তফা সাদিক আর রাফাঈ, *তারিখিল আদাবিল আরব*, খ.২, পৃ.১৭৬-২৮৩।
[২১] আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ.১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআন মুহাম্মদ (স.)-এর রিসালাত প্রমাণের ক্ষেত্রে একটি চিরন্তন মু'জিজা। আল-কুরআন তার অনুপম বর্ণনা ভঙ্গি ও অলংকারিকতার জন্য সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মু'জিজা হিসেবে অক্ষুন্ন থাকবে।[২২]

মক্কা বিজয়ের পর আরবরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবদ্দশায় আরবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অত:পর কুরআন মাজীদ পাঠ ও মুখস্থ করণে তারা মনোনিবেশ করে। সালাত আদায়ের জন্য আল-কুরআনের বিশেষ বিশেষ সূরা মুখস্থ করা বাধ্যতামূলক করা হল। বাস্তব জীবনে তারা আল-কুরআনের আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে শুরু করল। আল-কুরআনকেই তারা তাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নিল। ফলে তাদের ভাষা ও সাহিত্য আল-কুরআন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হতে থাকে। **যেমন:**

আল-কুরআনের প্রভাবে আরবী ভাষা বিলুপ্ত হয়নি:

আরব সভ্যতায় অন্যান্য প্রাচীন ভাষার ন্যায় আরবী ভাষা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি, কুরআন মাজীদকে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রাচীন আরবী কবিতা সংগ্রহ করা হয়েছিল। আল-কুরআনের বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যার জন্য আরবী কবিতা থেকে প্রমাণ উপস্থিত করা হত। শুধু এই ব্যাখ্যার প্রয়োজনে তাফসীর কারকগণ তাঁদের গ্রন্থাদিতে তিনলক্ষ কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[২৩] আল-কুরআনের অলৌকিক শক্তির কারণে প্রাচীন আরবী ভাষা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি। কারণ আল-কুরআনে অনেক প্রাক-ইসলামী বাকধারা (Idiom) ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন আল-কুরআনের সূরা আল-মুদ্দাচ্ছির এর প্রথম দিকের আয়াত:[২৪]

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَأَنذِرْ - وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ - وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ - وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

'হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! ওঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, তোমার অন্তর পবিত্র রাখ আর অপবিত্রতা হতে দুরে থাক।' ثياب এর সাধারণ অর্থ পরিচ্ছদ; কিন্তু এখানে তাকে অন্তর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এই অর্থের ইঙ্গিত পাওয়া যায় প্রাক ইসলামী যুগের কবি সম্রাট ইমরুউল কায়েসের মু'আল্লাকায়:[২৫]

---

[২২] ইমাম বদরুদ্দীন মুহাম্মদ আবদুল্লাহ,আল-যারকানী, *আল-বুরহান ফী 'উলুমুল কুরআন* (কায়রো : মাকতাবাতু দারুত্-তুরাছ,তা.বি.), খ.২, পৃ.১০১।

[২৩] মুস্তফা সাদিক রাফাঈ, *তারিখুল আদাবিল আরাব*, খ.২, পৃ.১১৯, ফুটনোট-১ ; আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*,পৃ.১৪২(মূল কথাগুলো প্রাধান্য পেয়েছে)।

[২৪] আল কুরআন, ৭৪:১-৪

[২৫] شرح المعلقات السبع للزوزني ، ص _ ১০ :

من الناس من جعل الثياب فى هذا البيت بمعنى القلب كما حلمت الثياب على القلب ى قول عنترة :

فشككت بالرمح الاصم ثيابه ** ليس الكريم على القنا بمحرم

فقد حملت ثياب فى تعالى وثيابك فطهر على المراد به القلب

Dhaka University Institutional Repository

وان تك قد سائتك منى خليقة   فسلى ثيابى من ثيابك تنسل

'আমার কোন আচরণ যদি তোমার খারাপ লেগে থাকে তাহলে আমার হৃদয় হতে তোমার হৃদয় (ফিরিয়ে দাও) বের করে দাও, তাহলেই তুমি পৃথক হয়ে যাবে।'

পবিত্র কুরআনের الشعراء (কবিবৃন্দ) নামে একটা সূরা আছে, যার শেষের দিকের কয়েকটি আয়াত:[২৬]

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ - أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ - وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ -

'কবিদের সম্বন্ধে বলা যায় তাদের অনুসরণ করে বিভ্রান্ততা, তুমি কি প্রত্যক্ষ করনা যে, তারা উদভ্রান্ত হয়ে উপত্যকায় উপত্যকায় সমূহে ঘুরে বেড়ায়, তদুপরি তারা মুখে যা বলে বেড়ায় তা নিজেরা করে না? তবে তাদের মধ্যে ব্যতিক্রম হচ্ছে তারা, যারা ঈমান আনে ও সৎ কার্য করে আর আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণ করে, অত্যাচারিত হওয়ার পর আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়, অত্যাচারিরা শীঘ্রই অবগত হবে কোন পরিণতির দিকে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে।'

এসকল কারণে প্রাচীন কবিতা সংগ্রহ করতে, কবিদের জীবনী ও কর্মধারার সাথে পরিচিতি এবং কবিতার সংরক্ষণ ও চর্চা করতে মুসলমানগণ উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

আল-কুরআনের শব্দের ব্যাখ্যার জন্য প্রাচীন আরবী শব্দ ভান্ডারের ব্যবহারঃ

মুসলমানদের কর্তব্য হল, কুরআন বুঝা, অনুধাবন করা সে অনুযায়ী আমল করা। তাদেরকে কুরআনের শব্দ ও বাক্যের ব্যাখ্যার প্রয়োজনে প্রাচীন আরবী কবিতা, প্রাচীন আরবী সাহিত্য, অধ্যয়ন করতে হয়েছে। এভাবে প্রাচীন আরবী পদ্য সাহিত্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

আল-কুরআনে প্রাচীন মানব ইতিহাসের বিভিন্ন ব্যক্তি ও স্থানের বর্ণনা করায় আরবী কাব্য সাহিত্যে ইতিহাস ভিত্তিক কবিতার স্থান পায়ঃ

মানুষকে শিক্ষাদানের জন্য প্রাচীন মানব ইতিহাসের কিছু ঘটনা আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। 'উহাদের কাহিনীতে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা রয়েছে'।[২৭] সেই অবলম্বনে মুসলিম পন্ডিতগণ আল-কুরআনের ভাষা ও শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে আরবী ভাষায় শতশত কবিতা রচনা করতে আগ্রহী হয়ে উঠে। যেগুলোর ভাষাগত মাধুর্যতা আরবী কাব্য সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

[২৬] আল-কুরআন, ২৬ : ২২৪-২৭।

[২৭] আল-কুরআন, ১২:১১১।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক বিশ্বের ভিত্তি তারাই স্থাপন করেছিলেন। আল-কুরআনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের ফলে মুসলমানগণ বিশ্বের ইতিহাসভিত্তিক কাব্য রচনায় নতুন রূপলাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[২৮] পরবর্তী যুগের কবি ও সাহিত্যিকগণ সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের কবিতায় সেই ভাবই প্রকাশ করেন।

কুরআনের রচনা শৈলী ও ভাব প্রকাশের ব্যঞ্জনা আরবী কবিতাকে করেছে উন্নত ও সাবলীল:

আল-কুরআনকে অনুসরণ করে কুরআনের বিভিন্ন শব্দ ভাষা প্রয়োগ করে তারা কবিতা রচনা করে ধন্য হয়েছেন। যেমন সূরা আন'আমে বর্ণিত হেয়েছে:[২৯]

يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

'যদি তাদের উপেক্ষা তোমার নিকট কষ্টকর হয় তবে পারলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ অথবা শূন্যমার্গে সোপান অন্বেষণ কর। দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত কবি হাসান ইব্‌ন আলী আত-তুঘরায়ী তাঁর কবিতায় এই আয়াতের শব্দের অনুকরণ করেছেন:[৩০]

فان جنحت اليه فاتخذ نفقا فى الارض او سلما فى الجو فاعتزل

'যদি তুমি এর প্রতি আগ্রাহান্বিত হও তাহলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ অথবা শূন্যমার্গে সোপান গ্রহণ কর।'

সূরা মায়িদায় এসেছে:[৩১]

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

'তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবেনা।'

আব্বাসীয় যুগের বিখ্যাত কবি আবু-তৈয়ব আহ্‌মদ ইব্‌ন হাসান আল-মুতানাব্বী এই আয়াতের لومة ও لائم শব্দের অনসরণ করে কবিতা রচনা করেন:[৩২]

يشكو الملام الى اللوئم حره　　　ويصدحي يلمن عن برحائه

[২৮] আল্লামা সুয়ুতী তার 'ইতকানে' আল-কুরআন থেকে উদ্ভূত জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। জুরজী যায়দান, *তারিখুল আদাবিল আরাবীতে* আল-কুরআন এর প্রভাবে উদ্ভূত জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা তিনশত এর অধিক উল্লেখ করেছেন। খ.২, পৃ.১২।

[২৯] আল-কুরআন, ৬: ৩৫।

[৩০] لا مية العجم , পংক্তি ৩১।

[৩১] আল-কুরআন, ৫: ৫৪।

[৩২] مولانا اعزاز على ، *ديوان المتنبى* ، ص – ।

Dhaka University Institutional Repository

'নিন্দা নিন্দুকের নিকট অভিযোগ করে আমার হৃদয়ের উত্তাপের বিরুদ্ধে, আর যখন তারা আমার হৃদয়ের উত্তাপের নিন্দা করে, তখন আমার পেমাস্পদা তার মুখ ফিরিয়ে নেয়'। তিনি আরও আবৃত্তি করেন:[৩৩]

احبه واحب فيه ملامة ان الملامة فيه من اعدائه

'আমি কি একজনকে ভালবাসতে পারি এবং সেই সঙ্গে তাকেও ভালবাসতে পারি যে তার নিন্দা করে? জেনে রাখ, নিশ্চয়ই যে তার নিন্দা করে সে তার শত্রু।'

সূরা আল-ইমরানের আরও একটি আয়াত:[৩৪]

اِنِّی نَذَرْتُ لَكَ مَا فِی بَطْنِی مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّی

'আমার গর্ভে যা আছে তা আমি একান্তভাবে তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম, সুতরাং তুমি আমার নিকট হতে উহা গ্রহণ কর।' এই আয়াতের نذر শব্দের অনুকরণ করে সপ্তম শতাব্দীর মোখদ্বারেম কবি আমর ইব্‌ন ম'দি করিব কবিতা রচনা করেন:[৩৫]

هم ينذرون دمى وانتذر ان لقيت بان اشدا

সূরা আল'আরাফের একটি আয়াত:[৩৬]

وَاخْتَارَ مُوسٰى قَوْمَه سَبْعِيْنَ رَجلاً لِّمِيقَاتِنَا

'মূসা স্বীয় সম্প্রদায় হতে সত্তর জন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য মনোনীত করল।, তদ্রূপ উমাইয়া কবি ফারাযদাক এই আয়াতের أختار শব্দের অনুকরণ করে কবিতা আবৃত্তি করেন:[৩৭]

منا الذى اختير الرجال سماحة   وجودا اذا هب الرياح الزعازع

সূরা আল-'আরাফের আরেকটি আয়াত:[৩৮]

إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا

[৩৩] দীওয়ান, খ. ১, পৃ.২।
[৩৪] আল-কুরআন, ৩ : ৩৫।
[৩৫] দীওয়ান, খ.১, পৃ.৬৯।
[৩৬] আল-কুরআন, ৭ : ১৫৫।
[৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ.৪১৮।
[৩৮] আল-কুরআন, ৭ : ২০১।

Dhaka University Institutional Repository

'তাদিগকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয় তখন তারা আত্মসতেন হয়।' মোখদ্বারেম কবি উমাইয়া ইব্‌ন আবী যায়িজ আল-হুঝলী এই আয়াতের طائف শব্দের অনুসরণ করে কবিতা লিখেন:[৩৯]

الا يا لقوم لطيف الخيال ارق من نازح ذى دلال

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মোখদ্বারেম, ইসলামী, উমাইয়া ও আব্বাসীয় কবিবৃন্দ তাঁদের কাব্যকে জনপ্রিয় করার জন্য আল-কুরআনের শব্দের অনুকরণ ও অনুসরণ করেছেন। বিভিন্ন যুগের এই সমস্ত কবিদের শিল্পরীতি আল-কুরআনের শিল্পরীতিকে অনুসরণ করে গড়ে উঠেছিল। তাঁরা তাঁদের কাব্যকলায় কোরআনী শব্দ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে প্রভূত সম্ভাবনাপূর্ণ প্রতিষ্ঠার অধিকারী হয়েছিলেন। সপ্তম শতাব্দী হতে আরম্ভ করে বিভিন্ন যুগের আরবী কবিগণ তাঁদের কাব্য ধারাকে নতুন খাতে প্রবাহিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। এই প্রয়াসে তাঁরা অপরিসীম সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। আল-কুরআন প্রবর্তিত রচনা শৈলী, বর্ণনাভঙ্গী, মার্জিত রুচি ও প্রকৃতি যুগ যুগ ধরে আরবী কবিতাকে প্রভাবিত করে আসছে। কুরআন আরবী সাহিতের শিল্প চাতুর্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন, অসাধারণ বাগবৈদগ্ধ্যে সমৃদ্ধ। কারণ আল-কুরআন মহান সৃষ্টিকর্তার বাণী, সৃষ্টি চরাচরের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রভাব অবর্ণনীয় ঐশ্বর্যে সমুজ্জল।[৪০]

আল-কুরআনের ভাষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আরবী লিপির সংশোধনঃ

কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে আরবী লিপি ছিল অসম্পূর্ণ। অনারবদের পক্ষে এ লিপির গঠন ছিল দু:সাধ্য। সুতরাং মুসলিম পন্ডিতগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে এ লিপির সংশোধন করেন। নুকতাহ এবং স্বরচিহ্নের ব্যবস্থা করে লিপিকে সহজ পাঠ্য করতে সচেষ্ঠ হন। এ প্রসঙ্গে আবুল আসওয়াদ দু'আলী (৬৯হি./৬৮৮খৃ.) উমাইয়্যাদের গভর্ণর হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ (৯৬হি./৭১৪খৃ.) খলীল ইব্‌ন আহমাদ (১৭৪হি./৭৯০খৃ.) প্রমুখ ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য। কুরআন মাজীদকে শুদ্ধভাবে পড়ার নিমিত্তে লিপির সংস্কার করা হয়েছিল।[৪১] পরবর্তীতে যা তাদের কবিতায় প্রভাব বিস্তার করে।

---

[৩৯] ديوان الهذليين ،ج- 2 ، ص - 178

[৪০] অধ্যাপক শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃ.৬৭৩।

[৪১] পি.কে.হিট্টি, পৃ.২১৯-২২০, ড.আবদুস্‌সাত্তার,আল-হালুজী, *আল-মাখতুবাতু লিল-'আরাবী* (রিয়াদ :১৯৭৮খৃ.); তারিখুল *'আরাব কাবলাল ইসলাম*, খ.৮, পৃ. ১৪৪-১৬১।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী পদ্য সাহিত্যে আল-হাদীসের প্রভাব

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কথা, কাজ ও সমর্থন অনুমোদনের বিবরণকে হাদীস বলা হয়।[৪২] ইসলামী শরী'আতের মূল উৎস হিসেবে পবিত্র কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রত্যেকটি কথা,কাজকে মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, মুখস্থ করতেন, সংরক্ষণ করতেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন:[৪৩]

أنا أفصح العرب بيد أنى من قريش وأنى نشأت فى بنى سعدبن بكر -

'আমি আরবদের মধ্যে সবচাইতে শুদ্ধভাষী। কারণ আমি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছি এবং সা'আদ ইব্ন বাকার গোত্রে শৈশব কাটিয়েছি।' অতিসুন্দর ভাষায় কথা বলার বিশেষ ক্ষমতা রাসূলুল্লাহ (স.) কে আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন:[৪৪]

انما الشعر كلام مؤلف فما وافق الحق منه فهو حسن وما لم يوافق الحق فلا خير فيه-

'নিশ্চয়ই কবিতা সুসামঞ্জস্য কথামালা, যে কবিতা সত্যনিষ্ঠ সে কবিতাই সুন্দর। আর যে কবিতায় সত্যের অপলাপ হয়েছে সে কবিতাতে মঙ্গল নেই। ইমাম বুখারী (র.) তাঁর الادب المفرد গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন: [৪৫]

قال رسول الله)صـ (الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام-

'রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কবিতা কথার মতই। ভাল কথা যেমন সুন্দর, ভাল কবিতাও তেমনি সুন্দর। এবং মন্দ কবিতা মন্দ কথার মতই মন্দ।'

---

[৪২] শাহ আবদুল আজিজ, মিশকাতুল মাসাবিহ, ভূমিকা। ভিন্নমতে সাহাব, তাবিঈন, তাবিতাবিঈন-এর আসার ও ফাতওয়ায়ে হাদীস নামে অভিহিত। ইব্ন হাজার 'আসকালানী, নুখবাতুল ফিকর, পৃ. ৯৩।

[৪৩] জালালুদ্দীন আসসয়ূতী, আল-মুজহির (মিশর : মুহাম্মদ আহমদ জাদ আল-মাওলা, ১৩৭৮ হি.), খ.১, পৃ. ২০৯ : আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ.১৪৫।

[৪৪] ইবনুর রশীক, আল-উমদাহ, খ. ১, পৃ.১৪।

[৪৫] মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ.৪১১. হসনুস সাহাবা, খ.১, পৃ.১২।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স.) আরও বলেছেন: [৪৬]

عن ابى هريرة (رضـ) قال قال رسول الله (صـ) لان يمتلى جوف احدكم قيحا حتى يريه خيرله من ان يمتلى شعرا (متفق عليه)

'তোমাদের কারো পেটে (এমনি মন্দ) কবিতা থাকার চাইতে সে পেটে পূঁজ জন্মে তা পচে য়াওয়া অনেক উত্তম।' হযরত আ'ইশা (রা.) হাদীসটি শুনে বলেছিলেন, 'রাসূল (স.) কবিতা দ্বারা ঐ সমস্ত কবিতা বুঝিয়েছেন যেগুলোতে তাঁর কুৎসা বর্ণিত হয়েছে'।

তিনি আরও বলেছেন:[৪৭] ان من الشعر حكمة 'কোন কোন কবিতায় রয়েছে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের কথা' সত্যবাদী কবিদের তিনি উৎসাহিত করেছেন।[৪৮] কবি লবীদের প্রশংসায় তিনি বলেছেন:[৪৯]

الا كل شيئ ماخلا الله باطل - وكل نعيم لا محالة زائل

ইসলামের অগ্রযাত্রাকে ব্যহত করতে মক্কার কবিরা তাদের গোত্রপ্রধানদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলাম ও মুহাম্মদ (স.)-এর বিরুদ্ধে هجاء বা নিন্দাসূচক কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে। তাদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইব্ন যাবুরী, আবু সুফিয়ান ইব্ন হারিস, দর্রার ইব্ন খাত্তাব এবং 'আমর ইব্ন আল-আসের নাম উল্লেখযোগ্য।[৫০] রাসূলুল্লাহ (স.) এ সব কবিতার উত্তর প্রদান প্রয়োজন মনে করেন, কারণ সেকালের কবিতার আক্রমণ তীর-তরবারির আক্রমণের চাইতে কোন অংশে কম ছিল না। তিনি সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন:

ماذا يمنع الذين نصروا الله ورسوله باسلحتهم ان ينصروه بالسنتهم؟

'যারা হাতিয়ার দ্বারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সাহায্য করেছে, কথার (কবিতার) দ্বারা আল্লাহর সাহায্য করতে কে তাদের বাধা দিয়েছে? রাসূলুল্লাহ (স.) কবি ছিলেন না বটে তবে কবিতা সম্পর্কে যথেষ্ট প্রজ্ঞা ছিল। একদা এক সাহাবী একটি কবিতা হযরতের সামনে আবৃত্তি করলেন:[৫১]

---

[৪৬] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র.) *হুসনুস সাহাবা*, খ.১, পৃ.১৫।

[৪৭] মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ.৪০৯।

[৪৮] হুসনুস সাহাবা, খ.১, পৃ.১৩; একদা শরীদ সকফী (রা.) নবী করীম (সা.)-এর সঙ্গে ছিলেন, নবী করীম তাঁর নিকট উমায়্যার কবিতা শুনতে চাইলেন। কিন্তু কবিতা আবৃত্তি করার পর তিনি বললেন আরও শুনাও একশটি চরণ হযরত তখন শুনেছিলেন ; আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন, পৃ.১৫৪, ফুটনোট।

[৪৯] মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ.৪০৯।

[৫০] আস-সিবাঈ, তারিখ, খ.১, পৃ.৩০৬।

[৫১] মুহাম্মদ আলী,The Holy Quran, p.860. ; কিতাবুল-আঘানী, খ.১৩, পৃ.৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

كفى الشيب والاسلام بالمرء ناهيا –

অর্থাৎ বার্ধক্য এবং ইসলাম মানুষকে মন্দ কাজ হতে বিরত রাখতে যথেষ্ট। হযরত কবিতাটি পছন্দ করলেন, কিন্তু চরণটির শব্দবিন্যাস এভাবে পরিবর্তন করে দিলেন:

كفى الاسلام والشيب بالمرء ناهيا

অর্থাৎ আল-ইসলামকে পূর্বে নিয়ে আসলেন। কিন্তু সাহাবীরা ছন্দ বিনষ্ট হওয়ার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তিনি চরণটি এভাবেই পড়ে যেতে লাগলেন।

আল-কুরআন ও আল-হাদীসের শাশ্বত জীবনাদর্শের প্রভাবে সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম হচ্ছেন: কা'ব ইব্‌ন যুহায়ির (রা.) (মৃ.২৪হি.), হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত(রা.) (মৃ. ৫৪হি.), আমর ইব্‌ন ম'দী করিব (মৃ.২৪হি.), আল-হুতায়'আ (মৃ.৫৯হি.), নাবিঘ জ'দী (মৃ.৮০হি.), আবু যু'আয়ব আল-হুজলী (মৃ.২৮হি.)।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবি

ইসলামী যুগের বহু কবি ও সাহিত্যিক ইসলামী ভাবধারায় শত-শত কবিতা রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট মুখদারিমী[৫২] কবি কা'ব ইব্‌ন যোহাইর (রা.) (মৃ.২৪হি.) ও হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা.) (মৃ.৫৪হি.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কাব্য প্রতিভা উল্লেখযোগ্য:

কা'ব ইব্‌ন যুহায়র (রা.): মু'আল্লাকার প্রসিদ্ধ কবি যুহয়র ইব্‌ন আবী সুলমার পুত্র কা'ব। তাঁর পিতা মু'আল্লাকার প্রসিদ্ধ কবি যুহায়ির ইব্‌ন আবি সুলমা ছিলেন নজদের মুযাইনা গোত্রের সন্তান, যাঁরা বাস করতেন বনু ঘাতফানদের দেশে,[৫৩] তাঁর মাতা কাবাশাহ্ বিন্‌ত আম্মার ইব্‌ন আদী ছিলেন ঘাতফান গোত্রর বনু সোহায়ম বংশের কন্যা,[৫৪] তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রাক-ইসলামী যুগে এক বিখ্যাত কবি পরিবারে এবং কবিত্ব লাভ করেন উত্তরাধিকার সূত্রে। তাঁর পিতা যুহায়ির, পিতামহ রাবিয়া, পিতার মাতুল বাশামা, দুই ফুফু সুল্‌মা ও খানসা[৫৫] তাঁদের পরিবার ছিল যথার্থ অর্থে কবি পরিবার। বুতরুস আল-বুস্তানী বলেছেন:

نشأ فى بيت يكتنفه কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে নর-নারী মিলিয়ে কা'বের পরিবারে মোট বার বা তেরজন কবি জন্মগ্রহণ করেন।[৫৬] কা'ব ইব্‌ন যুহায়িরের পিতা প্রাক-ইসলামী যুগে জন্মগ্রহণ করলেও আল্লাহ ও কিয়ামতে বিশ্বাসী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর মু'আল্লাকা হতে আমরা এর প্রমাণ পাই। যেমন তিনি বলেছেন:[৫৭]

فلا تكتمن الله ما فى نفوسكم   ليخفى ومهما يكتم الله يعلم

يوخر فيوضع فى كتاب الله فيدخر   ليوم الحساب او يجعل فينقم

'তোমাদের মনের মধ্যে যা আছে, তা গুপ্ত থাকবে ভেবে, আল্লাহর নিকট হতে কোন কিছু লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করোনা, কারণ আল্লাহর নিকট হতে কিছু লুকিয়ে রাখা যায়না, তিনি সব কিছুই অবগত হন। তোমরা যা কিছু কর তা একটা খাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে বিলম্বিতাবস্থায় বিচারের দিনের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত থাকে এবং অবিলম্বে (এই পৃথিবীতে) তোমাদের কোন কোন কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান করা হয়।'

---

[৫২] মুখদারিমী অর্থ মিশ্র জাতি বা অংশ। জাহিলী ও ইসলামী এ দু'যুগ প্রাপ্ত হয়েছে বলে তারা মিশ্র, মুখদারিমী। *আল-কারাইদুল-দুররিয়া*, পৃ. ১৭২।

[৫৩] ইবনুল-আসীর, ওসদুল-ঘাবা ফী মা'আরফাতিস্ স্বাহাব, পৃ.২১৯।

[৫৪] হান্না আল-ফাখুরী, তারীখুল আদাবিল-আরাবী, পৃ.২২৪।

[৫৫] প্রাগুক্ত।

[৫৬] ইব্‌ন কুতায়বা দিনওয়ারী, কিতাবুশ-শি'র ওয়াশ শু'আরা, খ.১,পৃ.২২।

[৫৭] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কা'বের ভাই বুজায়র ছিলেন কবি। তাঁর বোনেরাও কাব্য চর্চা করতেন। কা'ব অতি বাল্যকাল থেকেই কাব্য চর্চায় মনোযোগ দেন। প্রথম দিকে পিতা যুহায়ির তাঁকে কবিতা রচনায় নিরুৎসাহ করেন। নিম্নমানের কবিতা তৈরী করে বদনামের ভাগী হবেন এই ছিল তাঁর ভয়। যা তাঁর বংশের গৌরব রক্ষা করতে পারবেনা। আহমদ হাসান আয-যায়্যাত বলেছেন:[৫৮]

تشا كعب فى روضة الشعر وباحة القريض فرمخت فيه مكمته وتجلت فى صغره شاعريته -فأخذ يقرضه وهو دون المراهقة فنهاه ابوه مخافة ان يروى عنه مالا خير فيه فيلزمه عغاره ، فكان فنهاه ابوه مخافة ان يروى عنه ملا خير فيه فليلزمه عاره ، فكان كعب يأبى ان ينتهى ، ويلح ابوه فى منعه حتى امتحنه امتحانا شديدا طمأنه على نضج قريحته وسلامة طبعه ، فتركه لنفسه فتقحم ابوابه ، وملك شعابة ، واتى منه بالجيد الرصين والرائق المعجب

বুতরুস আল-বুস্তানী (১৮১৯-১৮৮৩খৃ.) কা'ব এর কাব্য চর্চা এবং তাঁর পিতা যুহায়িরের বিরোধিতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পর্কে বলেছেন:[৫৯]

على ان الزجر والضرب لم يصرفا الولد عن الشعر وهو جد كلف به ، فلبث يقوله غير مرتدع حتى ضاق والده ذرعا فاردفه على ناقته وانطلق به الى الصحراء وأخذ يقول البيت ويستجيز ابنه فيجيز فوثق عندئذ باستحكام ملكته واذن له يقول الشعر -

ড. তাহা হুসাইন বলেছেন: 'বাল্যকাল হতেই কবিতার অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতা যুহায়ির ইব্‌ন আবি সুলমা অল্প বয়সে তাঁর এই কাব্যানুরাগ দেখে তাঁকে লাঞ্চনা করেন এবং কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।[৬০]

আবুল-আব্বাস ছা'আলাব বলেছেন:[৬১]

وتحرك كعب بن زهير بن ابى سلمى وهو يتكلم بالشعر، فكانه زهير ينهاه مخافة ان يكون لم يستحكم شعره فيروى له مالا خير فيه ، وكان يضربه فى ذلك ،ففعل ذلك به مرارا يضربه ويزبره ، فغلبه فطال ذلك عليه فاخذه فحبسه ثم قال : والذى احلف به لا تتكلم بيت شعر ولا يبلغنى انك تربغ الشعر - اى تطلبه – الا ضربتك ضربا ينكلك عن ذلك ، فمكث محبوما عدة ايام ، ثم اخبر انه يتكلم به ، فدعاه فضربه ضربا شديدا، ثم اطلقه ومرحه فى بهمه وهو غليم صغير، فانطلق فرعاها ثم راح بها عشية وهو يرتجز

[৫৮] আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, *তারীখুল আদাবিল আরবী*, পৃ.১৪৯।
[৫৯] ادباء العرب، ص- 231
[৬০] ত্বহা হুসাইন, *তানকীদাত*, পৃ.১১৫।
[৬১] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ড. শাওকী দয়ফ কিতাবুল আযানী[৬২] হতে রেওয়ায়েত করে বলেন:

وقد تلقن الشعر عن ابيه ويقولون عن كعب انه كان يخرج به الى الصحراء ، فيلقى عليه بيتا او شطرا ويطلب اليه ان يجيزه تمرينا وتدريبا على صوغ الشعر ولظمه -

'কা'ব তাঁর পিতার নিকট হতে কবিতা রচনার পাঠ গ্রহণ করেন, কথিত আছে তিনি কা'বকে নিয়ে মরুভূমিতে চলে যেতেন, সেখানে গিয়ে তিনি কবিতার একটি পংক্তি অথবা একটি চরণ আবৃত্তি করে তার বাকী অংশটা কা'বকে পূরণ করতে বলতেন, এইরূপ অনুশীলনীর মধ্য দিয়ে তাঁর কবিতা রচনার পরীক্ষা গ্রহণ করে তাঁকে দীক্ষা দেন।' পিতাও নানাভাবে পরীক্ষা করে পুত্রের যোগ্যতা সম্পর্কে আস্থাবান হন এবং পুত্রকে যোগ্য উত্তরাধিকারীরূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। নিরলস সাধনার ফলে কা'ব অল্প সময়ে কবিতা রচনায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন।[৬৩]

R.Basset কা'ব এর কাব্য রচনা এবং অস্ত্র পরিচালনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন:[৬৪]

`Ka`b, son of Zuhair b. Abi Sulma seems to have given proof of his poetic talent at an early age, although belonging to Mujaina, he lived with the Dhubyan and was involved in the wars of his tribe against the Tayyi, theTayyi, the Kuraish and the Khajradi.'

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কা'ব ইব্ন যুহয়র -এর কবিতা :

ইসলামের সুমহান আদশের্র বার্তা পেয়ে কা'ব ও বুজায়ির মদীনায় মহানবী (স.)-এর নিকট সাক্ষাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। দু'জনে সেই উদ্দেশ্যে মদীনার পথে রওয়ানা দেন। দৃঢ়চেতা বুজায়ির মদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে সাক্ষাত লাভ করেন। কা'ব দূরে থেকেও অনতিবিলম্বে সহোদর ভ্রাতার এই ধর্মান্তরিত হওয়ার কথা অবগত হয়ে মর্মাহত হলেন। তিনি ব্যথিত হৃদয়ে রূঢ় ভাষায় বুজায়িরকে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে পৌত্তলিক ধর্মে প্রত্যাবর্তন করার আহবান জানিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর উদ্দেশ্যে নিন্দাসূচক কবিতা রচনা করেন:[৬৫]

الا ابلغا عنى بجيرا رسالة   فهل لك فيما قلت ويحك هل لك

سقاك بها المامون كاسا روية   فانهلك المأمون منها وعلكا

---

[৬২] ড. শাওকী দয়ফ, *তারীখুল আদাবুল আরাবী*, খ.১৫, পৃ.১৪১।
[৬৩] আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, পৃ.১৫৮।
[৬৪] R.Basset, Encyclopadia of Islam, Vol.5, p.316.
[৬৫] আহমাদ হাসান, *আয-যায়্যাত*, (উর্দু অনুবাদ) পৃ. ২৫৪-২৫৫; প্রাগুক্ত,পৃ.১৫৮-৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

ففارفت اسباب الهدى واتبعته   على اى شيئ ويب غيرك دلكا

على مذهب لم تلف اما ولا أبا   عليه ولم تعرف عليه اخالكا-

'বুজায়িরকে আমার এ সংবাদ পৌছে দাও। বুজায়ির, তোমার জন্য বড়ই দু:খ। তুমি আমার কথা মানলেনা!

নিরাপত্তা দানকারী তোমাকে সন্তুষ্টির সঙ্গে পূর্ণ পাত্র পান করিয়েছে, বার বার পান করিয়েছে।

সুতরাং তুমি হিদায়েতের পথ ত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ করেছ, তুমি ব্যতীত অন্যের জন্য ধ্বংস কামনা করি, তোমাকে তিনি এমন কিসের সন্ধান দিলেন?

এমনি ধর্মের পথ দেখালেন, যে পথে তুমি তোমার পিতা-মাতা তাইকে পাওনি ও দেখনি?

তুমি যদি পৈত্রিক ধর্মে প্রত্যাবর্তন না কর, তাহলেও আমি দু:খিত হবো না এবং তোমার নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টাও করবোনা।'

এ কবিতা এবং আরো তাঁর এ ধরনের কবিতার সংবাদ মদীনা পৌঁছলে হযরত (স.) মনক্ষুন্ন হলেন। কবির এ ধরনের প্রচার ইসলামের ক্ষতি সাধন করতে পারে, তাই তিনি কবিকে মৃত্যুদন্ড প্রদানের নির্দেশ দিলেন।[৬৬] বুজায়র ঐ পত্রের উত্তরে লিখে পাঠালেন:[৬৭]

من مبلغ كعبا فهل لك فى التى   تلوم عليها باطلا وهى احزم

الى الله لا العزى ولا اللات وحده   فتنجو اذا كان النجاء وتسلم

لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت   من النار الا طاهر القلب مسلم

فدين زهير وهو لدين دينه   ودين ابى سلمى على محرم

'কে আমার পক্ষ থেকে কা'আবের নিকট এই কথা পৌঁছে দেবে, যে ধর্মকে অযথা তুমি নিন্দাবাদ করছ সেই ধর্মই সুন্দর ধর্ম, লাত ও ওয্যাকে পরিত্যাগ করে তুমি এক আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তাহলে তুমি মৃত্যুর হাত হতে পরিত্রাণ লাভ করবে এবং শান্তি পাবে, তুমি এমন দিনে নিরাপত্তা লাভ করবে যেদিন পবিত্র-হৃদয় মোমেন মুসলমান ব্যতীত কেউ মুক্তি পাবেনা, যুহায়ির ও আবু সুলমার ধর্ম কোন ধর্মই ছিলনা, কাজেই সে ধর্ম আমি পরিত্যাগ করেছি।'

---

[৬৬] আল-আসাবুহ্ ফি মা'আরিফাতুস-সাহাবা, খ.৩, পৃ.৫৯৩

[৬৭] ড. শাওকী দয়ফ, তারীখুল আদাবুল আরাবী, আল-আসরুল ইসলামী, পৃ.৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

কা'ব তা না শুনে আরবের নানা স্থানে ও নানা গোত্রে আশ্রয় খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। পরিশেষে বুঝতে পারলেন কোথাও আশ্রয় পাওয়া আর সম্ভব নয়। তিনি নিরূপায় হয়ে মদীনায় যান। ইসলামের সুমহান আদর্শ তথা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও মহানবী (স.)-এর মুখনিসৃত বাণী পবিত্র হাদীস শরীফের প্রভাবে অবশেষে আবু বাক্‌র (রা.)-এর মধ্যস্থতায় তিনি মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে এক ঐতিহাসিক সাক্ষাত লাভ করেন। মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ (স.) ফজরের নামাজের সালাম ফিরানোর পর কা'ব পাগড়ি দিয়ে মুখ ঢাকাবস্থায় তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন[৬৮] এবং বিনয়ের সঙ্গে বললেন:

يا رسول الله ! هذا رجل جاء يبايعك على الاسلام

'হে রাসূল ! এই ব্যক্তি আপনার নিকট ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিতে এসেছে। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর হস্ত প্রসারিত করে তাঁকে কালিমা পড়িয়ে মুসলমান করে নিলেন।'

فمد النبى صلى الله عليه وسلم يده فمد كعب يده فبايعه ثم اسفر عن وجهه

তারপর কা'ব তাঁর মুখাবরণ খুলে বললেন:

هذا مقام العائذ بك يا رسول الله الا كعب بن زهير

'হে আল্লাহর রাসূল! আমি কা'ব ইব্‌ন যুহয়র, আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে এসেছি। তাঁর নাম শুনে আনসারগণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন[৬৯] কিন্তু মুহাজিরগণ তাঁর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় খুশী হলেন, এবং রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে নিরাপত্তা দান করলেন[৭০] পরে তিনি কা'বকে বললেন: তুমি কি সেই ব্যক্তি নও যে আমাকে مامور বা পিশাচ বলেছিলে? কা'ব বললেন: আপনাকে مامون বা বিশ্বস্ত বলা হয়েছে, কেউ ওটাকে مامور লিখে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তা সত্ত্বেও তোমার কবিতায় আরও আপত্তিজনক কথা আছে, এই বলে তিনি আবু বাক্‌র (রা.)-এর দিকে ইঙ্গিত করলে তিনি কা'বের ভাই বুজায়িরকে লেখা সেই কবিতাটি আবৃত্তি করে শুনালেন, যাতে আছে:

سقاك بها المامور كأسا روية　　　فانهلك المامور منها وعلكا

তাঁর এই কবিতা তাঁকে শুনানো হলে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন, কিন্তু তিনি বিনম্র কণ্ঠে নিবেদন করলেন: হে আল্লাহর রাসূল, কবিতার এই অংশটি এইভাবে আমি বলিনি, বরং আমি বলেছি:

---

৬৮ ড. শাওকী দয়ফ, তারীখুল আদাবুল-আরাবী, আল-আসরুল ইসলামী, পৃ.৮৫।

৬৯ প্রাগুক্ত।

৭০ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম, *ত্ববাক্বাতিশ-শু'আরায়ি*, পৃ.৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

سقاك ابو بكر بكأس روية   فانهلك المامون منها وعنكا

'আবু বাক্‌র এ পান পাত্র হতে তোমাকে উপর্যপরী সুরা পান করিয়েছেন আর তুমি চিরকালই ঐ বিশ্বাসী ব্যক্তির অধীনস্থ হয়ে গিয়েছ, তাঁর এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বপূর্ণ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: আল্লাহর শপথ (আমি) বিশ্বাসী ব্যক্তি। এরপর কা'ব তাঁর রচিত নবীর স্তুতিমূলক কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়ে দিলেন সর্বসমক্ষে।[৭১]

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রশংসায় মদীনার মসজিদে কা'ব ইব্‌ন যুহয়র (রা.) যে বিখ্যাত কাসীদাহ আবৃত্তি করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তার কবিতা শুনে অত্যন্ত খুশি হন এবং তাঁকে নিজের গায়ের চাদর উপহার দেন। চাদরটি পরবর্তীকালে আমির মু'আবিয়া ত্রিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে তাঁর কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন। মুসলিম খলীফারা রাজ্যভিষেকের দিনে বরকতের জন্য চাদরটি বরকতের জন্য পরিধান করতেন। কা'ব ২৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[৭২] রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রশংসায় রচিত কাসিদার কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ: [৭৩]

والعفو عند رسول الله مأمول   انبئت ان رسول الله أوعدنى

ان الرسول لنور يستضاء به   مهند من سيوف الله مسلول

مهلا هداك الذى اعطاك نافلة   القرآن فيها مواعيظ و تفصيل-

'নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ (স.) আলোক বর্তিকা, তাঁর দ্বারা অন্ধকার দূর হয়, তিনি আল্লাহ (তা'আলা)-র তরবারিসমূহ হতে একটি কোষমুক্ত তরবারি'।

'আমি সংবাদ পেয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে ধমক দিয়েছেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহর নিকট ক্ষমার আশা করা যায়।'

'অপেক্ষা করুন, যে আল্লাহ (তা'আলা) আপনাকে হিদায়াতপূর্ণ কুরআন (মাজীদ) দান করেছেন, তিনি আপনাকে হিদায়াতের কাজে সাফল্য দান করুন।'

এই কাসিদাকে কাসিদাতুল বোরদা বলা হয়। ড. শাওকী দয়ফ বলেছেন:[৭৪]

وقد اكتسى بها كعب حلة مجد لا تبلى ، ولقبت قصيدته من اجلها بالبردة

---

[৭১] *দিওয়ানুল কা'আব*, মিসর : দারুল কুতুবুল মিসরিয়্যাহ, পৃ.২।
[৭২] আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, পৃ.১৫৯।
[৭৩] জুরজী যায়দান, *তারিখুল আদাবুল আরাবী*, খ. ১, পৃ. ১৮৩।
[৭৪] ড.শাওকী দয়ফ, তারীখুল আদাবুল আরাবী, আল-আসরুল ইসলামী, পৃ.৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

Clement Huart বলেছেন:[75] The encomiums he showered on the Victorious leader were so agreeable to him that he presented their author with his own cloak (burda), a gift that established the verse maker`s reputation, and for which he expressed his gratitude in a poem know by its two opening words `Banat Suad' which has leen read and admired all over the Muslem east.'

বুতরুস আল-বুস্তানী এ সম্পর্কে বলেছেন:[৭৬]

خلع عليه محمد بردته ، وقد بذل معاوية لكعب فيها عشرة الاف درهم فلم يبعها ، فلما مات اشتراها معاوية من ورثته بعشرين الف درهم وقيل بثلاثين – وتوارثها الخلفاء الامويون والعباسيون ويقال انها وصلت الى سلاطين عثمان، وهى البردة التى يلبهسها الخلفاء فى العيدين -

উমাইয়্যা খলীফা আমীর মু'আবিয়া (রা.) এই উত্তরীয় দশ হাজার দিরহাম মূল্যে ক্রয় করতে চেয়েছিলেন কিন্তু শেষ জীবনে দারিদ্রের কষাঘাত সহ্য করেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ।[৭৭] আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত বলেছেন:[৭৮]

توسل بابى بكر الى الرسول ودخل فى الاسلام ومدحه بلامية المشهورة ، فعفا عنه وامنه وخلع عليه بردته فما زالت فى أهله حتى اشتراها معاوية منهم باربعين الف درهم وتوارثها الخلفاء الامويون فالعباسيون حتى الت مع الخلافة الى بنى عثمان

কা'বের এই কাসিদাতুল বুরদার মত শরফুদ্দীন মোহাম্মদ আল-বুসিরীর[৭৯] নবী স্তুতিমূলক কবিতাও কাসিদাতুল বুরদা নামে অভিহিত হয়েছে[৮০] আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে ।

Sharfuddin Muhammad AL-BUSIRI (1211-1294) has earned universel renown in the Moslem world by his ode to the prophet`s mantle (Qasidatul Burda) an imitation of Kab ibn Zuhair`s panegyric, মন্তব্য করেছেন C.Huart:

---

[৭৫] Arabic Literature, p.43-44.

[৭৬] আল-আদাবায়িল আরাব, পৃ.২৩২-২৩৩ ।

[৭৭] কবির মৃত্যুর পর অবশ্যই চল্লিশ হাজার দিরহাম দিয়ে মু'আবিয়া (রা.) ঐ উত্তরটির ক্রয় করেছিলেন কবির উত্তরাধিকারীদের নিকট হতে । তিনি এবং তাঁর পরবর্তী খলিফাগণ ও আব্বাসীয় খলিফাগণ দুই ঈদের দিনে এবং বিশেষ বিশেষ দিনে ঐ উত্তরীয়টি পরিধান করে জনগণকে দর্শন দিতেন । অবশেষে উসমানীয় খলিফাদের বিশেষ সম্পদে পরিণত হয় এই উত্তরীয়টি । পরে কনস্টান্টিনোপলে তুর্কী সুলতানের বিশেষ কক্ষে রক্ষিত হতো এই মহামূল্যবান উত্তরীয়টি । সম্ভবতঃ এখনও সেই পবিত্র বোরদা সংরক্ষিত আছে তুর্কী সুলতানের কোষাগারে । আল্লামা শামী, আবুল ফিদা ও ড. হোসায়িন মোনালের মতে সেটি তাতারীদেও বাগদাদ আক্রমণের সময় বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে ।

[৭৮] আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ.১৪৭ ।

[৭৯] মিসরের বুসিরী নামক এক গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল তাই তিনি বুসিরী নামে প্রসিদ্ধ ।

[৮০] প্রাগুক্ত, ১১৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর মতে, আরবী সাহিত্যের ইতিহাসের এই দুই বিখ্যাত কাসিদাতুল বোরদার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, কবি কা'ব ইব্‌ন যুহায়ির রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্তুতিমূলক কাসীদা তাঁর সন্মুখে পাঠ করে তাঁর পবিত্র অঙ্গ স্পর্শিত বোরদা লাভ করেছিলেন জনসমক্ষে, হযরত স্বহস্তে নিজের শরীর হতে তা খুলে পরিয়ে দিয়েছিলেন কা'বকে, আর কবি শরফুদ্দীন মোহাম্মদ আল-বুসিরী রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সন্মুখে তিনি সেটি পাঠ করলেন আর স্বীয় বোরদা তার অবশ হয়ে যাওয়া শরীরে ঢাকা দিয়ে দিলেন, আর সকালে উঠে তিনি দেখলেন যে, তাঁর শরীরের অবশতা দূর হয়ে গিয়েছে।[৮১]

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ইন্তিকালের সময় পর্যন্ত (৬৩২খৃ.) কা'আব ইব্‌ন যুহয়র তাঁর সঙ্গী ছিলেন, হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত ও কা'আব ইব্‌ন মালিকের মত। তিনি তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং সেই সময় কিছু কবিতা রচনা করেন।[৮২] তিনি হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতকাল (৬৬৫৬-৬৬১খৃ.) পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।[৮৩] কবি কা'ব আরবী সাহিত্যের এক উজ্জল নক্ষত্র। তাঁর কবিতাবলীর সংকলন দেওয়ান আবু সাঈদ হুসাইন ইব্‌ন হুসাইন উবাইদুল্লাহ আল-আসকারী[৮৪] এবং আবুল-আব্বাস আহমাদ ইব্‌ন ইয়াহিয়া ইব্‌ন যায়িদ আস-শাইবানী সা'আলাব এর বিখ্যাত পান্ডুলিপি অবলম্বনে কায়রো হতে প্রকাশিত হয় ১৯৫০খৃস্টাব্দে, কিন্তু তাঁর সুবিখ্যাত কাসিদা বানাত সু'আদ (بانت سعاد) প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৮৪ খৃস্টাব্দে এবং তারপর বহু দেশ হতে বহু বার প্রকাশিত হয়।[৮৫]

কাসিদাতুল বোরদা অমর শিল্পী কা'বের সর্বোমুখী প্রতিভার এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। পৃথিবীর সমস্ত দেশের সাহিত্যানুরাগীবর্গ এই প্রাণবন্ত কবিতাকে গ্রহণ করে নিয়েছে তাদের ধ্যান-ধারণায়, আদর্শ স্থান দিয়েছেন তাদের বুদ্ধি-দীপ্ত মানস সত্ত্বায়।[৮৬] উনষাট পংক্তিতে সমাপ্ত এই কবিতাটি সম্যকরূপে উপলব্ধি করার সুবিধের জন্য এটিকে চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়।[৮৭]

ক. প্রথম হতে বার পংক্তি পর্যন্ত প্রেমমূলক ভূমিকার মাধ্যমে সূচনা।

খ. তের হতে একত্রিশ পংক্তি পর্যন্ত কবির বাহন উষ্ট্রীর শারীরিক গুণাগুণ বর্ণনা।

---

[৮১] It is said that he composed the Burda while suffrieng from a stroke whice paralysed one half of his body. After praying god to heal him, he began to recite the poem presently he fell asleep and dreamed that he saw the prophet who touched his palsied side and threw his mantle (burda) over him. `Then' said al Busiri, `I woke and found myself able to rise' . R.A. Nocholson, A Literary History of the Arabs, p.327.

[৮২] অধ্যাপক শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত. খ.২,পৃ.৩৪৫।

[৮৩] প্রাগুক্ত।

[৮৪] আবু সাঈদ আল-হাসান ইব্‌ন হুসাইন আল-আসকারী, দেওয়ান কা'আব ইব্‌ন যুহাইর, পৃ.শীন।

[৮৫] It was published for the first time by Letter (Lieden, 11748), and was letter produced in several edition, in particular by G. Freytag (with Latin translation, 1823), and T. Noldeke (Delectus, Berlin, 1890, 110-4) R.Baset brought out (Algiers, 1910) an edition accompanied by French translation and tow unpublished commentaries. Finally it appears in the Diwan of Kab published by T. Kowbsky (Cracow,1950) containing 33 poems and fragments. – Encyclopaedia of Islam (New Edition), Vol.4, p.316.

[৮৬] প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৯।

[৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫১।

Dhaka University Institutional Repository

গ. বত্রিশ হতে বায়ান্ন পংক্তি পর্যন্ত কবির ক্ষমা প্রার্থনা।

ঘ. তিপ্পান্ন হতে পঞ্চান্ন পংক্তি পর্যন্ত মোহাজিরদের প্রশংসাকীর্তন।[৮৮]

সাহাবাবৃন্দ পরিবেষ্টিত হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সন্মুখে ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে রচিত কবিতার সূচনায় প্রিয়ার বিরহ ব্যাথার মর্মবেদনা ব্যক্ত করে, কা'ব বলেছেন:

بالت سعاد فقبلى اليوم متبول | متيم اثرها لم يجز مكبول

وما سعاد غداة البين اذ رحلو | الا اغن غضيض الطرف مكحول

تجلو عوارض ذى ظلم اذا ابتسمت | كانه منهل بالراح معلول

شجت بذى شبم من ماء محنية | صاف بابطح اضحى وهو مشمول

تجلو الرياح القذى عنه وافراطه | من صوب سارية بيض يعاليل

'বিদায় নিয়েছে প্রেয়সী সো'আদ, ফলে চঞ্চল হয়ে উঠেছে আমার চিত্ত, তার প্রতি পদক্ষেপ হয়ে গেছে এমন বন্দীর মত যার কোন মুক্তিপণ নেই।

বিদায়ক্ষণের প্রভাতী বেলায় যখন যাত্রা করছিল তার পরিবারবর্গ তখন সো'আদকে মনে হচ্ছিল সুরমা পরিহিতা, আনত দৃষ্টিসম্পন্না এক রুদ্ধশ্বাস রোদনকারিনী তরুণী।

যে মৃদু হাসির সময় বিকশিত করে তার চমকপ্রদ চিকুর দন্তরাজি, দেখে মনে হয় তা যেন সুরা বিধৌত এবং সুরাসিক্ত।

ঐ সুরা এমন শীতল, সুমিষ্ট ও বিশুদ্ধ বৃষ্টিধারায় বিধৌত যা প্রাত:কালে উত্তর দিক হতে প্রবাহিত স্নিগ্ধ সমীরণে সঞ্চারিত, স্বচ্ছ পানির সঙ্গে মিশ্রিত।

ঐ বায়ু দুর করে দেয় তার মলিনতা ও আবর্জনা, পুঞ্জিভূত নারীদের নিশাবর্ষণ পূর্ণ করে দেয় ঐ পানপাত্রকে।'

ভূমিকাতে তিনি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বাণীবদ্ধ করেছেন তাঁর প্রেমাস্পদা সো'আদের স্থানান্তরের যাত্রার বর্ণনা করেছেন। দু:খ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, তাঁর হৃদয়ের দহনজ্বালার কতা ব্যক্ত করে তিনি মনোহরিণী প্রেয়সীর দেহ সৌষ্টাভের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, তার শুভ্র দন্তরাজি এমন মদিরা দ্বারা বিধৌত যাকে সুশীতল করা হয়েছে সেই ঠান্ডা পানির সংমিশ্রণে, যা পানপাত্রে সংগ্রহ করা হয়েছে মেঘমালার নিশাবর্ষণের বারিধারা হতে, এবং স্বচ্ছ হয়েছে স্নিগ্ধ উত্তুরের বায়ুর সংস্পর্শে। এই চারু উপমারাজি অতি সূক্ষ্ম এবং অতীব শিষ্ট।[৮৯]

---

[৮৮] প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫১।

[৮৯] অধ্যাপক শহীদুল্লাহ, খ.২, পৃ.৩৫২।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর তিনি বলেছেন:

يا ويحها خلة لوانها صدقت	ما وعدت او لوان النصح مقبول
لكنها خلة قد سيط من دمها	فجع وولع اخلاف وتجديل
فما تدوم على حال تكون بها	كما تلون فى اثوابها الغول
وما تمسك بالوصل الذى زعمت	الا كما تمسك الماء الغرابيل
كانت مواعيد عرقوب مثلا	وما مواعيدها الا الاباطيل
ارجو و امل يعجلن فى ابد	وما لهن طوال الدهر تعجيل
للا بغيرنك ما منت وما عدت	ان الا مانى والا حلام تضليل

'সেই অনিন্দ্য সুন্দরী নারী আমার যথার্থ বান্ধবী হতো যদি সে তার প্রতিজ্ঞা পালন করতো আমার উপদেশ মেনে চলতো।

কিন্তু সে এমনই বান্ধবী যার শোনিতধারার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছে উৎপীড়ন, অসত্য কখন, অঙ্গীকার ভঙ্গ ও বাক পরিবর্তন।

সে কভু স্থায়ী থাকেনা এক অবস্থায়, সত্যর ভিন্ন ভিন্ন রূপধারণ করে, প্রেতাত্মার বেশ পরিবর্তন করার মত।

চলনী, যেমন পানি ধারণ করে রাখতে পারেনা, সেও তেমন তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনা।

তার অঙ্গীকারের উপমা হচ্ছে (কুখ্যাত নারী) ওরকূবের অঙ্গীকারের মত, যার সকল অঙ্গীকারই মিথ্যার নামান্তর।

আমি কায়মনোবাক্যে কামনা করি একবার হলেও সে অচিরে আমাকে প্রদত্ত তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করুক, কিন্তু সারা জীবনেও সে তা পূরণ করছেনা।

তার প্রদত্ত আশা ও অঙ্গীকার যেন তোমাকে প্রতারিত না করে, কারণ সেই আশা ভরসা কেবল ভ্রান্তিময়।'

এই চরণগুলিতে কা'আব সুকৌশলে তাঁর প্রেয়সীর প্রেমকলার প্রসঙ্গ অবতারণা করে বলেছেন, লীলা পটিয়সী প্রেমিকার ন্যায় তার ছলাকলার অন্ত নেই, সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, তার প্রেমিককে হতবুদ্ধি করে পুলকিত হয়। কথা দিয়ে কথা না রাখা তার মজ্জাগত স্বভাব, সে যেন বহুরূপী, কখন কোন রূপ ধারণ করে তা আমি স্থির

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারিনা। কবি তার এই গুণরাজির মুর্ত প্রকাশ ঘটিয়েছেন বাস্তব উপমার সাহায্যে ওরকুব[৯০] ইতিহাস কুখ্যাত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারিণী রমণী, কবি এখানে তাঁর প্রেমিকাকে সেই ওরকুবের সঙ্গে তুলনা করে পাঠকচিত্তকে ইতিহাসের নায়িকার প্রতি আকৃষ্ট করেছেন প্রচ্ছন্নভাবে। তিনি বলেন, অধিকাংশ ললনাই ছলনাময়ী, তাই তিনি তাদের সতর্ক করে দিয়েছেন কুহকিনী নারীর ছলনায় না ভুলতে।[৯১]

ভূমিকার পর কবি সুকৌশলে অন্য প্রসঙ্গ অবতারণা করে বলেছেন:

امست سعاد بارض لا يبلغها	الا العتاق النجيبات المراميل

'দিনাবসানে সো'আদ এমন এক কল্পনার দেশে গিয়ে উপনীত হয়েছে, যেখানে কেউ পৌঁছতে পারবেনা, উচ্চ বংশীয় উত্তম উষ্ট্রী ব্যতীত।'

এইভাবে তিনি তাঁর তেশস্বী উষ্ট্রীর গুণাগুন বর্ণনা করে বলেছেন:

ولن يبلغها الا عذافرة	فيها على الاين ارقال وتبغيل
من كل نضاخة الذفرى اذا عرقت	عرضتها طامس الاعلام مجهول
ترمى الغيوب اعينى مفرد لهق	اذا توقدت الحزان والميل
ضخم مقلدها فعم مقيدها	فى خلقها عن بنات الفحل تفضيل
حرك اخوها ابوها من مهجنة	وعمها خالها قوداء شمليل
يمشى القراد عليها ثم يزلقه	منها لبان واقراب زها ليل
عيرانه قذفت فى اللحم عن عرض	مرفقها عن بنات الزور مفتول
كان مافات عينيها ومذبجها	فى خطمها ومن اللحيين برطيل
تمر مثل عسيب النخل ذا خصل	فى غارز لم تخونه الا حاليل
قنواء فى حريتها للبصير بها	عتق مبين وفى الخدين تسهيل
تخدى على بسرات وهى لاحقة	ذوابل وقعهن الارض تحليل
ممر العجايات يتركن الحصى زيما	لم يقهن رءوس الا كم تنعيل
يوما يظل به الحرباء مصطخما	كان ضاحية بالنار ممدول

---

[৯০] ওরকুব ইব্‌ন নাসর ছিলেন মদীনার প্রাচীন অধিবাসী; প্রাগুক্ত, পৃ.ঐ, ফুটনোট দ্র.।

[৯১] প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

'সবল ও তেজস্বী, ক্লান্ত হলেও ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন এবং সম্মুখে ধাবমান উষ্ট্রী ব্যতীত অন্য কোন ভারবাহী পশু সেখানে কিছুতেই পৌছতে পারেনা ।

সেই উষ্ট্রী এমন দ্রুতগামী যে ঘর্মাক্ত কলেবর হলে তার কর্ণমূল পর্যন্ত আদ্র হয়ে যায়, আর তার মুখ্য লক্ষ্যস্থল থাকে চিহ্নহীন অজ্ঞাত দেশ ।

তেজোদীপ্ত অবস্থায় যখন সে অনল সদৃশ উত্তপ্ত শক্ত বালুকাস্তুপ অতিক্রম করে তখন শ্বেতকায়া বন্য গাভীর মত দীঘল নয়নযুগল দ্বারা চিহ্নবিহীন পথের উপর তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ।

তার গ্রীবাদেশ স্থুল, পদযুগল স্ফীত এবং তার দৈহিক গঠনে সমগ্র উষ্ট্রীকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান (পিতৃ ও মাতৃকুল হতে) সদ্বংশজাত, তার বলবর্দ ভ্রাতা তার জনক[৯২] এবং তার দীর্ঘ গ্রীবা ও লঘু পদ বিশিষ্ট খুল্লতাত তার মাতুল ।[৯৩]

এঁটলি পোকা তার দেহের উপর দিয়ে চলার সময়, তার মসৃণ বক্ষ ও ক্ষীণ কটি দেশের কারণে (তার দেহ হতে) স্খলিত হয়ে যায় ।

তাকে মনে হয় তার উপর মাংস নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তার সন্মুখ পদদ্বয়ের জানু তার বক্ষদেশ হতে দুরে অবস্থিত ।

তার দুই আঁখির পর হতে নাসিকার অগ্রভাগ, চিবুক ও গ্রীবাদেশ পর্যন্ত অংশকে মনে হয় যেন এক প্রশস্ত পস্তরখন্ড ।

সে পত্রপল্লবিত খর্জুর শাখা সদৃশ লেজ সঞ্চালিত করে (তার) দৃঢ় স্তনের উপর, যা দোহনের কারণে কুঞ্চিত হয়নি ।

সে উন্নত নাসিকা বিশিষ্টা, দর্শকের নিকট প্রতীয়মান হবে তার কর্ণমূলের পার্শ্বে সুস্পষ্ট আভিজাত্যের নিদর্শন এবং চিবুকের লালিত্য । সে লঘু পদে ভর দিয়ে দ্রুত তালে যাত্রা করে, মনে হয় কেবল শপথ রক্ষার্থে তার পদযুগল (নাম মাত্র) ভুপৃষ্ঠ স্পর্শ করছে,

পদাঘাতে সে কঙ্করগুলিকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়, পর্বত-শৃঙ্গ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তার পায়ে নাল লাগানো প্রয়োজন হয়না ।

এই যাত্রা হয় এমন একদিনে যখন গিরগিটি প্রখর সূর্য-তাপে দুগ্ধ হয়ে যায়, এবং তার দেহের উপরের অংশ রৌদ্র-দগ্ধ বালুর মত দেখায় ।'

---

[৯২] দিওয়ানে কা'আব ইব্‌ন যুহায়ির, পৃ.১১; প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৬ ।
[৯৩] প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

এই পর্যন্ত বলে শ্রোতাদের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করে, তিনি বুদ্ধি নির্ভর উপমার সাহায্যে তাঁর উষ্ট্রীর শেষ গুণাল্পপনার কথা শুনিয়েছেন সকলকে, এইভাবে:

كان اوب ذراعيها وقد عرقت	وقد تلفع بالقور العساقيل
وقال للقوم حاديهم وقد جعلت	ورق الجنادب يركضن الحصى قيلوا
شد النهار ذراعا عيطل لصف	قامت فجاوبها نكد مثاكيل
فواحة رخوة الضبعين ليس لها	نعى بكرها الناعون معقول
تفرى اللبان بكفيها ومدرعها	مشقق عن تراقيها رعابيل

'সেই দ্রুতগতি সম্পন্না অনন্যা উষ্ট্রী যখন অত্যাধিক উত্তপ্ত দিনে ঘর্মাক্ত হয় এবং কঙ্করময় পাহাড়ের পাদদেশে মরীচিকা দেখা দেয় তখন তার পদ চতুষ্টয় আরও দ্রুত তালে সঞ্চালিত হতে থাকে ।

ধূসর বর্ণের পঙ্গপাল যখন উত্তপ্ত প্রস্তরে উপবেশন করতে অপারগ হয়, তাতে কেবল পদাঘাত করে উড়ে যাচ্ছিল তখন উষ্ট্রচালকগণ স্বীয় গোত্রের লোকদের বলছিল: তোমরা এখন (যাত্রা ভঙ্গ করে) মধ্যাহ্ন নিদ্রা উপভোগ কর:

(ঐ প্রখর রৌদ্রে তার দ্রুত পদসঞ্চালন-তুল্য) মধ্যবয়সী, দীর্ঘকায় এক সুন্দরী নারীর বাহুদ্বয় সঞ্চালন-তুল্য, যে দন্ডায়মান অবস্থায় দুই হস্ত চালনা করে, বিলাপ করতে থাকে আর অন্যান্য সন্তানহারা, শোকাতুরা রমনীগণ তাঁকে শান্তনা প্রদান করে,

সে কোমল দুই বাহু বিশিষ্টাগাভীর শোক প্রকাশকারিনী মহিলা, মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণাকারী তার প্রথম সন্তানের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করলে যে সংজ্ঞাহীন হয়ে যায় ।

সে দুই হস্ত দ্বারা তার বক্ষদেশ বিদীর্ণ করে আর তার দেহাবরণ গ্রীবাদেশ হতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় ।'

কবি শাণিত বুদ্ধিদীপ্ত এই সমস্ত মানবিক উপমা প্রয়োগে উষ্ট্রীর দ্রুত গতির বর্ণনা সমাপ্ত করে যখন কবি উপলব্ধি করলেন যে, তিনি সমবেত সুজন মন্ডলীর সুদৃষ্টি আকর্ষণে সম্পূর্ণ সফলতা অর্জন করেছেন, তখন তিনি তাঁর কবিতার মূল বক্তব্যের সূচনা করলেন অতি সন্তর্পনে:

يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم	انك يا ابن ابى سلمى لمقتول
وقال كل خليل كنت امله	لا الفينك انى عنك مشغوله
فقلت خلوا طريقى لا ابالكم	فكل ما قدر الرحمن مفعول

Dhaka University Institutional Repository

كل ابن انثى وان طالت سلامته   يوما على اله حدباء محمول

নিন্দুক শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ তার চার পার্শ্বে ঘোরাঘুরি করছে, আর বলছেঃ হে আবু সুলমা নন্দন তোমার মৃত্যু অবধারিত। আর আমি যে সমস্ত বন্ধুর সাহায্য প্রার্থনা করলাম তাদের প্রত্যেকেই বললোঃ আমি তোমার কোন উপকার করতে পারবোনা, এখন তোমার ব্যাপার ছাড়া অন্য ব্যাপারে আমি ব্যস্ত আছি।

আমি বলিঃ ত্যাগ কর আমার পথ, পিতৃহারা হও তোমরা, করুণাময় (আল্লাহ) আমার ভাগ্যে যা নির্ধারিত রেখেছে তাই ঘটবে।

প্রত্যেক নারী সন্তান, তার নিরাপত্তা যত দীর্ঘই হোক না কেন, একদিন তাঁকে খাটিয়াতে বহন করা হবেই।'

এই পর্যন্ত বলে, রাসুলুল্লাহ (স.) ও তাঁর চারদিকের উৎকণ্ঠিত সাহাবা কেরামকে তার পরবর্তী কথা শোনার জন্য উদগ্রীব করে তুলে কবি বিনয়াবনত চিত্তে আরম্ভ করলেন তাঁর ক্ষমা প্রার্থনার মূল বক্তব্য বিষয়ঃ

انبئت ان رسول الله او عدنى   والعفو عند رسول الله مأمول

مهلا هداك الذى اعطاك نافلة   القرآن فيها مواعيظ وتفصيل

لا تأخذنى بقول الوشاة ولم   اذنب ولو كثرت عنى الاقاويل

لقد اقوم مقاما لو يقوم به   ارى واسمع ما لو يسمع الفيل

لظل ير عد الا ان يكون له   من الرسول بأذنه الله تنويل

حتى وضعت يمينى لا انا زعه   فى كف ذى لقمات قيله القيل

لذاك اهيب عندى اذا اكلمه   وفيل انك مسبور ومسئول د

من ضيغم من ضراء الاسد مخدر   ببطن عثر غيل دوله غيل

يخدو فيلحم ضرغا مين عيشهما   لحم من القوم معفور خراذيل

اذا يساور قرنا لا يحل له   ان يترك القرن الا وهو مفلوله

منه تظل حمير الوحش ضامرة   ولا تمشى بواديه الا راجيل

ولا يزال بواديه اخو ثقة   مطرح البز والدرسان ماكول

ان الرسول ليف يتضاء به   مهند من سيوف الله مسلوله

فى عصبة من قريش قال قائلهم   ببطن مكة لما اسلموا زولوا

زالوا فما زال انكاس ولا كشف   عند اللقاء ولا ميل معازيل

Dhaka University Institutional Repository

ثم العوانين ابطال لبومهم من نسج داود فى الهيجا سرابيل

بيض سوابغ قد شكت لها حلق كانها حدق القفعاء مجدول

'আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ আমাকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু (আমি বলি) রাসূলুল্লার নিকট হতে ক্ষমার প্রত্যাশা করা যায়।

অনুগ্রহ করে আমাকে একটু সময় দিন, সেই (মহামহিম) আপনাকে সুপথ প্রদর্শন করুন, অতিরিক্ত অনুগ্রহ স্বরূপ আপনাকে কুরআন প্রদান করেছেন, যাতে আছে উপদেশমালা ও ব্যাখ্যা।

নিন্দুকের কথা শুনে আমাকে শাস্তি দেবেন না, আমার সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমি কোন অপরাধ করিনি।

আমি এমন এক স্থানে দাঁড়িয়ে আছি এবং এমন কিছু প্রত্যক্ষ করছি ও শ্রবণ করছি, যদি কোন হস্তীও আমার স্থানে দন্ডায়মান থেকে তা শ্রবণ করতো, তাহলে সেও কম্পিত হতো, যদি আল্লাহর অনুমতিতে রাসূলের পক্ষ হতে তার জন্য নিরাপত্তার আশ্বাস না থাকতো।

আমি এমন (মহাপ্রাণ) ব্যক্তির করতলে আমার দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করেছি, যিনি (ইচ্ছা করলে) প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন, তাঁর কথার মূল্য অত্যধিক, আমি তাঁর বিরোধিতা করবোনা।

যখন আমি তাঁর সঙ্গে কথা বললাম, আর বলা হলোঃ তুমি দোষী ও কৈফিয়ত চাওয়ার যোগ্য, তখন (আমার নিকট) তিনি অধিকতর ভয়াবহ মনে হলেন,

অরণ্যে লুকায়িত সিংহ অপেক্ষা, যার বাসস্থান হচ্ছে ঝোপ ঝাড় আর বন জঙ্গলে ঘেরা আছছার উপত্যকা।

যে (সিংহ) প্রত্যুষে বহির্গত হয়ে তার দুই শাবককে, মাংস ভক্ষণ করায়, যাদের খাদ্য হচ্ছে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত খন্ডকৃত (টাটকা) নরমাংস।

সেই সিংহ যখন (তার) কোন সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করে তখন তাকে ভূপাতিত না করে ছেড়ে দেয়না, তার দাপটে অন্য বন্য পশুরা নিস্তব্ধ থাকে এবং তার সন্ত্রাসে কোন পদচারী সেই উপত্যকা দিয়ে যাতায়াত করেনা।

তার উপত্যকায়, সদা আত্মপ্রত্যয়শীল ব্যক্তিকেও ভক্ষিত অবস্থায় ও তার জীর্ণ বস্ত্রাদি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল এক চাকচিক্যময় অসি সদৃশ, যা আল্লাহর তরবারী সমূহের মধ্যে ভারতীয় লৌহ দ্বারা প্রস্তুত এক অনন্য তরবারী এবং সদা নিষ্কোষিত ।[৯৪]

কুরায়িশ বংশের জনগণ যখন মক্কা শরীফে দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তখন তাদের এক মহান প্রবক্তা বলেছিলেন: তোমরা হিজরত কর ।

ফলে তারা (মদীনায়) হিজরত করলো, কিন্তু যারা দুর্বল, সমরে বর্মহীন, অস্ত্রহীন এবং অশ্বোপরিতিষ্টিতে অক্ষম তারা সেদিকে যাত্রা করলোনা ।

তারা উন্নত নাসিকার অধিকারী, বীর বাহাদুর, রণক্ষেত্রে তাদের পোশাকে যেন হযরত দাউদ (আ.) কর্তৃক নির্মিত বর্ম ।

তাদের ঐ বর্মগুলি শুভ্র, সর্বাঙ্গ আবরণকারী এবং একটি অপরটির মধ্যে প্রবিষ্ট ও রজ্জু সমন্বিত, মনে হয় সেগুলি কাফ'আ তৃণের ন্যায় শক্ত অঙ্গুরীয় ।'

সকলকে মনমুগ্ধের মত বিস্ময় বিমূঢ় করে, কবি তাঁর কবিতার উপসংহারে মোহাজিরদের প্রশংসা করে বলেন:

يمشون الجمال الزهر يعصمهم ضرب اذا عود السود التنابيل

لا يفرحون اذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا اذا نيلوا

لا يقع الطعن الا فى نحورهم ما ان لهم عن حياض الموت تهليل

'তারা পথ চলে উজ্জল শ্বেতবর্ণের উষ্ট্রীর ন্যায়, যখন খর্বকায় কৃষ্ণ শত্রুদল পলায়মান হয় তখন অস্ত্রের ব্যবহার তাদেরকে রক্ষা করে ।

যখন তাদের বর্শাগুলি কোন সম্প্রদায়কে আঘাত হানে তখন তারা আনন্দিত হয় না আর তারা যখন আক্রান্ত হয় তখন মোটেই বিচলিত হয় না ।

বর্শার আঘাতে তাদের বক্ষদেশ ব্যতীত অন্য কোথাও পতিত হয় না[৯৫] আর মৃত্যুর সরোবর হতে তাদের পলায়ণের কোন ইচ্ছাও থাকেনা ।'

একথা স্পষ্ট যে, কা'ব যখন এই সমস্ত কবিতা রচনা করেন তখন তিনি মুসলমান হননি । তিনি ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ । তবে তাঁর পিতা যুহায়িরের বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি বলতে পেরেছিলেন:

فكل ما قدر الرحمن مفعول

---

[৯৪] এই চরণে উল্লেখিত সাইফ শব্দটি রাসূলুল্লাহর নির্দেশে নূর শব্দ দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছিল ।

[৯৫] তার যুদ্ধক্ষেত্রে পশ্চাদপদ হয়না ।

Dhaka University Institutional Repository

করুণার আধার (আল্লাহ) যা নির্ধারিত করে রেখেছেন (আমার ভাগ্যে) তা ঘটবেই। যুহায়িরের জীবন-দর্শনও প্রতিফলিত হয়েছে কা'বের এই কাব্যে যেমন, তিনি বলেছেন:

كل ابن اثنى وان طالت سلامته　　　يوما على الة حدباء محمول

'মায়ের প্রত্যেকটি সন্তান, তার নিরাপদকাল যতই দীর্ঘ হোক না কেন, একদিন তাকে খাটিয়ায় শুইয়ে বহন করা হবেই।'

بسيط (বাসীত) ছন্দে রচিত কা'আবের এই অনণ্য সাধারণ কবিতার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এর ভাবের দ্যোতনা ও ভাষার ইন্দ্রজাল রচনা। বর্ণনার অপূর্বরীতি ও শব্দ সম্ভারের অতুলনীয় বিন্যাস এর অন্যতম প্রধান গুণ। কবির প্রাণের আবেগ আর বক্তব্য প্রকাশের সাবলীল ভঙ্গিমা পাঠকচিত্তকে উম্মুখ করে রাখে তাঁর শেষ কথাটি শ্রবণের জন্য। এই কারণেই এই কবিতা এত সজীব ও মর্মস্পর্শী।[৯৬]

بانت سعاد (বানাত সো'আদ) নামক[৯৭] এই কবিতায় মোহাজিরদের উচ্ছাসিত প্রশংসা কীর্তিত হওয়ায় এবং আনসারদের কোন উল্লেখ না থাকায় আনসারগণ একটু মনোক্ষুণ্ণ হন[৯৮] তারা কবিকে বললেন:

الا ذكر 'আপনি কি কুরাইশী ভাইদের সঙ্গে আমাদের উল্লেখ করবেন না আপনার কবিতায়? তাঁদের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে কা'ব রচনা করেন:

من سره كرم الحياة فلا يزل　　　فى مقنب من صالحى الانصار
المكرهين السمهرى باذرع　　　كصوا قل الهندى غير قصار
والناظيرين باعين محمرة　　　كاالجمر غير كليلة الابصار
والباذلين نفوسهم لنبيهم　　　يوم الهياج وقبة الجباز
ورثوا السيادة كابرا عن كابر　　　ان الكرام هم بنو الاخيار
يتطهرون كانه نسك لهم　　　بدماء من علقوا من الكفار

---

৯৬ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৩৬৪।

৯৭ কাবের অনুকরণে বহু কবি তাদের কবিতা শুরু করেন بانت سعاد শব্দদ্বয় সহযোগে, যেমন আখতাল বলেন:

بانت سعاد ففى العينين مهلول　　　من حبها وصحيح الجسم مخبول

কাআনাব বিন জামরা বলেন:

بانت سعاد وامسى دونها عدن　　　وعلق عندك من قبلك الرهن

গুবিয়া বিন মাযার বলেন:

بانت سعاد فامسى القلب معمودا　　　وعلق عندك من قبلك الرهن

৯৮ দীওয়ানে কা'আব ইব্‌ন যুহায়ির, পৃ.২৫।

Dhaka University Institutional Repository

'মহৎ জীবন যাপন আনন্দ দান করে সে সর্বদা মহান আনসারদের অশ্বারোহী সেনাদলের সঙ্গেই কাল-যাপন করে।

তাঁরা বাহুর সাহায্যে ভারতীয় তরবারীর মত দীর্ঘাকৃতির সামাহারী বর্শা নিক্ষেপ করতে সক্ষম ।

তাঁরা (রাগান্বিত অবস্থায়) রক্তবর্ণ অক্ষির সাহায্যে অবলোকন করেন, যে অক্ষির মধ্যে কোন ক্রটি নেই এবং যা অঙ্গারের মত লোহিত রং বিশিষ্ট।

তাঁরা তাঁদের নবীর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে সদা প্রস্তুত, এবং মল্ল-যুদ্ধের সময় কা'ব গৃহের সম্মানে নিজের সত্বাকে বিলিয়ে দিতে সদা তৎপর।

এই সকল গুণরাজি তাঁরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদের পূর্বপুরুষদের নিকট হতে, মহান ব্যক্তিবর্গ সৎ আনসারদেরই সন্তান সন্ততি।

তাঁরা অধিবাসীদের রক্তপাত ঘটিয়ে পবিত্র হয়ে থাকতে ভালবাসেন, এটাকে তাঁরা কোরবানীর অঙ্গ মনে করেন।'

কা'ব ইব্‌ন যুহায়র এখানে আনসারদের যে বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা করেছেন এবং বীরের প্রতি যে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন তা যুগ-যুগান্তর অতিক্রম করেও মানবের হৃদয়কে বীররসে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট।[৯৯]

প্রাণবন্ত জীবন ও তারুণ্যের জয়গাথা গেয়ে কা'ব বলেছেন:[১০০]

لوكنت اعجب من شيئ لا عجبنى　　سعى الفتى وهو مخبوء له القدر

يسعى الفتى لامور ليس مدركها　　والنفس واحدة والهم منتشر

والمرء ما عاش ممدود له امل　　لا تنهى العين حتى ينتهى الاثر

'বিশ্বের কোন বস্তু যদি আমাকে অধিক মাত্রায় আকৃষ্ট করে থাকে তা হচ্ছে তরুণের প্রচেষ্টা, যদিও (তার) ভাগ্য তার নিকট থাকে অপ্রকাশ্য।

তরুণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, যদিও সর্বদা তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়না, তার আত্মা এক, কিন্তু কামনা দিগন্ত প্রসারী।

মানব যতদিন জীবিত থাকে তার আশা প্রসারিত হয়, যতদিন তার আকাঙ্খার অনুসরণ শেষ হয় ততদিন তার অনুসন্ধান সমাপ্ত হয়না।

---

৯৯ অধ্যাপক শহীদুল্লাহ, পৃ.৩৬৬।

১০০ প্রাগুক্ত, পৃ.২২৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর কা'বের মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হয়। তিনি মন্দ কাজের ও মন্দ চিন্তার নিন্দা করে বলেছেন:[১০১]

فالسامع الذام شريك له　　　ومطعم الماكول كالاكل

مقالة السوء الى اهلها　　　اسرع من منحدر سائل

ومن دعا الناس الى ذمه　　　ذموه الحق وبالباطل

'মন্দ বিষয় যে শ্রবণ করে সে মন্দ কার্য্যের কর্তার অন্তর্ভুক্ত এবং যে ভক্ষিত দ্রব্য কাউকে খাওয়ায় সে ঐ খাদ্য ভক্ষণকারীর তুল্য।

মন্দ কথা প্লাবনের পানি অপেক্ষা দ্রুত গতিতে সেই ব্যক্তির প্রতি ধাবিত হয়, যে তা বলে।

যে ব্যক্তি মানুষের কুৎসা রটনা করে তারা হক ও নাহকভাবে তাকে গালাগালি করে থাকে।'

উপরোক্ত মানুষিকতা তিনি অর্জন করেছিলেন কুরআন ও রাসূলের শিক্ষা হতে। ড. শাওকী দয়ফ এই প্রসঙ্গে বলেন:[১০২]

وهى تنم عن ولائه لدينه الحنيف وانه اسلم وجهه لزيه جل جلاله الحافظ الذى يكلا عباده ويقيهم الاذى - ولعل فى ذلك ما يدل دلالته واضحة على مدى تأثير الاسلام فى نفسه وفى شعره ...

فهو ينهاه ان لا يجعل الصفح عنه سببا الى سوء القول - حتى لا ينجى على نفسه ما هو اقبح اثرا وابقى وسما – ويقول ان الذين يبسطون السنتهم بالهجاء سرعان ما يرتد عليهم هجاء اقذع وامر، هجاء بالحق وبالباطل ، وهو فى ذلك كله ياخذ بادب القرآن ورسوله عليه الصلاة والسلام من العفو والصفح

কা'বের কবিতার সংখ্যা খুব বেশী নয়। তার মধ্যে অধিকাংশই مديح বা স্তুব, স্তুতিমূলক, কিছু বর্ণনামূলক। তবে তিনি ছিলেন মানবতার দিশারী। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তিনি কাব্যের আসরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর শিল্পকর্মে তাঁর ধর্মের প্রভাব লক্ষ্যনীয়। তিনি সাধারণতঃ লঘু মাত্রার ছন্দে কাব্য রচনা করতে অভ্যাস্ত ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বানাত সো'আদ' সহ আরও কয়েকটি কবিতা তিনি রচনা করেছেন بسيط (বাসীত) ছন্দে। কোন কোন সমালোচক তাঁর কবিতার ত্রুটি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর কাব্যে কিছু কিছু আপাত কঠিন ও একটু অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন, এছাড়াও তিনি কবিতার মধ্যে এত উপমা, উৎপ্রেক্ষা, কেনায়া ব্যবহার করেছেন যে, সাধারণ মানুষ তা অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারেনা। এই দিক দিয়ে তিনি তাঁর পিতা মহাকবি যুহায়রের শিষ্য।[১০৩] তাঁর কাব্য সম্ভার সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য এক অপরূপ সম্পদ।

---

১০১ অধ্যাপক শহীদুল্লাহ, পৃ.৩৬৭।
১০২ ড. শাওকী দয়ফ, তারীখুল আদাবুল আরাবী, আল-আসরুল ইসলামী, পৃ.৮৮।
১০৩ অধ্যাপক শহীদুল্লাহ, খ.২, পৃ.৩৭০।

Dhaka University Institutional Repository

হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.):

হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) (৫৩০-৬৭৩খৃ.) হিজরতের প্রায় ষাট বছর পূর্বে মদীনার খাযরাজ[১০৪] গোত্রের প্রসিদ্ধ শাখা বনু নাজ্জারের এক ঐতিহ্যবাহী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ।[১০৫] তাঁর পরিবার হলোঃ হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন মুনযির ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন মানাত ইব্‌ন 'আদি ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন নাজ্জার ইব্‌ন স'লাবাহ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন হাবিসা ইব্‌ন তাগলাবা ।[১০৬] তিনি আবুল ওয়ালীদ, আবু আবদির রহমান, আবুল মিযরাব, আবুল হুসাম, ইবনুল ফারী'আহ প্রভৃতি উপনামে পরিচিত ।[১০৭] হিজরতের পর মদীনার মুসলমানগণ আনসার নামে অভিহিত হন । এই সূত্র ধরেই হাস্‌সান (রা.) কে আনসারী উপাধিতে ভূষিত করা হয় ।

তাঁর পিতার নাম সাবিত ইব্‌ন মুনযির ইব্‌ন হারাম খাযরাজী । তাঁর পিতামহ মুনযির স্বগোত্রের সরদার ছিলেন । তিনি আউস ও খাযরাজ গোত্রের মাঝে বিরাজমান যুদ্ধের অবসানকল্পে বিচারকের ভূমিকা পালন করেন ।[১০৮] তাঁর মাতার নাম ফারী 'আহ বিন্‌ত খালিদ । তিনি খাযরাজ বংশের বনু সায়িদার সাথে সম্পৃক্ত খাযরাজ নেতা সা'দ ইব্‌ন 'উবাদার ফুফাতো বোন ছিলেন । তিনি ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবী[১০৯] হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন । হাস্‌সান পিতা-মাতা উভয় দিক থেকেই খাযরাজ গোত্রভূক্ত ছিলেন । মহানবী (স.)-এর প্রপিতামহী এবং মাতা ছিলেন নাজ্জার বংশোদ্ভূত । এদিক দিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ (স.)এর আত্মীয়ও বটে ।[১১০]

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা.) একশত বিশ বছরের দীর্ঘ জীবনলাভ করেন । হাস্‌সান এর এক ভাই আউস ইব্‌ন সাবিত একজন উঁচুমানের সাহাবী এবং দ্বিতীয় আকাবার অন্যতম সদস্য ছিলেন । তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন । পরবর্তীতে উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন ।[১১১]

---

[১০৪] খাযরাজ গোত্র আযদের একটি শাখা । বংশনামা বিশেষজ্ঞদের মতে, 'আয্‌দ' বনু কাহতানভুক্ত । তাদের দেশ ছিল ইয়ামেনে । বর্তমান যুগের কতিপয় গবেষক খাযরাজকে নাবত ইব্‌ন ইসমাঈলের বংশধর হিসেবে প্রমাণিত করেন । অর্থাৎ তারা কাহতানী নয় এবং আদনানী; ড.মো. ইউসুফ ও ড. মোহাম্মদ নুরুল আমিন, হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা.) ও তাঁর কবিতায় রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রশস্তি (ঢাকা:জার্নাল অব ড.সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার,২০১০ খৃ.), পৃ.৫১ ।

[১০৫] হযরত ইব্রাহীম জাম'আহ, হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (কায়রো:দারুল মা'আরিফ, তা.বি), পৃ.২৯; এ সম্পর্কে হাস্‌সান নিজেই বলেন, আমার বয়স তখন সাত কিংবা আট । এক সুন্দর প্রভাতে জনৈক ইয়াহুদী মদীনায় চিৎকার দিয়ে স্বীয় সম্প্রদায়কে একত্রিত করে বলে, 'আহমদ সিতারাহ' উদিত হয়েছে । আজ রাতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন; আবুল ফারায আল-ইস্পাহানী, আল-আগানী (বৈরুত:দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৯খৃ.), খ.৪, পৃ.১৪২; উক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ৫৭১ খৃস্টাব্দে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মকালে তাঁর বয়স ছিল সাত বা আট । রাসূলুল্লাহ (সা.) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন এবং তের বছর মক্কাতে অবস্থানের পর মদীনায় হিজরত করেন । এসময় হাস্‌সান (রা.)-এর বয়স হয়েছিল ষাট বা একষট্টি বছর; হাফিজ মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা, 'মহানবী (সা.)-এর সভাকবি হাস্‌সান (রা.) (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জানুয়ারী-মার্চ'২০০৩খৃ.), ৪২ বর্ষ, সংস্ক.৩, পাদটীকা-৪, পৃ.১০৫ ।

[১০৬] আবুল-ফারায আল-ইস্পাহানী, আল-আগানী বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৯ খৃ.), খ.৪, পৃ.১৪১; প্রাগুক্ত, পৃ.৫২ ।

[১০৭] মুহাম্মদ ইব্রাহীম জাম'আহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০ ; হাফিজ মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৫ ।

[১০৮] শাওকী দাঈফ, তারিখুল আদাবিল আরাবী (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ১৯৬০ খৃ.), খ.১, পৃ.৭৭ ।

[১০৯] ড. মাহমুদ ত্বাহহান : তাইসিরু মুসতালাহুল হাদীস, ১৪০৫হি./১৯৮৫খৃ., পৃ.১৯৮; ড.আ.ব.ম.সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী, পৃ.২০৬ ।

[১১০] আহমদ ইস্কান্দারী ও মুস্তাফা ইনানী, আল-ওয়াসীত ফিল আদাবিল আরাবী ওয়া তারিখিহী (মিসর : মাতবা'য়া আল-মা'আরিফ, ১৯২৮খৃ.), পৃ.১৫৮-৫৯ ।

[১১১] জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক, পৃ.৫৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

হাস্‌সান (রা.) তার জন্য মাতম গেয়ে বলেন:[১১২]

ومنا قتيل أوس بن ثابت   شهيدا وأسنى الذكر منا المشاهد

'আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিলেন শহীদ আউস ইব্‌ন সাবিত। তার বিভিন্ন স্মৃতি আজ হৃদয় মানসপটে সমুজ্জল প্রতিভাত রয়েছে।'

হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর পরিবার ছিল বিখ্যাত এক কবি পরিবার। তাঁর পিতা সাবিত, পিতামহ মুনযির, বোন খাওলা সবাই কবি ছিলেন। তাঁর পুত্র আবদুর রহমান, পৌত্র সাঈদ কবি ছিলেন। তাঁর এক কন্যাও কবি ছিলেন।[১১৩] তাঁর পরিবার সম্পর্কে আবুল হাসান আল-মুবারাক (৮২৬-৮৯৮খৃ.) বলেন:[১১৪]

اعرق قوم كانوا فى الشعر الحسان فانهم يعبدون ستة فى نسق كلهم شعراء

'হাস্‌সানের পরিবারই সর্বোত্তম কবি পরিবার। যার বংশে একই সারিতে ছয় জনই কবি হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন।'

জাহিলী যুগেই হাস্‌সান কবি হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। 'উকাযের মেলায় কবি আ'শা ও কবি খানসার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তিনি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন।[১১৫] কবি নাবিঘা কবি আ'শা ধনী ব্যক্তিদের প্রশংসা করে অর্থোপার্জন করতেন, আর তা দেখে হাস্‌সান তাঁদের অনুসরণ করে কিছু উপার্জন করার মনস্থ করেন। কবি ঘাস্‌সানী রাজন্যবর্গের জাফনা পরিবারের স্তুতি বর্ণনা করে কবিতা লিখেন। হাস্‌সান ইসলামের পূর্বে তাঁর গোত্র 'খযরাজের কবি' রাসূলুল্লাহর জীবদ্দশায় 'রাসূলের কবি' এবং তাঁর পরে 'ইয়ামনের কবি'রূপে বিশিষ্ট হয়ে আছেন। বিশেষ করে, তিনিই (شاعر الرسول) রাসূলের কবি হওয়ার একমাত্র সৌভাগ্য অর্জন করেন। আরবদের মতে তিনি মক্কা, মদীনা ও তাইফের শ্রেষ্ঠ কবি।[১১৬]

মুসলমান হওয়ার পর তিনি তাঁর কাব্য শক্তিকে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর কবিতায় ইসলামের কথা ব্যক্ত হয়েছে, তাই ইসলামী পরিভাষার প্রাচুর্যতা রয়েছে তাঁর কবিতায়। হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) তাঁর কবিতায় আল-কুরআনের পবিত্র বাক্যাংশ সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন যেমন:[১১৭]

لك الحمد والنعماء والامر كله   فاياك نستهدى واياك نعبد-

---

[১১২] মুহাম্মদ ইব্রাহীম জাম আহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪১।

[১১৩] ইব্‌ন কতুায়বা, প্রাগুক্ত, পৃ,১৭১-৭২; আহম্মদ ইস্কান্দারী ও মুস্তাফা ইনানী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৮-৫৯।

[১১৪] খাইরুদ্দীন আল-যিরকলী, আল-আ'লাম, (বৈরুত : দারুল ইল্‌ম, তা.বি.), পৃ.১৭৫; প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪।

[১১৫] হুসনুস্‌ সাহাবা, খ.১, পৃ.১৭।

[১১৬] সিয়ারু আনসার, খ.১, পৃ.৩২৭, ; প্রাগুক্ত, পৃ.১৬২।

[১১৭] আবদুর রহমান আল-বরকূতী, *শরহু দীওয়ান হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা.)*, (মিশর : ১৯২৯ ; লন্ডন : হার্টউইগ হিরস্‌ ফেল্ড, ১৯১০, ১৯৭০ খৃ.), সংস্ক. ২।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রশংসায় বহু কবিতা রচনা করেন। কুরাইশ নেতাদের বিদ্রূপ করেও তিনি কবিতা রচনা করেছেন যেমন:[১১৮]

الا ابلغ اباسفيان عنى مغللغلة فقد برح الخفاء

بان سيوفنا تركتك عبدا   وعبد الدار سادتها الاماء

هجوت محمدا (صـ) فاجبت عنه   وعند الله فى ذاك الجزاء

اتهجوه ولست له بكفـء   فشر كما لخيرك كما الفداء -

অর্থ্যাৎ - 'কেউ কি আমার পক্ষ থেকে আবুসুফিয়ানকে জানিয়ে দিবে যে, তার গোপনীয়তা আমাদের কাছে ফাঁস হয়ে গেছে, আমাদের তরবারী তাকে করেছে পুরোপুরি দাস। তাই আজ মেয়েদের হাতে 'আবদুদ্দার গোত্রের নেতৃত্বভার পড়েছে। তুমি মুহাম্মদের (স.) নিন্দা করেছ আর আমি তার জবাব দিয়েছি, আমার কাজের প্রতিদান রয়েছে মহান আল্লাহ (তা'আলা)-র কাছে। তুমি এমন একজনের কুৎসা রটনা করেছ, যার সমকক্ষ তুমি নও। তোমাদের মন্দজন তোমাদের ভাল জনের জন্য উৎসর্গ হোক।'

একদা বনু তামীমের প্রতিনিধিদল মদীনায় আসেন।[১১৯] তাঁরা হযরতের সামনে নিজেদের প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি শুরু করেন। তাঁদের আবৃত্তি শেষ হলে হাস্‌সানকে রাসূলুল্লাহ (স.) উত্তর দিতে আদেশ দেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে হাস্‌সানের পঠিত কাসীদার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল:

ان الذوائب من فهرو اخوتهم - قد بينوا سننا للناس تتبع قون

إذا حاربوا ضروا عدوهم – او حاولوا النفع فى اشياعهم نفعوا سجية تلك فيهم غير محدثة – ان الخلائق فاعلم شرها البدع لا يرقع الناس ما اوهت اكفهم – عند الدفاع ولا يوهو مارقعوا

হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) মহানবীর (স.)-এর প্রশস্তিতে কাব্য রচনায় অত্যন্ত বলিষ্ঠতার স্বাক্ষর রাখেন। তদানিন্তন সময়ে কা'ব ইব্‌ন মালিক (৫৯৮-৬৭০খৃ.), আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (মৃ.৬৩১খৃ.), কা'ব ইব্‌ন যুহায়ির (মৃ.৬৪৫খৃ.) প্রমুখ প্রতিভাধর কবি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রশংসা করে বেশ কিছু কবিতা রচনা করলেও এই বিষয়কে উপজীব্য করে আল-মাদীহ আল-নববী (নবী প্রশস্তি গাঁথা) শিরোনামে দীর্ঘ ও অসংখ্য কবিতা রচনার প্রবর্তক হিসেবে হাস্‌সান (রা.)-কে গন্য করা হয়।[১২০] তিনি মহানবী (স.)-এর শানে সম্পূর্ণ নতুন

---

[১১৮] আল-উমদাহ, খ. ১, পৃ. ৩৯ ; আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন, পৃ. ১৬৪।

[১১৯] বনু তামীমের প্রতিনিধিদল ৯ হিজরীতে মদীনায় এসেছিল, হাস্‌সানের কবিতাটির অংশবিশেষের জন্য; সিয়রু আনসার, খ.১, পৃ.৩২৩; প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৫।

[১২০] ওমর ফাররূখ, তারীখ, আল-আদাব আল-আরাবী (বৈরুত ; দারুল ইল্‌ম লি আল- মালায়িন), পৃ.৩২৬।

Dhaka University Institutional Repository

স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এক বিশেষ ধরণের প্রশংসা গাঁথা উপহার দেন।[১২১] তিনি পুরোপরি নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রশংসার হক আদায় করেন। তাঁর মত অন্য কবির পক্ষে এ সুউচ্চ রাজ্যে বিচরণ করা সম্ভব হয়নি। কারণ স্বয়ং জিব্রাঈল (আ.) তাঁকে এ ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন। মহানবী (স.) এর নির্দেশে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিতের জন্য মদীনার মসজিদে একটি মিম্বর স্থাপন করা হয়েছিল, যার উপর দাঁড়িয়ে তিনি কবিতা আবৃত্তি করতেন।[১২২]

হাদীস শরীফে এসেছে:[১২৩]

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع لحسان منبرا فى المسجد يقوم عليه يفاخر عن رسول الله او ينافع ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يؤيد حسان بروح القدس مانافع أو فاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -

'হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স.) মসজিদে নববীতে হাস্‌সানের জন্য উঁচু মিম্বর তৈরী করিয়ে দেন, তার উপরে চড়ে হাস্‌সান মহানবীর (স.) গৌরব গাঁথা কিংবা মুশরিকদের নিন্দা কাব্য আবৃত্তি করতেন আর মহানবী (স.) বলতেন, হাস্‌সান যতদিন রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পক্ষ হয়ে কাফিরদের নিন্দা অথবা গৌরব গাঁথা রচনা করে যাবে ততদিন আল্লাহ তাঁকে রুহুল কুদ্দুস দিয়ে সাহায্য করে যাবেন।'

রাসূল্লাহ (স.)-এর সভা কবি হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পর আল-কুরআনের মহান শিক্ষা ও রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবনাদর্শকে কাব্যকর্মে রূপায়িত করে ইসলামের সেবায় নিবিষ্ঠচিত্ত হন। তিনি ইসলামী যুগে ইসলাম, নবী করীম (স.) ও সাহাবাকিরামের পক্ষে সর্বাধিক স্তুতি কবিতা রচনা করেন। তাঁর কবিতায় রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।[১২৪]

কবি হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) এর কবিতায় রাসূলুল্লাহ (স.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন তিনি বলেন:[১২৫]

هجوت محمدا براحنيفا — رسول الله شيمته الوفاء

فان ابى ووالده وعرضى — لعرض محمد منكم وقاء

---

[১২১] সাঈদ আল-আ'জামী আল-নদভী, শু'রা আল-রাসূল (সা.) ফী দু আল-ওয়াকি ওয়া আল- কারীয (লক্ষ্নৌ : মাকতাবাহ আল-ফিরদাউস আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৫খৃ.), পৃ.৩৪৯।

[১২২] প্রাগুক্ত, পৃ.৬০।

[১২৩] ওয়ালী উদ্দীন আল-খতীব, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০৯; আয-যাহাবী, পৃ.৫১৪।

[১২৪] জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক, পৃ.৬১।

[১২৫] ড. আবদুল জলীল, কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (সা.)ও সাহাবীদের মনোভাব (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন'২০০৪), পৃ.৩৭ ; আ.ত.ম.মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস,১৬০-৬১; ড.শাওক্বী দাঈফ, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

وقال الله قد ارسلت عبدا　　　يقلو الحق ليس به خفاء

وقا الله قد يسرت جندا　　　هم الانصار عرضتها اللقاء

يلاقى كل يوم من فعل　　　سباب او قتال او هجاء

فمن يهجو رسول الله منكم　　　ويمدحه وينصره سواء

وجبريل رسول الله فينا　　　وروح القدس ليس له كفاء

'তুমি মুহাম্মদ (স.)-এর নিন্দাবাদ করেছ, যিনি নেক্কার, একত্ববাদী, আল্লাহর রাসূল। অঙ্গিকার পূর্ণ করা যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। নিশ্চয়ই আমার পিতা, তাঁর পিতা (আমার দাদা), আমার সম্মান সবকিছু মুহাম্মদ (স.) - এর সম্মানের হিফাজতকারী। আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার এ বান্দাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি, যে সত্য কথা বলে। তাঁর মধ্যে গোপনীয় কিছু নেই, আল্লাহ বলেন, আমি সেনাদল প্রেরণ করেছি তারাই সাহায্যকারী, যাদের অভ্যাসই হল শত্রুদের মখোমুখি হওয়া। তারা প্রতিদিন সাক্ষাৎ করে গালি-গালাজ অথবা যুদ্ধ অথবা নিন্দাবাদের সাথে ওরা ছিল। অত:পর তোমাদের মধ্য থেকে যে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিন্দাবাদ করবে, আর যে প্রশংসা ও সাহায্য করবে, তারা কি কখনো সমান হতে পারে? আমাদের মাঝে আছে আল্লাহর প্রেরিত দূত জিব্রাঈল ও রুহুল কুদ্দুস, যার সমক্ষ নেই।'

রাসূলুল্লাহ (স.) হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিতের এই কবিতা শুনে বলেছিলেন, 'আল্লাহ তোমাকে দোযখের আগুন থেকে হিফাজত করুন।[১২৬]

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রশংসায় কবি হাস্‌সান এর অপর কয়েকটি চরণ:[১২৭]

نبى أتانا بعد إياس وفترة　　　من الرسول والأوثان فى الارض تعبد

فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا　　　يلوح كما لاح الصيفل المهند

وانذرنا نارا وبشر جنة　　　وعلمنا الاسلام فالله نحمد

وأنت إله الخلق ربى وخالقى　　　بذالك ما عمرت فى الناس اشهد

'তিনি এমন নবী, যিনি নিরাশা ও রাসূল প্রেরণের

বিরতির পর আমাদের কাছে আগমন করেছেন।

---

[১২৬] ড. শাওকী দয়ফ,প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮।

[১২৭] হান্না আল-ফাখুরী, পৃ.২৩১।

Dhaka University Institutional Repository

আর তখন বিশ্বে মূর্তি পূজা করা হত ।

অত:পর তিনি আলোকিত সূর্যরূপে এবং হিদায়াতকারীরূপে প্রতিভাত হন ।

তিনি ঝলমলিয়ে উঠলেন হিন্দুস্তানী স্বচ্ছ ধারালো তরবারির ন্যায় ।

তিনি আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক করলেন ও জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন ।

আর আমাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দিলেন, তাই আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি ।

হে আল্লাহ! তুমি সমস্ত সৃষ্টিকুলের ইলাহ, তুমি আমার প্রতিপালক ও স্রষ্টা,

যতদিন আমি জীবিত থাকি, মানুষের মাঝে এ সাক্ষ্যই দিতে থাকব ।'

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর শানে কবি হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত এর একটি না'তে রাসূল (স.)-এর কাব্যানুবাদের অংশবিশেষ:

'তোমার চোখের মত ভালো চোখ পৃথিবীতে নেই

এবং কোন মাতা এমন সুন্দর পুত্র আর

প্রসব করেনি এই পৃথিবীর বুকে ।

তোমার সৃজন সে তোমাকে একেবারে দোষমুক্ত করে

এবং তুমিও তাই চেয়েছিলে আপন ইচ্ছায়;

তোমার সুকীর্তি এই বিশ্বজুড়ে বাড়ছে কেবল

যেমন কস্তুরীর ঘ্রাণ বেড়ে চলে বাতাসের আগে ।

তোমারও সৌভাগ্যের নেই কোন সীমা-পরিসীমা

সমুদ্র পানির মতো তোমার হাতের দয়ারাশি

এবং তোমার দান স্রোতের মত বেগে চলে ।'[১২৮]

---

[১২৮] আসাদ বিন হাফিজ ও মুকুল চৌধুরী সম্পাদিত, রাসূলের শানে কবিতা (ঢাকা : প্রীতি প্রকাশন, ১৯৯৬খৃ.), পৃ.৭৮ । আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, উর্দু অনুবাদ, পৃ.৪৪০; প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (স.)-এর সভাকবি হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) ছিলেন কাব্য প্রতিভার কিংবদন্তী স্বরূপ। আরবের অমুসলিম কবি ও দলপতিরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বানচাল করতে রাসূলুল্লাহ (স.), সাহাবা কিরাম ও ইসলামের প্রতি নিন্দা, কুৎসা রটনা ও ব্যঙ্গোক্তিমূলক কবিতা রচনা করে। কবি হাস্‌সান (রা.) নবী করীম (স.)-এর প্রশংসায় এবং ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় কুরায়শ কবিদের কুৎসামূলক কবিতার জবাবে কবিতা রচনা করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে প্রয়াস চালান। তিনি পবিত্র কুর'আনের মহান শিক্ষা ও ভাষা শৈলীকে নিজের কাব্যে রূপায়িত করে ইসলামকে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক মহান অবদান রাখেন।

'আমর ইব্‌ন মা'দীকরিব (মৃ.২৪ হি.):

আবু সাওর 'আমর ইব্‌ন মা'দীকরিব যুবায়দী ইয়েমেনের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ইয়েমেনের যোদ্ধা ও আরবের বিশিষ্ট বাগ্মি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। খাস'আম গোত্রের লোকেরা লুণ্ঠনের জন্য তাঁর গোত্রের উপর আক্রমন চালালে তিনি বীরত্বের সাথে লড়েছিলেন ও তাদেরকে পরাজিত করেছিলেন। এ ঘটনার পর তিনি আরবের বীর যোদ্ধারূপে পরিচিত হয়ে পড়েন। কবি আবু তাম্মাম (৮৫০খৃ.) আহমদ ইব্‌ন মু'তাসিমের প্রশংসায় তাই বলেছেন:[১২৯]

اقدام عمرو فى سماحة

অর্থাৎ বীরত্বে 'আমরের ন্যায়, বদান্যতায় হাতিমের সমতূল্য।'

দশম হিজরীতে তিনি মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে ইসলাম কবুল করেন, কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সময় যার কেটেছে বেদুঈন জীবনের উচ্ছৃংখল পরিবেশে, তার পক্ষে ইসলামের নিয়ম-শৃঙ্খলায় অল্প সময়ে অভ্যস্ত হওয়া কঠিন। তাই হযরত আবু বাক্‌রের খিলাফতের শুরুতে আরও অনেকের সঙ্গে তিনিও ইসলাম ত্যাগ করেন। কিছুদিন পর তিনি আবার ইসলামের আশ্রয়ে ফিরে আসেন। এবার তিনি পরিপূর্ণভাবে ইসলামের খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। ইয়ারমূকের যুদ্ধে (৬৩৬খৃ.) তাঁর একটি চক্ষু বিনষ্ট হয়, কাদিসীয়ার যুদ্ধে (৬৩৭খৃ.) তিনি বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি নিহাওন্দের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে পারসিকরা মুসলমান বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়। কিন্তু দাম্ভিক ইয়াযদিরদ নতি স্বীকার না করে ভাগ্য বিড়ম্বিত রুস্তমের ভাই ইসকান্দিয়ার নেতৃত্বে রায় রক্ষায় পুনরায় যুদ্ধ শুরু করেন। হযরত ওমর (রা.)

[১২৯] আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, উর্দু অনুবাদ, পৃ.৪৪০; প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

খিলাফতকালের শেষের দিকে এই যুদ্ধরত অবস্থায় আমর প্রকৃত বীরের মত রণক্ষেত্রে একশ দশ বছর বয়সে ২৪হি./৬৪৩ খৃস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১৩০]

আমর ছিলেন দুদ্ধর্ষ চরিত্রের অধিকারী, প্রথম শ্রেণীর তেজস্বী বক্তা ও দ্বিতীয় স্তরের প্রতিভাবান অশ্বারোহী কবি।[১৩১] তাঁকে মুখদারেম কবি হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর কবিতার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে বীরত্বের বর্ণনা। তাঁর একটি কবিতা সংকলন রয়েছে। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এমন বিষয় প্রকাশ পেয়েছে তার নিম্মোক্ত চরণগুলোতে:[১৩২]

ولما رأيت الخيل زورا كانها - جد اول زرع ارسلت فاسبطرت فجاشت الى النفس اول مرة – فرددت على مكروهما فاستقرت علام تقول الرمح يثقل عاتقى - اذا انا لم اطعن اذا الخيل كرت

'যখন অশ্বারোহী সৈন্যদলকে বাঁকা পথে আসতে দেখলাম, মনে হলো শস্য ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানির স্রোতধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে।

প্রথমে মন একটু ঘাবড়িয়ে গেলো, কিন্তু যুদ্ধের ভীতিপ্রদ অবস্থায় মনকে ঠেলে দেওয়ায় ভয় দূর হলো।

তুমি কি মনে কর অনর্থকই অস্ত্রের বোঝা বইছ? বরং অশ্বারোহী শত্রু বিনাশ সাধনই আমার অস্ত্র ধারণের উদ্দেশ্য।'

'আমর ইব্ন মা'দীকরিব বাগ্মিতায়ও সুখ্যাতি লাভ করেছেন। সামন্ত নু'মান ইব্ন মুনযির তাঁকে আরো কতিপয় বেদইন সর্দারের সঙ্গে পারস্য সম্রাট নওশেরওয়াঁর দরবারে পাঠিয়েছেন।[১৩৩] সেখানে 'আমর যে বক্তৃতা দেন তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল:[১৩৪]

انما المرء باصغريه : قلبه ولسانه فبلاغ المنطق

السداد وملاك النجدة الارتياد وعفوا لرأى خير من

استكراه الفكرة وتوقيف الخبرة خير من اعتساف الحيرة - فاجتبذ طاعتنا بلفظك واكتظم بادر تنا بحلمك والن لنا كنفك يسلس لك قيادنا - فانا اناس لم يوقص صفاتنا قراع منا قير من اراد لنا قضما ولكن منعنا حمانا من كل من رام لنا هضما -

---

[১৩০] It is more likely that he lost his life either at alksdesiyya or at the battle of Nihawand, as stated by the most reliable authorities – Encyclopaedia of Islam, New Edition, Vol. I, page. 453.

[১৩১] আবু উবায়দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইমরান আল-মারজুবানী, আল-মাওশিহ্, পৃ.৮১।

[১৩২] আবু তাম্মাম, *দেওয়ান*, পৃ.৭৩।

[১৩৩] আহমদ হাশিমী, জওয়াহিরুল আদব, খ.১, পৃ.২৩৭।

[১৩৪] অধ্যাপক শহীদুল্লাহ, পৃ.৩৭০।

Dhaka University Institutional Repository

'মনুষ্যত্ব নির্ভর করে মানুষের দুটি ক্ষুদ্র বস্তুর উপর, তার একটি হলো অন্তর অপরটি তার রসনা। সত্য ও সারল্য কথাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টার দ্বারা গন্তব্য স্থানে পৌছা সম্ভব হয়। কথার স্বাভাবিক প্রকাশ কষ্ট করে প্রকাশ করার চাইতে উত্তম। নিজের জানা জগতে বিচরণ করা, অজানা জগতে হাতড়িয়ে বেড়ানোর চাইতে নিরাপদ। আপনি উত্তম কথার দ্বারা আমাদের আনুগত্য হাসিল করুন। আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিজগুনে ক্ষমা করুন। আমাদের প্রতি সদয় হলে আপনি আমাদের আনুগত্য সহজে লাভ করবেন। জেনে রাখুন, আমরা এমন লোক যাদের কঠোরভাবে ক্ষতি করতে চাইলে তারা দৃঢ় হয়ে যায়, আর যারা আমাদের ধ্বংস করতে চায় আমরা তাদের রুখতে জানি, আর আমরা আত্মরক্ষায় সমর্থ।'

আমর ইব্‌ন মা'আদী করিব ছিলেন স্বাভাবসিদ্ধ কবি।[১৩৫] তাঁর কবিতার অধিকাংশই যুদ্ধভিত্তিক কবিতা। তিনি বলেছেন:

ولقد اجمع رجلى بها حذر الموت وانى لفرور

ولقد اعطفها كارهة حين للنفس من الموت هرير

'মৃত্যু-ভয়ে পালায়মান আমি সদা

কিন্তু সে পাদুটিকে আটাক দিয়েছে সেথা,

আত্মা যবে গোঁঙায় মৃত্যুর কবলে

তখন সে দয়া করে অবহেলে।'

প্রখ্যাত আরবী সাহিত্ব বিশারদ ড. তাহা হুসাইন তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন:[১৩৬]

তিনি পবিত্র কুরআনে আয়াতের শব্দ ঝঙ্কারের অনুকরণেও কবিতা লিখেছেন, যেমন:[১৩৭]

وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر

এর অনুকরণে রচনা করেছেন[১৩৮] هم ينذرون دمى وانذر إن لقيت بان اشدا

তাঁর কবিতার কিছু চরণ প্রবাদ বাক্যে রূপলাভ করেছে:

---

[১৩৫] জুরজী যায়দান, তারীখুল আদাবুল-আরাবীয়্যাহ্‌, খ.১, পৃ.৮৮।

[১৩৬] ড. ত্বহা হুসাইন, তারীখুল আদাবুল আরাবী।

[১৩৭] আল-কুরআন, বাকারা, ২: ২৭০।

[১৩৮] আল-আখফাসুল আওসাতু, মা'আনীল কুরআন, খ.১,পৃ.১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

اذا لم تستطع شيئا فدعه　　　وجاوزه الى ما تستطيع

وصله بالزماع فكل امر　　　سمالك او سموت له ولوع

'যখন অপারগ হও কোন কাজে

ত্যাগ কর তাকে। সেটা ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে যাও

যা পার তার দিকে,

চেষ্টা চালাও অধ্যাবসায়ের সাথে।

প্রতিটি কাজ, ছোট বা বড় করতে হবে আগ্রহ নিয়ে।,

আমর ইব্ন মা'আদী করিব কবি আবু যু'আব আল-হুযলী অপেক্ষা বড় কবি ছিলেন। তিনি আবু আল-মারাদী সম্পর্কে বলেছেন:[১৩৯]

آعاذل سكنى بدنى ورمحى　　　وكل مقاص ساس القياد

اعاذل انما افنى شبابى　　　وقرح عانقى ثقل النجاد

تمنانى ليلقانى آبى　　　وددت واينما منى ودادى

ولو لا قيتنى ومعى سلاحى　　　تكشف شحم قلبك عن سواد

'আমার দেহ ও বর্শাকে ভৎসনাকারী!

তুমি বিশ্রাম নিতে দাও

আমার দর্পণসম বিশস্ত বর্শাকে,

আর ঘুমোতে দাও তেজী অশ্বকে।

ভাল করে বুঝে নাও,

যে বরবাদ করেছে আমার যৌবনকে,

---

[১৩৯] আহমাদ হাসান যাইয়্যাত, তারীখুল আদাবুল আরাবী, পৃ.২৩।

Dhaka University Institutional Repository

আর যখম করেছে আমার স্কন্ধকে,

আমি সেই তরবারীর বোঝা বহনকারী ।

ওবাই তুমি মোকাবিলা করবে আমার?

আমিও তাই কামানা করি ।

কিন্তু কবে পুরবে আমার সাধ?

যদি অস্ত্র-সজ্জিত থাকি আমি,

তাহলে ঝরিয়ে দেব তোমার দেহের চর্বি ।’

তিনি তাঁর অন্য একটি কবিতায় বলেছেন:

‘যখন আমি দেখি আমাদের রমণীকুলের পদচিহ্নে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, মাঠ, আর তারা তাদের আকাশের পূর্ণশক্তির মত মুখাবয়ব উন্মুক্ত করে দিয়ে লুকায়িত সৌন্দর্য বিকীরণ করছে, তখন ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত ঘোরতর মনে হয়েছে, এবং আমি কাল বিলম্ব না করে, অন্য কোন সাহায্যের তওয়াক্কা না করে শত্রুসেনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছি ।[১৪০]

প্রাক-ইসলামী যুগের কবি হলেও তিনি নগ্ন নারী রূপের বন্দনা করেননি। শালীনতার গন্ডির মধ্যে থেকে নারীত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখেই তিনি তাঁর রূপ-গুণের প্রশংসা করেছেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করার কথা বলেছেন। তিনি তাঁর কাব্যে সরস জীবনবোধ ও ভাষার সুচারু ব্যবহার করেছেন। তিনি রচনা করেন:[১৪১]

ليس الجمال بمئزر　　فاعلم وان رديت بردا

ان الجمال معادن　　ومناقب أو رثن مجنا

اعددت للحدثان ما　　بغة وعداء علندى

نهدا وذا شطب يقد　　البيض والابدان قدا

كم من اخ لى صالح　　بواته بيدى لحدا

---

[১৪০] আর.এ.নিকলসন. এ লিটারারী হিষ্ট্রি অফ দি আরবস্, পৃ.৮২ ।

[১৪১] প্রাগুক্ত, পৃ.২১১-১২ ।

Dhaka University Institutional Repository

ما ان جزعت ولا هلعت   ولا يرد بكائى رشدا

'সুন্দর পরিচ্ছদে তুমি সজ্জিত কর নিজেকে?

জেনে রাখ, সৌন্দর্য বিকশিত হয়না কভু পোষাকে।

সৌন্দর্য হচ্ছে ঐ সমস্ত গুণাবলীর খনি,

যা মহত্ব আর শারাফতির উত্তরাধিকারী।

ভয়ানক আপদ বিপদ আসতে পারে?

সদাই প্রস্তুত আমি তার জন্যে,

তেজস্বী অশ্ব আর ধারাল অস্ত্র নিয়ে

যা নিমেষে প্রবিষ্ট হয় তারি দেহে।

শ্রেষ্ঠ ভাই বন্ধু বহু, হয়েছে গত,

যাদের কবর দিয়েছি আমি নিজ হাতে,

মুষড়ে পড়িনি আমি, হইনি দিশেহারা

করিনি অশ্রুপাত, ক্রন্দন দেখায়না কোন দিশা।

তিনি নিরাসক্ত মন নিয়ে প্রবাহিত জীবনধারা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তা যথাযথভাবে রূপায়িত করেছেন তাঁর কাব্যে। সমকালীন সমাজ সম্পর্কে তিনি ছিলেন সচেতন। তিনি যুদ্ধ করেছেন, আঘাত হেনেছেন, আহতও হয়েছেন। তাঁর নীতিকথা ও ব্যবহারিক সত্য মূল্যবোধের চেতনায় উচ্চাভিলাসী হওয়ায় সপ্তম শতাব্দীর সমস্ত তুচ্ছতাকে অতিক্রম করে তিনি একটা চিন্তাব্যাকুল মনের স্বাক্ষর রেখে যেতে সমর্থ হয়েছেন তাঁর কবিতায়।

আল-হুতা'আহ (মৃ.৫৯হি.):

আবু হুতা'আহ-এর প্রকৃত নাম ছিল আবু মুলয়কা জরওল । তাঁর মাতা 'আবস্ গোত্রের এক পুরুষের ঘরে বাস করতেন। সেখানে তাঁর জন্ম। কিন্তু সে ব্যক্তি তাঁর পিতা ছিল কিনা তা অজ্ঞাত থাকায় তিনি বংশ মর্যাদা পাননি। ছোটবেলা থেকেই লোকের ঘৃণা ও অবহেলা কুড়িয়ে বেড়ান। এভাবে বড় হয়ে সব কিছুর প্রতি তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

এক বিতৃষ্ণা জন্মে। তিনি প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবল ইচ্ছা নিয়ে কবিতা চর্চায় মনোযোগ দেন। তাঁর সাধনা ব্যর্থ হয়নি। কবিতায় বড়-ছোট, আত্মীয়-অনাত্মীয়, চেনা-অচেনা সকলের কুৎসা রটনায় তিনি সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেন। তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ থেকে তাঁর মাতা, আত্মীয়-স্বজন, গোত্র এবং স্ত্রীও রেহাই পায়নি।[১৪২] এমনকি তিনি নিজেকেও নিন্দাবাদ করতে কসুর করেননি।[১৪৩] কবি নিজে দেখতে যেমন কুৎসিত ছিলেন তাঁর অন্তর তেমনি ছিল কলুষিত।

মক্কা বিজয়ের পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সংসর্গ লাভ করতে পারেননি, ফলে তাঁর স্বভাবের মন্দ দিকগুলোর বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। তিনি একবার ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায় ফিরে আসেন। খলীফা উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে কর আদায়ের কাজে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী যিবইরকান ইব্ন বদরের নিন্দা করে তিনি কবিতা রচনা করেন। উমর (রা.) তাঁকে কয়েদ করার আদেশ দিলেন। ক্ষমা করার জন্য কবি একটি কবিতা রচনা করে খলীফার নিকট পাঠান। আর কারো নিন্দা না করার শর্তে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।[১৪৪] কবিতাটির চরণ দুটি নিম্নরূপ:

ماذا تقول لافراخ بذى مرخ - حمر الحواصل لاماء ولا شجر القيت كاسبهم فى قعر مظلمة - فاغفر عليك سلام الله يا عمر

'তুমি যূমরুখ উপত্যকায় ছেড়ে আসা আমার নাবালক বাচ্ছাদের কথা ভেবে দেখেছ? তাদের না আছে পানীয়, না আছে আহার্য!

তাদের রোজগারের একমাত্র ব্যক্তিকে তুমি বন্দী করে রেখেছ অন্ধকার কারাগারে। 'উমর তাকে ক্ষমা করো, তোমার উপর বর্ষিত হবে আল্লাহর শান্তি।'

কবিতা পড়ে খলীফা শুধু তাঁকে মুক্তিই দেননি বরং তাঁর বাচ্চাদের জন্য তিন হাজার দিরহামও দান করেছিলেন। খলীফা উমর (রা.)-এর সময়ে কবি আর হিজা রচনা করেননি। কিন্তু হযরত উমরের শাহাদাতের পর আবার কবি তাঁর পুরোনো পেশায় ফিরে এলেন। আর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ থেকে বিরত হননি। তিনি ৫৯হিজরীতে পরলোক গমন করেন।[১৪৫]

---

[১৪২] তিনি তার মাতার নিন্দা করে বলেন, 'বার্ধক্য দিয়ে আল্লাহ তোমাকে খুব শাস্তি দিক এবং তুমি অবাধ্য সন্তান লাভ করতে থাক।' জুরযী যায়দান, তারিখুল লুগাতিল-আরাবিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ১৭০।

[১৪৩] নিজের সম্পর্কে বলেছেন: 'আমার মুখ দেখি, আল্লাহ এটিকে করেছে কুৎসিত, চেহারার দিক দিয়ে যেমন কুৎসিত তেমন গর্ভধারিণীর দিয়েও মন্দ'। প্রাগুক্ত।

[১৪৪] জুরজী যায়দান, তারীখ, খ.১, পৃ.২২২।

[১৪৫] আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, পৃ.১৭১।

Dhaka University Institutional Repository

হুতা'আহ কবি হিসেবে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ছন্দ ব্যবহারে, শব্দ নির্বাচনে ও ভাব প্রকাশে তিনি ছিলেন দক্ষ। কবি যুহায়িরের তিনি ছিলেন রাভী। তিনি যুহায়িরের নিকট কবিতা শিক্ষালাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি যুহায়িরের পুত্র কা'বেরও সাথী ছিলেন। দু-দুজন খ্যাতিসম্পন্ন কবির সংসর্গ তাঁকে কবিতা রচনার কলাকৌশল আয়ত্ত করতে সাহায্য করেছিল। নিন্দাবাদ করার মন্দ অভ্যাস না থাকলে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হতে পারতেন।[১৪৬]

নাবিঘা জ'দী (মৃ.৮০হি.):

আবু লায়লা হাস্‌সান ইব্‌ন কায়স জা'দ গোত্রের বিশিষ্ট কবি। তিনি আরবের অন্যতম দীর্ঘজীবি কবি। তিনি একশ আশি বছর বেঁচেছিলেন। জাহিলী যুগের অনেক যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু বেশ কিছু দিন তিনি কবিতা রচনা করতে পারেননি, কবিতা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি জাহিলী যুগেই মদ্য পান, মূর্তি পূজা ত্যাগ করেছিলেন। ইবরাহীমী দীন সম্পর্কে লোকদেরকে বলতেন, রোযা রাখতেন, আল্লাহর নিকট গুনাহ মাফ চাইতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দরাবারে উপস্থিত হন ও ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলের দরবারে একটি কাসীদা পাঠ করেন এবং এই কবিতায় রাসূলের প্রশংসা করেন।[১৪৭] তারপর থেকে তিনি নানা উপলক্ষ্যে কবিতা বলেছেন। তাঁর কবিত্ব শক্তি এভাবে প্রত্যাবর্তন করেছিল বলে তাঁকে নাবিঘা (প্রবাহমান) বলা হয়। বয়সে তিনি সুবিখ্যাত কবি নাবিঘা যবয়ানীর বড় ছিলেন।[১৪৮]

'আলী (রা.)-এর সঙ্গে তিনি সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়ির খিলাফত লাভের চেষ্টা করলে তিনি তাঁকে সহায়তা করেন। পরবর্তীকালে বিজিত দেশে ভ্রমনে যান। ইস্পাহানে গমন করলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয় (৮০ হি./৬৯৯ খৃ.)

তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। কবিতায় আভিধানিক অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থে শব্দের ব্যবহার সর্ব প্রথম তিনিই করেছিলেন।[১৪৯] ঘোড়ার বর্ণনায় যে তিনজন কবি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন নাবিঘা জা'দী তাঁদের অন্যতম। আসমা'ঈ বলেছেন, তাঁর কবিতায় ভাল মন্দের সমাবেশ হয়েছে।[১৫০] তিনি গৌরবগাথা, প্রশংসা গীতি, ব্যঙ্গ কবিতা, শোকগাঁথা ইত্যাদি সবরকম কবিতা রচনা কররেছেন।[১৫১]

---

[১৪৬] প্রাগুক্ত।

[১৪৭] কবিতাটির প্রথম চরণ হলোঃ

خليلى عوجا ساعة وتهجرا - ولوما على ما احدث الدهر او ذرالا

আশ-শি'রপী মওকীবিদদাওয়া, পৃ. ১০৬।

[১৪৮] তবকাতুশ শু'আরা, পৃ.৪২-৪৩।

[১৪৯] আল-ওসীত, পৃ.১৬৪

[১৫০] জুরজী যায়দান, তারীখ, খ.১,পৃ.১৭৫।

[১৫১] হান্না আল-ফাখুরী, পৃ.২৪২।

Dhaka University Institutional Repository

মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করার সময় তিনি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সম্মুখে যে কাসীদা আবৃত্তি করেছিলেন তার দুটি চরণ নিম্নরূপ:[১৫২]

آتيت رسول الله اذ جاء بالهدى - ويتلو كتابا كالمجرة نيرا بلغن السماء مجدنا وجد ودنا - انا لنرجو فوق ذلك مظهرا -

অর্থাৎ আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট এসেছি যিনি হিদায়াত নিয়ে এসেছেন এবং একটি কিতাব থেকে আবৃত্তি করেন, যে কিতাব ছায়াপথের ন্যায় উজ্জল।

আমাদের এবং আমাদের পূর্ব পুরুষদের গৌরব আকাশ পর্যন্ত পৌছেছে এবং আমরা তার চাইতেও উর্ধ্বে (বিহিশ্‌তে) আরোহণ করতে আশা রাখি।'

আবু যু'আয়ব আল-হুযলী (মৃ.২৮হি.):

আবু যু'আয়ব আল-হুযলী একজন মুখদারিম কবি। তার নাম খুয়ায়লাদ ইব্‌ন খালিদ, আবু যু'আয়ব তাঁর কুনায়াহ। কবি হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিতের (রা.) মতে, তিনি হুযায়ল গোত্রের শ্রেষ্ঠ কবি। ইব্‌ন সাল্লাম আল-জুমহী (মৃ.২৩২হি.) তাঁকে তৃতীয় স্তরের কবিদের মধ্যে শামিল করেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কবিতা ত্রুটিমুক্ত বলেও মন্তব্য করেছেন।[১৫৩] জুরজী যায়দান (মৃ.১৯১৪খৃ.) দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির তালিকায় তার নাম উল্লেখ করেছেন, আবার শোকগাথা রচয়িতাদের তালিকায় তাঁকে রেখেছেন সকলের শীর্ষে।[১৫৪] মিসরে এক মহামারীর কবলে পড়ে তাঁর পাঁচটি সন্তান মৃত্যুবরণ করে।[১৫৫] এই মর্মান্তিক ঘটনাকে স্মরণ করে তিনি যে শোকগাথা রচনা করেছিলেন সেটি 'জমহরতু আশ'আরিল আরব' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

তৃতীয় খলীফা 'উসমান (রা.)-এর আমলে তিনি উত্তর আফ্রিকার বিজয় অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি আনুমানিক ২৮হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

---

১৫২ প্রাগুক্ত, পৃ.১৭২।
১৫৩ তাবাকাতুশ শু'আরা, পৃ.৪৬।
১৫৪ জুরজী যায়দান, খ.১, পৃ.৮০-৮৩।
১৫৫ সি. হু. আর্ট, পৃ. ১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী কাব্য সাহিত্যে খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রভাব

মহানবী (স.)-এর সর্বোত্তম অনুসারী হলেন চার খলীফা হযরত আবু বাক্‌র ওমর (রা.) উছমান (রা.) ও আলী (রা.), তাঁরাই রাসূলের পরে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও আল-হাদীসের বাস্তব অনুসারী। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, খিলাফত পরিচালনা, যুদ্ধ- বিগ্রহসহ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তাঁদের কিছু সাহিত্যকর্ম জ্ঞান-গর্ব আলোচনা আরবী কাব্য সাহিত্যের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনামতে উবায়দা ইব্‌ন হারিসের গাযওয়াকে উপলক্ষ্য করে আবুবকর (রা.)-এর রচিত দু'টি চরণ এখানে উল্লেখযোগ্য:[১৫৬]

رسول أتاهم صادق فتكذبوا　　　　عليه وقالوا لست فينا بما كث

إذا ما دعونا هم الى الحق ادبروا　　　　وهروا هريرا المجحرات اللواهث-

'সত্য রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁদের নিকট এসেছেন, কিন্তু তারা তাঁকে অমান্য করেছে ও বলেছে, তুমি আমাদের এখানে থাকতে পারনা।

যখন তোমাদেরকে আমরা সত্যের দিকে ডেকেছি তোমরা চিৎকার করে কুকুরের ন্যায় পশ্চাদপসারণ করেছ'।

খলীফা'উমর (রা.) কবি ও কবিতা সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখতেন, তিনি নিজেও কিছু কিছু কবিতা রচনা করেছেন। খলীফা 'উছমান (রা.)ও কিছু কিছু কবিতার রচয়িতা বলে জানা যায়।[১৫৭] কাব্য রসিক হিসেবে হযরত ওমরের স্থান অনেক উর্ধে। আল্লামা জাহিয তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ كتاب البيان والتبيان -এ লিখেছেন:[১৫৮] كان عمربن الخطاب اعلم الناس بالشعر তিনি তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য সমালোচক ছিলেন। কিতাবুল-উমদাহ্ গ্রন্থের রচয়িতা ইবনুর রশীক বলেছেন:[১৫৯]

وكان من انقد اهل زمانة للشعر وانفذهم فيه معرفة

তাঁর সমসাময়িক সমস্ত খ্যাতিমান কবির কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁর কাব্যানুরাগ ছিল প্রবল। কারও নিকট হতে কোন কবিতার ভাল পংক্তি শুনতে পেলে তিনি বারবার আবৃত্তি করে তা কণ্ঠস্থ করে নিতেন। যেমন, ইব্‌ন তায়িব এর এই কবিতা শুনে তিনি লাফিয়ে উঠেছিলেন এবং বার বার পড়ে সেটা আয়ত্ব করে নিয়েছিলেন:

---

[১৫৬] ইবনুর রশীক, *আল-উমদাহ*, পৃ.১৯। ঐতিহাসিকগণ এইকবিতাটি আবু বকর (রা.)-এর রচিত বলে মনে করেননা।

[১৫৭] *আল-উমদাহ*,পৃ.২০ : *জুরজী যায়দান*, খ.১, পৃ.২২১।

[১৫৮] কিতাবুল-বায়ান আত-তিব্‌ঈয়ান, পৃ.৯৭

[১৫৯] আবু'আলী আল-হাসান ইবনুর রশীক আল-কায়রোয়ানী, আল-উমদাতু ফি সানা'আতিশ শা'আরি ওয়া নাকদিহী, বাবু ফি আশ'আরি আল-খুলাফায়ি ওয়াল কাযাতু ওয়াল ফুকাহায়ি, পৃ.১৩।

Dhaka University Institutional Repository

وان الحق مقطعة ثلاث   يمين او نفاز او جلاء

والمرء ساع لامر ليس يدركه   والعيش شح واشفاق تأميل

তদানিন্তন প্রতিষ্ঠাবান কবিদের কাব্য-কর্মের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ইমরুল কায়িস, যুহায়ির ও নাবেগার কবিতাকে তিনি অধিক মূল্য দিতেন।[১৬০] তিনি একদা লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন: আরবের শ্রেষ্ঠ কবি কে? সকলে উত্তর দিয়েছিলেন: এ বিষয়ে আপনার অপেক্ষা অধিক কেহই অবগত নয়। তখন তিনি নাবেগার নিম্মোক্ত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করেন:

الا سليمان اذ قال لا اله الا هو   قم فى البرية فاحددها عن الفند

اتيتك عاريا خلقاثيا بى   على خوف تظن بى الظنونا

حلفت فلم اترك لنفسك ربيه   وليس وراء الله للمرء مذهب

তিনি নাবেগাকে আরবের অন্যতম সেরা কবি বলে উল্লেখ করেছেন।[১৬১] কাব্য সাধনায় হযরত ওমরের কৃতীত্ব অধিক না হলেও তাঁর কবিতা কর্মের কিছু প্রমাণ আছে। কোন কোন সময় তিনি কয়েকটি কবিতা রচনা করেছেন, সেই সমস্ত কবিতা অত্যন্ত উন্নত রুচির এবং সাহিত্যিক মানোত্তীর্ণ। নিম্নে তাঁর দুটি চরণ :[১৬২]

هو ن عليك فان الامو   ولا بكف الا له مقادير ها

فليس باتيك منهيا   ولا قاصر عنك مامورها

একদা তিনি নতুন বস্ত্র পরিধান করলে উপস্থিত লোকজন তাঁর দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালে তিনি এক দীর্ঘ কবিতা রচনা করে বলেছিলেন:[১৬৩]

لا شئى مما ترى تبقى بشاشته   يبقى الا له ويفنى المال والولد

لم تغن عن هرمز يوما خزائنه   والخلد قد حاولت فما خلدوا

---

[১৬০] প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৯।

[১৬১] আবুল-ফারায আল-ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী, জিকরুন-নাবিঘাহ, পৃ.১২।

[১৬২] আবু আলা আল-হাসান ইবনুর রশীক, আল-উমদাহ, পৃ.১৩।

[১৬৩] প্রাগুক্ত, পৃ.১৩-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

'যে বস্তুই অবলোকন করোনা কেন, অক্ষুণ্ন থাকবেনা তার প্রকৃতি, চিরস্থায়ী থাকবে কেবল আল্লাহ, ধ্বংস হয়ে যাবে যত সম্পদ ও সন্তান। হরমুযের ধন, সম্পদ অভাবশূন্য করতে পারেনি তাকে, করতে পারেনি স্থায়ী, আদকেও চিরস্থায়ী করতে পারেনি কিছুতেই।'

তাঁর অন্য এক কবিতায় দুই পংক্তি এইরকমই:[১৬৪]

تعودنى كعب ثلا يعدها　　　ولا شك ان القول ما قال لى كعب

وما بى خوف الموت انى لميت　　ولكن خوف الذنب يتبعه الذنب

এই সমস্ত কবিতায় অত্যন্ত সরস, শ্রুতিমধুর ও রূপমন্ডিত। এখানে ধর্মসংক্রান্ত চিন্তাধারা ও অনন্ত জীবনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, ইতিহাসের নায়কদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।[১৬৫] হযরত ওমর (রা.) আরবের সমকালীন কাব্যধারার আমুল সংস্কার সাধন করেন। আরবের বেপরোয়া ও উদ্ধত কবিদের বহু বদভ্যাস ও নারী সম্পর্কিত নির্লজ্জ আলোচনা তিনি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেন। তিনি কবিতার মাধ্যমে নারীত্বের অবমাননা ও অশ্লীল প্রেমের কাহিনী বেআইনী ঘোষণা করে এই অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেন। আরবের বিখ্যাত কবি হুতাইয়াকে এই অপরাধে তিনি বন্দী করেছিলেন। জুরজী যায়দান এই প্রসঙ্গে বলেছেন:[১৬৬]

عمر فقد اخذ عهدا على الحطيئة ان الا يهجو رجلا مسلما

ঐতিহাসিকদের মতে, হযরত ওমরের এত বেশী কবিতা কণ্ঠস্থ ছিল যে, কোন কঠিন বিষয়ের মীমাংসা কালে কোন কবিতার অংশ আবৃত্তি করে তিনি বিষয়টির ওপর মধু বর্ষণ করে দিতেন।[১৬৭]

হযরত ওমর (রা.) একজন উচ্চাঙ্গের কবিতা-বোদ্ধা ছিলেন। একবার তাঁর ছদ্মবেশী নৈশ ভ্রমণে জনসাধারণের অভাব, অভিযোগ, দু:খ, দুর্দশার খোঁজ নিতে বেরিয়ে, তিনি শুনতে পেলেন এক প্রোষিথ ভর্তিকা তার গৃহের অলিন্দে বসে করুণ সুরে গাইছে:[১৬৮]

تطاول هذا الليل واسود جانبه　　　وارقنى ان لا خليل الا عبه

---

[১৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ.১৪।

[১৬৫] অধ্যাপক শহীদুল্লাহ, পৃ.২৭২।

[১৬৬] ইবন আব্দ রব্বুহ, আল-আকদুল ফরীদ, খ.৩, পৃ. সা।

[১৬৭] অধ্যাপক শহীদুল্লাহ, পৃ.২৭৪।

[১৬৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

'এই রাতের অমানিশা হতে চলছে দীর্ঘতর, আমি আছি জাগ্রত, কিন্তু পাশে নাই মম প্রিয়তম, যার সঙ্গে করতে পারি প্রেমালাপ।' এই বিরহিণীর বিরহ ব্যথা হযরত ওমরের মর্মে গিয়ে বিধেঁছিল। তিনি ব্যাকুল চিত্তে সেই রমণীর সকাশে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন: مالك কি হয়েছে তোমার? সে উত্তরে বলেছিল: اغزيت زوجى منذ اشهر وقد اشتقت اليه আপনি আমার স্বামীকে কয়েকমাস হল যুদ্ধে পাঠিয়েছেন। শুনে তিনি তাকে শান্তনা দিয়ে বাড়ী ফিরে এসে তাঁর কন্যা (রাসূলের স্ত্রী) হাফসাকে জেজ্ঞেস করেছিলেন: كم تشتاق المرءة নারী কত দিন স্বামীর বিরহ সহ্য করতে পারে? এই প্রশ্ন শুনে তিনি লজ্জায় মাথা নত করলে ওমর (রা.) বলেছিলেন فان الله لا يستجى من الحق আল্লাহ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেননা। তখন তিনি আঙ্গুলের ইশারায় বলেছিলেন: ثلاثة اشهر، والا فاربعة তিন মাস, বেশীর পক্ষে চার মাস। এই ঘটনার পরের দিন তিনি সেই সৈনিককে দেশে পাঠানোর জন্য লিখেছিলেন এবং ফরমান জারী করেছিলেন: কোন সৈনিকই চার মাসের অধিক ঘর ছেড়ে বাইরে থাকতে পারবেনা।[১৬৯]

কিয়ামতের হিসাব নিকাশকে তিনি অত্যন্ত ভয় করতেন। একবার আবু মুসা আল-আশ'আরীকে তিনি বলেছিলেন: আমরা রাসূলুল্লাহর আহবানে সাড়া দিয়ে হিজরত করেছি, সর্বদা তাঁর সেবায় নিয়োজিত থেকেছি, এসবের বিনিময়ে আমরা যদি কেয়ামতের দিন বিনা হিসাবে নিস্কৃতি পাই তাহলে তুমি কি সুখী হবে না? তিনি বলেছিলেন: মোটেইনা, এত ত্যাগের পরিবর্তে আমরা আল্লাহর নিকট বহু প্রতিদানের আশা করি। তখন হযরত ওমর (রা.) বলেছিলেন: আমার জীবন যাঁর হাতে তাঁর শপথ করে বলছি আমি কেবল বিনা হিসাবে মুক্তি পেতে চাই। তখন তিনি নিম্মোক্ত পংক্তিটি আবৃত্তি করেন:

ظلوم نفسى غير الى مسلم　　　　اصلى الصلواة كلها واصوم

'জীবনের ওপর যথেষ্ট অত্যাচার করেছি আমি, তবে আমি মুসলমান, ঠিকমতো নামায পড়ি ও রোযা রাখি।'[১৭০]

হযরত ওমরের সাহিত্য প্রতিভা তথা কাব্য সাহিত্য প্রচলিত সাহিত্যিকধারাকে পরিবর্তন করে এক আধুনিক ইসলামিকধারায় প্রবর্তন করে। তাঁর মানস প্রকরণে ইসলামী যুগের স্বাক্ষর বিদ্যমান। তাঁর শিল্পপ্রয়াস, গভীর অধ্যাবসায় ও সচেতনতা, তাঁর কাব্যের সংহত প্রকাশভঙ্গি ও বক্তব্যের যথাযথতার সাধনা ফিরে এসেছিল আব্বাসী যুগের কাব্য সাহিত্যের ধারায়। তাঁর সুমিত প্রকাশভঙ্গী ও সংযমের সৌন্দর্য দিয়ে তিনি প্রভাবান্বিত করেছেন আধুনিক যুগের কবিকূলকে।

---

[১৬৯] জুরজী যায়দান, তারীখুল আদাবুল আরাবী, পৃ.১৪১-৪২।

[১৭০] প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উছমান (রা.)-এর সহিত্য কীর্তি মোটামুটি তাঁর বক্তৃতা ও ফরমানের মধ্যে সীমিত। কিন্তু তাঁর কাব্য চর্চার নিদর্শন বিদ্যমান এবং তিনি কবিতাও লিখেছেন।[১৭১] তাঁর অল্প সংখ্যক কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। আবু বাক্‌র (রা.) ও ওমর (রা.) এর মত ওছমান (রা.) কবিতা রচনা করতেন বলে মন্তব্য করেছেন, জুরজী যায়দান:[১৭২]

ولم يكن الراشدون يرون بأسا من ان يقولوا الشعر هم انفسهم فقدروا البى بكر قصيدة حماسية قالها فى غزوة عبيدة بن الحارث ، ورووا لعمر ابياتا فى الحكم ونحوه وكذلك لعثمان

হযরত ওছমান (রা.) কাব্য চর্চার ক্ষেত্রে উৎসাহ যুগিয়েছেন। তিনি কুরআন মাজীদের মুফাস্‌সির এবং এই তাফসীর করার জন্য আরবী কবিতার অনুশীলন করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।[১৭৩] এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক যুগের অন্যতম প্রধান মুফাস্‌সির আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেছেন:[১৭৪]

اذا قرأتم شيئا من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه فى اشعار العرب

উছমান (রা.) খুব বেশী লিখেননি। তিনি যে কয়েকটি কবিতা রচনা করেছেন তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি কবিতার দুটি পংক্তি আমরা উদ্ধৃত করছি:[১৭৫]

غن النفس يغنى النفس حتى يكفها   وان عضها حتى يضربها الفقر

وما عسرة فاصبر لها ان لقيتها   بكائنة الا سيتبعها يسر

'মানুষ যতক্ষণ আত্মতুষ্টিধারণ করে থাকে ততক্ষণ সে অভাবশূণ্য থাকে আর যখন সে তাকে বিনষ্ট করে দেয় তখনই তার দারিদ্রতা উপস্থিত হয়। তাই যখন তুমি কষ্টে পতিত হবে তখন দৃঢ়ভাবে ধৈর্যধারণ করবে, তাহলে দেখবে অতি সত্বর স্বস্তি তার অনুগামী হবে।'[১৭৬]

এই কবিতায় উছমান (রা.) এক দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করে মানবিক অভিজ্ঞতায় বলতে চেয়েছেন যে, মানব আত্মা অধিক প্রাপ্তির প্রয়াসী, তার আশার অন্ত নেই, তাকে যদি একটা সুবর্ণ পর্বত দেওয়া হয়, সে একটা সুবর্ণ পর্বত আকাঙ্খা করবে। তিনি আকাঙ্খাকে সীমাবদ্ধ করে তাকে অল্পে তুষ্ট হতে উপদেশ দিয়েছেন।[১৭৭]

---

[১৭১] আল্লামা সুয়ূতী, তারীখুল খুলাফায়ী, পৃ.১৮৩।
[১৭২] জুরজী যায়দান, তারীখুল আদাবুল লুগাতিল আরাবীয়্যাহ, খ.১, পৃ.১৯৮।
[১৭৩] প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১৯৮
[১৭৪] আবুল-হাসান ইব্‌ন রাশীক আল-কারওয়ানী, আল-উমদাহ্ ফি সানা'আতিল-শা'আরু ওয়া নাকদুহু, খ.',পৃ.১১।
[১৭৫] আবুল-আলা আল-হাসান ইব্‌ন রাশীক আল-কারওয়ানী, কিতাবুল উমদাহ্, বাবু ফি আশ'আরু খুলাফায়ি ওয়াল কাদাতু ওয়াল-ফুকাহায়ু, খ.১,পৃ.১৪।
[১৭৬] কিতাবুল উমদা, খ. ১, পৃ. ১৪।
[১৭৭] প্রাগুক্ত, পৃ.৪১৭।

Dhaka University Institutional Repository

সমসাময়িক পরবর্তী যুগের কবিদের উপর উছমান (রা.)-এর প্রত্যক্ষ পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে। তিনি বলেছেন:

غنى النفس يغنى النفس حتى يكفها   وان عضها حتى يضربها الفقر

তাঁকে কবি সালিম ইব্ন ওয়াবিসাতুল আসদী তার কবিতায় শব্দের অনকরণ করেছে:[১৭৮]

غنى النفس ما يكفيك من سد خلة   فان زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا

আর-রাবী'আ ইব্ন আবী আল-হাকীক আল-ইয়াহুদী এক কবিতায়[১৭৯] বলেছেন:[১৮০]

غنى النفس ما عمرت غنى   وفقر النفس ما عمرت شقاء

উমাইয়া যুগের কবি ইব্ন আবদুল-আসাদ বলেছেন:[১৮১]

انى لاستغنى فما ابطر الغنى   واعرض ميسورى على مبتغى قرضى

واعسر احيانا فتشتد عسرتى   وادرك ميسور الغنى ومعى عرضى

আর এখানেই উছমান (রা.)-এর কাব্যকীর্তির সার্থকতা। উছমান (রা.)-এর বক্তৃতা, ফরমান ও কবিতা সকল ক্ষেত্রেই তাঁর মানবিক ও সাহিত্যিক প্রজ্ঞাদ্বীপ্তি বিকীরণ করেছে। তাঁর ভাষা পান্ডিত্যপূর্ণ, শব্দ চয়ন সুনিপুণ ও রচনাশৈলী শিল্পী সুলভ। তাঁর কথার মর্ম কুরআন, হাদীসের ভাব ধারায় প্রভাবিত। সেইজন্য তাঁর রচনার মহাত্ম সর্বলোকে, সর্বদেশে, সর্বকালে স্বীকৃত ও সমভাবে আদৃত। মানব মনের ওপর তাঁর প্রভাব বিস্তারের অপূর্ব মনোস্তাত্বিক ক্ষমতা ও নৈতিক মনের ব্যঞ্জনার শিহরণ সত্যই বিস্ময়কর। তাঁর সময়ে প্রচলিত কাব্যরীতি হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, একান্ত আপন, একটা কাব্যরীতি তিনি গড়ে তুলেছেন। তাঁর খন্ডিত শব্দ সমহারে যোগসাধন, সুসংলগ্ন বাক্যবিন্যাস ও সুষম ছন্দের ব্যবহার তাঁর কবিতাকে দিয়েছে সজীবতা ও প্রাণপ্রাচুর্য। তিনি বুদ্ধিজীবীসূলভ অনুসন্ধিতসা নিয়ে কাব্য রচনায় উৎসাহী হয়েছেন। মানবাত্মার বিকাশ সাধনই তাঁর কাব্য চর্চার প্রধান উদ্দেশ্য।[১৮২] তাঁর এই সাধনা সত্যসন্ধানের ধ্যানের মত একাগ্র রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন দর্শনও প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে আপন মহিমায়।[১৮৩]

---

১৭৮ আবু তাম্মাম হাবীব ইব্ন আউস আত-তায়ি, দীওয়ানুল হামাসাহ, খ.২, পৃ.১৬।

১৭৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

১৮০ প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪।

১৮১ আবু তাম্মাম হাবীব ইব্ন আউস, দীওয়ানুল-হামাসাহ, বাবুল আদাব

১৮২ অধ্যাপক শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৪১৯।

১৮৩ আনাতোল ফ্রাঁসের উক্তি উদ্ধৃত করে তাঁর সম্পর্কে বলা যায়, His soul is of the same age as our`s.He was a man, he is man he will be the whole of a man. প্রাগুক্ত, পৃ.৪২০, ফুট নোট দ্র.।

Dhaka University Institutional Repository

আলী (রা.) ছিলেন আরবী সাহিত্যের একজন পন্ডিত। তাঁর কবিতা সংকলন দীওয়ানে আলী নামে খ্যাত।[১৮৪] তেমনি দু'টি চরণ এখানে উল্লেখ করছি:[১৮৫]

ولما رأيت الخيل ترجم بالقنا   نواصى حمر النحور دوامى

واعرض نقع فى السماء كانه   عجاجة دجن ملبس بقتامى -

'আমি দেখেছি অশ্বারোহী সৈনিকদের বর্শা নিক্ষেপ করতে, রক্ত ঝরছে তাদের কপাল থেকে এবং তাদের রক্তে রাঙ্গা আকাশে ধুলির ঝড় উঠেছে। মনে হয় ধুলির মেঘমালা কাল বর্ণের পোশাক পরে আকাশ ছেয়ে আছে'।

প্রাক-ইসলামী যুগের কবিদের মত বিনা শিরোনামেই লিখিত হয়েছে তাঁর কবিতারাজি। আরবী বর্ণমালার প্রায় প্রতিটি অক্ষরে অন্তমিল করে তিনি কবিতা লিখেছেন, ز আর ش অক্ষর তার মধ্যে ব্যতিক্রম। এর মধ্যে خاليه – ذاليه ও غائيه কবিতার সংখ্যা অল্প এবং بائيه - دالية ও لامية কবিতার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অধিক।[১৮৬]

তাঁর উপদেশাবলীর মত কবিতাতেও তিনি মহৎ আদর্শ প্রচার করতে চেষ্টা করেছেন ও ধর্মের জয়গাথা গেয়েছেন। মানবের মর্যাদা ও তার অর্জিত জ্ঞান গরিমা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:[১৮৭]

الناس من جهة التمثال اكفاء   ابو هم ادم والام حواء

وانما امهات الناس اوعية   مستودعات وللاحساب اباء

فان يكن لهم منع اصلهم شرف   يفاخرن به فالطين والماء

وان اتيت بفخر من ذى نسب   فان نسبتنا جود وعلياء

لافضل الا لاهل العلم انهم   على الهدى لمن استشهدي ادلاء

وقيمة المرء ما قد كان يحسنه   والجاهلون لاهل العلم اعداء

تقم بعلم ولا تبغى له بدلا   والناس موتى واهل العلم احياء

---

[১৮৪] আহমদ হাসান আয-যায়্যাত, পৃ.১০১।
[১৮৫] সা'ঈদ আনসারী, *আস-সিয়ারুল আনসার* (আযমগড় : ১৯৪৯ খৃ.), খ. ১, পৃ. ৩৪১ ; *আসরারুল বালাগাহ*, পৃ. ২১৪।
[১৮৬] অধ্যাপক শহীদুল্লাহ, পৃ.৪৮০-৮১।
[১৮৭] দীওয়ানে আলী, পৃ.৩।

Dhaka University Institutional Repository

এই কবিতাংশে হযরত আলী মনোস্তত্ত্ববিদদের মত জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকের প্রতি আলোকপাত করে বলেছেন যে, বর্তমান যুগে অকৃত্রিম হৃদ্যতা লোপ পেতে বসেছে, এখন সর্বত্রই মেকী ও স্বার্থসার বন্ধুত্বের ছড়াছড়ি । তার পর তিনি দার্শনিকভাবের অনুধ্যানে ইসলামী আদর্শের অনুসরণ করে বলেছেন, সুখ-দু:খ কোনটাই চিরস্থায়ী নয়, অন্যায় আচরণকারী সর্বত্র পরিতাজ্য, আর বদ স্বভাব এক দুরারোগ্য ব্যাধি। কল্পনায় ও ভাবের দিক দিয়ে বলা যায় তাঁর এই সাহিত্যিক চেতনা সমকালীন সাহিত্য চেতনা হতে স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর ।[১৮৮]

তাঁর পুত্র ইমাম হুসাইন (রা.) কে সদোপদেশ প্রদান করে এক দীর্ঘ কবিতার মধ্যে তিনি বলেছেন:[১৮৯]

بادر هواك اذا هممت بصالح　　　خوف الغوالب اذ تجئ وتذهب

واذا هممت بشئ فاغمض له　　　وتجنب الامر الذى يتجنب

'যখন তুমি কোন সৎ কাজ করার ইচ্ছা কর তখন সত্তর তোমার সেই ইচ্ছা পূরণ করতে চেষ্টা কর, এই ভয়ে যে, ঐ চিন্তা আসে আর চলে যায়।

আর যখন তুমি অসৎ কাজ করার ইচ্ছা কর তখন ঐ ইচ্ছা হতে চোখ বন্ধ করে থাক এবং ঐ কাজ হতে দূরে থাক, যা থেকে দূরে থাকা বাঞ্চনীয় ।'

হযরত ফাতিমা (রা.)-এর মৃত্যুর পর শোকাহত চিত্তে তিনি তাঁর শোকাবেগ প্রকাশ করে বলেছেন:

ما لى وقفت على القبور مسلما　　　قبر الحبيب فلم يرد جوابى

احبيب مالك لا ت جوابنا　　　انسيت بعدى خلة الاحباب

'আমার কি হলো যে, আমি কবরবাসীর উদ্দেশ্যে সালাম জানাতে দাঁড়িয়ে গেলুম? সুহৃদ্যের কবরে সালাম জানালুম কিন্তু সে আমার সালামের উত্তর দিলনা।

হে প্রিয় বান্ধবী! তোমার কি হয়েছে যে, তুমি আমার সালামের উত্তর দিচ্ছনা? আমার পরে তুমি কি বন্ধুর বন্ধুত্বকে তলিয়ে দিয়েছ বিস্মৃতির অতল তলে?

এখানে আমরা প্রত্যক্ষ করি হযরত আলীর কবিমানস বিষাদে ভরা সুপত্নি বিয়োগে তিনি বিমর্ষ। বিধিলিপি অখন্ডনীয় । মানব জীবন আনন্দে, ব্যদনায় মিশ্রিত এক অপরূপ লীলাভূমি। এর প্রভাব মুক্ত হওয়া কোন

---

[১৮৮] অধ্যাপক শহীদুল্লাহ, পৃ.৪৮৪।
[১৮৯] দীওয়ান, পৃ.১২।

Dhaka University Institutional Repository

মানবের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি কাব্যের ভাষায় যেভাবে তাঁর শোক প্রকাশ করেছেন তা মৃতভাষী আদর্শ জীবনবোধের এক উজ্জল নিদর্শন। তাঁর এ বাণীতে স্থুল বস্তুবোধের সঙ্গে সূক্ষ্ম পারমর্থিকতা ও জটিল দার্শনিক জিজ্ঞাসা মিশ্রিত হয়ে আছে।[১৯০]

বিশ্বের মানব সম্প্রদায়কে তাদের কর্মাণুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:[১৯১]

اربعة فى الناس ميزتهم　　احوالهم مكشوفة ظاهره

فواحد دنياه مقبوضة　　تتبعه اخرة فاخرة

وواحد دنياه محمودة　　ليس له من بعدها اخره

وواحد فاز بكلتهما　　قد جمع الدنيا مع الآخرة

وواحد من بينهم ضائع　　ليس له دنياه ولا آخره

'মাবন সম্প্রদায়কে আমি চার ভাগে বিভক্ত করেছি, যাদের অবস্থাবলী সকলের নিকট প্রকাশ;

একধরণের মানব হচ্ছে, যাদের পার্থিব জীবন সংকীর্ণ, কিন্তু এরপরও তারা লাভ করবে গর্ব করার মত পারলৌকীক জীবন,

একধরনের মানব, যাদের পার্থিব জীবন আরামদায়ক, কিন্তু পরবর্তী জীবনে তাদের জন্য কিছুই থাকবেনা,

একধরনের মানব, যারা উভয় জীবনেই সফলকাম হবে, তারা পার্থিব জীবনের সঙ্গে পারলৌকীক জীবনেও রসদ সংগ্রহ করে,

আর একধরনের মানব, যারা উভয় জীবনকেই ধ্বংস করেছে তারা পার্থিব জীবনে কিছু পায়না পারলৌকিক জীবনেও কিছু পাবেনা।

অহংকার ও ভিক্ষাবৃত্তির নিন্দায় সোচ্চার তাঁর এই কবিতায় :[১৯২]

بلوت الناس قرنا بعد قرن　　فلم ار مثل مختال بمال

---

১৯০ অধ্যাপক শহীদুল্লাহ, পৃ.৪৮৫-৮৬।

১৯১ প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮৬।

১৯২ প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮৭-৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

ولم ار فى ايخطوب اشد هولاء   واصعب من معادات الرجال

وذقت مرارة الاشياء طرا   فما طعم امر من السؤال

'আমি মানবকে যুগ যুগ ধরে পরীক্ষা করে দেখেছি; ধনাঢ্য ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতরও দাম্ভিক ব্যক্তি আমি খুঁজে পাইনি।

মানুষের সঙ্গে শত্রুতাপোষণকারী ব্যক্তি অপেক্ষা বিপদাপদে অধিকতর ভয়ংকর ও কঠিনতর ব্যক্তি কাউকে দেখিনি।

আমি বিভিন্ন বস্তুর তিক্ততার স্বাদ গ্রহণ করেছি, কিন্তু ভিক্ষালব্ধ বস্তু অপেক্ষা অধিকতর তিক্ত কোন খাদ্য পাইনি।'

আদর্শের সততায় উদ্বুদ্ধ এবং ভাবের গুণে সমৃদ্ধ এই কবিতা। কবির জীবনবোধে তাঁর চিন্তা ও অনুভব অগ্রসর হয়েছে রং এর বর্ণালী পথ ধরে। হযরত আলীর সাহিত্যকীর্তি বিশাল। حماسة ، مرثية ، فخر ، هجاء হচ্ছে তাঁর কাব্যের বিষয়। তাঁর কাব্যের ভাষা তাঁর গদ্যের ভাষা অপেক্ষা সহজতর। তিনি দক্ষ শিল্পী ও নিপুণ কারিগর।

হযরত আলীর (রা.) পুত্র হাসান (রা.) কিছু কিছু কবিতা রচনা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) কবিতাকে ভালবাসতেন। তিনি নিজেও মুতার যুদ্ধে জাফর ইব্‌ন আবু তালিব শহীদ হলে শাহাদাতের পর্যবেক্ষণে কবিতা আবৃত্তি করেন:[১৯৩]

يا حبذا الجنة واقترابها   طيبة وبارد شرابها-

'সাবাস! এই বেহেশতের নিকট যাওয়া কত আনন্দদায়ক এবং বেহেশতের পানীয় কত সুশীতল'।

রাসূলুল্লাহ (স.) এর কনিষ্ঠা তনয়া ফাতিমা (রা.)ও কিছু কিছু কবিতা রচনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ইন্তিকালের পরে তিনি শোক গাঁথা কবিতা আবৃত্তি করেছেন:[১৯৪]

انا فقد ناك فقد الارض وابلها   وغاب مذغبت عنا الوحى والكتب

---

[১৯৩] *আল-উমদাহ*, পৃ.২৩।

[১৯৪] আল-হাদীসু লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাতে হযরত আলী (রা.)-র যে কবিতা পাওয়া যায় নিঃসন্দেহে সেগুলোর বাকিগুলো সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায়না। দীওয়ানে আলী (রা.) সম্পর্কে আবদুল কাদের জুরজী বলেছেন যে, এটি মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাবী 'মুব্বিলী' কর্তৃক রচিত ; *আসরারুল বালাগাহ*,পৃ.২১৪ ; *সিয়ারুল আনসার*, খ.১, পৃ.৩৪১ ; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, পৃ.১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

فليت قبلك كان الموت صادفنا الما نعيت وحالت دونك الكثب -

'বৃষ্টি ছাড়া মাটির যে অবস্থা হয়, তোমাকে হারিয়ে আমারও সে অবস্থা হয়েছে। তুমি গিয়েছ ওহীও আসা বন্ধ হয়েছে। আহা তোমার তিরোধানের পূর্বে যদি আমার মৃত্যু হতো (তবে ভাল হতো), তাহলে তুমিই দু:খ করতে এবং তোমার ও আমার মধ্যে মাটির স্তুপ ব্যবধানের সৃষ্টি করতো'।

আলী (রা.)-এর পুত্র হাসান (রা.) একদা দাঁড়িতে কলেপ লাগিয়ে বাইরে এসেছেন, উপস্থিত লোকেরা তাঁর দিকে দেখতে থাকলে তিনি বলেন: [১৯৫]

نسود أعلاها وتابى أصولها فليت الذى يسود منها هوالأصل -

'আমরা চুলের উপরাংশে কলপ দেই, কিন্তু চুলের মূল সে কলপ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। আহা! চুলের মূলও যদি কাল হতো'।

হযরত হামযাহ্ (রা.) ও আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) কবিতা রচনা করতেন, মুতার যুদ্ধে জাফর ইব্ন আবুতালিব শহীদ হন (৮/৬২৯খৃ.), শাহাদাতের পূর্বক্ষণে তিনি একটি হৃদয়গ্রাহী কবিতা আবৃত্তি করেন।

তাছাড়া আবুসফিয়ান ইব্ন 'আবদুল মুত্তালিব মক্কার বিশিষ্ট কবি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কবিদের কবিতা সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে। আলী ফহমীর حسن الصحابة সাহাবীদের কবিতার উপর লিখিত একটি তথ্যবহুল গ্রন্থ।

কালানুসারে কবিদের বৈশিষ্ট্য:

প্রাক-ইসলামী কবিদেরকে জাহিলী কবি নামে অভিহিত করা হয়। আর যে সব কবি প্রাক-ইসলামী ও ইসলামী উভয় যুগই পেয়েছেন তাঁরা মুখদারিম কবি নামে পরিচিত।[১৯৬] মুখদারিম কবিদের ভাষার বিশুদ্ধতা সন্দেহাতীত। আল-কুরআনের প্রভাবে এদের ভাষা ও চিন্তাধারায় স্বচ্ছতা এসেছিল। তাছাড়া ইসলামী যুগের কবিদের ভাষাও বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল। আল-কুরআন ও আল-হাদীসের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি এঁদের কাব্যধারাকে প্রভাবিত করেছিল।[১৯৭]

---

[১৯৫] *আল-উমদাহ*, পৃ.২৩।

[১৯৬] আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, পৃ.১৫৬।

[১৯৭] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

উমায়্যা যুগের কবিরা হলেন ইসলামী কবি। এরা ছিলেন খাঁটি আরব এবং ভাষা ছিল অবিমিশ্রিতও নিষ্কলুষ।[১৯৮]

বস্তুত, আল-কুরআনই হল ইসলামের শ্বাশত জীবনাদর্শের মূল গ্রন্থ , যার বিষয়বস্তু হল মানুষ, এর ব্যাখ্যাই হল সর্বকালের সকল মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহানবী (স.)-এর মুখনিসৃত বাণী বা হাদীস শরীফ। আর তাঁরই বিষয়বস্তু হল কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত তথা তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত এবং মানব সমাজ।

ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য যাবতীয় আয়োজন, যেমন ইসলামের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা রাষ্ট্রীয় জীবন, পররাষ্ট্রনীতি, এসকল বিষয়বস্তুর মূল বাহনই ছিল আরবী ভাষা ও সাহিত্য, কারণ আরবীই ইসলামের মূল ভাষা। ফলে আরবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল বাহন আরবী সাহিত্য তথা কাব্য সাহিত্য কালের দাবীতেই আল-কুরআন ও আল-হাদীস দ্বারা শাব্দিক, পারিভাষিক, শৈল্পিক, বিষয়বস্তুগত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়ে ইসলামী ভাষা, ভাবধারা ও সাহিত্যে রূপলাভ করে।

---

[১৯৮] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ভাষা ও গদ্য সাহিত্যে আল-কুরআনের প্রভাব

আল-কুরআন নি:সন্দেহে আরবী গদ্যের আদি গ্রন্থ। তবে এটাও ঠিক, আল-কুরআন যেমন নিছক গদ্য নয়- তেমনি নিছক পদ্যও নয়। আল-কুরআনের তুলনা আল-কুরআনই। মানব রচিত কোন গ্রন্থ এর সঙ্গে অতুলনীয়[১]। পৃথিবীর সকল বর্ণ ও গোত্রের সকল মানুষের ভাষা, সাহিত্য, জীনধারায় এক মহা বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে, মানুষের ইহকাল ও পরকালীন কল্যাণ সাধনই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মূল উদ্দেশ্য। কুরআন মাজীদ মানুষের জন্য আল্লাহর হিদায়াত নিয়েই এসেছে। মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধিই কুরআনের লক্ষ্য[২]।

গদ্যকে আরবী ভাষায় النثر বলে। আরবরা গদ্যের সংজ্ঞা এভাবে দিয়ে থাকে:[৩]

ألنثر والكلام الذى لم ينظم فى أوزان وقواف

'গদ্য এমন কথা যা ছন্দ ও অন্ত:মিলের ভিত্তিতে (গঠিত) নয়'। গদ্য দু'প্রকার। সাধারণ গদ্য যা দৈনন্দিন জীবনে মানুষ কথা বার্তায় বলে থাকে। এ ধরণের গদ্যের কোন সাহিত্যিক মান থাকেনা। তবে এতে কখনও কখনও জ্ঞান- গর্ভ কথা, প্রবাদ, উপমা ও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়[৪]। লেখক যে ভাষা ব্যবহার বা প্রয়োগ করেন তাতে শিল্পকারিতা অলংকরণ ও দক্ষতার একটা ছাপ থাকে। এধরনের গদ্যকে النثر الفنى বা শিল্পমান সম্পন্ন গদ্য বলে অভিহিত করে থাকেন[৫]। এধরনের গদ্যকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে: আল-খিত্বাবা ও আল-কিতাবা আল-ফান্নিয়্যা।

অল্প কয়েকজন কবি ও সাহিত্যিক ছাড়া জাহিলী যুগের অধিকাংশ কবি, সাহিত্যিকদের সাহিত্য-কর্মের বিষয়বস্তু প্রায় একই ধারায় রচিত। তবে তাদের বাগ্মিতা ও সাহিত্যিক মান আজও অতুলনীয়। আল্লাহ তা'আলার একান্ত নিজস্ব ভাষায় সৃষ্ট মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক লালিত ও তাঁর ব্যাখ্যারূপ, হাদিস শরীফ প্রচলিত সাহিত্যকে শাব্দিক, পারিভাষিক, বিষয়বস্তুগত দিক থেকে এমন এক পরিবর্তন সাধন করেন, যা সকল কালের সকল বর্ণের সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মের জন্য একটি মানদন্ড বা দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

---

১ আবদুস্ সাত্তার, আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যে তিন দ্রষ্টা, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ খৃ.), পৃ.৩। (তিনি কোটেশানটি ড.তাহা হুসাইন এর ফিল-আদাবিল জাহিলী গ্রন্থ থেকে উদ্বৃত করেন)

২ আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৯ খৃ.), সংস্ক. ৬, পৃ.১৩৪।

৩ মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, আরবী খুতবা সাহিত্য (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ২০০১ খৃ.), অপ্রকাশিত।

৪ প্রাগুক্ত।

৫ ড. তাহা হুসাইন, মিন হাদীছ-আশ-শি'রি ওয়ান নাছরি (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৯ খৃ.), সংস্ক.১০, পৃ.৪১ ; প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও তার ব্যাখ্যারূপ মহানবী (স.)-এর মুখনিসৃত পবিত্র বাণী হাদীস শরীফের মূল বিষয়বস্তু হল- তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ও মানব সমাজ। এই চারটি বিষয়কে ঘিরেই মূলত ইসলামের প্রাথমিক যুগ ও উমাইয়া যুগের (৬১০-৭৫০) সাহিত্য কর্মের সৃষ্টি। এ সময়ের আরবী সাহিত্য তার স্বীয় অবস্থান থেকে কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস ও কথা সাহিত্য তার মনের ভাব প্রকাশ করেন, যা তার সমগ্র সাহিত্যিক পরিবেশ ও পরিমন্ডলকে ইসলামী ভাবধারায় চিন্তা-চেতনায় প্রভাবিত করে থাকে। ইসলামী ঐতিহ্য, ইসলামী মূল্যবোধ, ইসলামী চরিত্র ও নৈতিক গুনাবলীর গভীর বিশ্লেষণ ও অনুপ্রেরণা প্রদান তার রচিত সাহিত্যের - উপজীব্য হয়ে থাকে।[৬]

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সামগ্রীকভাবে মানব জাতির পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের পথ নির্দেশ[৭]। এর প্রভাব মহত্তর, গভীরতর ও ব্যাপকতর। ওয়ালিদ ইব্‌ন মুগীরার ভাষায়:[৮]

والله لقد سمعت من محمد كلاما ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن ، والله ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة ان اعلاة لمثمر وان اسفله لمغدق -

'আল্লাহ তা'আলার কসম, নিশ্চয়ই এ কুরআন মাজীদে আছে মাধুর্য ও সঞ্জীবনী শক্তি, নিশ্চয়ই এর অভ্যন্তর সন্তুষ্টিদায়ক এবং বহির্ভাগ ফলদায়ক। এবং এটি মানুষের রচনা নয়' প্রকৃত পক্ষে এর প্রভাব সদা প্রভাহিত স্রোতধারার মত।[৯] ইহা মহজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানপূর্ণ বাণী।[১০] মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত[১১]। পথভ্রষ্টদের জন্য সহজ পথ নির্দেশিকা।[১২] ইসলামের শাশ্বত মু'জিজা।[১৩] আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই শাশ্বত বিধানকে স্বজাতীর ভাষায় মহানবী (স.)-এর নিকট অবতীর্ণ করেন:[১৪]

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

'আমি প্রত্যেক রাসুল (স.)-কেই তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষি করে পাঠিয়েছি, তাদের নিকট পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য।'

---

[৬] আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ.২২৮-২৭১ ; মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান, আহমদ শাওকী ও তাঁর কবিতায় ইসলামী ভাবধারা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৯৫ খৃ.), এম.এ.থিসিস (অপ্রকাশিত), পৃ.৮৯-১৬৯।

[৭] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (কলকাতা : এ.কে.চৌ.এম.এম. ১৯৯৪ খৃ.), খ.২, পৃ.৫৮৮।

[৮] ড. শাওকী দাইফ, তারিখুল আদাবিল আরাবী আল-আসরিল ইসলামী (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ১৯১১খৃ.), সংস্ক.১০, খ.২,পৃ.৩০; তাফসীর জামাখশরী, সূরা- মুদাসসির এর তাফসীর অংশ।

[৯] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃ.৫৮৮।

[১০] আল-কুরআন ১৯ ; ১৭ ; ড. মুস্তাফিজুর রহমান, কুর'আন পরিচিতি (ঢাকা : নুবালা পাবলিকেশন, ১৯৯২ খৃ.), প্র.১, ভূমিকা দ্র.; অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ. ২, পৃ.৮৮।

[১১] আল-কুরআন ২ : ৩

[১২] আল-কুরআন ১ : ৬

[১৩] মান্না আল-কাত্তান ফী উলুমুল- কুরআন (বৈরুত : মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৫ খৃ.), সংস্ক.২৬, পৃ.৯।

[১৪] আল-কুরআন ১৪ : ৪ ; আল-কুরআনুল কারীম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৬৮ খৃ.), সংস্ক.৩।

Dhaka University Institutional Repository

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হল একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার মূলনীতি। আল্লাহ তা'আলা মহানবী (স.)-এর ২৩ বছরের নবুয়াতী জীবনে ইসলামী আন্দোলন ও সংগ্রামের বিভিন্ন পেক্ষাপটে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার রূপরেখার আলোকে অল্প-অল্প করে জিব্রাঈল আমীন এর মাধ্যমে, মাঝে মাঝে সাহাবী দাহিয়া কালবীর (রা.) প্রতিচ্ছবিতে জিব্রাঈল(আ.)-এর মাধমে, ঘন্টা ধবনী, এলহাম বা স্বপ্নযোগে অবতীর্ন করেন। যা রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ইন্তিকালের তিন মাস পূর্বে সমাপ্ত হয়।[১৫]

এ ভাবে ২২ বছর ২ মাস ২২ দিন ধরে প্রয়োজন মত, বিভিন্নস্থানে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভিন্নভিন্ন আয়াত ও সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, (মক্কা শরীফে ১২ বছর ৫ মাস ১৩ দিন, আর মদীনা শরীফে ৯ বছর ৯ মাস ৯ দিন) হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর উপর[১৬]। ৬৩২ খৃ. ৮ই জুন, একাদশ হিজরীর বারই রবিউল আওয়াল সমাপ্ত হয়ে যায় কোরআনের অবতরণ[১৭]। আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত এর মন্তব্য:[১৮]

نزل القرآن منها فى ثلوث عشرين سنة على حسب ما يعرض من الحوادث منها ثلاث عشرة سنة فى مكة نزل فى خلال ثلاث وتسعون سورة ، وعشرة المدينة بعد الهجرة نزل فيها احدى وعشرون هذه السورة الاربع عشرة ومأتة تختلف فى موضوعها باختلاف الزمان والمكان والحوادث فكان من الحوادث والقضايا ما ينزل فيه الآية والايات ومنها ما ينزل فيه السورة -

আল-কুরআনের সূরার ন্যায় একটি ছোট সূরা রচনা করতে তাদের চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ চ্যালেঞ্জের জবাব শুধু সমসাময়িক কালেও দিতে পারেনি। ভাষা তাদের কতটা আয়ত্ত্বে থাকলেও যে অবিনশ্বর জগত থেকে কুরআন মাজীদ এসেছে, সে জগতের ভাবধারার সঙ্গে তাদের পরিচয় কি করে সম্ভব হতে পারে?[১৯]

সমসাময়িক আরবী সাহিত্য বিশ্বমানের হলেও আল-কুরআনের সাথে অতুলনীয় আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব হল তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবের অংশ। প্রকৃত কথা হল কুরআন মানুষের জন্য আল্লাহর হিদায়াত নিয়ে এসেছে। মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কুরআনের মূল লক্ষ্য।[২০] তবু ও মহান সৃষ্টিকর্তার একান্ত নিজস্ব ভাষা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সমসাময়িক ভাষা ও সাহিত্য তথা জীবনধারায় এক মহা-পরিবর্তন সাধন করেছেন। আল-কুরআনের শব্দ সম্ভার, অর্থের ব্যঞ্জনায় ও বর্ণনা কৌশলে অনন্য এবং অতুলনীয়[২১]

---

[১৫] আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ.৯০ ; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ.১৩৭।

[১৬] আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ.১৩৪।

[১৭] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৫৪৮।

[১৮] আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ.৮৭...

[১৯] জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাহ, খ.১, পৃ.১৩৫।

[২০] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৬০৭।

[২১] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৬০৫।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ভাষা সম্বন্ধে কুরআনের বাণী:[২২]

نزل به الروح الأمين ، على قلبك لتكون من المنذرين ، بلسان عربى مبين

'জিব্রাইল (আ.) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় কুরআন নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার।' আল্লাহ তা'আলা আরও ঘোষণা করেন:[২৩]

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ

'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র।'

জুরজী যায়দানের মন্তব্য:[২৪]

وكان بظهور الإسلام تأثير كبير فى اللغة العربية

আল-কুরআনের প্রভাব সম্পর্কে ইম্মানুয়েল ডাচ বলেন:[২৫]

`A book by the aid of which the Arabs conquered a world greater than that of Alexander the great, greater than that of Rome, and in as many tens of years as the latter had wanted hundreds to accomplish her conquests, by the aid of which, they alone of the shemites , came to Europe as king, whether the Phoenicians had come as tradesmen, and the Jews as fugitives, the light to humanity they alone, while darkness long around, to raise up the wisdom and knowledge of Hellas from the dead, to teach Philosophy, medicine, astronomy, and the folden art of song to the west as well as to the East, to stand at the cradle of midern science and to cause uslate epigoni for ever to weep over the day when Granada fell" says Emmanuel Deutch'

---

[২২] আল-কুরআন, আশ-শো'আরা, ২৬ : ১৯৩-৯৫।

[২৩] আল-কুরআন, রুম, ৩০ : ২২।

[২৪] জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাহ, খ.১, পৃ.১৯৮।

[২৫] Emmanuel Deutch, quarterly review, 1869; অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৫৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক জি. মার্গলিউথ আল-কুরআনের প্রভাব সম্পর্কে বলেন:[২৬]

'The Koran admittedly occupies an inportant position among the great religions of the world. Though the youngest of the epoch making works, belonging to this class literature, it yields to hardly any in the wonderful effect which it has produced on large masses of men. It has created an all but new phase of human thought and a fresh type of character. It first transformed a number of hetrogeneus deseert tribes of the Arabian peninsula into a nation of heroes, and then processed to create the vast politico religious organisations of the Muhammadan world which are one of the great forces with which Europe and the East have to reckon to day.'

আল-কুরআনের বহুমূখী প্রভাব সম্পর্কে ড. শাওকী দয়ফ বলেন:[২৭]

القرآن الكريم مفخرة العرب فى لغتهم ، اذ لم يتح لامة من الامم كتاب مثله لا دينى ولا دنيوى من حيث البلاغة والتاثير فى النفوس والقلوب ، سواء حين يتحدث عن عبادة الله الواحد الاحد وعظمته وجلالة ، او عن خلقه للسموات والارض ، او عن البعث والنشور ، او حين يشرع للناس حياتهم ويقيمها على نهج شديد يحقق لهم السعادة فى الدارين : الاولى والاخرة

'আরবদের ভাষায় আল-কুরআন আরবদের জন্য একটি গৌরবের বিষয়। অলংকার শাস্ত্র হিসেবে মানুষের অন্তরে প্রভাব বিস্তারকারী হিসেবে দ্বীন ও দুনিয়ার কোন গ্রন্থ আল-কুরআনের ন্যায় কোন জাতিকে প্রদান করা হয়নি। যা (আল-কুরআন) আল্লাহর একাত্ববাদের ইবাদত, তার মহত্ত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করে থাকে। এই আল-কুরআন তাঁর আকাশ ও জমিন সৃষ্টির, পূণরুত্থান ও একত্রিকরণ ব্যাপারে আলোচনা করে থাকে এবং মানুষকে জীবনের সঠিক দিক নির্দেশনার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দিকে প্রতিষ্ঠিত করে থাকে।

বিভিন্ন বিষয়ের উপর আল-কুরআনের প্রভাব সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী বলেন:[২৮]

قال القاضى ابو بكر ان العربى فى قانون التاويل علوم القرآن خمسون علما واربعمائة علم وسبعة الاف علم وسبعون الف علم على عدد كلم القرآن مضروبة فى اربعة اذ لكل كلمة ظهر وبطن وحد ومطلع وهذا مطلق دون اعتبار تركيب وما بينها من روابط وهذا ما لا يحصى ولا يعلمه الا الله -

---

[২৬] Professor G. Margoliouth, Introduction to Rodwell's english translation of the Koran; অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ. ৫৮৯-৯০।

[২৭] ড. শাওকী দায়ফ, তারীখুল আদাবুল আদাবুল আরবী, আল-আসরুল ইসলামী, পৃ.৩৩।

[২৮] আল্লামা জালালুদ্দীন আবদুর রহমান আস-সুয়ূতী, আস-শাফিয়ী, আল-ইতকান, ফি উলুমূল কুরআন, খ.২, পৃ.১২৮।

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক মুজাফ্ফরুদ্দীন বলেছেন:[২৯]

'The Quran being the last revealed book takes stock of the previous religions and makes referances to some important peoples and countries of the world. These references are testified to by quotations from the bible and classical authors and corroborated by archaeological researches. It is gratifying to note that several Eoropean orientalists have taken the trouble to explore Arabia, trace the relics of her glorious past, discover the monuments and discipher their inscriptions. Their explorations and researches have confirmed the Quaranic descriptions of peoples and countries.'

মক্কা বিজয়ের পর আরবরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবদ্দশায় আরবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতপর কুরআন মাজীদ পাঠ ও মুখস্থ করনে তারা মনোনিবেশ করে। সালাত আদায়ের জন্য আল-কুরআনের বিশেষ বিশেষ সূরা মুখস্থ করা বাধ্যতামূলক করা হল। বাস্তব জীবনে তারা আল-কুরআনের আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে শুরু করল। আল-কুরআনকেই তারা তাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নিল। ফলে তাদের ভাষা ও সাহিত্য আল-কুরআন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হতে থাকে। **যেমন:**

কুরআন মাজীদ শাব্দিক ও পারিভাষিকভাবে পরিবর্তন সাধন করে আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে এক পুত-পবিত্র ধর্মীয় ভাষা ও সাহিত্যে রূপান্তরিত করেছে:

এই পরিবর্তন বা প্রভাব আমরা দুই ভাবে দেখতে পাই- (ক) ইসলাম পূর্ব যুগে কিছু সংখ্যক কবি সাহিত্যিক ছাড়া অধিকাংশের সাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিল মদ, নারী, প্রেম, প্রিয়ার বাস্তভিটা, উট, ঘোড়া, হরিন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শোকগাথা, নিন্দা ও স্বীয় গোত্রের প্রশংসা ইত্যাদি। আল-কুরআন আরবী ভাষায় নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করে বেদুঈন ভাষা থেকে একে এক পুত-পবিত্র ধর্মীয় ভাষায় রূপান্তরিত করেছে। **যেমন:**

فرقان – سجود – ركوع – تيمم- نفاق - كفر - حج - نكاح - شرك - اسلام - ايمان - توحيد -
رسالة - أخيرة - قيامت -

(খ) আল-কুরআনের প্রভাবে আরবী ভাষায় পূর্ব থেকে ব্যবহৃত বহু শব্দকে বিশেষ নতুন অর্থে এমনভাবে ব্যবহার করে যাতে তা পূর্বতন দ্যুতনাকে পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ নতুন শব্দের ভাব প্রকাশ করে।[৩০] যেমন-

[২৯] Professor Syed Muzaffar-ud-din Nadvi, Islamia College, Calcutta, A Geographical History of the Quran (Calcutta, 1936), p. 16.

Dhaka University Institutional Repository

صلوة এর পূর্ব অর্থ ছিল শুধুমাত্র প্রার্থনা করা। কিন্তু পবিত্র কুরআন একে মুসলমানদের সর্বোত্তম ইবাদত নামায অর্থে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। صوم এর পুরাতন অর্থ ছিল কোন কার্য হতে বিরত থাকা। কিন্তু আল-কুরআন একে বিশেষ পদ্ধতিতে, বিশেষ শর্তে, সূর্যাস্তের কিছু পূর্ব হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার, কামোদ্দিপক ক্রিয়াকর্ম হতে বিরত থাকার অর্থে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাকে রোযা বলা হয়, ইহা আর কোন আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়না। زكوة এর আভিধানিক অর্থ ছিল পবিত্রতা। আল-কুরআন একে মুসলমানদের শরী'আতি আয়কর অর্থে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যেমন মুসলমানদের সঞ্চিত অর্থের উপর শতকরা আড়াইভাগ অভাব গ্রস্থদের দান করা।[৩১] পবিত্র কুরআনে বহু আয়াতে صلوة এর সাথে زكوة ও ركوع শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন:[৩২]

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

এমনিভাবে-

فرائض – مناسخة – لقيط – تعزيز – استيلاء- اعتقاق- عدة – طهارة – فاسق – كافر-
مؤمن – مسلم -

প্রভৃতি শব্দের অর্থকে করআন মাজীদ এক নতুন বৃহত্তর ও গভীরতর অর্থে নির্দিষ্ট করে দিয়ে এক ধর্মীয় ব্যঞ্জনা দান করেছে, এখন ঐ সমস্ত শব্দ নির্ধারিত ধর্মীয় অর্থ ব্যতীত অন্য কোন অর্থে ব্যবহৃত হয় না।[৩৩] যেমন- জরুজী যায়াদান মন্তব্য করেন:[৩৪]

إما تأثير القران فى الالفاظ اللغة فضلا عن الاسلوب- فظاهر فى مادخلها من الالفاظ الاسلامية مما اقتضاه الاصطلاح الدينى أو الشرعى –

'আল-কুরআন রচনাশৈলীর উপর প্রভাব বিস্তার ছাড়াও ভাষার শব্দের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।এতে ইসলামী শব্দগুলোর অনুপ্রবেশ ঘটেছে যা দ্বীনি ও শরয়ী পরিভাষার চাহিদা পূরণ করেছে।'

---

৩০ অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৬০৮।

৩১ প্রাগুক্ত।

৩২ আল-কুরআন, ২ : ৪২।

৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ.৬০৮।

৩৪ জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাহ, খ.১, পৃ.২০০।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ভাষায় শব্দ চয়ন ও বাক্য গঠনের উপর আল-কুরআনের প্রভাব:

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতরণের পূর্বে আরবী ভাষায় শব্দ চয়নে ও বিভিন্ন অশ্লিল ভাবের প্রচলন ছিল, আল-কুরআন সেগুলোকে অনেকাংশে রহিত করে শালীন ভাব প্রকাশক শব্দের প্রচলন করেন, যেমন যুহায়ির ইব্ন আবী সুলমার (মৃ.৬০৭ খৃ.) কবিতার অংশ বিশেষ:[৩৫]

ولا لا عسبة لردد تموه　　　وشر منيحة أيرمعار

إذاجمعت نساؤكم اليه　　　أشظ كانه مسد مغار

(যুহায়িরের দাস ইয়াসারকে তাঁর শত্রু গোত্র ধরে নিয়ে গেলে তিনি বলেছিলেন) 'যদি তার সন্তান উৎপাদনের বীর্যবল না থাকতো তাহলে তোমরা ফিরিয়ে দিতে তাকে, আর নিকৃষ্টতম দান হচ্ছে ভাড়া করা পুরুষাঙ্গ'

'তোমাদের রমণীরা যখন ঢলে পড়ে তার দিকে, তখন তা হয়ে ওঠে পাকান দড়ার মত শক্ত ও খাড়া।'

পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর সমসাময়িক কবি আ'শা আবু বুসারের (মৃ.৬২৯ খৃ.) মদমত্ত যৌবনা, লাস্যময়ী রমণীর গুণ বর্ণনা করে বলেছেন:[৩৬]

لو اسندت ميتا الى نحرها　　　عاش ولم ينقل الى قابر

'যদি একজন মৃত ব্যক্তিকেও শায়িত করে দেওয়া হয় তার বক্ষের ওপর তাহলে সে কবরে না গিয়ে জীবিত হয়ে উঠবে' উপরোক্ত দুইজন কবির কবিতায় নর-নারীর দৌহিক তেজোবীর্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে' কিন্তু শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে প্রাক ইসলামী কবি অপেক্ষা ইসলামী যুগের কবি অধিকতর শালীনতার প্রমাণ দিয়েছেন। আল-কুরআনের যাদুকরী প্রভাবেই তা সম্ভব হয়েছে।[৩৭]

প্রাক ইসলামী যুগের কবি সম্রাট ইমরুউল কায়িস (মৃ.৫৪০খৃ.) তাঁর মু'আল্লাকায় স্বীয় লাম্পট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর চলনাময়ী প্রেয়সীর প্রশংসায় বলেছেন:[৩৮]

فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع　　　فالهيتها عن ذى تمائم ومحول

اذا ما بكى من خلفها إنصرفت له　　　بشق وتحتى شقها لم تحول

ويوما على ظهر الكثيب تعذرت　　　على أونت خلقة لم تحلل

---

৩৫ দীওয়ান যুহাইর (আশ-শান তামারী), পৃ.৪৮ ।

৩৬ মারযুবানী, আল- মুআশ্ শাহ, পৃ.৫১ : অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৬০৯।

৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ.৬০৯।

৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ.৬১০.।

Dhaka University Institutional Repository

أفاتم مهلا بفصل هذا السدل   وإن كنت قد أزمعت مرى فأجملى

'তোমার মত অনেক কুমারী, গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী রূপসী ললনার নিকট আমি উপস্থিত হয়েছি নিশিথে, আর তার কবজধারী এক বছরের শিশু হতেও তাকে ভূলিয়ে রেখেছি ।

সেই শিশু যখন তার পাশ থেকে কেঁদে উঠত, সে তার অর্ধেক দেহ তার দিকে ফিরিয়ে দিত, বাকী অর্ধেক দেহ আমার নীচে স্থিরভাবে থাকতো ।

আর বালির টিলার উপর (অন্য এক প্রেমিকা) আমার প্রতি বিরূপ হয়ে কঠিন শপথ করে বসেছিল ।

(আমি তাকে বলেছিলাম) হে ফাতুম, তোমার ভনিতা রাখো, তুমি যদি সত্যিই আমার বাঁধন ছিড়তে চাও তাহলে ভদ্রভাবে বলো ।'

মহাকবি লাবিদ (মৃ.৬৭৫খৃ.)-এর একটি কবিতা এখানে উল্লেখযোগ্য:[৩৯]

وماالمرء الا كالشهاب وضوئه   يحور ماذا بعد ما هو ماطع

وما المال والاهلون الودائع   ولابد يوما ان ترد الودائع

'মানব উল্কাপিন্ড ও তার জ্যোতির মত, চমকানোর পর সে ভস্মে পরিণত হয়। ধন-সম্পদ ও পরিবারবর্গ গচ্ছিত দ্রব্যতুল্য, সেই দ্রব্য একদিন ফেরত দিতেই হবে। উভয় কবিতাতেই মানুষের গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু পবিত্র কুরআন পূর্ব যুগের কবিতায় আছে মানুষের বল্গাহীন যৌবনের কর্মধারার রূপরেখা। আর পবিত্র কুরআনের প্রভাবে সৃষ্ট কুরআনিক যুগের কবিতায় আছে মানবের মানবীয় অন্তর্জ্যোতি ও তার পরিণতির কথা এবং বিনয়াবানত চিত্তের শ্রদ্ধার্ঘের বারতা ।[৪০]

সমসাময়িক আরবী সাহিত্যের বাচন ভঙ্গি ও বাক শৈলির ওপর আল-কুরআনের اسلوب বা রচনা শৈলির প্রভাব:

ড. শাওকী দয়ফ এর মতে-[৪১]

وهو اسلوب ليس فيه زوائد ولا فضول ، فالفظ على قدر المعنى وكانما له رسما ، وهو لفظ لا يرفتع عن الافهام ولا عن القلوب ، بل يقرب منها حتى يلمس السغاف- ومما لاشك فيه ان القران

[৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ.৬১০ ।
[৪০] প্রাগুক্ত, পৃ.৬১০...
[৪১] ড. শাওকী দাইফ, তারিখুল আদাবিল আরাবী আল-আসরিল ইসলামী, খ.৩, পৃ.৩৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

هو الذى ابتدع هذا الاسلوب المحكم ، بل هذا الاسلوب سهل الممتنع الذى يلذ الاذان حين تستمع له والافواه حين تنطق به والقلوب حين تصغى اليه – شوق ضيف ، تاريخ الادب العربى ،

ইসলামের অনেক ঘোর বিরোধী ব্যক্তি কেবল কোরআনের আয়াত শুনে, তার শব্দ সম্পদের ব্যঞ্জনা, অর্থের দ্যোতনা ও ভাবের মাধূর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তাদের পাষাণ অন্তর বিগলিত হয়েছে।[৪২] ওয়ালিদ ইব্‌ন মুগিরা ছিল হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর পরম শত্রু ; সে হযরতের মুখে কোরআনের আয়াত শুনে এত প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন যে, কয়েকজন কোরায়িশ সর্দারের নিকট গিয়ে বলেছিলেন:[৪৩]

والله لقد سمعت من محمد كلاما ماهو من كلام الانس ولا من كلام الجن ، وان له لحلاوة وان عليه لطلاوة ان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق -

'আল্লাহর শপথ আমি মোহাম্মদের মুখ থেকে এমন ধরণের কথা শুনেছি যা মানবের বা জিনের কথা নয়; তার একটা মাধুর্য আছে, একটা আকর্ষণীয় শক্তি আছে; তার বহির্ভাগ ফলদায়ক আর অন্তর্ভাগ সন্তুষ্টিধায়ক।'

ড. তাহা হুসাইন বলেন,[৪৪] 'এতে সন্দেহ নেই, কুরআন আরবী গদ্যের আদি গ্রন্থ কিন্তু তোমরা এও হয়ত জান যে, কুরআন গদ্য ও নয় তদ্রূপ কুরআর কাব্যও নয়। কুরআন কুরআনই। কুরআন যে কাব্য নয় তা সহজে প্রতিভাত হয়, কারণ কাব্যের বাঁধাধরা ছাঁদ এতে অনুপস্থিত। আর কুরআন গদ্য নয় এজন্য, এর স্টাইল এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য মন্ডিত যা অন্য কোন গদ্য সৃষ্টিতে পাওয়া যায়না। আয়াতের শেষাংশ বিশেষ নিয়মে সুবিন্যস্ত। সুরের সুললিত ঝংকারে আয়াতগুলো মাধুর্য মন্ডিত। কুরআন একটি একক পদ্ধতি, অনুপম ও অতুলনীয়। কুরআনের স্টাইলের অনুকরণ করতে কেউ পারেনি। কাজেই একথা সত্য যে, কুরআনের একটি বিশেষ স্টাইল রয়েছে, যার সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা চলে না'।

কবি আবুল আলা আল-মা'আর্‌রীর মন্তব্য:[৪৫]

ما هو من الصيد الموزون ولا من سهل وحزون ولا شاكل خطابة العرب ولاسجع الكهنة ذوى الارب-

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত ওমর (রা.) মহানবীর ঘোর বিরোধী ছিলেন, তিনি রাসুলুল্লাহ (স.)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন, পথিমধ্যে শুনতে পান যে, তাঁর ভগ্নী ও ভগ্নীপতি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাৎক্ষণিক ভগ্নীর গৃহে উপস্থিত হয়ে কোরআন তিলাওয়াত করতে দেখে ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের প্রতি বেধম মারধোর

---

[৪২] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৬১১।

[৪৩] তাফসীর জামাখশারী, সূরা আল-মুদ্দাছ্‌ছির।

[৪৪] ড. ত্বহা হুসাইন, মিন হাদীসিশ শি'রি ওন নাসরি (মিসর : তা.বি), সংস্ক. ১০, পৃ.২৫ : ইব্‌ন খালদুন, মুকাদ্দামাহ, পৃ.৫৬৩ : আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ১৪০-৪১।

[৪৫] মুস্তফা সাদিক আর-রাফায়ী, তারীখুল আদাবিল-আরাব, খ.২, পৃ.১৯০; প্রাগুক্ত, পৃ.১৪০, ফুট নোট দ্র.।

Dhaka University Institutional Repository

করেও তাদেরকে বিরত করতে না পেরে তারা কি পড়তেছেন তা জানতে চান; তখন তাঁর বোন সূরা হাদীদের কয়েকটি আয়াত পড়ে শুনান, তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মত ঐ মহান বাণী শুনতে থাকেন:[৪৬]

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ - لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ - لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ - يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ - آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ..

'নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সব কিছুই ঘোষণা করে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা, তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। তিনি আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত এবং তিনিই সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত। তিনি ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তারপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা হতে বের হয়, এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু ওঠে। তোমরা যেখানেই থাকনা কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। তিনিই নিশিকে প্রবিষ্ট করান দিবাতে, এবং দিবাকে প্রবিষ্ট করান নিশিতে, তিনিই অন্তর্যামী। কাজেই ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলে ওপর।'

উপরোক্ত বাণী শুনামাত্রই হযরত ওমর (রা.) বলে ওঠেন: آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ 'আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ওপর, আর তারপর রাসুলুল্লাহ (স.)-এর নিকট গিয়ে বিধি সম্মতভাবে ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হন। তৎকালীন আরবের এক বিখ্যাত পন্ডিত বাক্যটি রচনা করে খুব গর্ববোধ করতেন, তারপর কোরআনের আয়াত إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا অবতীর্ণ হলে তিনি আত্মহারা হয়ে যাদুমন্ত্রের আকর্ষণের মত বলে ওঠেন, আমি এই বাক্যটির বাক-শৈলির উপর ঈমান আনলাম।[৪৭]

---

[৪৬] আল-কুরআন, সূরা হাদীদ, ৫৭ : ১-৭।

[৪৭] তাফসীরে হাক্কানী, আমপারা, পৃ.২১৩ ; অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ. ৬১৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআন তাদের সমসাময়িক বাগ্মি বা خطابة সাহিত্যে বিরাট প্রভাব ফেলে:

প্রাক ইসলামী যুগে ওইসলামী যুগে আরবে বাগ্মীতার খুব সুনাম–মর্যাদা ছিল, যে যত সুন্দর করে বক্তৃতা প্রদান করতে পারত তার কদর ছিল তত বেশী। তারা আল-কুরআনের ভাবাশৈলীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁদের কথামালায় ও বক্তৃতায় আল-কুরআনের শব্দ, আয়াত যোগ করতো। কুরআনকে বারবার পাঠ করার ফলে তাদের ভাষা হয়েছে প্রাঞ্জল, সুসামঞ্জস্য ও সুশ্রাব্য।[৪৮] কুরআন সর্বপ্রথম আরবী গদ্য সাহিত্য, এর ভাষা ঠিক পদ্যের মত নয় কিন্তু ছন্দোবদ্ধ গদ্যের মত। বিভিন্ন সূরার প্রায় প্রতিটির শেষে অন্তমিল আছে যা শ্রোতাকে সহজে আকৃষ্ট করে বক্তার কথার প্রতি, যেমন:[৪৯]

وَالضُّحَى – وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى – مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى – وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى – وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى – أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً

فَآوَى –وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى – وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى –فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ – وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ – وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

‘শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রজনীর, যখন উহা হয় নিঝুম, তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি, তোমার ওপর বিরুপও হননি। তোমার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। শীঘ্রই তোমার প্রতিপালক তোমাকে দান করবেন, অনুগ্রহ, তখন তুমি সন্তুষ্ট হবে। তিনি কি তোমাকে এতিম অবস্থায় পাননি আর তোমাকে আশ্রয় দেননি? তিনি তোমাকে পেয়ে ছিলেন পথ সম্পর্কে অনবিহিত, তারপর তিনি তোমাকে দিয়েছেন পথের সন্ধান। তিনি তোমাকে পেয়েছিলেন নি:স্ব অবস্থায়, তারপর তোমাকে করেছেন অভাবহীন। কাজেই তুমি কঠোর হয়োনা এতিমের প্রতি, ভৎসনা করোনা প্রার্থীকে। তুমি সকলকে জানিয়ে দাও তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা।’ অথবা-[৫০]

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ

رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ – قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا

فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

‘কাফিরদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, যখন তারা জাহান্নামের নিকটে আসবে তখন উহার দ্বারগুলি খুলে দেওয়া হবে আর জাহান্নামের রক্ষীরা তাদের বলবে: তোমাদের নিকট কি

---

[৪৮] প্রাগুক্ত, পৃ.৬১৪।
[৪৯] আল-কুরআন, আদ্‌দোহা, ৯৩ : ১-১১।
[৫০] আল-কুরআন, ৩৯ : ৭১-৭২।

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের মধ্য হতে রাসুল আসেনি? তারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত পাঠ করতো এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করতো? তারা বলবে অবশ্যই এসেছিল। এখন কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িক হয়েছে। তাদেরকে বলা হবে, জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর , তাতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য। কতইনা নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল। অথবা-[৫১]

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً - فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً - فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً - فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً - فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً

'শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বারোহীর, যারা ক্ষুরের আঘাতে বিচ্ছুরিত করে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যারা অভিযান করে প্রভাতে, আর সেই সময় ধূলা উৎক্ষিপ্ত করে, তারপর ঢুকে পড়ে শত্রুদলের অভ্যন্তরে। অথবা-[৫২]

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ - وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ - وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ - إِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ - وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ - وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ - وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ - وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ - بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ - وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ - وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ - وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ - وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ - عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ

'যখন সূর্য নিস্প্রভ হবে, যখন তারকারাজি খসে পড়বে, যখন পর্বতরাজিকে চলমান করা হবে, যখন পূর্ণ-গর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে, যখন বন্য পশুকে একত্রিত করা হবে, যখন সমুদ্র স্ফীত হবে, দেহে যখন আত্মা পূন:সংযোজিত হবে, যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। যখন আমলনামা উন্মোচিত হবে, যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে, যখন জাহান্নামের আগুনকে উদ্দীপ্ত করা হবে এবং জান্নাতকে যখন নিকটবর্তী করা হবে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই অবগত হবে যে, সে কি নিয়ে এসেছে'। অথবা-[৫৩]

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ - وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ - وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ - وَحُورٌ عِينٌ - كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ - جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'সেই সুরা পানে তাদের শির:পীড়া হবেনা, তাদের পছন্দমত ফলমূল নিয়ে, তাদের কাঙ্খিত পাখির গোশত নিয়ে। আর তাদের জন্য থাকবে আয়াতের আলোচনা, সুরক্ষিত সদৃশ হুর, এসব হবে তাদের কর্মের পুরস্কার।'অথবা-[৫৪]

---

[৫১] আল-কুরআন , ১০০ : ১-৫।
[৫২] আল-কুরআন, ৮১ : ১-১৪।
[৫৩] আল-কুরআন, ৫৬ : ১৯-২৪।
[৫৪] আল-কুরআন, ৫৩ : ১-১০।

Dhaka University Institutional Repository

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى - مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى -وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى - عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى - ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى - وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى - ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى - فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى -فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى

'শপথ নক্ষত্রের যখন উহা অস্তমিত হয়, তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়, সে মনগড়া কথা বলেনা, ইহাতো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়, তাতে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল উর্ধ দিগন্তে। তারপর সে তার নিকটবর্তী হলো, অত্যন্ত নিকটবর্তী, ফলে তাদের দুজনের মধ্যে মাত্র দুই ধনুকের ব্যবধান রইল, অথবা তার চেয়েও কম। তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার তা প্রত্যাদেশ করলেন।'

বক্তৃতার উপর আল-কুরআনের প্রভাব অপরিসীম :

মহানবী (স.)-এর ইন্তিকালের পর নেতৃত্ব নিয়ে মহাগোলযোগের সৃষ্টি হয়েছিল তখন হযরত আবু বাক্র (রা.) দাঁড়িয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে সম্বোধন করে বলেছিলেন: ايها الناس ان يكون محمد قد مات فان الله তারপর কোরআনের বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন:[৫৫]

وَمَا محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم؟

কুরআনের আয়াত মিলিয়ে প্রদত্ত এই বক্তৃতায় যাদুকরী ফল ফলেছিল, সমগ্র জনতা উপলব্ধি করেছিলেন তাঁদের ভূল, নিমিষেই সকলে আবু বাক্র (রা.)-কে মেনে নিয়েছিলেন তাঁদের নেতা রুপে।[৫৬]

জুরজী যায়দান উল্লেখ করেছেন।[৫৭] 'মোসআব বিন যোবায়ির তাঁর ভ্রাতা আবদুল্লাহ ইব্ন যোবায়িরের সমর্থনে, ইরাকের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার সম্পূর্ণটাই ছিল আল-কুরআনের আয়াত সমন্বিত। তিনি মঞ্চে আরোহন করেই বলেছিলেন:

بسم الله الرحمن الرحيم – طسم – تلك ايات الكتاب المبين – نتلوا عليك من نبأ موسى وفوعون بالحق يؤمنون ان فرعون علا فى الارض وجعل المها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابنائهم ويستحى نساءهم انه كان من المفسدين -

এই কথা বলে তিনি তার হাত দিয়ে শাম দেশের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন, তারপর তিনি বলেছিলেন:

ونريد انن نمن على الذين استضعفوا فى الارض ونجعلهم ائمة ونجعهم الوارثون

---

[৫৫] জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাহ্, খ.১, পৃ.১৩৩-৯৪ ; বুখারী শরীফ, পৃ.১৬৬ ;

[৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৪।

[৫৭] আল-জাহিয, বায়ানুত তিবরীন, খ.১, পৃ.১২২।

Dhaka University Institutional Repository

এই কথা বলে তিনি তার হাত দিয়ে হিজাযের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। তারপর বলেছিলেন:

ونمكن لهم فى الأرض ونوى فرعون وهامان وجنودها منهم ما كانوا يحذرن -

আর এই বলে তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন ইরাকের দিকে।[৫৮] তার এই বক্তৃতা ইরাকবাসীদের ওপর যাদুমন্ত্রের ন্যায় প্রভাব পড়েছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনর যুগে কোরআনের আয়াতবিহীন সাধারণ বক্তৃতাকে আল-বাতরা বা পুচ্ছ-বিহীন বক্তৃতা বলা হতো।[৫৯] ইসলামী, উমাইয়া (৬১০-৭৫০) ও আব্বাসী যুগের প্রায় সকল বক্তাই তাঁদের বক্তৃতায় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আয়াত যোগ করে কোরআনী ভাব-শৈলীকে অনুসরণ করেছেন; মাগাযী ও ইতিহাস গ্রন্থে এর উজ্জল প্রমাণ বিদ্যমান। যেমন:[৬০]

وترى امثلة من اقوالهم مترقة فى السيرة النبوية وكتب المغازى والفتوح والتاريخ وفى العقد الفريد وغيره من كتب الادب وكلها مطبوعة ومشهورة واشهر خطباء ذلك العصر الامام على بن ابى طالب فقد جمعت خطبة فى كتاب نهج البلاغة جمعه الشريف المرتضى -

শাওকী দয়ফ বলেছেন:[৬১]

وكانوا يستحنون ان يكون فى الخطب يوم الحفل وفى الكلام يوم الجمع اى من القرآن فان ذلك مما يؤرث الكلام انبهاء والوقار والرقة وسلس الموقع -

এ প্রসঙ্গে আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত বলেছেন:[৬২]

فكسب ذلك اللغة عذوبة فى اللفظ ورقة فى التركيب ودقة فى الاداء وقوة فى المنطق -

আল-কুরআনের বিশ্বজনীনতার ফলে আরবী ভাষাকে সংস্করণ ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান:

কুরআনের প্রভাবে আরবী বৃহত্তর বিশ্বের এক বিস্তৃত এলাকার দৈনন্দিন ভাষায় পরিণত হয়েছে।[৬৩] বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ এলাকার মুসলমানগণ বিজয়লাভ করায় বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমান ছাড়াও অন্যান্য জনগোষ্ঠী নিজেদের আঞ্চলিক ভাষাকে পরিত্যাগ করে আরবী ভাষাকে একমাত্র ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে।

---

[৫৮] আল-বায়ান ওয়াত-তিবয়িয়ীন, পৃ.১১৮।
[৫৯] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৬২০।
[৬০] খুতবাতু ফি নাহজুল বালাগাহ, জামিউশ্ শরীফুল মুরতাজা (মৃ.৪৩৬ হি.); জুরজী যায়দান, তারীখুল আদাবিল আরাবী, খ.১, পৃ.১৯৫।
[৬১] ড. শাওকী দাইফ, তারীখুল আদাবিল আরাবী, খ.২, পৃ.৯১।
[৬২] আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ.৯০।
[৬৩] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৬২১।

Dhaka University Institutional Repository

শতশত পন্ডিত আরবী ভাষাকে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আলোকে সংস্কারে আত্মনিয়োগ করে। আল-কুরআনের ভাষা আরবী হওয়াতে মুসলমানগণ আরবীকে তাদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে। বিশ্বের যেই প্রান্তেই মুসলমানগণ রয়েছেন, সেখানেই আরবী ভাষার স্বাভাবিক চর্চা হয়েছে। বহু অনারব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আরবী ভাষাকে নিজ ধর্মের পবিত্র ভাষারুপে মেনে নিয়েছে। অতীতে বহু ইহুদী ও খৃষ্টান আরবী ভাষার উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করে ধন্য হয়েছেন। বর্তমানে বহু অমুসলিম আরবী ভাষার উন্নতির জন্য কাজ করে জীবিকা অর্জন করেছে। আল-কুরআনের সার্বজনীনতার কারণেই আজ আরবী বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষার মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।[৬৪]

আরবী انشاء বা রিসালাহ্ সাহিত্যে আল-কুরআনের প্রভাবঃ

বর্তমানকালের ন্যায় তখন টেলিকম, মোবাইল, ইন্টারনেট ছিলনা বটে, দূত মারফত পত্র যোগাযোগই ছিল মতবিনিময় ও শাসনকার্য পরিচালনার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। মহানবী (স.)ও আবু বাক্র (রা.), উমর (রা.), উছমান (রা.), আলী (রা.) ইসলাম প্রচারে অমুসলিম শাসক ব্যক্তিবর্গকে পত্র লিখেছেন এবং ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনায় বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তাদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ফরমান জারী করেছেন, এগুলো প্রত্যেকটিই ছিল পবিত্র কুরআনের আয়াত নির্ভর, যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে আরবী গদ্যে রচনা বা রিসালাহ্ সাহিত্যের অগ্রগতি সাধিত হয়। **জুরজী যায়দান এর মতে:**[৬৫]

وتولد فى صدر الاسلام ضرب من الانشاء فى ابلغ ما يكون وأحسن الامثلة عليه مخاطبات الخلفاء والقواد وكلها من السهل الممتنع ككتاب عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب لما بعث به لفتح مصر ثم تخوف فكتب اليه "بسم الله الرحمن الرحيم من الخليفة عمربن الخطاب الى عمروبن العاص عليه سلام الله تعالى وبركاته اما بعد فان ادركك كتابى هذا وانت لم تدخل مصر فارجع عنها واما اذا ادركك وقد دخلتها او شيئا من ارضها فامض وأعلم انى ممدن"

অন্য একটি পত্রে আমর ইব্ন আল-আস্ব হযরত ওমর (রা.) কে লিখেছেন:[৬৬]

الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من عمرو بن العاص اما بعد فيا نبيك ثم يا لبيك قد بعثت اليك بعير اولها عندك واخرها عندى والسلام -

খলিফা ও সেনাপতিদের বহু ফরমান পত্রের এইরূপ কোরআনী প্রভাব বিদ্যমান, যার প্রমাণ সঞ্চিত আছে বিজয়-গাঁথা, যুদ্ধ-গাঁথা, ইতিকথা, রাজনীতি বার্তা প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থাবলীতে:[৬৭]

---

[৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২২।

[৬৫] জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাহ্, খ.১, পৃ. ১৯৯।

[৬৬] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

وتجد امثلة من المخابرات السياسية والخطب ونحوها على اسلوب صدر الاسلام فى كتب الفتوح والغزوات كفتوح الشام للواقدى وفتوح البلدان للبلاذرى ومنها جانت كبير فى خطط المقريزى عن فتوح مصر – وتجد معظمها مجموعا فى كتاب فتوح الشام للشيخ ابى اسماعيل محمدبن عبدالله الازدى البصرى من اهل اواسط القرن الثانى للهجرة طبع فى كلكتة

আল-কুরআনের প্রভাবে আরবী লেখন পদ্ধতির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়:

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বপ্রথম মানুষকে কলমের সাহায্যে জ্ঞান অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। পৃথিবীতে এমন কোন বিকৃত অবিকৃত ধর্মগ্রন্থ নেই যাতে লেখার সাহায্যে জ্ঞান অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মানবজাতির উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনের অবতীর্ণ প্রথম আয়াতসমূহ নিম্নরূপ:[৬৮]

اقرأ وربك الاكرم الذى علم بالقم

'পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে।'

সূরা কলমের প্রথমেই এসেছে:[৬৯]

ن - والقلم وما يسطرون - ما انت بنعمة ربك بمجنون

'শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের যা তারা লিপিবদ্ধ করে, আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন।'

সূরা আত-তূরে বলা হয়েছে:[৭০]

وَالطُّورِ - وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ - فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ

'শপথ তূর পর্বতের ও শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে উন্মুক্ত পৃষ্ঠায়।'

সূরা আল-বাইয়্যিনায় বলা হয়েছে:[৭১]

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً - فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ

---

[৬৭] জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাহ্, খ. ১, পৃ. ১৯৯-২০০।
[৬৮] আল-কুরআন, ৯৬ : ১-৪।
[৬৯] আল-কুরআন, কলম , ৬৮ : ১-২।
[৭০] আল-কুরআন, আত-তূর ৫২ : ১-৩।
[৭১] আল-কুরআন, বাইয়্যিনাহ, ৯৮ : ২।

Dhaka University Institutional Repository

'আল্লাহর নিকট হতে এসেছেন এক রাসুল, যিনি তিলাওয়াত করেন পবিত্র গ্রন্থ থেকে'

সূরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:[৭২]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

'হে বিশ্বাসীগণ তোমরা যখন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একে অন্যের সঙ্গে ঋণের কারবার কর তখন তোমরা তা লিখে রাখ, তোমাদের মধ্যেও কোন লেখক যেন তা লিখে রাখে নায্যভাবে, কোন লেখক যেন তা লিখতে অস্বীকার না করে, আল্লাহ তাকে লেখা শিখিয়েছেন, কাজেই সেই অনুযায়ী তার লেখা উচিত, আর ঋণ গ্রহীতার কর্তব্য সে যেন তাকে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় ।'

আল-কুরআনের উল্লেখিত আয়াতসমূহের নির্দেশের ফলে একদল লেখক সৃষ্টি হয়েছিল। যাঁরা লিপিবদ্ধ করতেন এবং হানযালা ইব্ন রাবীয়াহ্ নামে জনৈক সাহাবীকে লেখার প্রতি আগ্রহের আতিশয্যের দরুণ লেখক كاتب উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল ।[৭৩]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন- 'আল্লাহ তা'আলা যখন আদিকালে সবকিছু সৃষ্টি করেন, তখন আরশে তাঁর কাছে রক্ষিত কিতাবে এ কথা লিপিবদ্ধ করেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার নির্দেশ দেন। সে মতে কলম কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সব লিখে ফেলে। এ কিতাব আল্লাহ তা'আলার কাছে আরশে রক্ষিত আছে' ।[৭৪]

অতএব আল-কুরআনের নির্দেশের কারণে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে লিখা ও লিখন পদ্ধতির প্রতি সাহিত্যিকগণ আরও অধিক যত্নশীল হয়ে উঠে ।

আল-কুরআনের প্রভাবে আরবী লিপির উন্নয়ন সাধিত হয় :

আল-কুরআনের প্রভাবের ফলে আরবী লিপি, বর্ণমালা ও স্বরচিহ্নের উৎকর্ষ সাধন হয় এবং ব্যবহার বৈশিষ্ট্যে আরবী ভাষার লিপি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষার লিপি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে ।[৭৫]

শতদা বিভক্ত আরব উপদ্বীপের উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্যবর্তী স্থানে যে সমস্ত শিলালিপি পাওয়া যায় তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইরাকের আকদামা ব্যক্তিবর্গ মিস্‌মারী বা আসফিনী লেখন রীতি অনুযায়ী লিখতেন,

---

[৭২] আল-কুরআন, বাকারা, ২ : ২৮২ ।

[৭৩] আল-ওযারায়ি ওয়াল কিতাবি লিল-জাহ্শিয়ারী, (তুব'আতুল হাল্বী), পৃ. ১২ ।

[৭৪] কুরতুবী শরীফ

[৭৫] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ. ৬২৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণের অধিবাসীগণ মুসনাদ লেখন রীতি অনুযায়ী লিখতেন এবং উত্তর আরবের অধিবাসীবৃন্দ লেহ্ইয়ানী, সামুদী ও সফুভী লেখন রীতি অনুযায়ী লিখতেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আরবে সফুভী, সামুদী লেহ্ইয়ানী লিপির প্রচলন ছিল।[৭৬] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে আরবী বর্ণমালা এক মূলসামী বর্ণমালা থেকে উদ্ভূত। তিনি আরও বলেছেন, বর্তমান লিপিতত্ত্ববিদগণ প্রমাণ করেছেন যে, গ্রীক-লাতিন বর্ণমালাও মূলসামী বর্ণমালা থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে।[৭৭] উত্তর আরবে মুস্নদ লিপির শাখা-লিপিগুলোকে সফভী, সমূদী ও লিহ্য়ানী লিপি বলা হতো। দক্ষিণ আরবে এর শাখা লিপিকে বলা হতো হিম্য়রী।

১. আরবীয় মতে

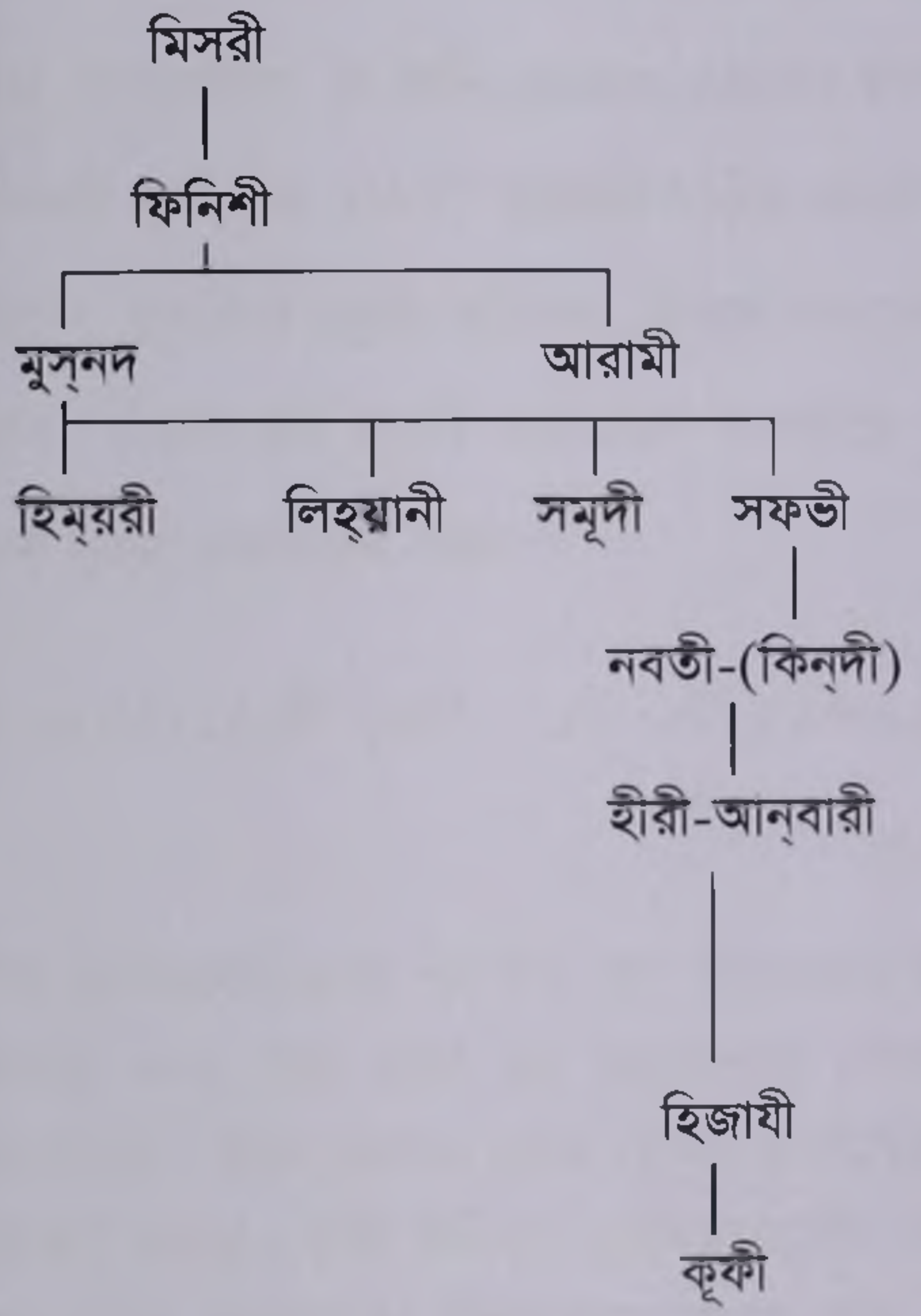

২. পাশ্চাত্যে প্রাচ্যবিদদের মতে

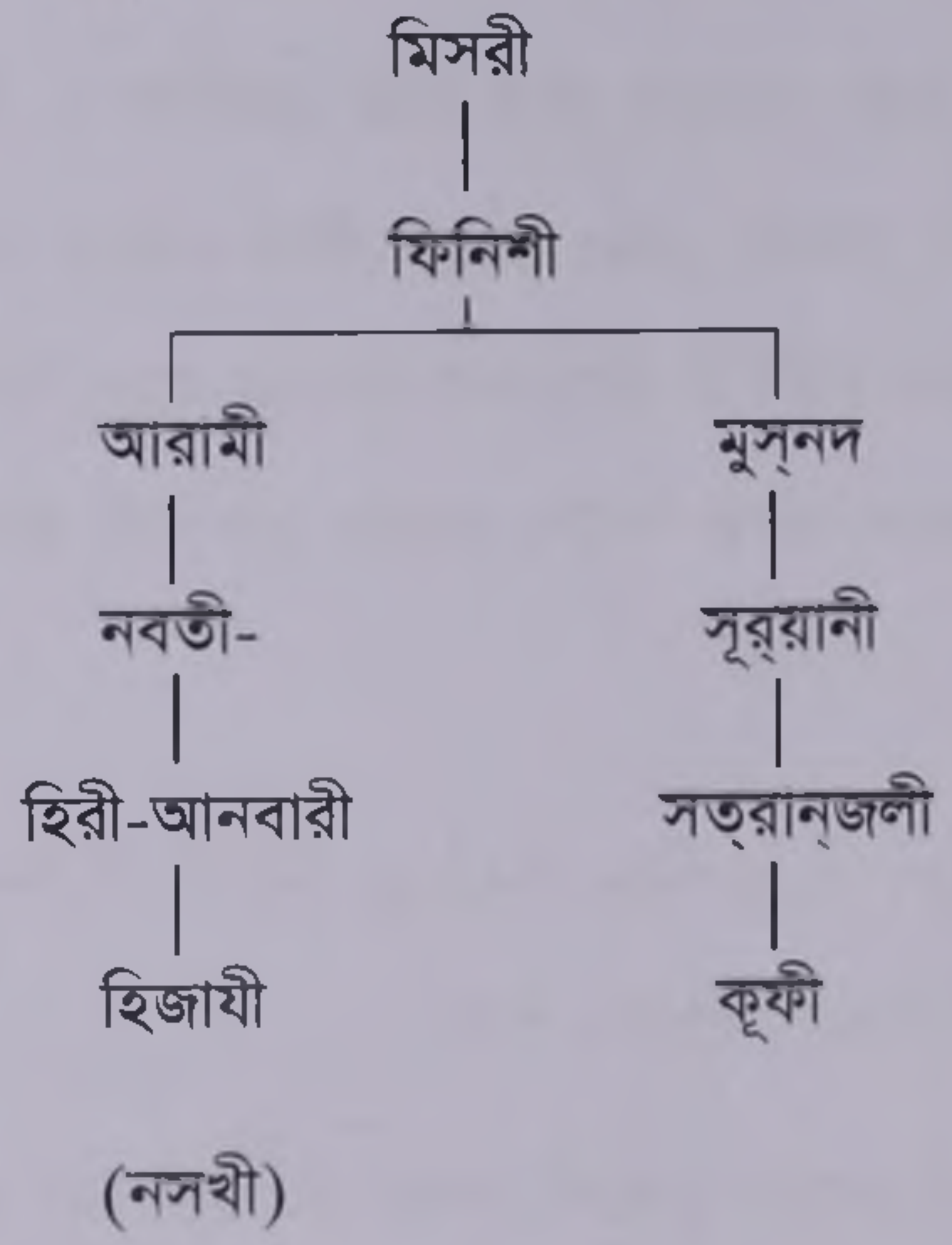

ড. শাওকী দয়ফ বলেছেন:[৭৮]

وهذه النقوش الصفوية الثمودية اللحينية عربية ، فخصائصها اللغوية قريبة من خصائص العربية التى نزل بها القرآن الكريم -

নাবাত্বী লিপির কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। তাদের সরকার গদিচ্যুত হলে তারা নজ্দ ও হিজাযে ছড়িয়ে পড়ে, পরে আরবের আমীরগণ নাবাত্বীদের লিপি গ্রহণ করেন।[৭৯] আল-কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে দক্ষিণ আরবের অধিবাসীদের নিকট হতে হীরার অধিবাসীগণ আরবী লিপি শিখিয়েছিলেন এবং মক্কার অধিবাসীগণ

---

[৭৬] প্রাগুক্ত, পৃ.৬২৯।

[৭৭] শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ, আরবী বর্ণমালা; আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ.১২৬।

[৭৮] ড. শাওকী দয়ফ, তারীখুল আদাবুল আরাবী, আল-আসরুল জাহিলিয়্যাহ, পৃ. ৩৩।

[৭৯] ড. শাওকী দয়ফ, পৃ.৩৩-৩৪; অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ. ৬২৫।

Dhaka University Institutional Repository

হীরার অধিবাসীবৃন্দের নিকট হতে আরবী লিপি শিখিয়েছিলেন। সেই লিপি ছিল মুনসাদ ও নাবাত্মী। জুরজী যায়দান বলেছেন:[৮০]

ليس فى اثار العرب بالحجاز ما يدل على انهم كانوا يعرفون الكتابة الا قبيل الاسلام مع انهم كانوا محاطين شمالا وجنوبا باسم من العرب خلفوا نقوشا كتابية كثيرة- واشهر تلك الامم حمير فى اليمن كتبوا بالحرف المسند والانباط فى الشمال كتبوا بالحرف النبطى -

হীরার অধিবাসীগণ যে লিপি ব্যবহার করতেন ইসলাম পূর্ব যুগে, ঐ লিপিকে তাঁরা হীরী বলতেন, পরে ঐ লিপিকেই কুফী বলা হত।[৮১] কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হওয়ার সময় হযরত আলী, হযরত ওমর, তালহা, আবু সুফিয়ান, মুআবিয়া প্রভৃতি ব্যক্তিগণ লিখতে জানতেন। তাঁদের নিকট হতে অন্যান্য সাহাবাগণ ঐ লিপি আয়ত্ব করেন। তাঁদের মধ্য হতেই কয়েকজন পরবর্তীতে পবিত্র কুরআনের লিপিকার হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। যেমন জুরজী যায়দানের মন্তব্য:[৮২]

ومنهم خرج كتاب الدواوين للخلفاء الراشدين وكتاب الرسائل وكتاب القرآن فكتبوا القرآن بالكوفى ايام الراشدين وايام بنى امية -

পবিত্র কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ সূরা আলাকের আয়াতসমূহ ও সূরা তূর এর প্রথম দিকের আয়াত, সূরা বাকারার ২৮২, সূরা কলম এর আয়াতসমূহ থেকে কলমের সাহায্যে লেখার ও লেখকেরওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ফলে একদল লোক লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁরা কোরআনের আয়াত লিপিবদ্ধ করেছেন সযত্নে। কুফী লিপিতে কুরআন মাজীদ লিপিবদ্ধ হওয়ায় আরবের সর্বত্র কুফী লিপির প্রচলন হয়। ফলে পবিত্র কুরআনকে বিশুদ্ধভাবে পড়ার জন্য আরবী লিপির প্রবর্তন ও সংস্কার করা হয়।[৮৩] আরবী বর্ণমালায় স্বরবর্ণ নেই, শুধু ব্যঞ্জন বর্ণ রয়েছে। পরবর্তীকালে স্বরচিহ্নের দ্বারা এ অভাব পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ব্যবহার বৈশিষ্ট্যে লাতিন বর্ণমালার পরই পৃথিবীতে আরবী বর্ণমালার স্থান।[৮৪] আরবী বর্ণের সংখ্যা ২৯টি। বর্ণমালার বর্তমান বিন্যাস নসর ইব্‌ন 'আসিম-এর দেওয়া।[৮৫]

মক্কার মুহাজিরগণ মদীনায় হিজরত করে তথায় ইয়াহুদীদের মধ্যে লেখাপড়া জানা বেশ কিছু লোক দেখতে পেলেন। আনসারদের মধ্যেও কিছু লোক লেখাপড়া জানা ছিল। সা'ঈদ ইব্‌ন বারা, মুনযির ইব্‌ন 'আমর, উবয় ইব্‌ন ক'ব. যয়দ ইব্‌ন ছাবিত প্রমুখদের নাম উল্লেক করার মত। মদীনায় সাধারণের মধ্যে লেখার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য হযরত মুহাম্মদ (স.) কিছু বদর যুদ্ধে বন্ধি (৬২৪খৃ.) কুরয়শদের মুক্তিপণ হিসেবে

---

৮০ জুরজী যায়দান, তারীখুল আদাবুল আরাবী, খ.১, পৃ.১০৩।
৮১ প্রাগুক্ত; আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃ.৬২৬।
৮২ জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাহ, পৃ.১০৪।
৮৩ ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফাতুল আইয়্যান, খ.১, পৃ.১২০-২১; আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৬২৭।
৮৪ বাউন, লিটারেরী হিস্ট্রী অব্ পার্সিয়া, খ.১, পৃ. ৫।
৮৫ তারীখুল আরব কাবলাল ইসলাম, খ.৮, পৃ. ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির জন্য ১০জন মুসলিমকে লেখা শিক্ষা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। ফলে পর্যায়ক্রমে মুসলমানেদের মধ্যে লেখার অভ্যাস গড়ে উঠে।[৮৬]

পবিত্র কুরআনের প্রভাবে আরবী ভাষায় স্বরচিহ্ন ও নোকতার আবিস্কার:

আল-কুরআনকে সহজ, নির্ভূলভাবে পাঠ ও অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে স্বরচিহ্ন ও নোকতার প্রয়োজন দেখা দেয়। জুরজী যায়দান হরকত আবিস্কার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন:[৮৭]

الحركات ونعنى بها علامات الضم والفتح والكسر ونوها اضروا الى وضعها فى اوائل الاسلام لضبط الاعراب فى قراءة القرآن ...... فمضى نصب القرآن الاول للهجرة والناس يقرأون القران بلا حركات ولا اعجام - والحقيقة انه وضع نقطا لتميز الاسم من الفعل ومن الحرف ونيس لتميز الباء من التا او الجيم من الحاء –

ইবন নাদীম তার আল-কাহরাসাত গ্রন্থে বলেন:[৮৮]

فاالظاهر ان ابا الاسود اقتبس له ابو الاسود ، ويويد ذلك انه لما اراد التنقيط اتوه بكتاب فقال له ابو الاسود ، اذا رأيتنى قد فتحت فمى بالحرف فانقط نقطة فوقه على اعلاه وان ضمت فمى فانقط نقطة بين يدى الحرف وان كبرت فاجعل النقطة من تحت الحرف

فكان العرب بعد ذلك يستعملون هذه النقد الغالب ان يكتبوها بلون غير لون الخط وقد شاهدنا فى دار الكتب الخدوية مصحفا كوفيا منطقا على هذه الكيفية وجدوه فى جامع عمرو بجوار القاهرة وهو من اقدم مصاحف العالم ملتوب على رقوق كبيرة بمداد اسود وفيه نقط حمراء اللون – فالقطة فوق الحرف فتحه وتحته كسرة وبين يدى الحرف ضمه كما وصفها ابو الاسود

পরিচিতি মূলক নোকতা আবিস্কার করেন আবুল আসওয়াদ দু'আলী (৬৯/৬৬৮), হযরত আলীর খেলাফত কালে, বসরার গভর্নর যিয়াদের নির্দেশে। তারপর তাঁর ছাত্র নাসর ইব্ন আসিম, ইয়াওমুর মুজাহিদ ও ইব্ন মুকলা, খলীল ইব্ন আহমাদ (১৭৪/১৯০) উমাইয়্যা খলিফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের খিলাফতকালে, হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ (৯৬/৭১৪)-এর নির্দেশে, অক্ষর পরিচিতিমূলক নোকতা আবিস্কার করেন।[৮৯]

---

[৮৬] প্রাগুক্ত।

[৮৭] জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাহ্, খ.১, পৃ.২২৬।

[৮৮] ইব্ন নাদিম, আল-কাহ্রাসাত, পৃ.৪০।

[৮৯] পি.কে. হিট্টি, পৃ. ২১৯- ২০; ড.আবদুস্ সাত্তার, আল-হালুজী (রিয়াদ : ১৯৭৮ খৃ.); তারীখুল আরাব কাবলাল ইসলাম, খ.৮, পৃ.১৪১-৪৪; অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৬২৮ ; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, পৃ.১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

জুরজী যায়দানের قبل الاسلام العرب গ্রন্থের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য:[৯০]

وقد ساعد على زيادة الالتباس ، والاختلاط فى روايات العرب الخط العربى وكان يكتب اولا بلا نقط ، ولم يكن عندهم ما يميز بين الباء والتاء والثاء، او بين الجيم الحاء الخاء، او بين السين والشين، فيكتبون بلقيس مثلا حروفا بلا نقط فتقرأ "بلفيس" او يلقيس او نلفيس او بلفيش الخ ...

আল-কুরআনের প্রভাবের ফলে আরবী লিপি, বর্ণমালা ও স্বরচিহ্নের উৎকর্ষ সাধন হয় এবং ব্যবহার বৈশিষ্ট্য আরবী ভাষার লিপি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষার লিপি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।[৯১]

আল-কুরআনের প্রভাবে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে علم القرائة **শাস্ত্রের উদ্ভব হয় :**

বুখারী শরীফেরএকটি হাদীস:[৯২]

إن هذا القرآن انزل على سبعة احرف فاقرأوا ما تيسر منه

'এই কুরআন মাজীদ সাত আহরুফে অবতীর্ণ হয়েছে, তোমাদের জন্য যেটি সহজ হয় সেটি পড়।' অন্য একটি হাদীসে এসেছে:[৯৩]

نزل القرآن بسبع لغات كلها شاف كاف

'কুরআন সাতটি উপভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, যার প্রত্যেকটি স্বয়ং সম্পূর্ণ।' কুরআন তিলাওয়াতের এই সাতটি পদ্ধতির সাথে সাতজন ক্বারীর নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। তাঁরা হলেন: আবু 'আমর ইব্ন আল-আলা (১৫৪হি.), 'আবদুল্লাহ ইব্ন কাসীর (১২০ হি.), 'নাফি 'ইব্ন আবী না'ঈম (১৬৯ হি.), 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমীর (১১৮হি.), 'আসিম ইব্ন বহদালাহ আল-আসদী (১২৮ হি.), হামযাহ্ ইব্ন হাবীব আয-যায়্যাত (১৫৬ হি.) এবং আলী ইব্ন হামযাহ্ আল-কসাঈ (১৮৯ হি.)।[৯৪]

কিন্তু পরবর্তীকালে কেবলমাত্র কুরায়শী উপভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়। কুরআন মাজীদ অবতীর্ণের সময় প্রচলিত আরবী লিপিতে নোকতা ছিলনা, হযরত আবু বাকর ও হযরত ওছমান (রা.)-এর খিলাফতকালে সঙ্কলিত কুরআনে নোকতা ও হরকত ছিলনা। পরবর্তীকালে কুরআন পাঠের প্রয়োজনেই আরবী লিপিতে নোকতার প্রচলন হয়। কোন কোন লিপিকার س বর্ণের নীচে নোকতা ব্যবহার করতেন, আবার কেউ

---

[৯০] জুরজী যায়দান, আল-আরাব কাবলাল-ইসলাম, পৃ.১২?

[৯১] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২,পৃ.৬২৯।

[৯২] সহীহ্ আল-বুখারী, কিতাবুল ফাযায়িলুল-কুরআন।

[৯৩] আল-মুযাহির, খ.১, পৃ.২৫৭।

[৯৪] আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ.৯০; জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাহ্, খ.১, পৃ.২৪১-৪২; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, পৃ.১৪৩-৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

ف এর নীচে এক নোকতা ও ق বর্ণের নীচে দুই নোকতা দিতেন। علم القرائة এর সঙ্গে কয়েকটি বিষয় সংশ্লিষ্ট যেমন: تخارج الحروف – تخارج الالفاظ – والوقوف – وعلل القرآن وكتابه القرآن

এই সকল কিছুর আবিস্কার হয়েছে আল-কুরআনের প্রভাবে।[৯৫]

আল-কুরআনের প্রভাবে আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের উদ্ভব:

ভাষার জন্মের অনেক পরে ভাষার ব্যাকরণ লেখা হয় গ্রীক ভাষার ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল খৃস্টপূর্ব ৪১১ সালে, অথচ তার বহু পূর্বে হোমার ইলিয়ড রচনা করেছেন। তেমনি লাতিন ভাষার ব্যাকরণও খৃস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রচিত হয়। আরবী ব্যাকরণ এসব ভাষার তুলনায় সকাল সকাল রচিত হয়েছিল। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনই সর্বপ্রথম আরবী ভাষার ব্যাকরণ রচনার প্রতি গুরুত্বারোপ করে।[৯৬]

একদা হযরত আলী এক ব্যক্তিকে সূরা الحاقة এর ৩৭ নং আয়াত لا يأكل الا الخاطئون এর শেষ শব্দটিকে الخاطءن পাঠ করতে শুনে চিন্তান্বিত হন এবং আরবী ব্যাকরণের নীতিমালা প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তাঁর শিষ্য আবুল আসওয়াদ আদ দিওয়ালীকে (মৃ.৯৯হি.) পদ বিন্যাস প্রকরণ নীতি শিক্ষা দিয়ে علم النحو এর প্রবর্তন করেন। জুরজী যায়দানের মন্তব্য:[৯৭]

وأول ما افتقروا اليه الحركات و واول منن رسمها ابو الاسود الدؤلى فانه وضع نقطا تمتاز بها الكلمات او تعرف بها الحركات ولذلك توهم بعضهم انه وضع لفط الاعجام ، والحقيقة انه وضع نقطا لتميز الاسم من الفعل من الحرف وليس لتميز الباء من التاء والجيم من الحاء -

হযরত আলীর খিলাফতকালেই বসরার গভর্ণর যিয়াদ, আরবদের সঙ্গে অনারবদের অবাধ মেলামেশার কারণে আরবী ভাষাকে অশুদ্ধতার হাত হতে রক্ষা করার নিমিত্তে, অনারবদের সুবিধার জন্য শুদ্ধভাবে আরবী পড়া লেখার নীতি নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যেই প্রথম আবুল আসওয়াদ সাড়া দেন নি। একদা চলার পথে বসে এক ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআনের আয়াত বিকৃতভাবে পড়তে বললে সে[৯৮]

أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهُ

এর স্থলে أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ পড়তে থাকে। এই বিকৃত পাঠ শ্রবণে আবুল আসওয়াদ তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে, তাঁর একজন শিষ্যকে সাথে নিয়ে বসে আরবী ব্যাকরণের নিয়ম পরিবর্তন করে দেন এবং

[৯৫] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ. ২৩১।

[৯৬] জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাহ, খ.১, পৃ. ২৫০-৫১; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, পৃ.১৪৩, ফুট নোট দ্র.।

[৯৭] জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাহ, খ.১, পৃ.২৫২।...

[৯৮] আল-কুরআন, তাওবা, ৯ : ৩।

Dhaka University Institutional Repository

মূলক নোক্‌তা দেওয়ার নিয়ম প্রচলন করেন। এই প্রসঙ্গে মোবাররাদ উক্তি: 'সর্বপ্রথম যিনি আরবী ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন এবং কুরআন শরীফে নোকতাযুক্ত করেন তিনি আবুল আসওয়াদ।[৯৯] কিন্তু সেই নোকতা ছিল اعراب এর প্রতিভূ।[১০০] জুরজী যায়দান বলেছেন:[১০১]

وأول ما افتقروا اليه الحركات و واول منن رسمها ابو الاسود الدؤلى فانه وضع نقطا تمتاز بها الكلمات او تعرف بها الحركات ولذلك توهم بعضهم انه وضع لفط الاعجام ، والحقيقة انه وضع نقطا لتميز الاسم من الفعل من الحرف وليس لتميز الباء من التاء والجيم من الحاء -

আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালী যে নোকতা আবিস্কার করেন তা কোন শব্দ اسم বা فعل বা حرف তা বুঝাবার জন্য; ب ، ت ، ج ، ح বুঝাবার জন্য নয়। আর এই নোকতা দেওয়া হত ভিন্ন কালিতে, কালো কালিতে লেখা শব্দের ওপর লাল কালির নোকতা দেওয়া হতো, যেমন كتب শব্দটি كتاب এর জমা হয়ে. اسم হতে পারে বা ماضى فعل হতে পারে। পরে তিনি এই প্রথাকে উন্নত করে তিনটি اعراب এ পরিণত করেন فتح ، ضمة ، كسرة ، অর্থ্যাৎ ـُـ ـِـ ـَـ হিসাবে। مدة - شدة، صلة অর্থ্যাৎ পরবর্তী সংযোজন।[১০২]

তারপর আবদুল মালেক ইব্‌ন মারওয়ান লক্ষ্য করেন যে, ওছমানি মোস্‌হাফটি ইরাক ও অন্যান্য স্থানের অধিবাসীর ভুল করে পড়ছে। ড.ত্বাহা হুসাইন এর মতে:[১০৩]

সূরা السبا এর দশম আয়াত يا جبال اوبى معه والطير এর الطير শব্দের ر অক্ষরের ـَ এর স্থলে ـُ দিয়ে পড়া; সূরা তওবার ১২৮ আয়াতে لقد جاءكم رسول من افسكم এর انفسكم শব্দের ف অক্ষরে ـُ এর স্থলে দিয়ে পড়া; সূরা فرقان এর ২২ আয়াতে يقولون مجرا محجورا فرقان শব্দের حجر অক্ষরে এর স্থলে ح

সূরা الروم এর غلبت এর غلبت শব্দের غ অক্ষরে ـُ এর স্থলে ـَ দিয়ে পড়া। ফলে তিনি তাঁর গভর্নর হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফকে নির্দেশ দেন এর সম্যক সমাধান করতে। হাজ্জাজ তৎকলীন আরবী ভাষার পন্ডিতদের নিকট এই ব্যাপারে আবেদন জানালে, আবুল আসওয়াদ এর শিষ্য নাসের বিন আসেম এগিয়ে আসেন এবং

---

[৯৯] ওয়াফাতুল আইয়্যান, খ.২, পৃ.২১৭; অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৬৩১।

[১০০] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৬৩১।

[১০১] জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাহ, খ.১, পৃ.২২৬।

[১০২] জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.২২৯।

[১০৩] ড. ত্বহা হুসাইন, ফিল-আদাবিল জাহিলী, পৃ.৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

نقطة ও পরিপূর্ণ حركت প্রস্তুত করে দেন। ৬৯৯ খৃ. সমগ্র দেশের কুরআন শরীফে حركة দেওয়ার ব্যবস্থা হয় এবং نقطة ও দেওয়া হয়।[১০৪] নোকতা আবিস্কার হয় حركة আবিস্কারের পরে। জুরজী যায়দান বলেছেন:[১০৫]

والظاهر ان المسلمين بعد ان استخدموا الحركات المذكورة وأوا التصحيف، قد تكاثر والتبس الناس فى القراءة لتكاثر الاعاجم من القراءة العربية ليست لغتهم فصعب عليهم التميز بين الاحرف بين الاحرف المتشابهة فى شكلها كالجيم والحاء والسين والشين والباء والتاء والثاء فانتبه لذلك الحجاج امير العراق فى ايام عبد الملك بن مروان- قال ابن خلكان ففزع الحجاج الى كتابه وسألهم ان يضعوا لهذه الاحرف المختلفة علامات تميز بعضها من بعض فيقال ان نصربن عاصم قام بذلك فوضع النقط افرادا وازواجا-

মুসলমানগণ حركة আবিস্কারের পর ب ، ت ، ث ، ج ، ح ، خ ، س، ش প্রভৃতি একই আকৃতির অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য নিরুপনের উদ্দেশ্যে নোকতা আবিস্কার করেন। এইভাবে কুরআনের প্রভাবে এরাব, হারকাত ও নোকতা আবিস্কার হয়। ইরাকের গভর্ণর হাজ্জাজ এই উদ্দেশ্যে পন্ডিতদের আহবান জানালে নাসের ইব্‌ন আসিম পৃথক যুক্ত নোক্‌তা আবিস্কার করেন। তখন থেকে صرف ও نحو শাস্ত্রের উৎপত্তি ও উন্নতি ঘটে। আরবী ভাষাকে সঠিকভাবে উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানবতার জন্য কুরআন পাঠকে সহজ সাধ্য করে দিয়েছেন।[১০৬]

কবি সাহিত্যিকগণ আল-কুরআনের প্রভাবে তাদের সাহিত্যে কুরআন মাজীদ-এর শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যবহার:

আল-কুরআনের প্রভাবে মুগ্ধ সাহিত্যিকগণ তাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও হৃদয়গ্রাহী করার উদ্দেশ্যে ও আল-কুরআনের ভাব নিজেদের ভাষায় প্রকাশ করার লক্ষ্যে আল-কুরআনের শব্দ ও বাক্যাংশকে নিজেদের সাহিত্যে যুক্ত করে আল-কুরআনের ভাব নিজেদের রচনায় প্রকাশ করতে আগ্রহী হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট মুখদারেমী কবি কা'ব বিন যোহাইর (রা.) (মৃ.২৪হি.) ও হাস্‌সান বিন সাবিত (রা.) (মৃ.৫৪হি.) এর কয়েকটি কবিতা উল্লেখযোগ্য।

হযরতের প্রশংসায় মদীনার মসজিদে তিনি যে কাসীদাহ আবৃত্তি করেছিলেন তা নিম্নরুপ:[১০৭]

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول　　　　متيم عندها لم يجز مكبول

---

১০৪ কুরতুবী, তাফসীর, খ.১, পৃ.৬৩।

১০৫ জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাহ্‌, খ.১, পৃ.২২৯।

১০৬ ড. মোহাম্মদ সামিরুল-লিল বাদী, আসারুল কুরআন ওয়াল কিরায়াত ফিন-নাহ্‌ আল-আরাবী, পৃ.৩০৯ ; অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৬৩৪।

১০৭ আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, পৃ.১৬০; জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাহ্‌, খ.১, পৃ. ১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

إن الرسول لنور يتضاء به	مهند من سيف الله مسلول
أنبئت أن رسول الله او عدني	والعفو عند رسول الله مامول

'সু'আদ চলে গিয়েছে, বিরহ ব্যথায় আমার অন্তর বিদীর্ণ, আমি প্রেমের বন্দী, শৃঙ্খলাবদ্ধ, আমার মুক্তিপণ দেওয়া হয়নি।'

নিশ্চয়ই রাসুল (স.) আলোক বর্তিকা, তাঁর দ্বারা অন্ধকার দূর হয়, তিনি আল্লাহর (তা'আলা) তরবারিসমূহ হতে একটি কোষমুক্ত তরবারি।

আমি সংবাদ পেয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ আমাকে ধমক দিয়েছেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহর নিকট ক্ষমার আশা করা হয়।

অপেক্ষা করুন, যে আল্লাহ (তা'আলা) আপনাকে হিদায়াতপূর্ণ কুরআন (মাজীদ) দান করেছেন, তিনি আপনাকে হিদায়াতের কাজে সাফল্য দান করুন।'

কবি হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত তাঁর কবিতায় আল-কুরআনের পবিত্র বাক্যাংশ সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন যেমন:[১০৮]

لك الحمد والنعماء والامر كله	فاياك نستهدى واياك نعبد

কবি হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা.) রাসুলুল্লাহ (স.)-এর প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করেন:[১০৯]

هجوت محا برا حنيفا	رسول الله شيمته الوفاء
فان ابى و والده وعرضى	لعرض محمد منكم وقاء
وقال الله قد ارسلت عبدا	يقول الحق ليس به خفاء
وقال الله قد يسرت جندا	هم الانصار عرضتها اللقاء
يلاقى كل يوم من فعل	سباب او قتال او هجاء
فمن يهجو رسول الله منكم	ويمدحه وينصره سواء
وجبريل رسول الله فينا	وروح القدس ليس له كفاء

---

[১০৮] দীভান, হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (লন্ডন : ১৯১০), প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৩।
[১০৯] ড. আবদুল জলীল, পৃ. ৩২-৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

'তুমি মুহাম্মদ (স.)-এর নিন্দা করেছ, যিনি নেককার, একত্ববাদী, আল্লাহর রাসূল। অঙ্গীকার পূর্ণ করা যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । নিশ্চয়ই আমার পিতা, তাঁর পিতা (আমার দাদা), আমার সম্মান সবকিছু মুহাম্মদ (স.)-এর সম্মানের হিফাজতকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি আমার এ বান্দাকে রাসুল (স.) রূপে প্রেরণ করেছি, যে সত্য কথা বলে। তার মধ্যে গোপনীয় কিছু নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি সেনাদল প্রেরণ করেছি তারই সাহায্যকারী, যাদের অভ্যাসই হল শত্রুদের মুখোমুখি হওয়া। তারা প্রতিদিন সাক্ষাৎ করে গালি-গালাজ অথবা যুদ্ধ অথবা নিন্দাবাদের সাথে। অত:পর তোমাদের মধ্যে থেকে যে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর নিন্দাবাদ করবে, আর যে প্রশংসা ও সাহায্য করবে, তারা কি কখনো সমান হতে পারে? আমাদের মাঝে আছে আল্লাহর প্রেরিত দূত জিবরাঈল ও রুহুল কুদুস, যার সমকক্ষ নেই।'

রাসুলুল্লাহ (স.) হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিতের এই কবিতা শুনে বলেছিলেন 'আল্লাহ তোমাকে দোযখের আগুন থেকে হিফাযত করুন।'[১১০] মহানবীর পবিত্র বাণী:[১১১]

عن عائشة قالت كان رسول الله (صـ) يصنع لحان منبر فى المسجد يقوم عليه يفاخر عن رسول الله (صـ) او ينافع ويقول رسول الله ان الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافع أو فاخر عن رسول الله (صـ).

'হযরত আ'ইশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) মসজিদে নববীতে হাস্‌সানের জন্য উঁচু মিম্বার তৈরী করেন। তার ওপর চড়ে হাস্‌সান মহানবীর (স.) গৌরব গাঁথা কিংবা মুশরিকদের নিন্দা কাব্য আবৃত্তি করতেন। আর মহানবী (স.) বলতেন, হাস্‌সান যত দিন রাসুলুল্লাহর পক্ষে কাফিরদের নিন্দা অথবা গৌরব গাঁথা রচনা করে যাবে ততদিন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রুহুল কুদুস দিয়ে সাহায্য করে যাবেন।'

আল-কুরআনের প্রভাবে আরবী ভাষার অলঙ্কার বা بلاغة শাস্ত্র সমৃদ্ধ হয়েছে:

কুরআন মাজীদের সূরা بنى اسرائيل এর ২৪ আয়াতে বলা হয়েছে: وخفض لهما جناح الذل من الرحمة 'মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার নম্র বাহু অবনমিত করে দাও'। সূরা যুখরুফের ৪র্থ আয়াতে: وانه فى ام الكتاب لدينا لملى حكيم 'ইহা আমার নিকট রক্ষিত মূল গ্রন্থে আছে, যা অতি উন্নত এবং জ্ঞানের আধার; সূরা মারইয়ামের ৪র্থ আয়াতে: واشتعل الرأس স্তক শুভ্রজ্জল হয়ে উঠলো। সূরা ইয়াসীনের ৩৭ আয়াতে: واية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذاهم مظلمون রাত্রি উহাদের জন্য এক নিদর্শন স্বরূপ, আমরা দিবসকে রাত্রি হতে নির্গত করি, আর দেখ তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। অন্য আয়াতে: او يأتيهم عذاب يوم عظيم অথবা তাদের ওপর এসে পড়বে এক সন্ধ্যা দিবসের শাস্তি। সূরা নূর এর ৩৫ আয়াতে বলা হয়েছে: نور على نور

---

১১০ ড. শাওকী দাইফ, পৃ.৭৮।

১১১ ওয়ালী উদ্দীন আল-খতীব, পৃ.৪০৯; আয-যাহাবী, পৃ.৫১৪।...

Dhaka University Institutional Repository

জ্যোতির উপর জ্যোতি। এই সকল আয়াতে আল-কুরআনের بلاغة বা অলঙ্কারিক রীতির অসাধারনত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[১১২] بلاغة (অলঙ্কার) استعارة (রুপক) تشبيه (উপমা) كناية (পরোক্ষোল্লেখ) بديع (বাক্যালঙ্কার) (ভাবালঙ্কার) প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য হয়েও অলঙ্কার শাস্ত্রের পূর্ণতার অনন্য ভাষাগত সৌন্দর্যে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে ابن المعتزز مخشرى প্রভৃতি বহু মনীষী আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের ওপর বহু পুস্তক রচনা করেছে।[১১৩]

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقا ويل وجوه التاويل

আবুল কাশেম মাহমুদ ইব্ন ওমার ইব্ন মোহাম্মদ ইব্ন ওমার আল-খারেযমী প্রণীত গ্রন্থে কুরআনের অলঙ্কারিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ড. মোহাম্মদ হোসায়িন আয্যাহাব্ বলেছেন:[১১৪]

تفسير لم يسبق مولفه اليه ، لما ابان فيه من وجوه الاعجاز فى غير ما اية القرآن ، ولما اظهر فيه من جمال النظم القرآنى ومحر وبلاغته ، وليس كالزمخشرى من يستطيع ان يكشف لنا عن جمال القرآن وسحر بلاغته ، لما يرع فيه من المعرفة بكثير من العلوم -

ছন্দের ক্ষেত্রে একথা সমভাবে প্রযোজ্য। আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত বলেছেন:[১১৫]

واقتضائه علوما جديدة كالنحو والصرف والاشتقاق لدمع اللحن عنه، والمعانى والبيان والبديع لتقدير الاعجاز فيه -

আল-কুরআনে ভাষা শৈলীর প্রভাবে বিশুদ্ধ আরবী গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি :

আল-কুরআনের রচনা শৈলী ও বাকধারা আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে যথেষ্ঠ প্রভাবিত করেছে কুরআনের রচনাশৈলী সম্পর্কে ড. ত্বহা হুসাইন বলেছে:[১১৬] 'কোন সন্দেহ নেই যে, কুরআন আরবী গদ্য সাহিত্যের জনক, তোমরা জান যে, কুরআন গদ্যও নয়, কাব্যও নয়, কুরআন করআনই, এর অন্য কোন নাম দেওয়া যায়না, এর রচনাশৈলী এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য মন্ডিত, যা কোন সৃষ্ট গদ্যে পাওয়া যায়না। এর আয়াতের শেষ অংশ এক বিশেষ নিয়মে সুবিন্যাস্ত, সুরের লালিত ঝঙ্কারে এর আয়াতগুলি অপূর্ব মাধুর্যে মন্ডিত। কুরআন অনন্য পদ্ধতি ও অনুপম, এর প্রভাব ও অনুপম'।

---

[১১২] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৬৩৪।

[১১৩] প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৫।

[১১৪] ড. মোহাম্মদ হোসাইন আয-যাহাবী, কি'য়াতু কাশ্শাফুল ইলমিয়াহ্, পৃ.৪০৭, অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৬৩৫।

[১১৫] আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ.৯০।

[১১৬] ড. ত্বহা হুসাইন, মিন হাদীশিশ্ শিরু ওয়ান্ নাসর, পৃ.২৫।

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বাণী:[১১৭]

وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ

'উহাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে উৎপন্ন করি শস্য, যা তারা ভক্ষণ করে' । অন্য আয়াতে এসেছে :[১১৮]

مثل نوره كمشوة فيها مصباح - المصباح فى زجاجة الزجاجة كانها كوكب درى يوقد من شجرة مبركة زيتونة

'তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটা দীপাধার, যার মধ্যে আছে একটা প্রদীপ, প্রদীপটা একটা কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটা উজ্জল নক্ষত্র সদৃশ, (যা প্রজ্জলিত করা হয়) পূত পবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা ।'

পবিত্র কুরআনের বাণী:[১১৯]

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ

'যারা নিজের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা শস্যবীজ যা উৎপন্ন করে সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে থাকে একশ শস্যকণা ।' সূরা আল-ইমরানে এসেছে:[১২০]

مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

'এই পার্থিব জীবনে যা তারা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত হিমশীতল বায়ু, যা যে জাতি নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছে তাদের শস্যক্ষেতকে আঘাত করে ও বিনষ্ট করে । এই সমস্ত আয়াতে যে উপমা[১২১] যেমন আল্লাহর বাণী:

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

[১১৭] আল-কুরআন, ইয়াসিন, ৩৬ : ৩২ ।
[১১৮] আল-কুরআন, নূর, ২৪ : ৩৫ ।
[১১৯] আল-কুরআন, বাকারা, ২ : ২৬১ ।
[১২০] আল-কুরআন, ইমরান, ৩ : ১১৭ ।
[১২১] আল-কুরআন, বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৮৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

'আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি বিভিন্ন উপমা' ও রূপকের অবতারণা করা হয়েছে তা আরবী সাহিত্যের ক্ষেত্রে تشبيه ও استعارة ব্যবহারে প্রতিপাদ্য বিষয়কে জোরালো করতে অবদান জুগিয়েছে, পরে উপমার ওপর বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন জুরজী যায়দানের মন্তব্য:[১২২]

وقد عنى العرب فى جمع الامثال لانها من جملة ما احتاجوا اليه فى تحقيق الفاظ اللغة ، ذكر ابن النديم ان عبيد بن شرية من اهل اليمن الف كتبابا فى الامثال فى خمسين ورقة باواخر القرن الاول للهجرة وهو اول من فعل ذلك وقد ضاع هذا الكتاب ، واشتغل كئيرون من ادباء البصرة والكوفة فى ابان التمدن الاسلامى يجمع أمثال العرب منهم صحار العبدى كان معاصرا لابن شرية ويونس النحوى المتوفى سنة ১৮২ هـ وابو عبيدة سنة ২১১ هـ وثعاب سنة ২৯১ هـ وابو عبيد القاسم بن سلام سنة ২২৩ والمفضل الضبى وابو هلال العسكرى ومحمد بن زياد الاعرابى ومحمد بن حبيب البغدادى وحمز الاصفهانى وغيرهم وقد شرح هذه الكتب كثيرون واضافوا اليها من الامثال الحادثة فى الاسلام – واهم هذه الكتب الباقية الى الان كتاب المستقصى للزمخشرى (توفى ৫৩৮ هـ) ومجمع الامثال للميدانى (توفى سنة ৫১৮ هـ) -

আল-কুআনের প্রভাবে আরবী সাহিত্যে সৃজনশীল সাহিত্য রচনার উদ্ভব হয়েছে:

আল-কুরআনে হযরত মুসা ও ফিরাউনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে:[১২৩]

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى - قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى - قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى - فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى - قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى - وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى - لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى - اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى

'তোমার হাতে উহা কি? তিনি বললেন, উহা আমার লাঠি, আমি তাতে ভর দেই, এবং তা দ্বারা আঘাত করে আমি আমার মেষ পালের জন্য গাছের পাতা ঝরাই, আর এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে। আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মুসা তুমি উহা নিক্ষেপ করো। অত:পর তিনি উহা নিক্ষেপ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে উহা সাপ হয়ে ছুটতে লাগলো, তিনি বললেন, তুমি তাকে ধর, ভয় করোনা, আমি তাকে তার পূর্বরূপে ফিরিয়ে

---

[১২২] জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাহ, খ.১, পৃ.৫৩।
[১২৩] আল-কুরআন, ত্বহা, ২০ : ১৭-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

দেব, আর তোমার হাত তোমার বগলের নীচে রাখ, এটা এইজন্য যে, আমি তোমাকে দেখাব আমার নিদর্শনগুলির কিছু। তুমি যাও ফেরাউনের নিকট, সে সীমা লঙ্ঘন করেছে।'

সূরা ইউসুফে, ইউসুফ (আ.) ও মিসর নৃপতি স্ত্রীর যে কাহিনীর উল্লেখ আছে যেমন:[১২৪]

'সে যে রমণীর গৃহে ছিল সে তাঁর নিকট হতে অসৎ কর্ম কামনা করল এবং দরজাগুলি বন্ধ করে দিয়ে বলল, আমি আল্লাহর শরণ নিচ্ছি, আমার প্রভু, তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকতে দিয়েছেন, সীমা লঙ্ঘনকারীরা সফলকাম হয়না। সেই রমণী তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তেন, যদি না তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতেন। তাঁকে মন্দ কর্ম আর অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার জন্য এইভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। আর তিনি ছিলেন আমার বিশুদ্ধচিত্তে বান্দাদের অর্ন্তভূক্ত।'

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:[১২৫]

فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ -- ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ - وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ - عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ - مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ - يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ - بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ - لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ - وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ - وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ - وَحُورٌ عِينٌ - كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ - جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا - إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا - وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ - فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ -- وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ - وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ - وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ - وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ - لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ - وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ - إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً -- فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا - عُرُبًا أَتْرَابًا

'পূণ্যবানরা বাস করবে সবুজ উদ্যানে, স্বর্ণখচিত আসনে, তারা হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে, তাদের সেবায় ঘোরাফিরা করবে চির কিশোরীরা, পানপাত্র, কুজো ঝরণা নি:সৃত সূরাপূর্ণ পাত্র দিয়ে, তাদের পসন্দমত ফলমূল নিয়ে আর তাদের ইপ্সিত পাখীর গোশ্ত নিয়ে, তাদের জন্য থাকবে সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ আয়ত-লোচনা হুর,তারা থাকবে এমন এক উদ্যানে, যেখানে কন্টকহীন কুলগাছ, কাঁদিভরা কলা গাছ, সম্প্রসারিত ছায়া, সদা প্রবাহমান পানি, প্রচুর ফলমূল, যা শেষ হবেনা, নিষিদ্ধও হবেনা, তাদের জন্য থাকবে উচ্চ শয্যা আর বিশেষরূপে সৃষ্ট চিরকুমারী, সোহাগিনী, সমবয়স্কা হুর'

---

[১২৪] আল-কুরআন, ইউসুফ, ১২ : ৭৩৩।

[১২৫] আল-কুরআন, ওয়াকিয়া, ৫৬ : ১২-৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

সূরা আর-রাহমানে এসেছে:[১২৬]

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ - ذَوَاتَا أَفْنَانٍ - فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ - - فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ - مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ

وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ - فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ - كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ - هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ -

وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ - مُدْهَامَّتَانِ - فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ - فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ - فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ - حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ - -

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ - مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান, উভয়টিই বহু শাখা, পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষের পূর্ণ, উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবাহমান দুই প্রসবন, প্রত্যেক ফল দুই প্রকার, সেই সকলের মধ্যে আছে বহু আয়তনয়না অস্পরী, যাদেরকে পূর্বে স্পর্শ করেনি কোন মানব বা জিন, তারা যেন প্রবাল পদ্মরাগ। এই উদ্যান ব্যতীত সেখানে আছে আরও দুটি ঘন সবুজ উদ্যান, যেখানে আছে দুই উচ্ছলিত প্রস্রবন, ফলমূল, খেজুর ও আনার, তার মধ্যে আছে সুশীলা সুন্দরী নারী, তাঁবুতে সুরক্ষিতা হুর, তারা সবুজ তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসবে, সুন্দর গালিচার ওপর।'

সূরা আর-আর-রাহমান:[১২৭]

مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ

'যেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট ফরাশে, আর দুই উদ্যানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী।'

সূরা ইয়াসিনে আল্লাহ ত'আলা ঘোষণা করেন:[১২৮]

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ

"তারা আর তাদের সঙ্গিনীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে, হেলান দিয়ে বসে থাকবে। যেখানে তাদের জন্য থাকবে ফলমূল এবং কাঙ্খিত সমস্ত কিছু।"

---

[১২৬] আল-কুরআন, আর রাহমান, ৫৫ : ৪৬-৭৬।

[১২৭] আল-কুরআন, আর রাহমান, ৫৫ : ৫৪।

[১২৮] আল-কুরআন, ইয়াসিন, ৩৬ : ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনে সবুজে ঢাকা সম্প্রসারিত উদ্যানের মধ্যে সুন্দর সঙ্গিনীকে নিয়ে সুকোমল সোফায়, হেলান দিয়ে, আরাম করে বসে, আপন অভিরুচী অনুযায়ী ফলমূল, খাদ্য পাণীয় উপভোগ করার বর্ণনা থাকায় হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর বহু কবি সাহিত্যিক, সহচরী, প্রেমিকা লস্যময়ী প্রেমাস্পদাকে নিয়ে, একান্ত নিরালায় আরাম করে বসে, শুয়ে, পরম উপাদেয় খাদ্য পানীয় উপভোগকরে আনন্দমগ্ন হয়ে বিলাসবহুল জীবন যাপন করার চিত্র অঙ্কন করে যশস্বী হয়েছেন এবং অনুপম চারুকলা সাহিত্য সৃজন করে চলেছেন। এটাও আল-কুরআনের প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে।'

কুরআনে বর্ণিত বহু কাহিনীর উল্লেখ থাকায় লেখকগণ তারই প্রভাবে রম্য রচনা ও গল্পের অবতারণা করে الف ليلة وليلة সকল ধরণের স্বার্থক উপাখ্যান, গল্প, কাহিনী, প্রেমকথা ও উপন্যাস রচনার প্রেরণা লাভ করেছেন এবং সাহিতের এই শাখাকে সমৃদ্ধ করেছেন এও কুরআনের অন্যতম প্রভাব।[১২৯]

আরবী গল্প রচনার ক্ষেত্রে আল-কুরআনের প্রভাব অনস্বীকার্যঃ

Dr. Abdul Aziz Abdul Maguid, The Modern Arabic short story সন্দর্ভে আরবী গল্পের ওপর কুরআনের প্রভাব সম্পর্কে বলেন:[১৩০] The Quran itself contains the earliest large collection of stories recorded in Arabic Literature. To the Arabs, newly converted to Islam, and later on to non-Arab Muslims it offered material for relating, reciting, entertaining and expounding.

কুরআনের বহুবমুখী সাহিত্যিক প্রভাবে তাদের প্রচলিত সাহিত্যিক ধারার লোপ পায়ঃ

তাঁরা আল-কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার অনুকরণে সাহিত্য রচনা করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তারা সফলকাম হয়নি। সূরা বনি ইস্রাঈলে এসেছে:[১৩১]

لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

'এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করার জন্য যদি মানব জিন জাতি সমবেত হয় আর তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ রচনা করতে পারবেনা।'

---

[১২৯] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৬৩৯।

[১৩০] Dr. Abdul Aziz Abdul Maguid, The Modern Arabic short story-its emergency, Development and Form, (Cairo, Darul Maareef), p. 34.

[১৩১] আল-কুরআন, বনি ইসরাঈল, ১৭ : ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

হিজরী দশম বর্ষে মুসায়লামা সূরা কাওছারের অনুকরণে রচনা করেন:[১৩২]

انا اعطيناك العقعق فصل لربك ، وازعق ان شانئك هو الابلق

'নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দান করেছি আক্আক্ (পাখী), অত:এব আপন প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় ও চিৎকার ধ্বনি কর নিশ্চয়ই তোমার শত্রু কৃষ্ণকায়, সূরা বুরুজের অনুকরণে:[১৩৩] والسماء ذات البروج এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল والنساء ذات الفروج (আর যোনিবিশিষ্ট রমণীদেও শপথ)। সে শাহজাহ্কে (এক নবুওতের মিথ্যে দাবীদার মহিলা)[১৩৪] তার মেকী ওয়াহ্য়ীর বাণী:[১৩৫]

الم ترين لى ربك كيف فعل بالحبلى اخرج منها نسمة تسعى بين صفا ق وحشى

'তুমি কি দেখনি যে, তোমার পালনকর্তা গর্ভধারিণী নারীর সঙ্গে কি আচরণ করেছেন? তিনি নারীর জরায়ু হতে এমন একটা জীবন্ত প্রাণ বের করেছেন যা দ্রুতবেগে বিচরণ করে। তিনি আরও বর্ণনা করেন যে:[১৩৬]

ان الله خلق للنساء افراجا وجعل الرجال لهن ازواجا فيولج فيهن ايلاجا ثم تخرجها اذا تشاء اخرجا

'নিশ্চয়ই আল্লাহ নারীদের জন্য সৃষ্টি করেছেন যোনি এবং পুরুষদেরকে করেছেন তাদের জীবন-সঙ্গী, অনন্তর পুরুষরা নারীদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রবিষ্ট করায় এবং বের করে নেয় যখন নারীরা চায়।'

আব্বাসী যুগের মুতানাব্বী খ্যাত কবি আবু তৈয়ব আহ্মাদ বিন হুসায়িন (৯১৫-৯৬৫) নবুয়তের দাবী করে বলেছিলেন :[১৩৭]

الخيل والليل والبداء تعرفنى   والسيف والرمح والقرطاس والقلم

'ধশ্বারোহী সৈন্য, রাত্রির অমা, বিপদসঙ্কুল মরুপ্রান্তর, বর্শা, তরবারী, কাগজ ও লেখনি চিনে আমাকে পরিপূর্ণরূপে।'

একাদশ শতাব্দীর কবি আবুল আলা আল-মাআররী (৯৭৩-১০৫৭) কুরআনের বাণীর চ্যালেঞ্জ করে কুরআনের অনুকরণে রচনা করেন:[১৩৮]

---

[১৩২] আল-কুরআন, কাওছার, ১০৮ ।
[১৩৩] আল-কুরআন, বুরুজ, ৮৫ : ১ ।
[১৩৪] শাযাহ বিন্ত সুআঈদ ।
[১৩৫] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৬৪৩ ।
[১৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ.৬৪৩ ।
[১৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ.৬৪৩ ।
[১৩৮] আল-ফাসুলুল-লুগাত ।

Dhaka University Institutional Repository

الفيل ماالفيل وما ادراك ما الفيل له ذنب وبيل وخرطوم طويل

কুরআনের শব্দ গঠন, রচনা কৌশল মানব রচিত পদ্য-গদ্যের ধারাবাহিকতর উর্ধ্বে। উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ হতে প্রতীয়মান হয় যে, আল-কুরআনের ভাষা ও ভাবের সঙ্গে মানবীয় ভাষা ও ভাবের তুলনা করা সম্পূর্ণ ধৃষ্টতা। পি.কে.হিট্টি বলেছেন:[১৩৯]

'The miraculous character (Ijaz) of the style and composition of the Koran, adduced by Moslems as the strongest argument in favour of the genuineness of their faith. The triumph of Islam was to a certain extent the triumph of a language, more particularly of a Book.'

আল-কুরআনের প্রভাবে তাফসীর ও উসূলে তাফসীর শাস্ত্রের উৎপত্তি:

কুরআন শরীফ সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস।[১৪০] মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হলেও এর ভাষা, রচনা শৈলী এত উচ্ছাঙ্গের যে, আরবী ভাষা-ভাষি মানুষদের পক্ষের তা অনুধাবন করা দূরহ হয়ে পড়ে। তাদেও প্রয়োজন হয় বিশেষ কুরআনিক জ্ঞান। ড. আহমাদ আমীন বলেন:[১৪১]

ان نزول القرآن بلغة العرب لا يقتضى ان العرب كلهم يفهمونه فى مفرداته وتراكيبه لان فهم
الكتاب لا يتطلب اللغة وحدها وانما يتطلب درجة عقيلة خاصة تتفق ودرجة الكتاب فى رقية

মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেকটি কথার পূর্ণাঙ্গ অর্থ[১৪২] তার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজন হয় ব্যাখার। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বলেছেন:[১৪৩]

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ

'আমি তোমার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলার জন্যে। মহানবী (স.)- এর বহু আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। এর ব্যাখ্যার নাম হল تفسير যেমন-[১৪৪]

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً

---

১৩৯ P.k.Hitt. p. 91.

১৪০ হুয়া মানবা'উ।

১৪১ ড. আহমাদ আমীন, ফাযরুল ইসলাম।

১৪২ আয-যাহাবী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, পৃ. ৩৮।

১৪৩ আল-কুরআন, নাহাল, ১৬ : ৪৪।

১৪৪ আল-কুরআন, ফুরকান ২৫ : ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

'তারা আমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করেনি যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করিনি। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (স.) হচ্ছেন কুরআনের প্রথম ভাষ্যকার তিনি কুরআনের অসংখ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী:[১৪৫]

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ

উপরোক্ত আয়াতের يوم الحج الاكبر (বড় হজের দিন) বাক্যাংশের তাফসীর করে বলেছেন এর অর্থ দশই জুলহিজ্জাহ্ কুরবাণীর দিন[১৪৬] সূরা ফজরের ২য় ও ৩য় আয়াত وليال عشر والشفع والوتر এর (দশ রজনী) এর তাফসীর করেছেন জুলহিজ্জার প্রথম দশ দিন, الشفع (জোড়) শব্দের অর্থ কুরবাণীর দিন এবং الوتر (বিজোড়) শব্দের অর্থ আরাফাতের দিন। আল-কুরআন অন্য সূরায় এসেছে:[১৪৭]

وَالذَّارِيَاتِ ذَرْواً - فَالْحَامِلَاتِ وِقْراً - فَالْجَارِيَاتِ يُسْراً - فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْراً

আর الذريت (ধূলিকণা) শব্দের তাফসীর করেছেন ঝটিকা الحملت (বাঝা বহণকারী) এর তাফসীর করেছেন মেঘমালা এবং القسمت (বন্টনকারী) শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন ফিরিস্তা[১৪৮] তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবাগণ এই সমস্ত ভাষ্য কন্টস্থ করে রাখতেন যত্নের সঙ্গে।[১৪৯]

আল-কুরআনের ব্যাখ্যাসম্পৃক্ত ব্যাপারে সাহাবাদের মধ্যে যারা রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ঘনিষ্টতর ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাফসীরকারক হচ্ছেন: চার খলিফা, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, উবাই ইব্ন কা'ব, যায়িদ ইব্ন ছাবিত, আবু মুসা আ-আশআরী ও আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়ির (রা.)[১৫০] । সাহাবী এই দশজনের সঙ্গে আরও কয়েকজন সাহাবার নাম করেছেন যেমন, আনাস ইব্ন মালিক, আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবন ওমর, আবুহুরায়রা, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আল-আস ও উম্মুল মোমিনীন আইশা (রা.)।[১৫১]

---

১৪৫ আল-কুরআন, তাওবা, ৯ : ৯।

১৪৬ ইব্ন জারীর আত-ত্বাবারী, *জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন*, খ.১, পৃ.৭১।

১৪৭ আল-কুরআন, যারিয়াত, ৫১ : ১-৪।

১৪৮ তাবারী, জামিউল বায়ান, খ. ১১, পৃ.৩২২।

১৪৯ মুজাল্লাতুল ইলমিল হিন্দী, (১৪০৩ হি.), পৃ,৮৪; অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৬৫২।

১৫০ আল্লামা সুয়ুতী, আল-ইতকান, খ.২, পৃ.১৮৭।

১৫১ আয-যাহাবী, আত-তাফসীর, খ.১, পৃ.৬৪; অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৬৫১।

Dhaka University Institutional Repository

আরও কয়েকজন সাহাবীর নাম উল্লেখযোগ্য, আনাস ইব্‌ন মালিক, আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওমর, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ, আবদুল্লহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আল-আস ও উম্মুল মু'মিনীন আ'ইশা (রা.)[১৫২] রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ইন্তিকালের পর উল্লেখিত সাহাবাগণ তৎকালীন সাধারণ মুসলমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে মহানবীর দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অসংখ্য আয়াতের তাফসীর করেছেন। সে সময়ে হযরত আবু বাকর (রা.) তাফসীর করেন: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ 'তোমাদের জন্যে সমুদ্রের শিকার ও উহা ভক্ষণ হালাল করা হল'এর صيد البحر 'সমুদ্রের শিকার' কথার ব্যাখ্যায় বলেছেন, সমুদ্রের মৃত মৎস খাওয়া হালাল[১৫৩] হযরত ওমর (রা.) তাফসীর করেন:[১৫৪] أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ 'তমি কি দেখনি তাদের , যাদের কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল তারা জিব্‌ত তাগুতে বিশ্বাস করে' এর جبت ও طاغوت শব্দের তাফসীর করেছেন যাদু ও দানব[১৫৫] তদ্রূপ হযরত আলী তাফসীর করেছেন:[১৫৬] ويمنعون الماعون 'তারা বিরত থাকে মাউন দানে' এর ماعون শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন নির্ধারত যাকাত। অনুরূপভাবে হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব তাফসীর করেন:[১৫৭] الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ যারা ঈমান এনেছে এবং অত্যাচার দ্বারা তাদের ঈমানকে কলুষিত করেনি তাদের জন্য নিরাপত্তা' এর ظلم শব্দের তাফসীর করেছেন আল্লাহর অংশীধাররূপে।[১৫৮]

অনুরূপভাবে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ তাফসীর করেন:[১৫৯] اقيموا الصلوة واتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও ও যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু কর' এর اقيموا الصلواة কথার তাফসীর করেছেন নম্রতা একাগ্রতার সঙ্গে আল্লাহর প্রতি একান্ত অনুগত হয়ে কুরআন পাঠ ও সিজদার মাধ্যমে নামাযে প্রতিষ্ঠিত থাকো।[১৬০] হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস[১৬১] (মৃ.৬৮হি.)তাফসীর করেন:[১৬২] إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ 'যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে' এর نصر الله والفتح দ্বারা[১৬৩] اجل

---

[১৫২] তাবারী, জামিউল বায়ান, খ.১১, পৃ.২৫৬।

[১৫৩] আল-কুরআন, মায়িদা, ৫ : ৯৬; তাবারী, জামিউল বায়ান, খ. ১১, পৃ.২৫৬।

[১৫৪] আল-কুরআন, নিসা, ৪ : ৫১

[১৫৫] তাবারী, জামিউল বায়ান, খ. ১১, পৃ.২৫৬।

[১৫৬] আল-কুরআন, মাউন, ১০৫ : ১-৭।

[১৫৭] আল-কুরআন, আন'আম, ৬ : ৮২।

[১৫৮] জামিউল বায়ান, প্রাগুক্ত, অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৫৫২।

[১৫৯] আল-কুরআন, ২ : ৪২। প্রাগুক্ত, খ.১,৩৯২।

[১৬০] প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৩৯২ ; খ.১১,পৃ.২৮৪; অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৫৫২।

[১৬১] "আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসুদকে তাফসীর শাস্ত্রেও জনক বলা হয়" The real founder of koranic Exegesis was `Abdullah b.`Abbas the prophet's cousin-R.A. Nicholson, A Literary History of the Arabs, p.144-45.

[১৬২] আল-কুরআন, নাসর, ১১০ : ১।

Dhaka University Institutional Repository

رسول الله রাসুলুল্লাহর ইন্তিকাল এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি আরও তাফসীর করেন:[১৬৪] اولم یرالذین کفروا ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما 'অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখেনা যে, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের মুখ বন্ধ ছিল অত:পর আমি উভয়ের মুখ উন্মুক্ত করে দিলাম' এর رتق ও فتق শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলেছেন আকাশ ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ থাকার অর্থ আকাশ বারিপাত করতোনা, পৃথিবী তরুলতা উদগত করতোনা, পরে আল্লাহ বৃষ্টি দ্বারা আকাশের এবং উদ্ভিদ উৎপাদন দ্বারা মাটির মুখ খুলে দিলেন।[১৬৫] তাঁর তাফসীরের নাম[১৬৬]১৬২ابن عباس تنوير المقياس من تفسير বস্তুত মহানবী (স.)-এর ঘনিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে উল্লেখিত সাহাবীগণ মুফাস্‌সীর তাফসীর শাস্ত্রকে বিখ্যাত করে তোলেন।[১৬৭]

তাবেঈনদের মধ্যে বিখ্যাত তাফসীরকারকগণ হচ্ছেন, মক্কা শরীফের সা'দ ইব্‌ন যুবায়ির, মুজাহিদ ইব্‌ন যুবায়ির (মৃ.৭২৩ খৃ.), 'আতা ইব্‌ন রিবাহ (মৃ. ৭৬১ খৃ.)। মদীনা শরীফের রাফিই ইব্‌ন মিহরান (মৃ.৭০৯ খৃ.) ও মোহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব (মৃ.৭২৯ খৃ.), তাফসীর শাস্ত্রের অগ্রগতিতে তাদের ভূমিকা অনন্য।[১৬৮]

তাবেঈ-তাবেঈনদের মধ্যে তাফসীর সাহিত্যে যাঁরা উজ্জল নক্ষত্রের ন্যায় ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন: শো'বা ইব্‌ন হাজ্জাজ (মৃ. ৭৭৬ খৃ.), ওয়ালিদ ইব্‌ন আল-জার্‌রাহ (মৃ.৮১১ খৃ.), সুফিয়ান ইব্‌ন সাঈদ আছ্‌ ছাওরী (মৃ.৮১৩ খৃ.), ইয়াযিদ ইব্‌ন হারুন (মৃ. ৮২০ খৃ.), ইসহাক ইব্‌ন রাওয়াহা (মৃ. ৮৫২ খৃ.), মোহাম্মদ হাসান ইব্‌ন আলী হাদী (মৃ. ৮৭৩ খৃ.), মোহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী (মৃ. ৮৭৩ খৃ.)। সুফিয়ান আছ-ছাওরীর তাফসীর ব্যতীত অন্যান্য তাফসীর আমাদের পর্যন্ত আসেনি। তবে তাবারী শরীফের সুবিশাল খন্ড বিন্যাসের মধ্যে অতীতের সকল তাফসীরের সার সংকলন রয়েছে। যা আমাদের তাফসীর সাহিত্য জগতে جامع البيان فى تفسير القرآن নামে পরিচিত। বস্তুত তাঁ রাসুলুল্লাহ (স.), সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনদের করা তাফসীরের পথিকৃত।[১৬৯] ডক্টর শাওকী দায়িফ বলেন:[১৭০]

وكان الصحابة يحملون كل ما ذكره الرسول من تفسير نبعض اياته وبعض كلماته ، وتفسير الطبرى من هذه الناحية يمكن ان يستخاص منه تفسير الرسول عليه السلام، وكذلك من عرفوا بكثرة التفسير من الصحابة والتابعين مثل ابن عباس وابن مسع وتلاميذهما من مثل مجاهد وعكرمة -

---

[১৬৩] আয-যাহাবী, আত-তাফসীর, খ.১, পৃ.৬৭।
[১৬৪] আল-কুরআন, আম্বিয়া, ২১ : ৩০।
[১৬৫] আয-যাহাবী, আত-তাফসীর, পৃ.৬৯।
[১৬৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।
[১৬৭] সুয়ুতী, খ.২, পৃ.১৮৯।
[১৬৮] The Historical Development of Tafsir, Islamic culture, 1976, vol.3, p.142-43.
[১৬৯] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৬৫৪।
[১৭০] ড. শাওকী দাইফ, তারীখুল আদাবিল আরাবী, আল-আসরিল আব্বাসিস্‌ সানী, পৃ.১৬২।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী কালের সকল তাফসীর কারকই তাবারী শরীফের অনুসরণে তাঁদের তাফসীর সাহিত্যের কাজ সম্পাদন করতে থাকেন । এ প্রসঙ্গে জুরজী যায়দানের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য:[১৭১]

فجفظ اصحابه عنه ذلك وتنا قلوه فيما بينهم وعنهم اخذ من جاء بعدهم من التابعين وتابعى التابعين

সেই প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে তাফসীর সাহিত্যের ধারাবাহিকতা আজও অব্যহত আছে ।

আল-কুরআনের প্রভাবে আরবী অভিধানের জন্ম হয়:

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হচ্ছে মহান সৃষ্টি কর্তার সরাসরি ইঙ্গিতময় পবিত্রবাণী, যা মানুষের পক্ষে সহজে অনুধাবন করা সম্ভব নয়, যাঁর এমন কিছু শব্দ বা বাক্য আছে যা আরব অনারবদের জন্যও অনুধাবন কষ্টসাধ্য ব্যাপার । যাকে ভিত্তি করে আরবী ভাষায় শত শত অভিধান শাস্ত্রের জন্ম হয় । এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা ভাষায়ও বেশ কয়েকটি বিশ্বমানের আরবী অভিধান প্রণীত হয়েছে । অধ্যাপক আলা উদ্দীন আল-আযহারীর লিখিত আরবী বাংলা অভিধান, প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় খন্ডে প্রকাশিত ।[১৭২] আবু তাহের মেসবাহ্-এর সংকলন ও সম্পাদনায় আল-মানার ।[১৭৩] আবুল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিয বালয়াভী (র.)-এর মিসবাহুল-লুগাত ।[১৭৪] আল-মু'জামুল-ওয়াফী[১৭৫] আল-কামুসুল ওয়াজীয, দিশারী, তিন ভাষার পকেট ডায়েরী । অধ্যাপক ড. ফজলুর রহমানের লিখিত অভিধানসমূহ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ও আরবী সাহিত্যের জ্ঞান পিপাসুদের জন্য খুবই কার্যকরী পদক্ষেপ । এছাড়া আরও বেশ কয়েকটি ছোট বড় আরবী থেকে বাংলা অভিধান আমাদের এই প্রিয় আঙ্গিনায় আরবী জ্ঞান পিপাসুদেরকে আরও সমৃদ্ধ করেছে ।

আল-কুরআনের প্রভাবে বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় রচিত ফিকাহ্ (فقه) ও উসূল (فقه) সাহিত্যের জন্ম হয়:

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আয়াত:[১৭৬] ليتفقهو فى الدين এর এই يتفقه – فقهة শাস্ত্রের নামকরণ করা হয় । ইমামদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ও সাধনার ফলে হিজরী প্রথম শতাব্দীতে যার উৎপত্তি হয়ে কালের পরিক্রমায় তা পরিপূর্ণতালাভ করে । এ শাস্ত্রকে কেন্দ্র করে বহু গ্রন্থ লিখিত হয়েছে ।[১৭৭]

সাহাবাদের মধ্যে মহানবীর একনিষ্ঠ সহচর খুলাফায়ে রাশেদীন, আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ, উবাই ইব্‌ন কা'ব, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, মুআয ইব্‌ন জাবাল, এমারা ইব্‌ন ইয়াসির, হুযায়ফা, যায়িদ ইব্‌ন সাবিত,

---

[১৭১] জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাহ্, খ.১, পৃ.২২০ ।

[১৭২] মুহম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযহারী, আরবী বাংলা অভিধান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪ খৃ.), সংস্ক.২ ।

[১৭৩] আবু তাহের মেসবাহ্, আল-মানার, ঢাকা : মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ১৯৯০ খৃ. ।

[১৭৪] আবুল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিয বালয়াভী (র.), অনুবাদ ও সম্পাদনায় হাবীবুর রহমান মুনীর নদভী, ঢাকা : থানভী লাইব্রেরী, ২০০৩ খৃ. ।

[১৭৫] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১১ খৃ., সংস্ক.৮ ।

[১৭৬] আল-কুরআন, ৯ : ১১২ ।

[১৭৭] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৬৫৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

সালমান, আবু-দারদা ও আবু মূসা আল-আশআরীর নাম বিখ্যাত ফকীহ্দের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।[১৭৮] ইসলামের প্রাথমিক যুগে তাফসীর ও ফিক্হ একসাথে ছিল, পরবর্তীতে এসে তা পৃথক পৃথক শাস্ত্রে রূপলাভ করে। এ শাস্ত্রের পন্ডিতদেরকে ফকীহ্ বলা হয়।

মূলত, বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত মানবতার বন্ধু মহানবী (স.)-এর জীবদ্দশায় মুসলমানগণ শরী'আতের বিভিন্ন হুকুম আহকাম সরাসরি তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতেন। তখন এ সকল শাস্ত্রের প্রয়োজন ছিলনা। তাঁর ইন্তিকালের পর সাহাবায়ে কিরাম কুরআন ও হাদীসকে অবলম্বন করে ফিক্হী বিভিন্ন মাসআলার সমাধান দিতেন।[১৭৯]

বস্তুত, আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকেই বিভিন্ন ফিক্হী মাসআলা আবিস্কৃত হয়। যেমন সম্পত্তি বন্টন সংক্রান্ত দলীল ফারায়িয এর আয়াত:[১৮০]

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ
امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

'তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদেও কোন সন্তান না থাকে, আর তাদেও সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ, ওসিয়ত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ, আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ; তোমরা যা ওসিয়ত করবে তা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর'।

যুদ্ধলব্ধ সম্পদেও বন্টন নীতি যেমন:[১৮১]

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

'আর জেনে রেখ যে, যুদ্ধে তোমরা যা লাভ কর, তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসুলের, রাসুলের স্বজনদের, এতিমদের, দরীদ্রদের এবং পথচারীদের'।

---

[১৭৮] প্রাগুক্ত।

[১৭৯] প্রাগুক্ত।

[১৮০] আল-কুরআন, ৪ : ১২।

[১৮১] আল-কুরআন, ৮ : ৪১

Dhaka University Institutional Repository

রাসুলুল্লাহ (স.) যাকাতের বিধান সম্পর্কে বলেছেন:[১৮২]

ليس فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس اواق صدقة ولا فيما دون خمس اوسق صدقة

'পাঁচ উষ্ট্রের কমে যাকাত নেই ; পাঁচ উকিয়ার (আউন্স) কম রৌপ্যে যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াস্‌ক্ (২৬ মন) এর কম ফসলে যাকাত নেই' ।

হযরত আ'ইশা (রা.) তাঁর পিতার বায়তুল মালের অর্থ বন্টন সম্পর্কে বলেন:[১৮৩]

قسم ابى اول عام الفئ فاعطى الحر عشرة واعطى المملوك عشرة والمرأة عشرة وامتها عشرة

'আমার পিতা তাঁর খিলাফতকালে প্রথম বৎসর বায়তুল মাল হতে স্বাধীন ব্যক্তির ও মামলুকের জন্য দশ দিরহাম এবং স্বাধীনা স্ত্রীদের জন্য ও দাসীদের জন্যও দশ দিরহাম দিতেন' ।

জিজিয়া কর সম্পর্কে হযরত ওমরের নতুন নীতি হচ্ছে:[১৮৪]

اسلم مولى عمر حدث نافعا ان عمر كتب الى امراء الاجناد الا يضربوا الجزية الا على من جرت عليه المواسى وجزيتم اربعون درهما على اهل الورق منهم واربعة على اهل الذهب-

'হযরত ওমরের আযাকৃত দাস আসলাম নাফি'কে বলেছেন: হযরত ওমর তাঁর সেনাধ্যক্ষেদের লিখেছিলেন, বয়স্ক পুরুষ ব্যতীত যেন কারো ওপর জিযিয়া ধার্য করা না হয়, আর যাদের নিকট রূপো থাকে তাদের তা হবে সিরিয়ায় রক্ষিত প্রত্যেক মুসলমান সৈন্যদের জন্য ৪০ দিরহাম, যাদের নিকট সোনা আছে তাদের জন্য হবে ৪ দীনার' ।

ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তৃতিলাভের ফলে কালের দাবীতে তা স্বতন্ত্র বিষয়ে গুরুত্বলাভ করে । প্রশাসন, মিরাসী ব্যবস্থা, যাকাত, গণিমত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, তথা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে ইল্‌ম ফিক্‌হ অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়ায় । জুরজী যায়দানের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য:[১৮৫]

لما صدر الاسلام دولة احتاج امراؤه الى ما يقضون به بين رعاياهم فى احوالهم الشخصية ومعاملاتهم المدينة فرجعوا الى القرآن والحديث فاستخرجوا منها شريعة تظموا بها حكومتهم وحكموابها بين رعاياهم -

---

[১৮২] বায়হাকী, সুনান, খ.৭,পৃ.৫ ।

[১৮৩] ইব্‌ন সা'আদ, আত-তাবাকাত, খ.৩, পৃ.৩, পৃ.১৯২ ।

[১৮৪] ইব্‌ন আবদুল হাকাম, ফতুহু মিসর ওয়া আখবারুহা, পৃ.১৫২; প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫৭ ।

[১৮৫] জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাহ্‌, খ.১, পৃ.২২২ ।

Dhaka University Institutional Repository

স্বল্প সময়ের মধ্যেই সমসাময়িক ইমামগণের প্রচেষ্টায় ফিক্বাহ শাস্ত্র পরিপূর্ণতালাভ করে এবং ইসলামী শরী'আত বিশ্বের যে কোন শরী'আত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের আসন গ্রহণ করে:[১৮৬]

اما المسلمون استخرجوا احكامهم من القرآن والحديث ، ولم يمض عليهم قرنان والثالث حتى نضجت شريعتهم وتكون فقههم وهو من افضل شرائع العالم

আব্বাসী যুগে এসে ইমামদের মতভেদ থেকে চার মাজহাবের সৃষ্টি হয়। চারজন প্রসিদ্ধ ইমাম হচ্ছেন: আবু হানিফা ইব্‌ন নো'মান (মৃ. ১৫০ হি.), মোহাম্মদ ইব্‌ন ইদ্রিস (মৃ.২০৪ হি.), মালিক ইব্‌ন আনাস (মৃ.১৭৯ হি.) ও আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (মৃ. ২৪১ হি.) এদের মতানুযায়ী হানাফী, শাফিঈ, মালিকী, হাম্বালী চার প্রকার ফিকাহ্ শাস্ত্রের কিতাব প্রণীত হয়:[১৮৭]

الفقه نضج وتكيف، بعد نبوغ الائمة فى العصر العباسى

ডক্টর শাওকী দয়ফ এ প্রসঙ্গে বলেছেন:[১৮৮]

وقد اخذ يدون تدوينا عاما منذ اوائل القرن الثانى للهجرة ، على نحو ما هو معروف عن ابن شهاب الزهرى المتوفى سنة وما نكاد نتقدم فى العصر العباسى حتى يتكاثر التصنيف فيه ، وكانوا يوزعونه فى مصنفاته غالبا على ابواب الفقه -

তিনি আরও মন্তব্য করেন:[১৮৯]

واهم كتاب وصلنا كتاب "الموطأ" لمالك بن انس امام اهل المدينة، وهو مرتب على ابواب الفقه وفى كل باب احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المتعلقة به واقوال الصحابة وفتاوى التابعين وفتاوى مالك نفسه -

আব্বাসী যুগের ফিকাহ্ শাস্ত্রের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ড. শাওকী দয়ফ বলেছেন:[১৯০]

وازدهرت دراسات الفقه فى هذا العصر ازدهارا عظيما ، فاذا الفقهاء يصوغونة صياغة علمية دقيقة على نحو ما صاغ اللغويون النحو وغيره من العلوم اللغوية ومعروف ان الاسلام فتح امام الفقهاء ابواب الاجتهاد على مصاريعها ، وكان منهم يبحث عن نص من القرآن او السنة يهتدى به

---

১৮৬ জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাহ্, খ.১, পৃ.২২৩।

১৮৭ প্রাগুক্ত, পৃ২২৩।

১৮৮ ড. শাওকী দাইফ, তারীখুল আদাবুল আরাবী আল-আসরুল আব্বাসী, খ.১,পৃ.২২৬-২৭।

১৮৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬-২৭।

১৯০ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

فتواه ، وقلما اعتمد عقله استنباطه العقلى ومنهم من كان يتسع فى الاستنباط والقياس السديد على ضوء الاسلام وتعاليمه -

ড. শাওকী দয়ফ শীয়া মতালম্বীদের পৃথক ফিকাহ্ শাস্ত্রের কথা উল্লেখ করেন:[১৯১]

وكان للشيعة فى هذا العصر نشاط مستقل فى الفقه ، اذا ينسب للامام العلوى جعفر الصادق كتب مختلفة فيه مثل كتاب "مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة" المطبوع فى طهران ومثل كتاب "فقه الرضا" لعلى الرضا حفيده وهو كسابقة مطبوع بطهران -

আল-কুরআনের প্রভাবে আরব জাতির মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হয়:

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের আহবানে সাড়া দিয়ে শতধা বিভক্ত আরব জাতীর এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যেমন আল-কুরআনের আহবান:[১৯২]

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً

'তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অত:পর তিনি তোমাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই হয়ে গেছ'।

তারা কুরআনকে অধ্যয়ন করেছে, তাদের জীবনে রূপায়িত করেছে, তাদের জীবনে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কর্ম তৎপরতা জুগিয়েছে, তাদের চিন্তাধারাকে পরিবর্তন করেছে, তাদের ভাষাকে সুন্দর করেছে, তাদের সাহিত্যকে হৃদয়গ্রাহী করেছে, বিশ্বজনীন সভায় উন্নীত করেছে।[১৯৩]

আল-কুরআনের প্রভাবে আরবী ভাষার ঐক্য সৃষ্টি হয়:

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে শতধা বিভক্ত আরব জাতি বিভিন্ন অঞ্চলের আদর্শ ও ভাষা ছিল বিভিন্নরূপে। কুরআন অবতরণের পর এক আদর্শের ছায়াতলে সকলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে পর্যায়ক্রমে তাদের মধ্যে আদর্শের পাশাপাশি ভাষাগত ঐক্য সৃষ্টি হতে থাকে। জুরজী যায়দানের মন্তব্য।[১৯৪]

---

[১৯১] ড. শাওকী দায়ফ, তারীখুল আদব, খ.২, পৃ. ১২৯-৩০।

[১৯২] আল-কুরআন, ৩ : ১০৩।

[১৯৩] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৬৬১।

[১৯৪] জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাহ, খ.১,পৃ.৪৪-৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

وكان لكل اقليم منها لسان يختلف عن السنة سائر الاقاليم وله اسم خاص يعرف به ..... فاللسان المبين كان يتكلمه عرب الشمال وهم قبائل عديدة كما رأيت وبينها فروق فى معالى الالفاظ ونطقها وفى اساليت التركيب – ولكن الاسلام ذهب بها جميعا الا لغة قريش -

তাঁর বিখ্যাত العرب قبل الإسلام গ্রন্থে উল্লেখ্য যে:[১৯৫]

ان لغة اليمن وعرب الجنوب تعرف بلغة حمير وهى تختلف كثيرا من لغة عرب الحجاز او الشمال وان كانتا من اصل واحد ولكن الفرق بينهما يدل على تباعد اصحابها فى العادات والاخلاق فهما تختلفان فى الاعراب وفى الضمائر وفى كثير من احوال الاشتقاق والتصريف -

তাছাড়া তাদের মুখের ভাষা ও লিখার ভাষা এক ছিলনা। এ সম্পর্কে জুরজী যায়দানের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য:[১৯৬]

اما لسانهم الذى كانوا يتفاهمون به فانه عربى مثل اسماءهم ، ولا عبرة بما وجدوه منقوشا على اثارهم بلغة الارامية فانها لغة الكتابة فى ذلك العهد مثل اللغة الفصح فى ايامنا – فلو ذهب اهل هذا الجيل من سكان مصر والشام ، وذهب لسانهم الذى يتكلمونه ، واراذ اهل الاجيال القادمة ان يستدلوا على جنسنا من اثارنا الكتابية ، لعدونا من اهل البادية او من قريش ، لاعتمادهم على لغة الكتابة وهى لغة قريش -

আল-কুরআনের প্রভাবে তাদের কথ্য ও লিখনির ভাষা এক হয়ে যায়। সমগ্র আরবের মানুষ আল-কুরআনের তথা কুরায়িশদের ভাষায় কথা বলতে শুরু করে।

আল-কুরআনের প্রভাবে একমাত্র কুরআন মাজীদের ভাষাই তাদের গদ্য সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হয়: মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পূর্বে তাদের কোন গদ্য সাহিত্য ছিলনা। আল-কুরআনের ভাষা আর প্রাক-ইসলামী যুগের মানুষের ভাষার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রার্থক্য ছিল। জুরজী যায়দান এর মন্তব্য:[১৯৭]

لغة القرآن وشعر الجاهلية والفرق بين اللغتين كبير

প্রাক-ইসলামী যুগের গল্পকাররা (كاهن) এক ধরণের বাক্যের আন্ত্য-শব্দ মিল দিয়ে সাজ পদ্ধতিতে কথা বলতো। কুরআনের ভাষা কিছুটা সেই ভাষা সাথে সামঞ্জস্য হলেও, গদ্যরীতিতে সম্পূর্ণ পৃথক (نثر مقفى) প্রবাহমান ছন্দোবদ্ধ ভাষা।[১৯৮] কাজী আবু বকর আল-বাকিল্লানী আরও বলেছেন:[১৯৯]

---

[১৯৫] জুরজী যায়দান, আল-আরাব কাবলাল ইসলাম, পৃ.১৮৭।
[১৯৬] জুরজী যায়দান, আল-আরব কাবলাল ইসলাম, পৃ.৯৩।
[১৯৭] প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذى يؤدى السجع وليس كذالك ما اتفق مما هو فى تقدير السجع من القرآن لان اللفظ يقع فيه تابعا للمعنى

কারণ, বাক্যের শেষ অংশে মিল ব্যতীত সাধারণ গদ্য রীতিও কুরআনে পাওয়া যায়, যার মনোহর ব্যঞ্জনা অনুপম। কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হওয়ার পর আরব্য লেখকগণ তাদের লেখণীতে তাঁর অনুসরণ করতে থাকেন।[২০০] আল-কুরআন অবতীর্ণের পূর্বে কাহিন দের গদ্য ছিল নিম্নরূপ:[২০১]

من الملك الاصهب ، الغلاب غير المغلب ، فى الابل كانها الربرب لا يعلق رأسه الصحب ، هذا دمه ينثعب ، وهذا غدا اول من يسلب -

আরবদের বড় কাহিন ও ভবিষ্যত দ্রষ্টা বলে পরিচিত সালিমা ইব্‌ন আবী হাইয়্যাহ্ বলেছেন:[২০২]

والارض والسماء والعقاب والصقعاء واقعة ببقعاء لقد نفر المجد بنى الشعراء للمجد والسناء

কোন বেদুঈন মহিলার কন্যার বিবাহ-নিশিতে উপদেশ ছিল এইরূপ:[২০৩]

اى بنية أنك فارقت الجو الذى منه خرجت ، وخلفت العش الذى فيه درجت الى وكر لم تعرفيه ، وقرين لم تأليفيه -فاحملى عنى عشر خصال تكن لك ذخرا : اصحبيه بالقناعة وعاشرية بحسن السمع والطاعة ، وتعهدى موقع عينيه فلا تقع عينه منك على قبيح – ثم اعر فى وقت طعامه ، واهدى عنه منامه - قان حرارة الجوع ملهبة ، وتنعيض النوم مبغضة - ثم اتقى مع ذلك الفرح امامه ان كان ترحا ، والا كتاب عنده ان كان فرحا ، فان الخصلة الاولى من التقصير والثانية من التكدير، وكونى اشد الناس له اعظاما، يكن اشدهم لك اكراما، واعلمى انك لا تصلين الى ما تحبين حتى تونرى رضاه على رضاك وهواه لى هواك فيما احببت او كرهت - والله بخيرلك -

'স্নেহের কন্যা, তুমি পরিত্যাগ করে যাচ্ছ সেই পরিবেশ যেখানে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছ, আর প্রবেশ করতেছ এক অচেনা গৃহে এবং মিলিত হচ্ছ এক অপরিচিত সাথীর সঙ্গে। কাজেই আমার দশটি উপদেশ তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাও, এগুলি তোমার জন্য অমূল্য সম্পদ হবে। (ক) তোমার

---

[১৯৮] ঘাশিয়া, *আল-এতকান*, পৃ.৮৫;
[১৯৯] প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮
[২০০] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৬৬৩।
[২০১] শাওকী দাইফ, তারীখুল আদাবুল আরাবী, খ.১, পৃ.৪২০।
[২০২] প্রাগুক্ত, পৃ.৪২১।
[২০৩] আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী।

Dhaka University Institutional Repository

স্বামীর সঙ্গে পরিতুষ্ট জীবন-যাপন করবে (খ) তাঁর প্রতি তোমার পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করবে (গ) তাঁর দৃষ্টি সম্পর্কে সজাগ থাকবে, যেন তাঁর দৃষ্টি তোমার কোন মন্দ স্বভাবের ওপর পতিত না হয়। (ঘ) তাঁর খাওয়ার সময় সম্পর্কে সজাগ থাকবে। (ঙ) তাঁর নিদ্রার সময় নীরব থাকবে, কারণ ক্ষুধার আলো মানবকে উত্তেজিত করে তোলে আর নিদ্রার ব্যাঘাত তার অসন্তুষ্টির উদ্রেক করে। (চ) সে বিষন্ন থাকলে তুমি তার সম্মুখে উৎফুল্ল হবেনা। (ছ) আর সে কারণে প্রথম স্বভাবটি অবহেলাসূচক আর দ্বিতীয়টি কষ্টদায়ক। (জ) তুমি সকল মানব অপেক্ষা তার প্রতি অধিক সন্মান প্রদর্শনকারী হবে। তাহলে সেও তোমাকে সকল ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক সন্মান দেবে। (ঝ) জেনে রেখ যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকে তুচ্ছ করে তার সন্তুষ্টিকে তোমার সন্তুষ্টির ওপর এবং তার পছন্দকে তোমার পছন্দের ওপর প্রাধান্য দিতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার আকাংক্ষিত জীবনে উপনীত হতে পারবেনা। (ঞ) তাহলেই আল্লাহ তোমার মঙ্গল করবেন'।

আল-কুরআনের প্রভাবে পরবর্তী যুগের গদ্য রচনা, আহনাফ ইব্‌ন কায়িসের উক্তি:[২০৪]

ان مفاتيح الخير بيد الله وان اخواننا من اهل الامصار نزلوا منازل الامم الخالية بين المياه والجنان الملتفة وانا نزلنا سبخة لا يجف نداها ولا ينبت مرعاها، ناحيتها من قبل المشرق البحر الاجاج ومن قبل المغرب الفلاة فليس لنا زرع ولا ضرع يأتينا منا فعنا وميرتنا فى مثل مرى النعامة ، يخرج الرجل الضيف فيتعذب الماء من فرسخين وتخرج المرأة لذلك فتربق ولدها كما يربق العنز يخاف بادرة العدو وأكل السبع فالا ترفع خسيتنا وتجبر فاقتنا نكن كقوم هكوا -

'সৌভাগ্যের চাবিকাঠি নিশ্চয়ই আল্লাহর হাতে ন্যস্ত, অন্যান্য নগরের অধিবাসী আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দ মিষ্ট পানি ও সতেজে বর্ধমান উদ্যান সমূহের মধ্যস্থলে অবস্থিত প্রাচীন জাতির বাসস্থানগুলি দখল করে নিয়েছেন আর আমরা (বসরার অধিবাসীবৃন্দ) বাস করছি জলাভূমিতে, যে স্থানের আদ্রতা কখনও শুষ্ক হয়না এবং যে স্থানে কোন তরুলতা উদগত হয়না, যার পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত লবনাক্ত (পানির) সমুদ্র আর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বালুকাময় মরুভূমি। ফলে আমরা না প্রাপ্ত হই শষ্য না প্রাপ্ত হই গবাদিপশু, আমাদের খাদ্য শস্য ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বস্তু আমদানি হয় উৎসৃত উষ্ট্রদুগ্ধের ন্যায়, একজন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে মিষ্ট পানির সন্ধানে অতিক্রম করতে হয় সাত মাইল পথ, একজন রমণী ঐ উদ্দেশ্য সাধনে বর্হিগত হয়, তার সন্তানকে রজ্জুবিদ্ধ অবস্থায় স্থাপন করে, যে প্রকারে কোন ছাগশিশুকে বন্ধন করে রাখা হয় শত্রুর অপহরণের ভয়ে অথবা হিংস্র প্রাণীর ভক্ষণের ভীতিতে, সুতরাং যদি আপনি আমাদের অবস্থার

[২০৪] বালাঝুরী, ফতহুল বোলদান, পৃ.৩৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নতি সাধনে তৎপর না হন এবং আমাদের মত দীন দরীদ্রদের অবস্থাকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা না করেন তাহলে আমরা ঐ সমস্ত জাতির মত হবো যারা ধবংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

আবু মুসা আল-আশ'আরীর উক্তি:[২০৫]

أيها الناس ان أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم الذى صحبوه فى المواطن اعلم بالله جل وعز وبرسوله صلى الله عليه وسلم ممن لم يصحبه وان لكم علينا حقا فانا مؤدبه اليكم كان الرأى ان لا تستخفوا بسلطان الله عز وجل ولا تجترؤا على الله عز وجل ولا الرأى الثانى ان تأخذوا من قدم عليكم من المدينة فتردوهم اليها حتى يجتمعوا وهم اعلم ممن تصلح له الامامة منكم ولا تكلفوا الدخول فى هذا، فاما اذا كان ما كان فانها فتنة صماء النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القاعد والقاعد خير من الراكب – فكونوا جرثومة من جرائيم العرب فاغمدوا السيوف وانصلوا الا سنة واقطعوا الاوثار المظلوم والمضطهد حتى يلتئم هذا الأمر وتجلى هذه الفتنة -

'হে মানব সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই নবী (স.)-এর সহচরবৃন্দ যাঁরা তাঁর যুদ্ধের সঙ্গী ছিলেন তাঁরা মহান, তাঁরা শক্তিমান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলুল্লাহ (স.) সম্পর্কে তাঁদের অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান রাখেন যাঁরা তাঁর সঙ্গী ছিলেন না । আমি তোমাদের নিকট ঋণি এবং এক্ষণি আমি তোমাদের সেই ঋণ পরিশোধ করবো, তোমাদের জন্য সঠিক পন্থা ছিল মহা-মহিম আল্লাহর বিধানকে লঘুভাবে গ্রহণ না করা এবং পরম পরাক্রান্ত আল্লাহর সঙ্গে (খিলাফতের ব্যাপারে) বিবাদ না করা, দ্বিতীয় যুক্তি যুক্ত পন্থা ছিল মদীনা হতে যাঁরা আগমন করেছিলেন তাঁদের সম্লত করে তথায় প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করা, যাতে করে তাঁরা তথায় প্রত্যাবর্তন করে (খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে) একমত হতে পারেন, কারণ তোমাদের মধ্যে কে নেতা হলে মুসলমানদের কল্যাণ হবে সে সম্পর্কে, তাঁরা তোমাদের অপেক্ষা অধিক যোগ্যতার অধিকারী, এবং ঐ ব্যাপারে কোন দ্বিমত পোষণ করা অনন্তর যখন যা হওয়ার তা হয়ে গেল, তখন উপলব্দি করা উচিত যে, নিদ্রিত বধির বিপদ, জাগ্রত বিপদ অপেক্ষা শ্রেয়, জাগ্রত বিপদ উপবিষ্ট বিপদ অপেক্ষা শ্রেয়, উপবিষ্ট বিপদ দন্ডায়মান বিপদ অপেক্ষা শ্রেয়, দন্ডামযমান বিপদ অশ্বারোহী বিপদ অপেক্ষা শ্রেয়, তোমাদের কর্তব্য ছিল আরবদের পুনর্মিলিত হতে মধ্যস্থতা করা এবং যতক্ষণ না এই ব্যাপারের নিষ্পত্তি হয় এবং এই বিপদ দূরীভূত হয় ততক্ষণ তোমাদের তরবারী কোষাবদ্ধ রাখা, বর্শা ভঙ্গ করা ধনু-ছিন্ন করা এবং অত্যাচারিত ও নিপীড়িতদের আশ্রয়দান করা।'

---

[২০৫] তাবারী শরীফ, তারীখুল উমামুল-মুলুক, পৃ.১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত, ইসলামের পূর্বযুগ তথা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতরণের পূর্বযুগের আরবী গদ্যের তুলনামূলক নমুনার পর্যালোচনা হতে প্রতীয়মান হয় পরবর্তী আরবী গদ্য রচনা কিভাবে কুরআনিক যাদুকরী প্রভাবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে ।[২০৬]

আল-কুরআনে বর্ণিত প্রাচীন মানব ইতিহাস বিষয়ে আরবী গদ্যে শতশত ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নঃ

মানুষকে শিক্ষাদানের জন্য প্রাচীন মানব ইতিহাসের কিছু ঘটনা আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ।যেমন:[২০৭]

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

'উহাদের কাহিনীতে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা রয়েছে' ।

এই আয়াত অবলম্বনে মুসলিম পন্ডিতগণ আল-কুরআনের ভাষা ও শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে আরবী ভাষায় শতশত ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন । আল-কুরআনের নৈতিক শিক্ষা ও উপদেশ দানের নিমিত্তে বহু প্রাচীন কাহিনীর উল্লেখ আছে । পূর্ববর্তী নবীদের জীবনি, হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনি হাদিসবেত্তা, ফকীহ্ ও মুফাসসিরদের জীবনিমূলক গ্রন্থাবলী ইতিহাস রচনার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছে ।[২০৮] আল-কুরআনের বাণী:[২০৯]

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ

'সাবাবাসীদের এবং যেসব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেগুলির অন্তবর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম আর ঐ সমস্ত জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলামঃ তোমরা ঐ সব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ কর দিবস ও রজনীতে । আল-কুরআন আরও ঘোষণা করেছেন:[২১০]

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, আর দেখ যারা সত্যকে অস্বীকার করেছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল ।'

আল-কুরআনের বাণী:[২১১]

---

২০৬ অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৬৬৮ ।

২০৭ আল-কুরআন, ১২ : ১১১ ।

২০৮ A number of books were compiled by early Muslim scholers on the history of Arabia and there people, The first such book was written during the reign of caliph Mu`awia (40-60 A.H) - A geograpycal Histry of the quran, p.18.

২০৯ আল-কুরআন, ৩৪ : ১৮ ।

২১০ আল-কুরআন, ৬ : ১১ ।

২১১ আল-কুরআন, ৬ : ৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن
تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ

সূরা আন'আমের অন্য আয়াতে এসেছে:[২১২]

إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ - وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ
أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ - ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن
يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ - أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ
عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

সূরা আয-যারিয়াত:[২১৩]

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ - إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ - فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ -
فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ - فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ - فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ
عَجُوزٌ عَقِيمٌ - قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ - قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ - قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِي

সূরা নূহ, ইব্রাহীম এবং তৌরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে কতিপয় প্রাচীন নবী ও কয়েকটি বিশ্ময়কর জাতির বিচ্ছিন্ন ঘটনা তাদের বাসস্থান বা কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কুরআনই সর্বপ্রথম ঐ প্রাচীন গোত্রসমূহের প্রামাণ্য দলীল পেশ করে। ঐ গোত্র সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- আদ, সামূদ, মিসরের ফিরাউন, বাবেলের অধিবাসী। পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থে ইঙ্গিত থাকলেও এদের বাসস্থানের বিবরণ ছিলনা।

---

২১২ আল-কুরআন, ৬ : ৮৩-৮৬।

২১৩ আল-কুরআন, ৫১ : ২৪-৩২।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনের আহবানে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলমানগণ ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করে। ইতিহাস মুসলমানদের নিজস্ব সৃষ্টি, যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিশ্ববাসী তাদের নিজ নিজ দেশের ইতিহাস রচনা শুরু করেন।[২১৪]

আল-কুরআনের জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরবী ভাষায় শতশত ভূগোল গ্রন্থ প্রণয়ন:

নামাজ আদায়ের জন্য কিবলা নির্ধারণ, হজ্জের বিভিন্ন নিয়ম কানুন, দুরদুরান্ত থেকে আগতদের বিভিন্ন ভুগৌলিক জ্ঞান আবশ্যক হয়ে পড়ে। আল-কুরআন ভ্রমনকেও একটি ইবাদত হিসেবে মর্যাদা দান করায় শতশত মুসলিম মনিষী আল-কুরআনের নির্দেশের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু গ্রন্থ আরবী ভাষায় রচনা করেন। জুরজী যায়দানের মন্তব্য:[২১৫]

وقد الف الادباء فى صدر الاسلام كتبا فى الانواع ضاعت وتجد اشياء متفرقات فى كتاب الاثار الباقية للبيرونى والامثال للميدانى وعجائب المخلوقات للقزوينى وحياة الحيوان للدميرى وكلها مطبوع ومتداول

আল-কুরআনের শাশ্বত বিধানে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলমানগণ আধুনিক জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার উপর আরবী ভাষায় শতশত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন:

'সৃষ্ট জগতের প্রতিটি বস্তুতে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতার নিদর্শন রয়েছে।' কুরআন মাজীদ প্রত্যেক মুসলিমকে সৃষ্টজগত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার নির্দেশ দেন। তারই ফলে মুসলমানগণ রসায়ণ, পদার্থ, অংক, বীজগনিত, জ্যামিতি, চিকিৎসা, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আরও নানা শাখা-প্রশাখায় অধ্যয়ন শুরু করলেন, এবং তাঁরা অচিরেই সকল বিষয়ের কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। আধুনিক বিশ্বের ভিত্তি তারাই স্থাপন করেছিলেন। আল-কুরআনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের ফলে মুসলমানগণ বিশ্বের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।[২১৬]

আল-কুরআন থেকে অথবা কু'আনের প্রভাবে উদ্বুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা তিন শয়ের উপরে।[২১৭]

একথা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখাতেই কুরআনের অবদান অনস্বীকার্য।[২১৮]

---

২১৪ অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৫৯৬।
২১৫ জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাহ্, খ.১, প.১৪৮।
২১৬ ড. আহমাদ আমীন, ফাযরুল ইসলাম, পৃ.
২১৭ আল-ইতকান ; জুরজী যায়দান, তারিখ, খ.২, পৃ.১২; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, পৃ.১৪৪, টীকা
২১৮ অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৬০৩।

Dhaka University Institutional Repository

ড.মরিস বুকাইয়ের মতে-[২১৯] "From the very beginning, Islam directed people to cultivate science, the application of this precept brought with the prodigious strides in science taken during the great era of Islamic civilization, from which, before the renaissance the west itself benifited."

আল-কুরআনের বাণী:[২২০]

انَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا

وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا

'প্রার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত, যেমন আকাশ হতে বারী বর্ষণ করি যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়, যা থেকে মানুষ ও জীবজন্তু আহার করে। তারপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে আর নয়নাভিরাম হয় এবং উহার অধিকারীগণ মনে করেন উহা তাদের আয়ত্ত্বাধীন।' এ আয়াতের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে সারা বিশ্বের মানুষ কৃষি বিদ্যা তথা বিশ্বব্যাপী কৃষি বিপ্লব ও সবুজ বিপ্লবের শ্লোগান আবিস্কার করে।

আল-কুরআনের শব্দের ব্যাখ্যার জন্য প্রাচীন আরবী শব্দ ভান্ডারের ব্যবহারের ফলে আরবী ভাষা বিলুপ্ত হয়নি:

আরব সভ্যতায় অন্যান্য প্রাচীন ভাষার ন্যায় আরবী ভাষা বিলুপ্ত হয়নি, কুরআন মাজীদকে ব্যাখ্যা করার জন্য আরবী কবিতা সংগ্রহ করা হয়েছিল। আল-কুরআনের বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যার জন্য আরবী কবিতা থেকে প্রমাণ উপস্থিত করা হত। শুধু এই ব্যাখ্যার প্রয়োজনে তাফসীর কারকগণ তাঁদের গ্রন্থাদিতে তিনলক্ষ কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[২২১] আল-কুরআনের অলৌকিক শক্তির কারণে প্রাচীন আরবী ভাষা ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়নি।[২২২] এভাবেই প্রাক-ইসলামী আরবী সাহিত্য গদ্য তথা পদ্যের সংগ্রহ ও সংরক্ষন করা সম্ভব হয়েছিল।[২২৩]

---

[২১৯] Dr. Maurice Bucaille, The Bible, the Quran and Science , p. 9.

[২২০] আল-কুরআন, ইউনুস, ১০ : ২৪ ।

[২২১] ইবনুর রশীক, আল-উমদাহ্ , খ.১, পৃ.১৪ ।

[২২২] কুরআন বুঝবার প্রয়োজনে প্রাচীন আরবী কবিতা সংগ্রহ করা হয়েছিল। কুরআনের শব্দের ব্যাখ্যাও প্রয়োজনে আরবী কবিতা থেকে প্রমাণ উপস্থিত করা হত। শুধু এই ব্যাখ্যার প্রয়োজনে তাফসীরকারকগণ তাঁদের গ্রন্থাদিতে তিন লক্ষ আরবী কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মুস্তফা সাদিক আর রাফাঈ, তারীখুল আদাবিল আরবী, খ.২, পৃ.১১৯, ফুট নোট ।

[২২৩] আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ.১৪৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী মাসাল (مثل) সাহিত্যে আল-কুরআনের প্রভাবে :

আরবী ভাষায় মাসাল (مثل) শব্দটি একবচন। বহুবচনে আমসাল (امثال) শব্দমূল م ، ث ، ل (মীম. সা. লাম.), জিন্স (جنس) সহীহ।[২২৪] শব্দমূল যথাযথ রেখে আরবী অভিধানগুলোতে মাসাল (مثل) শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়। যেমনঃ প্রবাদ, প্রবচন, অনুরুপ, আদর্শ, রুপলংকার, নীতিগর্ভ রুপকাহিনী, শাস্তি, ব্যাপক বর্ণনা, উৎকৃষ্ট উদাহরণ, দলীল, পূণাঙ্গরুপ, অধিকতর ভাল, করণীয় কাজ, মর্যাদা, ঐক্য, সাদৃশ্য।[২২৫] তুলনা, প্রতিশোধ, অনুকৃতি, ফযীলত,[২২৬] জনপ্রিয় লোককথা, অভিন্নতা, সাম্য, সমান,অর্ধ।[২২৭] উপদেশ,[২২৮] রঙ্গিন পশ্মী বিছানা,[২২৯] কিসাস বা প্রতিশোধ,[২৩০] সঠিক,[২৩১] নিদর্শন,[২৩২] কথা বা বাণী,[২৩৩] প্রতিকৃতি,[২৩৪] রীতি, দিক ও মত।[২৩৫]

ক্রিয়ামূলের অর্থ হল- সমরূপ হওয়া, সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যে তুলনা করা, নিদর্শন হওয়া, স্থানান্তর হওয়া, প্রতিষ্ঠিত করা, স্থাপন করা, অগ্রসর হয়ে আসা, দৃষ্টিগোচর হওয়া, কর্মে পরিণত করা, গঠন করা, নযীর স্বরূপ উল্লেখ করা, একমত হওয়া, মেনে নেওয়া, সমান হওয়া, সাদৃশ্য নির্ণয় করা।[২৩৬] চলে যাওয়া,[২৩৭]

---

[২২৪] আরবী শব্দপ্রকরণ শাস্ত্রে যে শব্দের কোন স্বরবর্ণ অথবা ব্যঞ্জণবর্ণের একই বর্ণ-দৈত না হয়, তাই সহীহ। আযীযুত- তালেবীন, সম্পাদনা মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা, ঢাকা, তা.বি. পৃ.১ ; ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী, আরবী প্রবাদ সাহিত্য (ঢাকা : ইলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, গবেষণা বিভাগ, ২০০২ খৃ.), পৃ.২।

[২২৫] Hans Wehr, A Dictionery of Modern Written Arabic English (New York : J Milton Cowan, 1976 E.), Ed.3.

[২২৬] আলাউদ্দীন আল-আযহারী, আরবী বাংলা অভিধান (ঢাক : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯ খৃ.), খ.৩, সংস্ক.২, পৃ.২২০৯।

[২২৭] সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খৃ.), সংস্ক.১, খ.১৬/২, পৃ.৬২৪।

[২২৮] আল-কুরআন, ৪৩ : ৫৬; আল-কাশ্শাফ, খ.২, পৃ.৮২ ; আত-তাফসীরুল কবীর : খ.৭, পৃ.৪৫০; রুহুল মা'আনী, খ.২৫, পৃ.৯১ ; সাফওয়াতুল বয়ান, খ. ১২, পৃ.৩০; ড. আ. ব, ম, সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী, পৃ.১৮, টীকা দ্র.।

[২২৯] ইব্ন মানযুর, লিসানুল 'আরব (ইরান : ১৪০৫হি./ ১৯৮৫খৃ.), মীম পরিচ্ছেদ।

[২৩০] লিসানুল আরব, মীম পরিচ্ছেদ।

[২৩১] প্রাগুক্ত।

[২৩২] আল-কুরআন ৪৩ : ৫৯

[২৩৩] আল-কুরআন, ১৬ : ৬০; এ ইরশাদ হচ্ছে- 'আর আল্লাহর জন্য রয়েছে উত্তম বাণী'; ড. জাবির ফাইয়্যায, আল-আমসাল-ফিল কুরআনুল কারীম, (রিয়াদ : ১৪১৫হি./১৯৯৫খৃ.), পৃ.২৯১; নুরুল হক তানভীর, আল-আমসাল ফিল-কুরআনিল কারীম, আসরুহা ফিল-আদাবিল 'আরাবী (কায়রো : দারুল উলূম কলেজ লাইব্রেরী, খ. ৭।

[২৩৪] আল-কুরআন, ৪৭ : ১৫ এ ইরশাদ হচ্ছে- 'মুত্তাকীদের জন্য যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার প্রকৃতি হলো....; জামিউল বয়ান, খ. ১৩, পৃ.১০৯; কাশ্শাফ, খ.২৫, পৃ.১৬৮; আত-তাফসীরুল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৩০৪-৫; জালালাইন, পৃ.২০৯; রুহুল মা'আনী, খ.২৫, পৃ.৯১; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮, টীকা দ্র.।

[২৩৫] জাবির, পৃ.৩৮।

[২৩৬] প্রাগুক্ত।

[২৩৭] 'আবু 'আমর ইবনুল 'আলা বলেনঃ অমুক আমাদের কাছে ছিল, অতঃপর সে চলে গেল। লিসানুল 'আরাব, মীম পরিচ্ছেদ।

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হওয়া,[২৩৮] আবৃত্তি করা,[২৩৯] এ ছাড়াও মাসাল অর্থ হল- উপদেশপূর্ণ ক্ষুদ্র গল্পকাহিনী, প্রবচন, নীতিবাক্য, জনপ্রিয় লোককথা, ব্যক্তিগত প্রবাদবাক্য, স্মরণীয় উক্তি, সচিন্তিত অলংকারপূর্ণ বক্তৃতা[২৪০] ইত্যাদি ।

আরবী ভাষায় মাসাল সম্পর্কে যে উক্তিটি প্রচলিত, তা হলো- 'মাসাল জাতির মুখপাত্র' ।[২৪১] জুরজী যায়দান বলেন- 'মাসাল হলো বলিষ্ঠ উপদেশ, সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফসল ও উত্তম যুক্তি' ।[২৪২] ড.শাওকী দয়ফ বলেন- 'মূল ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন ঘটনার দৃষ্টান্ত বর্ণনায় যে সব বাক্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাকে মাসাল বলে' ।[২৪৩]

আল-কুরআনে মাসাল শব্দটি ১৭৯ স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে[২৪৪] আল-মাওয়ার্দী বলেন-'ইলমুল আমসাল ইলমুল কুরআনের অন্যতম বৃহৎ অংশ, অথচ মানুষ এ থেকে সম্পূর্ণ গাফিল । মানুষ এ থেকে ফায়দা হাসিল করছে না । উদ্দেশ্যবিহীন মাসাল লাগামহীন ঘোড়া এবং নাকে রশিবিহীন উটের ন্যায়'[২৪৫] । ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন[২৪৬]: 'উলুমূল কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ মুজতাহিদদের প্রতি ওয়াজিব । এরপর বিধি-নিষেধ পালনের জন্যে আমসাল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন কর্তব্য ।'

কুরআনী মাসাল প্রথমত দু'প্রকারঃ জাহির ও কামিল । এর মতের যাঁরা সমর্থন করেছেন তাদের মধ্যে বদরুদ্দীন যারাকশী, জালালউদ্দীন আস-সুয়ূতী, আহমদ আল-হাশিমী, নুরুল হক তানভীর, আনীস আল-মাকদিসী অন্যতম । তাঁদের মতে যেসব আয়াতে মাসাল শব্দটি স্পষ্ট থাকে, তাকেই স্পষ্ট মাসাল (الأمثال الظاهرة) বলে । আর যেসব আয়াতে মাসাল শব্দ অনুল্লেখ থাকা সত্ত্বেও আয়াতগুলো মাসাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাকে গূঢ়তত্ত্ব (الامثال الكامنة) সম্বলিত মাসাল বলে ।[২৪৭]

---

২৩৮ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ 'মানুষদের মধ্যে নবীদের প্রতি বালা-মুসীবত বেশী আসতো । এর পরে তাদের নিকটবর্তী মর্যাদাশীলদের প্রতি, এর পরে তার চাইতে কম মর্যাদাশীলদের প্রতি । লিসানুল 'আরাব, মীম পরিচ্ছেদ ।

২৩৯ সহীহ্ আল-বুখারী, মানাকিবুল আনসাব, পৃ.৪৫ ।

২৪০ মাসালের মূল অর্থ নযীর, মূলত মাসাল বলতে প্রবাদের চাইতে ব্যাপক কিছু বুঝায় । ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সম্পাদনা পরিষদ, ১৯৯৬ খৃ.), সংস্ক.২,খ.১৬, পৃ.৬২৪ ।

২৪১ আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, উর্দু অনুবাদ (লাহোর : ১৯৬১ খৃ.), পৃ. ৫০ ।

২৪২ জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাহ্, খ. ১, পৃ. ৪৯ ।

২৪৩ ড. শাওকী দায়ফ, আল-ফান্নু মাযাহিবুহু ফী আন-নাসরিল 'আরাবী (কায়রো : ১৯৪৫ খৃ.), পৃ. ২০ ।

২৪৪ মুহাম্মদ ফুয়াদ 'আবদুল বাকী, মু'জামুল মুফহারিস লি আল-ফাযিল কুরআন (মিসর : দারুল হাদীস, ১৪০৭হি./১৯৮৭খৃ.), পৃ. ৬৫৯-৬১ ; ড. আ.ব.ম.সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী, পৃ. ১৬৬ ।

২৪৫ আল-ইতকান, পৃ.১৬৭ ।

২৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭ ।

২৪৭ বদরুদ্দীন-যায়কাশী, আল-কুরআন ফি উলূমিল কুরআন (বৈরুত : সম্পাদনায় আবুল-ফযল ইবরাহীম, ১৩৯১হি./১৯৭২খৃ.), খ.১, পৃ.৪৮৬ ; আল-ইতকান, খ.২, পৃ. ১৩২; আহমদ আল-হাশিম, জাওয়াহিরুল আদব, খ.২, পৃ.২৬৪; নুরুল হক তানভীর, আল-আমসাল ফিল-কুরআনিল কারীম ওয়া আসরুহা, পৃ.১৫৬ ; আনিস আল-মাক্দিসী, আল-আমসাল ফিন্নাসরিল 'আরাবিইল কাদীম, পৃ.১৫৮; ড. আ. ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী, পৃ.১৬৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

আনীস আল-মাকদিসী কুরআনী মাসালকে দু'প্রকারে ভাগ করেছেন: প্রথম প্রকার হল- এতে উপমা স্পষ্ট থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন:[২৪৮]

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ

'তাদের মাসাল হলো, যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালালো, এর জ্যোতি যখন চারদিকে আলোকিত করল, তখন আল্লাহ তাদের জ্যোতি অপসারিত করলেন এবং তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন, তারা কিছুই দেখতে পায় না'। এগুলে আল্লাহ তা'আলা কিস্‌সা-কাহিনী বর্ণনার জন্যে উপস্থাপন করেছেন। এসব মাসাল সাধারণত দীর্ঘ হবে অথবা বর্ণনামূলক হবে।[২৪৯] ড. আবদুল মজীদ আবিদীন এ ধরনের মাসালকে কিয়াসী মাসাল বলে উল্লেখ করেছেন।[২৫০]

দ্বিতীয় প্রকার হলো: যাতে উপমা স্পষ্ট থাকবে না, অথবা কোন কাহিনী বুঝাবে না, বরং এটি এমন মাসাল যা মানুষের মাঝে পূর্ণ প্রজ্ঞাপূর্ণ মাসাল হিসেবে প্রচলিত। এ ধরনের মাসাল আল-কুরআনে অধিক বিদ্যমান।[২৫১] যেমন:[২৫২] الئن حصحص الحق 'এক্ষণে সত্য প্রকাশিত হলো।' ইবনু রশীক আল-কায়রোয়ানীর মতে মাসাল দু'প্রকার: হ্রস্ব ও দীর্ঘ। আল-কুরআনে এ দু'ধরনের মাসালই রয়েছে।[২৫৩] প্রথম প্রকারের উদাহরণ:[২৫৪]

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

'যাদেরকে তওরাত দেয়া হয়েছিল, অত:পর তারা তা অনুসরণ করেনি, তাদেরকে উদাহরণ ঐ গাধার মত, যে পুস্তক বহন করে। দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ:[২৫৫]

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا

'যারা কাফির, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি পান করে। এমনকি যখন সে এর কাছে যায়, তখন সে কিছুই পায় না।' তবে অধিকাংশ গবেষকদের মতে কুরআনী মাসাল দু'প্রকার:

---

[২৪৮] আল-কুরআন, ২ : ১৭।
[২৪৯] আল-মাকিদিসী, পৃ.১৫৮
[২৫০] জাবির, পৃ.২১৫।
[২৫১] প্রাগুক্ত, পৃ.২১৮।
[২৫২] আল-কুরআন, ১২ : ৫১।
[২৫৩] ইবনুর-রশীক, আল-উমদাহ্ , (মিসর : ১৯০৭ খৃ.), খ. ১, পৃ. ২৮১।
[২৫৪] আল-কুরআন, ৬২ : ৫
[২৫৫] আল-কুরআন, ২৪ : ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

ক. উপমা ও রূপক বিশিষ্ট

খ. উপমা ও রূপকবিহীন।[২৫৬] আবদুল মজীদ আবিদীন আরো এক প্রকার কুরআনী মাসালের বর্ণনা দিয়েছেন। সেটি সূরা লুকমানে উল্লেখিত লুকমান হাকিমের উপদেশমূলক বাক্য।[২৫৭] যেমন:[২৫৮]

إِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ - وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ - وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ - يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ - يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ - وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ - وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

'যখন লুকমান স্বীয় পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বললেন: হে বৎস! আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক বড় যুলুম।...হে বৎস! কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় তা যদি থাকে কোন প্রস্তর গর্ভে অথবা আকাশে অথবা ভূ-গর্ভে, তবে তাও আল্লাহ উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সবকিছুর খবর রাখেন। হে বৎস! নামায কায়িম করো, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করো এবং বিপদ-আপদে ধৈর্য ধরো। এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ। অহংকারবশে মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। পদচারণায় সংযত হও এবং কণ্ঠস্বর নীচু করো। নি:সন্দেহে গাধার স্বর সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।'

অধ্যাপক নূরুল হক তানভীর আরো এক প্রকার কুরআনী মাসালের উল্লেখ করেছেন। তাহলো- যা উপরে বর্ণিত মাসালসমূহ হতে উৎপত্তি। এগুলো আল-কুরআনের কিস্‌সা-কাহিনী ও আয়াতসমূহকে কেন্দ্র করে উদ্ভাবিত হয়েছে। যেমন: [২৫৯]

سفينة نوح : নূহ (আ.)-এর নৌকা।

---

[২৫৬] জাবির, পৃ. ২১৭।

[২৫৭] আবিদীন, পৃ. ১৩৭-৪৩; জাবির, পৃ. ২২১।

[২৫৮] আল-কুরআন, ৩১ : ১৩; ১৬:১৯।

[২৫৯] নূরুল হক তানভীর, পৃ. ১০৮; জাবির, পৃ. ২২৪

Dhaka University Institutional Repository

نار إبراهيم : ইবরাহীম (আ.)-এর অগ্নি।

عصى موسى : মূসা (আ.)-এর লাঠি।

ذئب يوسف : ইউসুফ (আ.)-এর নেকড়ে।

حوث يونس : ইউনুস (আ.)-এর মাছ।

خاتم سليمان : সুলায়মান (আ.)-এর আংটি।

ناقة صالح : সালিহ (আ.)-এর উষ্ট্রী।

ড. জাবির মাসালের প্রকারভেদগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন:[২৬০] ১. উদ্দেশ্যপূর্ণ মাসাল, যেগুলো প্রবক্তা ইচ্ছা করে বানিয়েছেন। ২. উদ্দেশ্যবিহীন মাসাল, ঐ সব মাসাল যেগুলোকে মানুষ মাসাল হিসেবে বাছাই করেছে। প্রবক্তা এগুলোকে মাসালের জন্য বলেননি। মান্না' কাত্তানের মতে, আল-কুরআনে ব্যবহৃত মাসালাগুলো তিন শ্রেণীতে বিভক্ত:[২৬১]

ক. الأمثال المصرحة বা স্পষ্ট মাসাল,

খ. الامثال الكامنة বা অস্পষ্ট মাসাল ও

গ. الامثال المرسلة বা সরল সহজবোধ্য মাসাল।

আরবদের প্রচলিত কিছু প্রবাদ সাহিত্যের বিপরীতে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এর দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে তুলনামূলক একটি সমীক্ষা:

১. আরবদের প্রচলিত মাসাল- خير الأمور اوسطها 'মধ্যম কাজ সর্বোত্তম'[২৬২] এর বিপরীতে কুরআনী মাসাল-[২৬৩] لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ 'যা বৃদ্ধও নয় বাছুরও নয়, বরং মধ্য বয়সী'। আল-কুরআনের বাণী-[২৬৪] وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا 'এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়'। আল-

---

[২৬০] জাবির, পৃ. ২৫-২৬।
[২৬১] মান্না' আল-কাত্তান, পৃ. ২৮৩।
[২৬২] প্রাগুক্ত।
[২৬৩] আল-কুরআন, ২ : ৬৮।
[২৬৪] আল-কুরআন, ২৫ : ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনের বাণী-[২৬৫] وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا 'তুমি একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না'। আল-কুরআনের বাণী-[২৬৬] وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا 'নামাযে স্বর উচ্চ করো না অতিশয় ক্ষীণও করো না। এতদুভয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করো'।

২. আরবদের প্রচলিত প্রবাদ[২৬৭]- من جهل شيئا عاداه 'যে কোন বিষয় সম্পর্কে জানে না, সে এর বিরোধিতা করে'।এর বিপরীতে আল-কুরআনের বাণী-[২৬৮] بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ 'পরন্তু ওরা যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ব করেনি, তা অস্বীকার করে'।

৩. আরবদের প্রচলিত প্রবাদ-[২৬৯] إحذر شرا فى أحسنت 'উপকৃতের অনিষ্টতা হতে দূরে থাকো'। আল-কুরআনে বাণী-[২৭০] مَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল নিজ কৃপায় তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছিলেন বলেই তারা বিরোধিতা করেছিল'।

৪. আরবদের প্রচলিত প্রবাদ-[২৭১] فى الحركات بركاتا 'হরকতে বরকত আছে'। এর বিপরীতে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বাণী-[২৭২] وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً 'কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করলে সে দুনিয়ার বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করবে।'

৫. আরবদের প্রচলিত প্রবাদ-[২৭৩] كما تدين تدان 'যেমন কর্ম তেমন ফল' যার বিপরীতে আল-কুরআনের বাণী-[২৭৪] مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ 'যে খারাপ কাজ করবে তাকে অনুরুপ প্রতিদান দেওয়া হবে।'

---

[২৬৫] আল-কুরআন, ১৭ : ২৯।

[২৬৬] আল-কুরআন, ১৭ : ১১০।

[২৬৭] আল-ইতকান, খ.১, পৃ. ৯৬৮।

[২৬৮] আল-কুরআন, ১০ : ৩৯।

[২৬৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬৮।

[২৭০] আল-কুরআন, ৯ : ৭৪।

[২৭১] প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৯।

[২৭২] আল-কুরআন, ৪ : ১০০।

[২৭৩] প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৯।

[২৭৪] আল-কুরআন, ৪ : ১২৩।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনের বাণী-[২৭৫] فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ 'যে অনু পরিমাণ সৎ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে আর কেউ অনু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে।'

৬. আরবদের প্রচলিত প্রবাদ-[২৭৬] لا يلدغ المؤمن فى حجر مرتين 'মুমিন কখনও এক গর্তে দু'বার পতিত হয় না।' আল-কুরআনের বাণী-[২৭৭] قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ 'ইয়াকুব (আ.) বললেন আমি কি তোমাদেরকে বনী ইয়ামিন সম্বন্ধে সেরূপ বিশ্বাস করব যেরূপ বিশ্বাস করে ছিলাম ইতিপূর্বে তার ভাই ইউসূফ সম্বন্ধে।'

৭. আরবদের প্রচলিত প্রবাদ-[২৭৮] للحيطان آذان 'দেয়ালেরও কান আছে।' আল-কুরআনের বাণী[২৭৯] وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ 'তোমাদের মধ্যে ওদের কথা শুনার লোক আছে।'

৮. আরবদের প্রচলিত প্রবাদ-[২৮০] الحلال لا يأتيك إلا قوتا والحرام لا يأتى جزافا 'হালাল শক্তি বর্ধন করে আর হারাম অন্ধ করে দেয়।' আল-কুরআনের বাণী-[২৮১]

إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ

'শনিবার উদযাপনের দিন মাছ তাদের পানিতে ভেসে তাদের নিকট আসতো, কিন্তু যেদিন তারা শনিবার উদযাপন করতো না সেদিন ওরা তাদের নিকট আসতো না'।

৯. আরবদের প্রচলিত প্রবাদ[২৮২]- الجاهل مرزوق والعالم محروم 'নিরক্ষর রিযিকপ্রাপ্ত এবং জ্ঞানী বঞ্চিত হয়' আল-কুরআনের উদাহরণ[২৮৩] مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا 'যারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় (আল্লাহ তা'আলা) তাকে প্রচুর ছাড় দেবেন'।

---

[২৭৫] আল-কুরআন, ৯৯ : ৭-৮।

[২৭৬] প্রাগুক্ত।

[২৭৭] আল-কুরআন, ১২ : ৬৪।

[২৭৮] প্রাগুক্ত।

[২৭৯] আল-কুরআন, ৯ : ৪৭।

[২৮০] প্রাগুক্ত।

[২৮১] আল-কুরআন, ৭ : ১৬৩।

[২৮২] আল-ইতকান, পৃ.১৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

১০. আরবদের প্রচলিত প্রবাদ-[২৮৪] لا تلد الحية إلا الحية 'সাপ সাপই জন্ম দেয়'। আর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের উদাহরণ[২৮৫]- ৭১:২৭

এছাড়াও মহা-গ্রন্থ আল-কুরআনের কয়েকটি মাসাল (مثال) নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১. [২৮৬] إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا 'আল্লাহপাক নি:সন্দেহে মশা বা তদুর্ধ দ্বারা উপমা উপস্থাপনে লজ্জাবোধ করেন না।'

২. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً [২৮৭] 'ধার এহেন কাফিরদের উদাহরণ এমন যেন কেউ এমন কোন জীবকে আহবান করছে যা হাঁক-ডাক আর চিৎকার ছাড়া কিছুই শুনে না।

৩. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ - 'আপনি তাদের কাছে সে জনপদেরর অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন, যখন সেখানে রাসূলগণ আগমন করছিলেন।'

৪. [২৮৮]'যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ'করে দানা থাকে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দ্বিগুন করে দেন। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ'।

৫. مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ-[২৮৯] 'উভয় পক্ষের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন অন্ধ-বধির এবং যে দেখতে পায় ও শুনতে পায় উভয়ের অবস্থা কি সমান? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখনা?

৬. إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ-[২৯০] 'নি:সন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসা (আ.)-এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদম (আ.)-এর মত। তাঁকে তিনি মাটি দিয়ে তৈরী করেছিলেন এরপর তাকে বলেছিলেন হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন।'

---

[২৮৪] আল-ইতকান, পৃ. ১৬৯।
[২৮৫] আল-কুরআন, ৭১ : ২৭
[২৮৬] আল-কুরআন, ২ : ২৬।
[২৮৭] আল-কুরআন, ২ : ১৭১।
[২৮৮] আল-কুরআন, ২ : ১৬১।
[২৮৯] আল-কুরআন, ১১ : ২৪।
[২৯০] আল-কুরআন, ৩ : ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

৭. قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ - [২৯১]'মন্দ ও ভাল এক নয়'

৮. هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ - [২৯২]'বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান'?

৯. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ [২৯৩] 'যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই'।

১০. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ [২৯৪]'তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দেব'।

মহা-গ্রন্থ আল-কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াতই মানব জাতির জন্য এক একটি আদেশ-নিষেধ, উপদেশ, উপমা বা দৃষ্টান্ত। যা আরবী ভাষাকে সমৃদ্ধ ও এক সার্বজনীন ধর্মীয় পবিত্র ভাষায় রূপান্তর করেছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান শাস্ত্রের উপর আল-কুরআনের প্রভাবঃ

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন জ্যোতির্বিজ্ঞান অধ্যয়নের করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। প্রাক ইসলামী যুগের মানুষের ভ্রান্ত ধারনার মূলোৎপাটন করে আল-কুরআন মুসলমানদের নামাযের সময়সূচী চন্দ সূর্যের গতিবিধির উপর নির্ভর করে দেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী:[২৯৫]

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ

'সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং রাত্রিকালে ও দিবসের প্রান্ত সমূহে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।' সূর্যোদয়ের পূর্বে বলতে ফযর নামাজ, দিবসের প্রান্তভাগে জোহর, সূর্যাস্তের পূর্বে আসর, রাত্রিকালে সূর্যাস্তের পর মাগরিব ও এশার নামায আদায় করা ফরজ। নামায রোজার সময় নির্ধারণের জন্য সূর্য ও চন্দ্রের গতিবিধি সম্পর্কে গবেষণা করতে মুসলমানণ উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। এ সম্পর্কে জুরজী যায়দানের বক্তব্য হল:[২৯৬]

واما منازل القمر فقل قسموها الى ثمانية وعشرين قسما

---

[২৯১] আল-কুরআন, ৫ : ১০০।
[২৯২] আল-কুরআন, ৩৯ : ৯।
[২৯৩] আল-কুরআন, ১৭ : ২৭।
[২৯৪] আল-কুরআন, ১৪ : ৭।
[২৯৫] আল-কুরআন, ২০ : ১৩০
[২৯৬] জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাহ, খ.১, পৃ.১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর বাণী:[২৯৭]

كَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ

‘আকাশ ও পৃথিবীতে কত নিদর্শন আছে আল্লাহর , যার ওপর দিয়ে তারা চলে যায়, কিন্তু তারা উহা হতে বিমুখ হয়ে আছে ।’

আল্লাহ তা'আলা আরও ঘোষণা করেন:[২৯৮]

لَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً - وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً

‘তোমরা কি লক্ষ্য করনি আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন, সপ্তস্তরে বিন্যস্ত নভোমন্ডলি এবং সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে আর সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে?’

আল-কুরআনের সূরা ইয়াসিনে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন:[২৯৯]

الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ - وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ - لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

‘সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, ইহা পরাক্রমশালী, সর্বাজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ, এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল, সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা, তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে’ । আমি তোমাদের ওপরে সপ্ত কঠিনকে নির্মাণ করেছি এবং উজ্জল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি ।[৩০০]

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً - وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَّاجاً

চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি, চন্দ্রের বিভিন্ন অবস্থান অনুযায়ী হয় এটাও মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ জেনে ফেলেন[৩০১] । আল-কুরআনের ভাষায়:[৩০২]

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

[২৯৭] আল-কুরআন, ১২ : ১০৫ ।
[২৯৮] আল-কুরআন, নুহ : ১৫-১৬ ।
[২৯৯] আল-কুরআন, ইয়াসিন : ৩৮-৪০ ।
[৩০০] আল-কুরআন, নাবা : ১২-১৩ ।
[৩০১] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ. ৬০০ ।
[৩০২] আল-কুরআন, ইয়াসিন : ৩৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

'চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন অবস্থান, অবশেষে উহা শুষ্ক, বক্র, পুরাতন খেজুর শাখার মত আকার ধারণ করে।' বর্তমান বিশ্বের আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান কুরআনী জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিকট বহুলাংশে ঋণি।[৩০৩]

আল-কুরআনের প্রভাবে সৃষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানের সকল শাস্ত্রই আরবী ভাষায় লিখিত। ফলে আরবী সাহিত্য ও ভাষার সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি যোগসূত্র সৃষ্টি হয়।

আল-কুরআনের প্রভাবে পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের শুরু:

পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে আল-কুরআনের চমৎকার সমাধান:[৩০৪]

إِنَّ السَّموٰتِ وَالْأَرْضِ كَانَتَا رَتْقاً - ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ

'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী মিলিত ছিল ওতোপ্রোতভাবে, অনন্তর আমি সেই দু'টিকে পৃথক করে দিয়েছি, অত:পর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ।' আল-কুরআনের এই তত্ত্বের প্রভাবেই বিজ্ঞানীগণ আবিস্কার করেন যে, সমগ্র বিশ্ব একটা একক বাস্পাকার ধূমকেতুর শরীর (Gaseous Nucleus) হতে সৃষ্ট।[৩০৫]

মহান আল্লাহ আরও ঘোষণা করেন:[৩০৬]

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ - أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ - وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ - تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ -
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ -

'তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক হস্তীর অধিপতিদের সঙ্গে কি করেছিল? তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি? তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী প্রেরণ করেছিলেন, যারা তাদের ওপর প্রস্তর কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিল, তারপর তিনি উহাদিগকে করেছিলেন ভক্ষিত তৃণ সদৃশ।'

---

৩০৩ The Quran speaks of the orbital movement of the sun in the 7th century, which was discovered when in 1927, Astronomer Jan Oost of the Netherlands accounted for the motions of stars as orbital motions in the gravitational field of the Galaxy (Encyclopaedia of Britiannica, 1974), p. 1013.

৩০৪ আল-কুরআন, হা-মিম আস-সিজদাহ্, : ১১।

৩০৫ অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ. ৬০০।

৩০৬ আল-কুরআন, ফীল

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ৫২৫খৃষ্টাব্দে আবিসিনিয়ার খৃষ্টান নরপতি ইয়েমেন জয় করেন, তাঁর গভর্ণর আবরাহা রাসুলুল্লাহ (স.)-এর জন্মের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে ৫৭০খৃষ্টাব্দে কা'বা শরীফ ধবংশের জন্য মক্কা অভিযানে গমন করেছিলেন। তাঁর বিশাল সেনাবাহিনীর সঙ্গে বহু হাতি ছিল। আল্লাহ তা'আলা সুকৌশলে আবাবিল পাখি পাঠিয়ে তাদের ঠোঁট ও দু'পায়ে করে বয়ে আনা ইউরেনিয়াম এর টুকরো ঐ বিশাল বাহিনীর হাতী ও সেনাদের মাথার ওপর নিক্ষেপ করায় ঐ সমস্ত হাতী সেনাবাহিনীর অঙ্গে ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং তারা অচিরেই মৃত্যুবরণ করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গবেষণা চালিয়ে পাখির আকারে বিমান তৈরী করে তা থেকে বোমা নিক্ষেপ করার প্রক্রিয়া আবিস্কার হয়েছে।[৩০৭]

মহান আল্লাহর বাণী: تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللهِ 'তোমরা আল্লাহর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর'

'অতএব বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তুতে আল্লাহর ক্ষমতা ও কৌশলের নিদর্শন বিদ্যমান'। আল-কুরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক অনারব মুসলমান ও অমুসলিমরাও আল-কুরআনের এই তত্ত্ব অনুধাবনের জন্য আরবী ভাষা শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় নতুনভাবে প্রভাব বিস্তার লাভ করে।

---

৩০৭ অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ. ৬০১-২।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ভাষা ও সাহিত্যে আল-হাদীসের প্রভাব

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কথা, কাজ, সমর্থন-অনুমোদনের বিবরণকে হাদীস বলা হয়।[৩০৮] ইসলামী শরী'আতের মূল উৎস হিসেবে আল-কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান।[৩০৯] কুরআন মাজীদের মূলনীতিসমূহের ব্যাখ্যা ও এগুলোর বাস্তবানের নির্দেশ সম্বলিত।[৩১০] আল-কুরআনের বাস্তব প্রতিফলন হলো রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নবূওয়াতী জীবন তথা হাদীস ও সুন্নাহ।[৩১১]

হাদীস সংরক্ষণের জন্য সাহাবীগণ বিশেষ যত্ন নিতেন, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন ও স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করে রাখতেন। তাঁদের স্মরণশক্তি ছিল অতি প্রখর, বরং এমন স্মরণ শক্তির তুলনা অন্য কোন জাতিতে সাধারণত পরিদৃষ্ট হয় না।[৩১২] আল-কুরআনের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের সূত্রপাত। সমসাময়িক আরববাসীদের অনেকে কুরআনের মূল অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন।[৩১৩] কিন্তু প্রত্যেক আরববাসী কুরআনের প্রত্যেকটি কথার মর্মার্থ সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারতেন না।[৩১৪]

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশায় কুরআন শরীফে ব্যবহৃত কোন বাকধারা বা অলংকারের সঠিক অর্থ বা বিশেষ উপমার যথাযথ মর্ম উদ্ধারে অসমর্থ হলে সাহাবীগণ সরাসরি তাঁর নিকট হতে জেনে নিতেন। তাঁদের জ্ঞাতার্থে তিনি কুরআন শরীফের বহু আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। কাজেই সাহবাগণ তাঁর এই সমস্ত ব্যাখ্যা কণ্ঠস্থ করে রাখতেন।[৩১৫] এভাবেই হাদীস শাস্ত্রের সৃষ্টি। এসম্পর্কে আহমাদ হাসান যাইয়াত বলেন:[৩১৬]

الحديث هو اقدم طريق يودى الى فهم القرآن

[৩০৮] শাহ আবদুল আজীজ মিশকাতুল-মাসাবীহ, ভূমিকা ; ভিন্ন মতে সাহাবা, তাবি'উন, তাবি তাবি'উন এর আসার ও ফতওয়া ও হাদীস নামে অভিহিত; ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী, নুখবাতুল ফিকর, পৃ.৯৩।

[৩০৯] শাহ আবদুল আজীজ মিশকাতুল-মাসাবীহ, ভূমিকা ; ভিন্ন মতে সাহাবা, তাবি'উন, তাবি তাবি'উন এর আসার ও ফতওয়া ও হাদীস নামে অভিহিত; ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী, নুখবাতুল ফিকর, পৃ.৯৩।

[৩১০] মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, পৃ.১৬৯-৭০।

[৩১১] আহমাদ আমীন, ফাজরুল ইসলাম, পৃ.২০৮; প্রাগুক্ত, পৃ.১৭০।

[৩১২] ইব্‌ন 'আবদিল বর, ইসতী'আব, খ.১, পৃ.৩৭৫।

[৩১৩] ইব্‌ন খালদুন, মুকাদ্দমা, পৃ.১৪৪।

[৩১৪] আহমাদ আমীন, ফাজরুল ইসলাম, পৃ.১৯৫।

[৩১৫] মুজাল্লাতুল মুজমাউল ইলমিল হিন্দি, ১৪০৩, পৃ.৮৪।

[৩১৬] আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ.৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

জরজী যায়দান বলেছেন:[৩১৭]

لما اشتغل المسلمون فى تفهم معانى القرآن كان فى جملة ما افتقروا اليه فى تفهما اقوال النبى وهو ما عبروا عنه بالحديث النوية – واقدم من سمعها الصحابة وحفظوها فكانوا اذا اشكل عليهم فهم اية واختلفوا فى تفسيرها ، فلما كانت كانت الفتوح تفرق الصحابة فى لم يسمعها سواه فاصبح طالب الحديث اذا كان من أهل دمشق مثلا لا يستوفيه الا اذا رحل فى طلبه الى مكة والمدينة والبصرة والكوفة والرى ومصر وغيرها

ড.শাওকী দয়ফ মন্তব্য করে বলেন যে:[৩১৮]

وأهمية الحديث ترجع الى ان القرآن الكريم يذكر اصول الدين الاسلامى واحكامه مجملة دون تفصيل وانه هو الذى يفصلها فالقرآن مثلا لم يذكر تفاصيل الصلاة والزكاة وهما من اركان الاسلام بل اكتفى بمثل قوله تعالى "واقيموا ا لصلاة واتوالزكاة" وفصل ا لحديث اوقات الصلاة وكيفيتها كما فصل القواعد والامس التى يجب اتباعها فى جمع الزكاة وتوزيعها ، وهذان امران من مئات الاوامر القى تناولتها افعال الرسول واقواله -

সাহাবীদের মধ্যে'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন আল-আস রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীস লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর সংগৃহীত হাদীস সংকলনটির নাম দেওয়া হয়েছিল সাঁদিকা (صادقة) এটিতে এক হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।[৩১৯] আলী (রা.)-এর তরবারির কোষের মধ্যে হাদীসের একটি পুস্তিকা তিনি রেখে দিয়েছিলেন। এটিতে কয়েকটি হাদীস লেখা ছিল।[৩২০]

হযরত আনাস (রা.)ও রাসূলের হাদীস লিখে রাখতেন। তিনি লেখার পর হযরতকে সেগুলো পড়ে শুনাতেন।[৩২১] আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, জাবির (রা.) প্রমুখ সাহাবী বিপুল সংখ্যক হাদীস লিখেছিলেন।[৩২২] মাত্র কয়েকজন সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ (স.) হাদীস লেখার অনুমতি দিয়েছিলেন। সাধারণভাবে প্রাথমিক যুগে কুরআনের চর্চার প্রতি গুরুত্ব কমে যাওয়ার ভয়ে হাদীস পুস্তাকারে

---

[৩১৭] জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাহ্‌, খ.১, পৃ.২২১।

[৩১৮] ড. শাওকী দায়ফ, তারীখুল আদাবুল আরাবী, আল-আসরুল ইসলামী, পৃ.৩৫।

[৩১৯] সুনানে দারিমী, কিতাবুল ইলম্‌, পৃ.৬৭; উসদুল গাবাহ, খ.৩, পৃ.২৩৩।

[৩২০] বুখারী শরীফ, কিতাবূল ইল্‌ম, পৃ.২১।

[৩২১] হকিম, মুসতাদরাক, খ.৩, পৃ.৫৭৩; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, পৃ.১৪৭।

[৩২২] মুহাম্মদ আবদুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃ.২৩৬-৬০; প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

লিপিবদ্ধ হয়নি ।[৩২৩] ওমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (৯৯-১০১হি.) সর্বপ্রথম হাদীসকে পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করার আদেশ দেন:[৩২৪]

كتب عمر بن عبد العزيز الى ابى بكر بن حزم "انظر ماكان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه ، فانى خفت دروس العلم وذهاب العلماء ، ولا تقبل الاحديث النبى صلى الله عليه وسلم ، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من الا يعلم ، فان العلم لا يهلك حتى يكون مرا -

وامر عمر بن عبد العزيز ايضا محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى بتدوين حيدث رسول الله ، فدون له فى ذلك كتابا

প্রথম হাদীসের গ্রন্থ হচ্ছে ইমাম মালেকের (মৃ.১৭৯ হি.) মুয়াত্তা (موطا)[৩২৫] তারপর ইমাম আবু আবদুল্লাহ বুখারীর (মৃ.২৫৬ হি.) الجامع المسند الصحيح যা [৩২৬] সহীহ বুখারী নামে পরিচিত । আবুল হুসাইন মুসলিমের (মৃ. ২৬১ হি.) আল-জামিউস সহীহ বা সহীহ মুসলিম নামে পরিচিত, ইমাম আবু ঈসা মোহাম্মদ তিরমিজীর (মৃ.২০৯ হি.) জামে'ই তিরমিজী নামে পরিচিত ।

আরবী গদ্য সাহিত্যে আল-কুরআনের পরই প্রভাব বিস্তার করেছে ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস হাদীস । হাদীস আরবী গদ্য সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । আরবী গদ্য সাহিত্যের উপর হাদীসের প্রভাব অপরিসীম:

হাদীসের প্রভাবে আরবী গদ্য সাহিত্যে সাবলিলতা ও স্বাচ্ছন্দ এসেছে :

আরবী গদ্য সাহিত্যে সাবলীলতা ও স্বাচ্ছন্দ এনেছে এই হাদীস সাহিত্য । আল-কুরআন আল্লাহর কালাম, মানুষের অনুসরণ ও অনুকরণের উর্ধ্বে, কাজেই মানুষের সহজভাবে বোধগোম্য আল-কুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে হাদীস শাস্ত্র অনুসণে আরবী গদ্য সাহিত্য রচিত হয় ।[৩২৭]

রাসূলুল্লাহর (স.)-এর প্রত্যেকটি হাদীসই এক একটি গদ্য সাহিত্যালংকার:

মহানবীর প্রত্যেকটি হাদীসই ছিল নবুয়াতে নিদর্শন । বিশুদ্ধ উচ্চারণ, জ্ঞানগর্ভ উপমা কারও অনুধাবনে অন্তরায় সৃষ্টি করেনি । রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন:[৩২৮]

---

[৩২৩] জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাহ্, পৃ.৩৬-৩৭; অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৬৪৭ ।

[৩২৪] আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন্নবী (স.), খ.১, পৃ.১৪; প্রাগুক্ত, পৃ.৬৪৭ ।

[৩২৫] ইমাম মালেক, মুয়াত্ত ।

[৩২৬] সহীহ আল-বুখারী ।

[৩২৭] আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, পৃ.১৪৭; অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৬৪৮ ।

[৩২৮] আল-মুযহির, খ. ১, পৃ.২০৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

أنا أفصح العرب بيد أني من قريش وأني نشأت في بني سعد بكر

'আমি আরবদের মধ্যে সব চাইতে শুদ্ধভাষী, কারণ আমি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছি এবং সা'আদ ইব্‌ন বকর গোত্রে শৈশব কাটিয়েছি।'

একদিন হযরত আবু বকর রাসূলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি সমগ্র আরবের অনেক বিশুদ্ধভাষীর কথা শুনেছি কিন্তু আপনার চাইতে অধিক বিশুদ্ধভাষী আর কাউকে দেখিনি। আপনাকে কে শিক্ষা দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেনঃ আমার প্রভূ আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তাই আমার শিক্ষা হয়েছে সর্বোত্তম।[৩২৯]আল-কুরআনে এ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে:[৩৩০]

أَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً

'আর আল্লাহ আপনার প্রতি ঐশীগ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহর করুণা অসীম'। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কথার বৈশিষ্ট্য হলো এতে শব্দ হবে কম, অর্থ হবে বেশী, চমৎকার শৈলী থাকবে এবং বানোয়াট থেকে মুক্ত হবে।[৩৩১]এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বাণী:[৩৩২]

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

'হে মুহাম্মদ (স.) আপনি বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনা, আর আমি লৌকিকতাকারীও নই।'

তিনি যথোপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করে কথা বলতেন। যেখানে বাক্য দীর্ঘ করার সেখানে দীর্ঘ করতেন, যেখানে সংক্ষিপ্ত করার সেখানে সংক্ষিপ্ত করতেন। অপরিচিত দুর্লভ শব্দের পরিহার করতেন। তাঁর প্রতিটি কথাই ছিল জ্ঞানগর্ভ। তিনি অল্প কথায় অধিক ভাব বুঝাতে পারতেন।[৩৩৩]

হাদীস শরীফে বর্ণিত কয়েকটি মাসাল (مثال):

১. الحرب خدعة : যুদ্ধ এক প্রকার ধোকা।[৩৩৪]

---

[৩২৯] মুস্তফা সাদিক আর-রাফাঈ (কায়রো:১৯৫৩), সংস্ক. ২, খ.২, পৃ.৩০৩১।

[৩৩০] আল-কুরআন, ৪ : ১১৩।

[৩৩১] আল-বায়ান ওয়াত-তাবেঈন, খ.২, পৃ.১৬; আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী, পৃ.১৮৭।

[৩৩২] আল-কুরআন, ৩৮: ৮৬।

[৩৩৩] আল-বায়ান ওয়াত-তাবেঈন, খ.২, পৃ.১৬ ; প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৭।

[৩৩৪] আবুল কাসিম সুলায়মান ইব্‌ন আহমদ তাবারানী, আল-মু'জামস সগীর (আল-মদীনাতুল মুনাওয়ারা : সম্পাদনায় 'আবদুর রহমান মুহাম্মদ 'উসমান, ১৯৬৮খৃ.), খ.১, পৃ.১৭; ইব্‌ন 'আদী, আল-কামিল ফী-যু'আফাইর রিজাল, (বৈরুত : ১৯৮৫ খৃ.), খ.৫, পৃ.১৮৮৯,; ইব্‌ন আবী শায়বা, আল-মুসান্নাফ

Dhaka University Institutional Repository

২. إن من الشعر حكمة : কবিতা এক ধরনের জ্ঞানগর্ভ কথা ।[৩৩৫]

৩. إن من البيان سحرا : নিশ্চয়ই কথার মধ্যে যাদু আছে ।[৩৩৬]

৪. زر غبا تزدد حبا : সাক্ষাৎ দেরীতে করবে, ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে ।[৩৩৭]

৫. الخير كثير وقليل فاعله : ভাল কাজের সংখ্যা বেশী কিন্তু এর কর্মী সংখ্যা কম ।[৩৩৮]

৬. ليس الخبر كالمعاينة : খবর এবং চাক্ষস এক কথা নয় ।[৩৩৯]

৭. الخير عادة والشر لجاجة : ভাল কাজে করা এক ধরনের অভ্যাস আর জেদ বা পীড়াপীড়ি করা মন্দ ।[৩৪০] ।

রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর পবিত্র বাণী সমূহকে সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য আরবী ভাষায় বহু হাদীস শাস্ত্রের প্রণয়ন:

রাসূলুল্লাহ্ (স.) ছিলেন জীবন্ত কুরআন, কাজেই তাঁর জীবনী, তার কথা, বাক্য ইত্যাদি মর্ম উপলব্দি করার জন্য মুসলমানগণ হাদীস সংগ্রহে মনোনিবেশ করে। যার ফলে হাদীস শাস্ত্রসহ উসুল-ই-হাদীস, আসমাউর রিজালসহ জ্ঞান বিজ্ঞানের বহু শাস্ত্রের উদ্ভব হয়। ফলে আরবী ভাষা আরও সমৃদ্ধি লাভ করে।

ফিল-আহাদীস ওয়াল ওয়াল আসার (বোম্বে: ১৯৭৯খৃ.), খ.১২, পৃ.৫৩০,সংস্ক.১৪, পৃ.৪২৪; ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, আল-মুসনাদ (কায়রো : ১৩১৩হি./১৮৯৫খৃ.), খ.২, পৃ.৩১২-১৪; হুসাইন ইব্ন মাস'উদ আল-বাগবী, শারহুস-সুন্নাহ (বৈরুত : সম্পাদনায় যুহায়র আশ-শাবীশ ও শুআয়ব আল-আরনাউত, ১৯৮৩ খৃ.), খ.১১, পৃ.৪০; আবু শায়খ আল-ইস্পাহানী, কিতাবুল আমসাল ফিল হাদীসগিন নববী (বোম্বে : সম্পাদনায় ড. আবদুল হামীদ হামিদ, ১৪০৮হি./১৯৮৭ খৃ.), পৃ.৩৩; আবু আবদুল্লাহ ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী মা'আ শারহি ফাতহিল বারী (কায়রো : ১৯৫৫খৃ. খ.৬,পৃ.৪৯৯ ; মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, সহীহ মুসলিম মা'আ শারহিহী লিন-নববী (কায়রো : ১৩৪৯হি./১৯৩০খৃ.) খ.১২, পৃ.৪৫; আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা, আত-তিরমিযী (আল-মদীনাতুল মুনাওয়ারা, ১৯৬৭খৃ.), খ.৫, পৃ.৩২০; আহ্মদ ইব্ন হুসাইন আল-বায়হাকী, আল-জা'মি লি শু'আবিল-ঈমান (বোম্বে : সম্পাদনায় ড. অবদুল আলা'হামিদ, ১৯৮৬খৃ.), খ.৯, পৃ.১৫০; ইব্ন মাজাহ, সুনানে ইব্ন মাজাহ (কায়রো : ১৯৫৩খৃ.), খ.২,পৃ.৪৯৬; সুলায়মান ইব্ন 'আশ-আস সিজিস্তানী, সুনানে আবু দাউদ মা'আ শরহিহী 'আউনূল মা'বুদ (আল-মদীনাতুল মুনাওয়ারা : ১৯৬৯খৃ.), খ.৭, পৃ.৯৮; আবু বাকর আহমদ ইব্ন আলী আল-খতীব আল-বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ (মিসর : ১৯৩১খৃ.), খ. ৪, পৃ.৩৪১, খ.১৪, পৃ.৭৫; আবু নু'আয়ম আল-ইস্পাহানী, যিকরু আখবারি ইস্পাহান (লাইডেন : ১৯৩১), খ.২,পৃ.৩১২; ড. আ.ব.ম. সাইফুল সিদ্দিকী, পৃ.১৮৮ ।

[৩৩৫] আবুশ শায়খ, পৃ.৪০; ইব্ন মাজাহ, খ.২,পৃ.১২৩৬; মুসনাদ আহমদ, খ.১, পৃ.৩১৩-৩২; সুনানে বায়হাকী, খ.১০, পৃ.২৪১; তাবরানী, আল-মু'জামুল কাবীর, (বাগদাদ : সম্পাদনায় হামদী আ'বদুল মজীদ আস-সালাফী, ১৯৬৮), খ.১১, পৃ.২৮৭; মুসান্নাফ ইব্ন আবী শায়বা, খ.৮, পৃ.৫০৩-৪ । প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৯ ।

[৩৩৬] তিরজিযী শরীফ, খ.৮, পৃ.১৩৫; আবু দাউদ শরীফ, খ.১৩, পৃ.৩৫৪; আবুশ-শায়খ, পৃ.৪১; মুসনাদ আহমদ,খ.১, পৃ.৩৯৭; ইব্ন আদী, খ.৬,পৃ.২০৬৩; আস-সাম'আনী, আল-আনসাব (হায়দারাবাদ : ১৯৬২খৃ.), খ.৩,পৃ.১০৮; প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৯ ।

[৩৩৭] শামসূদ্দীন মুহাম্মদ আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায (হায়দারাবাদ : ১৯৩৩ খৃ.), খ.২,পৃ.৭১৭; আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ আর-রাযী, আল-জরহ ওয়াত-তা'দীল (হায়দারাবাদ : ১৯৫২ খৃ.), খ.৭,পৃ.১১৬; আবুল ফালাহ ইবন 'ইমাদ আল-হাম্বালী, শাযরাতুয-যাহাব ফী আখারি মান যাহাব (বৈরুত : তা.বি.), খ.২,পৃ.২৭৫-৭৬; শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, খাযানাতুল ই'তিদাল (কায়রো : সম্পাদনায় 'আলী আল-বাজাবী, ১৯৬৩ খৃ.), খ.৩,পৃ.৩৭৭; আবুশ শায়খ, পৃ.৪৯; তারীখ বাগদাদ, খ.১২, পৃ.৪৪১; প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৯ ।

[৩৩৮] আবুশ শায়খ, পৃ.৫৭; তারীখ বাগদাদ, খ.১০, পৃ.১১১-১৭; আবু ইয়ালা, তাবাকাতুল হানাবিলা, (বৈরুত : তা.বি.), খ.১, পৃ.১৯০-৯২; আল-আনসাব,খ.২,পৃ.৪৯২-৯৩; তাযকিরাতুল হুফফায, খ.২, পৃ.৭৩৭-৪০; শাযারাত, খ.২,পৃ.২৭৫-৭৬; প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৯ ।

[৩৩৯] আবু শায়খ,পৃ.৩৬; তারীখ বাগদাদ, খ.৩,পৃ.২০০; ইব্ন আদী, আল-কামীল, পৃ.২০৩১; মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুর রউফ আল-মানাবী, ফয়যুল কাদীর বি শারহিল জামি'ইস সগীর (কায়রো : ১৯৩৮ খৃ.), খ.৫, পৃ.৩৫৭; প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৯ ।

[৩৪০] আহমদ ইসকান্দারী, পৃ.৮৯; আস-সিবাঈ, খ.২, পৃ. ১৬৫-৬৬(আরবী অংশ, আ.ত.ম. পৃ.১৪৮-৪৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসের প্রভাবে আরবী বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে মৌলিকতা সৃষ্টি হয়: রাসূলুল্লাহ (স.) শুধু চিন্তার ক্ষেত্রে নয়, শব্দ ও বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে এক অলৌকিক মৌলিকতা প্রদর্শন করেছেন। যেমন: যুদ্ধ খুব ভয়ানক আকার ধারণ করলে তিনি বলতেন الان حمى الوطيس (চুলো এখন গরম হয়েছে), যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার প্রয়োজনে তিনি বলতেন- يا خيل الله اركبى (হে আল্লাহর অশ্বে, আরোহন কর), তদ্রূপ مات حتف انفه (তার জীবনাবসান হয়েছে) বাক্যটি তিনি প্রথম বলেছিলেন।[৩৪১] আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি সাধনে রাসূলুল্লাহ (স.)এর অবদান নি:সন্দেহে অতি ব্যাপক এবং সুদূর প্রসারী।[৩৪২]

মহানবী (স.) ও তাঁর সাহাবীদের সমসাময়িক বাগ্মিতা আরবী সাহিত্যকে করেছে আরও সমৃদ্ধ:

প্রাক ইসলামী যুগে বাগ্মিতাকে কোন গোত্রের বা বিশেষ এলাকার প্রশংসা ও গৌরবগাঁথা বর্ণনার উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হতো। রাসূলুল্লাহ (স.) এ বাগ্মিতাকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দান করেছেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে কবিতার তুলনায় এ বাগ্মিতাকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। মহানবী (স.)এর বিদায় হজ্জের খুতবা বিশ্বের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ বক্তব্য হিসাবে প্রনিধানযোগ্য:[৩৪৩]

اى شهرا هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيمسيه بغير اسمه – قال اليس ذا لحجة قلنا بلى- قال اى بلد هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس البلدة؟ قلنا بلى قال اى يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس يوم ا لنحر ؟ قلنا بالى – قال فان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا وستلقون ربكم فيساء لكم عن اعمالكم الافلا ترجعوا بعدى ضلا لا يضرب بعضكم رقاب بعض-

'(হাম্‌দ ও না'তের পর) তিনি বললেন , এ কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন, তিনি একটু চুপ করে রইলেন। আমরা ভাবলাম তিনি হয়ত এ মাসের একটি নতুন নাম বলবেন, অত:পর তিনি বললেন, এটা কি যুলহিজ্জা মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন, এটি কোন শহর? উত্তরে আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি কিছুক্ষণ নীরব রইলেন, আমরা মনে করলাম তিনি এ শহরের একটি নতুন নাম বলবেন, তিনি বললেন, এটি কি পবিত্র শহর নয়? আমরা বললাম হ্যাঁ। আবার বললেন, আজ কোন দিবস? আমরা উত্তর দিলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি খানিক্ষণ

[৩৪১] আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, পৃ.১৪৮।
[৩৪২] তাজরীদুল বুখারী, হুজ্জাতুল বিদা, (লাহোর : তা.বি.), পৃ.৭৮৪-৮৫; প্রাগুক্ত ।
[৩৪৩] শরীফ মুবতাদা, নুজহাতুল বালাগাহ, (হি. ৪৩৬); প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৯। (আরবী অংশ ঐ)

Dhaka University Institutional Repository

চুপ থাকলেন। আমরা ভাবলাম, এ দিবসের তিনি আর একটি নাম বলবেন। এটি কি নহরের দিবস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি তখন বললেন, তোমাদের এই দিনটি যেমন পবিত্র, এই মাসটি যেমন পবিত্র, এই শহরটি যেমন পবিত্র ঠিক তেমনি তোমাদের একজনের রক্ত, ধন-সম্পদ ও মান-সম্ভ্রম আর একজনের নিকট পবিত্র। মনে রেখো, তোমাদের সকলকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। সাবধান! তোমরা আমার অবর্তমানে পথভ্রষ্টতার দিকে ফিরে যেয়ো না এবং একে অন্যের রক্তপাত করো না।'

রাসূলুল্লাহর(স.)এর সাহাবাগণের মধ্যে প্রথম চার খলিফা বাগ্মি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন।[৩৪৪] হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর (হি. ১১) পরই জনতার উদ্দেশ্যে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা ইতিহাসে দৃষ্টান্ত হিসেবে অতুলনীয়। যেমন:[৩৪৫]

أما بعد ايها الناس فانى قد وليت عليكم ولست بخيركم فان احسنت فاعينونى وان اساءت فقومونى الصدق امانة والكذب خيانة – والضعيف فيكم قوى عندى حتى ارجع عليه حقه ان شاء الله – والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آ خذ الحق منه ان شاء الله – لايدع قوم الجهاد فى سبيل الله الاخذا لهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة فى قوم قط الاعمهم الله بالبلاء اطيعونى ما اطعت الله ورسوله – فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم -

"(হাম্‌দ ও না'তের পর) হে মানুষ! আমি তোমাদের শাসনকর্তা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি, যদিও আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। আমি ভাল কাজ করলে আমার সাহায্য করবে, আর মন্দ কাজ করলে আমার সংশোধন করবে। সত্যবাদিতা আমানত এবং মিথ্যাচার খেয়ানত। তোমাদের মাঝে যে দুর্বল সে আমার নিকট সবল, যতক্ষণ না আল্লাহর ইচ্ছায় আমি তার হক তাকে প্রত্যার্পণ করি এবং তোমাদের মধ্যে যে সবল সে আমার নিকট দুর্বল যতক্ষণ না আল্লাহর ইচ্ছায় অন্যের হক তার থেকে আদায় করে নেই। যে জাতি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ছেড়ে দেয় আল্লাহ সে জাতিকে অপমানিত করেন। যখনই কোন জাতির মধ্যে পাপাচারের ছড়াছড়ি হয় তখনই সে জাতির প্রতি আল্লাহ অনবরত বিপদাপদের ঝড় প্রবাহিত করেন। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাধ্য থাকলে তোমরাও আমার বাধ্য থাকবে। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে তোমরা আমার বাধ্য থাকবে না।"

জাহিলী যুগের বক্তৃতার সঙ্গে তুলনা করলে এর সহজ সরল, সাবলিল বর্ণনাভঙ্গি, চিন্তাধারার স্বচ্ছতা, সর্বোপরি এর আবেদন হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে। এর শ্রেষ্ঠত্ব সহজে অনধাবন করা যায়।[৩৪৬] বিশেষ করে

---

৩৪৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃ. ৩৪০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০। (আরবী অংশ, ঐ)

৩৪৫ আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন, পৃ.১৫০।

৩৪৬ আল-ওসীত, পৃ.১৩০; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, পৃ.১৭৩-৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী যুগ ও উমাইয়্যাহ যুগের সাহিত্যিক ধারায় ছন্দোবদ্ধ রচনা, বাকশৈলী, পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের মৌলিক আদর্শেরই বাস্তব প্রতিফলন।

মহানবী (স.)-এর বিভিন্ন চিঠি-পত্র আরবী গদ্য সাহিত্যে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেঃ

চিঠি-পত্র বাংলা শব্দ, এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে- Epistle।[৩৪৭]এপোসল লিখিত নিউ টেস্টামেন্টের অন্তর্ভূক্ত পত্রাবলী,[৩৪৮] সরকারী পত্র,[৩৪৯] খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক কর্তৃক লিখিত পত্রাবলী,[৩৫০] সাহিত্যিক পত্র গদ্য বা পদ্য[৩৫১] পত্র, যার সহিত্যিক মূল্য,[৩৫২] ইত্যাদি। প্রত্যেক ধর্মের ধর্ম প্রচারক কর্তৃক লিখিত পত্রাবলীকেই বলা হয়ে থাকে।

খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক তিন হাজার বছর পূর্বে হযরত সুলায়মান (আ.) রানী বিলকিস[৩৫৩]এর কাছে পত্র পাঠিয়েছেন, পবিত্র কুরআনে তার উল্লেখ রয়েছে। পত্র লেখার প্রচলন সর্ব প্রথম নবী রাসূলগণ শুরু করেন বলে জানা যায়। হযরত ইউসুফ (আ.) তৎকালীন মিসরের বাদশার কাছে, হযরত হারুন ও য়্যুসা ইব্‌ন নূন হযরত মুসা (আ.)-এর কাছে এবং হযরত ইয়াহিয়া ইব্‌ন যাকারিয়া হযরত ঈসা (আ.) এর কাছে পত্র লিখেছেন।[৩৫৪]পৃথিবীর প্রাচীন জাতিগুলোর মধ্যে পত্র যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল বলে জানা যায়। বিশেষতঃ গ্রীক, পারসিক, চীনা, মিসরীয় ও আর্য জাতিসমূহের মাঝে পত্র যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল। গ্রীক সভ্যতায় এরিস্টোটল (খ্রী. পূ. ৩৮৪-৩২২) ও তাঁর ছাত্র আলেকজান্ডার (খ্রী.পু.৩৫৬-৩২৩)-এর মাঝে পত্র বিনিময় হতো। উমাইয়্যাহ খলিফা হিশাম ইব্‌ন আব্দুল মালিক (রাজত্বকাল-১০৪-১২৪) এর প্রসিদ্ধ কাতিব 'সালিম'

---

[৩৪৭] Oxford Advanced Learner`s Dictionary of Current English, Oxford university press 1994, p.404, ; The New Lexicon Webster`s Dictionary of the English Language, U.D.A. 1987, p.318; Magdi Wahba, A Dictionary of Literary Terms (English-French-Arabic), Lebanon, 1983, p.144; Bangla Academy English Bangali Dictionary, Dhaka: 1993E. p.293.;Samsad English-Bangali Dictionary, Calcutta, 1980E., p.359.

[৩৪৮] Oxford Advanced Learner`s Dictionary of Current English, Oxford university press, 1994, p.404, ; The New Lexicon Webster`s Dictionary of the English Language, U.D.A. 1987, p.318; Bangali Dictionary, p.239.

[৩৪৯] আল-মাওরিদ, পৃ.২২৫।

[৩৫০] The New Lexicon Webster`s Dictionary of the English Language, U.D.A. 1987, p.318.;Samsad English-Bangali Dictionary, Calcutta, 1980E., p.359.

[৩৫১] The New Lexicon Webster`s Dictionary of the English Language, U.D.A. 1987, p.318. .;Samsad English-Bangali Dictionary, Calcutta, 1980E., p.359.

[৩৫২] A Dictionary of Literary Terms (English-French-Arabic), Lebanon, 1983, p.144.

[৩৫৩] ড. জাওয়াদ 'আলী, আল-মুফাস্সাল ফী তারীখিল-'আরাব ক্বাবলাল ইসলাম, (বৈরুতঃ ১৯৭৪),খ.৮, সংস্ক.৪, পৃ.২০৮।

[৩৫৪] আবুল-'আব্বাস আল-ক্বালক্বাশান্দী, সুবহুল-আ'শা ফী স্বানা'আতিল-ইনশা (মিসরঃ ১৯৯৯খৃ.), খ.১, পৃ.৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

এরিষ্টোটল-এর অনেকগুলি পত্র আরবীতে অনুবাদ করেন। আল-জাহশিয়ারী ও তাঁর গ্রন্থে এ সময়ের কিছু পত্রের উল্লেখ করেছেন।[৩৫৫]

আরবী ভাষার সবচেয়ে প্রাচীন যে পত্রটির সন্ধান পাওয়া যায়, তা হলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আবির্ভাবের প্রায় এক হাজার বছর পূর্বের। তৎকালীন ইয়ামেনের হিময়ারীয় সম্রাট প্রথম 'তুব্বা'[৩৫৬] কর্তৃক সর্বশেষ নবী হযরত রাসূলুল্লাহ-এর কাছে লিখিত পত্র। তিনি একদা ঘটনাক্রমে মদীনায় উপস্থিত হলে বানূ কুরাইযার দু'জন ইয়াহুদী 'আলিম তাঁকে ইসলামের সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাব এবং তাঁর এই মদীনায় হিজরত ও এখানে তিনি ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করবেন- এই পূর্বাভাস দান করেন। এ কথা শুনে তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি ও তাঁর ধর্ম ইসলামের প্রতি ঈমান আনেন এবং রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেই এক খানি পত্র লিখে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য সেখানে অবস্থানরত শ্রেষ্ঠ 'আলিমের কাছে আমানত হিসেবে সোপর্দ করেন। পত্রটি নিম্নরূপ:[৩৫৭]

أمابعد يا محمد فإنى أمنت بالله وبركاته ورب كل شيئ وبكتابه الذى ينزله عليه وإنا على دينك وسنتك - أمنت بربك وبرب كل شيئ – وبكل ما جاء من ربك من شرائع الاسلام الايمان ، وإنى قلت ذلك ، فان ادركتك فيها ونعمت ، وإن لم ادرك فاشتفع فى يوم القيامة ولا تنسى ، فانى من امتك الأولين ، وتابعتك قبل مجيئك وقبل ان يرسلك الله ، وأنا على ملتك وملة أبيك إبراهيم -

---

[৩৫৫] মুহাম্মদ সুলায়মান, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পত্র ও চুক্তি : বিশ্লেষণ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৯৯খৃ.), পিএইচ.ডি.ডিগ্রীলাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, (অপ্রকাশিত) পৃ.১৩।

[৩৫৬] /১৫. 'তুব্বা' কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নয়। বরং এটি তৎকালীন ইয়ামেনের হিমইয়ারীয় সম্রাটদের উপাধি। পবিত্র কুরআনে দুই স্থানে এ জাতি সম্পর্কে উল্লেখ আছে (৪৪:৩৭, ৫:১৪)। এ জাতি ইয়ামেনের পশ্চিম অংশকে রাজধানী করে দীর্ঘদিন যাবৎ 'আরব, শাম, ইরাক, ও আফিকার কিছু অংশ শাসন করেন। 'সাবা'র রানী বিলকীস-এর পরে ইয়াসির ইব্ন 'আমর ইয়েমেনের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তার পরে তুব্বা'জাতি ইয়েমেনের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আবির্ভাবের আনুমানিক সাত শত থেকে এক হাজার বৎসর পূর্বের উল্লেখিত এই তুব্বা-এ নাম 'তাবান আস'আদের আবু কারিব ইব্ন মালকি তুব্বা'ইব্ন যাইদ 'আমর'। তাঁর রাজত্বকাল ছিল হিমইয়ারীয় সম্রাটদের মধ্যে সর্বাধিক। তিনি বহু দেশ জয় করেন। দেশ জয় করতে করতে সমরকন্দ পর্যন্ত পৌছান। তিনি তুর্কী জাতিকে পরাজিত করার পর সব সম্রাট তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন। ফলে তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য সবাই তাঁর নিকট উপঢৌকন পাঠাতে থাকেন। এমনকি ভারতের তৎকালীন সম্রাট রেশম ও উন্নতমানের সুগন্ধিসহ বহু মুল্যবান দ্রব্যাদি তাঁর নিকট উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করেন। উন্নতমানের এ সব দ্রব্যাদির অধিকাংশ ছিল চীন দেশীয়। এ সংবাদ জানতে পেরে তিনি চীন দখলের মনস্থ করেন। ; ইবনুল-আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, (বৈরুত : ১৯৮৩খৃ.), খ.১,পৃ.১৫৭। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক্ব বর্ণনা করেন, একদা দেশ জয়ের প্রেক্ষিতে উক্ত তুব্বা' মদীনাতে পৌছান। মদীনাকে পদানত করার জন্য যুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকেন। মদীনাবাসীরা দিনে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং রাত্রে তাঁর আতিথেয়তা করতেন। এ খবর জানতে পেরে তিনি লজ্জিত হন। এ সময় দু'জন ইয়াহুদী 'আলিম তাঁকে জানালেন যে, 'মদীনাকে আপনি কোন মতেই পদানত করতে পারবেন না। কেননা ইসলামের সর্বশেষ নবী হযরত (স.) এর আবির্ভাবের পরে তিনি এখানেই ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডয়ন করবেন'। একথা শুনে তিনি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি ঈমান আনলেন এবং তখনকার প্রচলিত সত্য ধর্ম ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করেন। পূর্বে তিনি ও তাঁর সহচরবৃন্দ মুর্তিপুজক ছিলেন। মদীনা ত্যাগের পূর্বে তিনি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট একখানি পত্র লিখে সেখানকার শ্রেষ্ঠ 'আলিমের কাছে আমানত হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স.)–এর নিকট পৌছানোর দায়িত্ব দিয়ে আসেন। অত:পর তিনি মক্কা গমন করেন এবং তিনিই সর্ব প্রথম কা'বা শরীফে গিলাফ পরানোর ব্যবস্থা করেন। হযরত সাহল ইব্ন সা'দ ও ইব্ন'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেনঃ

'তোমরা তুব্বা'কে গালী দিওনা, কেননা সে ইসলাম গ্রহণ করেছে।'; ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (কায়রোঃ ১৩৫১হি.) , খ.২, পৃ.১৬৪; ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, খ.১, পৃ.১৫৭ ; মুফতি মুহাম্মদ শফী, মা'আরিফুল কুরআন (ঢাকা : ১৯৮৫খৃ.), খ.৭, পৃ.৮৫১; আল্লামা যামাখশরী, আল-কাশশাফ (বৈরুত : তাবি.), খ.৪, পৃ.১০।

[৩৫৭] /১৬. সুবহুল আ'শা, খ.৬, পৃ.৪৬৯: আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আলী, আল-মিস্বাহুল-মুদ্বী ফী কুত্তাবিন নাবীয়্যি (স.), বৈরুত : ১৯৮৫ খৃ. খ.২, পৃ.২২৮।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ্যাৎ 'অত:পর হে মুহাম্মদ, আমি আপনার উপরে, আপনার প্রভু ও সকল জিনিসের প্রভূ আল্লাহর উপরে ঈমান আনলাম। আপনার প্রভুর ঐ গ্রন্থের প্রতিও ঈমান আনলাম, যা তিনি আপনার উপর অবতীর্ণ করবেন। আমি আপনার ধর্ম ও আপনার সুন্নাতকে মেনে নিলাম। আমি আপনার প্রভু ও সকল বস্তুর প্রভু আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম। ঈমান ও ইসলামী শরী'আত সংক্রান্ত যা কিছু আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে আসবে, তার প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং স্বীকার করলাম। যদি আমি আপনার সাক্ষাৎ পাই, তাহলে আমার সৌভাগ্য, অন্যথায় আপনি কিয়ামতের দিন আমাকে ভুলে যাবেন না। আল্লাহর কাছে আমার জন্য শাফা'আত করবেন। কেননা আমি আপনার প্রথম যুগের উম্মাতের অন্যতম সদস্য। আপনার আবির্ভাবের এবং আল্লাহ আপনাকে রিসালাত দান করার পুর্বেই আমি আপনার আনুগত্য স্বীকার করছি। আমি আপনার ও আপনার পূর্বসুরী হযরত ইরবাহীম (আ.)এর আদর্শ গ্রহণ করেছি।

অত:পর পত্রটিতে সীল-মোহর করেন এবং তাতে

"لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ بفرح المؤمنون بنصر الله"

অংকিত করে দেন। প্রত্রের উপরে ঠিকানা লেখেন এভাবেঃ

"إلى محمد بن عبد الله خاتم المرسلين ورسول رب العلمين صلى الله عليه عن تبع الأول حمير، أمانة الله فى يده من وقع إليه أن يدفعه إلى صحبه"

অর্থ্যাৎ 'সমস্ত বিশ্বের প্রভু (আল্লাহর)-র রাসূল, সর্বশেষ রাসূল 'আবদুল্লা'হর পুত্র মুহাম্মদের প্রতি, হিময়ারীয় সম্রাট প্রথম তুব্ব' এর পক্ষ থেকে, পত্রের মালিকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যার হাতে পড়বে তার কাছে আল্লাহ'র আমানাত স্বরূপ'

অত:পর পত্রখানি মদীনায় অবস্থানরত শেষ্ঠ 'আলিমের হাতে অর্পণ করেন। বংশ পরম্পরায় পত্রখানি তাদের হাতে বিদ্যমান থাকে এবং রাসূলুল্লাহ (স.)-এর মদীনায় হিজরত করার সময় ঐ 'আলিমের তখনকার বংশধরের একজন পত্রখানি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে পৌঁছে দেন।

তৎকালীন মরু আরবের লোকেরা যাযাবর জীবন যাপন করতো। তাদের মাঝে লেখার প্রচলন তেমন ছিলনা। উপকরণের ও যথেষ্ট অভাব ছিল। ফলে সাধারণতঃ তারা মৌখিকভাবে পত্র যোগাযোগ করতো[৩৫৮] তারা তাদের সাহিত্যিক উপাদানগুলোকে মুখস্থ করে রাখতো।[৩৫৯] এবং বংশ পরম্পরায় তা

[৩৫৮] আহমাদ যাকী স্বাফাওয়াত, জামহারাতু রাসাইলিল 'আরাব, বৈরুতঃ ১৯৩৭খৃ. খ.১, ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

মুখে মুখে প্রলিত থাকতো। যৎসামান্য যা লেখা হতো, তা সাধারণতঃ চামড়া, গাছের ছাল, কাঠ ও হাঁড়ের উপর লেখা হতো। এগুলো সংরক্ষণ করার তেমন ব্যবস্থা ছিলনা।[৩৬০] লেখার উপকরণ না থাকায় এবং মূল্য অধিক হওয়ায় লিখিত বস্তুর লেখা মুছে অথবা ধুয়ে তাতে পুনঃ লেখার প্রচলনও ছিল।[৩৬১] হযরত (স.) বানু হারিছা ইব্‌ন কুরাইজা এর নিকট একখানা পত্র লিখেছিলেন্ তারা উক্ত পত্রকে ধুয়ে তা (চামড়া) দিয়ে তাদের বালতিতে তালি লাগিয়ে ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৬২]

আমরা মহানবী (স.)-এর প্রেরিত চিঠি-পত্র ও লিখিত সনদ গুলোকে নিম্নলিখিত প্রকারে দেখতে পাইঃ

আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অমুসলিম শাসনকর্তা ও গোত্র-প্রধানদের কাছে মহানবী (স.)-এর প্রেরিত পত্রাবলী।

আরব উপদ্বীপের বাইরে অমুসলিম শাসনকর্তা ও গোত্রপ্রধানদের কাছে মহানবী (স.)-এর প্রেরিত পত্রাবলী।

রোম সম্রাট হিরা ক্লিয়াসের কাছে মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক প্রেরিত পত্র:[৩৬৩]

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبد الله ورسوله الى هر قل عظيم الروم –

سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد : فإنى أدعابة الاسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرى مرتين – فإن توليت فعليك إثم الاريسيين ، وياأهل الكتاب تعالو إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون -

---

[৩৫৯] প্রাগুক্ত, সাহিত্যিক উপাদান যেমন, পত্র, কাহিনী, অস্বীয়ত, খুতবা, প্রবাদবাক্য ইত্যাদি।

[৩৬০] ড. শাওক্বী দ্বাইফ, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, কায়রোঃ ১৯৬৩খৃ. খ.১, পৃ.১৫৮।

[৩৬১] যাকী মুবারক, আন-নাছরুল-ফাননী ফী ক্বারনির-রাবি' 'আশার, মিসরঃ ১৯৩৪ খৃ. খ.১, পৃ.৫০।

[৩৬২] প্রাগুক্ত; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, পৃ.১৭৪।

[৩৬৩] জামহারাতুল রাসাইলিল আরব, খ. ১, পৃ. ৩৮-৩৯; সহীহ বুখারী শরীফ, খ. ১, পৃ. ৪; ইবনুল আসীর, আল-কামিল, খ. ২, পৃ. ৮১; সহীহ মুসলিম শরীফ।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব ইতিহাসে লিখিত প্রথম সংবিধান হিসেবে স্বীকৃত মদীনা সনদ:[৩৬৪]

بسم الله الرحمن الرحيم

١) هذا كتاب من محمد النبى (صـ) بين المؤمنين والمرسلين ، من قريش و(أهل) يثرب ومن يتبعهم ولحق بهم وجاهدمعهم

٢) أنهم امة واحدة من دون الناس -

٣) المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم ، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين -

٤) وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين -

٥) وبنوا الحارث (بين الخروج) على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين -

٦) وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون الأولى ، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين-

٧) وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين-

٨) وبنوالنجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين -

٩) وبنو عمر وبن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين -

١٠) وبنو النبت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين –

١١) وبنو الاوس ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين -

١٢) وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف فى فداء أو عقل -

١٣) وإن من المتقين (أيديهم) على (كل) من بغى منهم أو ا بتغى دسبعه -

[৩৬৪] সীরাতে ইবনে হিশাম, সীরাত, খ. ১-২, পৃ. ৫০১; আল-মিসবাহুল মুফতী, খ. ২, পৃ. ৫-১০; ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, মাজমু'আতুল ওয়াছাইক, পৃ. ৩৯; জামহারাতু রাসাইলিল 'আরব, খ. ১, পৃ. ৩১-৩৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

ظلم أو إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين ، وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم-

١٤) ولا يقتل مؤمن فى كافر، ولا ينظر كافرا على مؤمن -

١٥) وإن ذمة الله واحدة يجبر عليهم أدناهم ، وأن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس -

١٦) وانه من تبعنا من يه فان له النصر والأسود غير مظلومين ولا متنا صرين عليهم -

١٧) وأن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله عز وجل إلا على سواء عدل بينهم -

١٨) وأن كل غارية عزت معنا يعقب بعضها بعضا -

١٩) وأن المؤمنين يبئ بعضهم على بعض بما نال دماهم فى سبيل الله –

٢٠) وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومة-

وإنه لا يجير مشرك ملا لقريش ولا نفس ولا يحول دونه على مؤمن

٢١) وأن من مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود به إلا أن يرضى ولى المقتول (بالعقل) وأن المؤمنين عليه كافة – ولا يحل لهم إلا القيام عليه –

٢٢) وانه لا يحل المؤمن أقربها فى هذه الصحيفة وأمن بالله واليوم الأخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه – وأن من نصره –أواه – فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ، ولا يؤخذ منه صرف ، ولا عدل –

٢٣) وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيئ فإن مرده إلى محمد –

٢٤) وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين –

٢٥) وأن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين ، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ، مواليهم وأنفسهم ، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته -

٢٦) وأن اليهود بنى النجار مثل ما ليهود بنى عوفى -

٢٧) وأن ليهود بنى الحارث مثل ما ليهود بنى عوى -

٢٨) وأن ليهود بنى ساعدة مثل ما ليهود بنى عوف -

٢٩) وأن ليه بنى جشم مثل ما ليهود بنى عوف -

٣٠) وأن ليهود بنى الأوس مثل ما ليهود بنى عوف -

Dhaka University Institutional Repository

٣١) وأن ليهود بنى ثعلبة مثل ما ليهود بنى عوف ، إلا من ظلم وأثم فان لا يوقع إلا نفسه وأهل بيته -

٣٢) وأن جفنة بطن من بنى ثعلبة كأنفسهم

٣٣) وأن لبنى الشطيبة مثل ما ليهود بنى عوف ، وأن البر دون الإثم -

٣٤) وأن موالى ثعلبة كأنفسهم -

٣٥) وأن بطانة يهود كأنفسم -

٣٦) وأن لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد -

ب) وأنه لا ينحجز على ثأر جرح ، وأنه من قتل فبنفسه فتك وأهل بيته إلأ من ظلم ، وأن الله على أبر هذا -

٣٧) وأن على اليهود نفتهم وعلى المسلمين نفقتهم ، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ، وأن النصح والنصيحة والبر دون الإثم -

وأنه لم يأثم اموؤ بحليفة – وأن النصر للمظلوم -

٣٨) وأن اليهود ينفقون المؤمنين ماداموا محاربين -

٣٩) وأن يثرب حرام جوفها الأهل هذه الصحيفة-

٤٠) وأن الجار كالنفس غير مضار ولا أثم-

٤١) وأنه لا تجار حرمة إلا بإذنه أهلها –

٤٢) وأنه ماكان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فان مرده الى الله وإلى محمد رسول الله (صـ) وأن الله أتقى ما فى هذه الصحيفة وأبر –

٤٣) وأنه لا تجار قريش ولا من نضرها -

٤٤) وأن بينهم النصر على من دهم ليثرب –

٤٥) وإذا ادعوا إلى صلح يصالحونه ويلبونه فان يصالحونه يلبسونه وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فانه لهم على المؤمنين إلا من حارب فى الدين –

ب) على كل أناس حصصتم من جانبهم الذى قبلهم –

Dhaka University Institutional Repository

٤٦) وأن يهود الأوس ، مواليهم وأنفسهم ، وعلى مثل هذه الصحيفة مع البر المحض ، من أهل هذه الصحيفة ، وأن البر دون الإثم ، لا يكسب كاسب إلا على نفسه – وأن الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبره –

٤٧) لا يحول هذا الكتاب دون أو أثم ، وأنه من جرح أمن ومن قعد أمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم – وأن الله جار لمن بر وأتقى ومحمد (رسول الله صلى الله عليه وسلم) –

'পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে।

১ এ সনদ আল্লাহর নবী (রাসূল) মুহাম্মদ এর পক্ষ থেকে বিশ্বাসী, কুরাইশ মুসলমান ও মদীনাবাসী মুসলমান এবং যারা তাদের অনুসরণ করে তাদের এবং যারা তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে তাদের ও যারা তাদের সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করবে তাদের সাথে সম্পাদিত।

২ তারা সবাই মিলে সব মানুষ হতে আলাদা একটি উম্মা।

৩ পূর্বের নিয়ম অনুসারেই মুহাজির কুরাইশরা নিজেদের দিয়াত বা মৃত্যুপণ প্রদান করবে ও বন্দীর মুক্তিপণ দিবে।

৪ পূবের নিয়ম অনুসারেই বানূ 'আওফ-এর সদস্যরা নিজেদের দিয়াত বা মৃত্যুপণ প্রদান করবে ও বন্দীর মুক্তিপণ দিবে।

৫ পূর্বের নিয়ম অনুসারেই বানূল-হারিছ-এর সদস্যরা নিজেদের দিয়াত বা মৃত্যুপণ প্রদান করবে ও বন্দীর মুক্তিপণ দিবে।

৬ পূর্বের নিয়ম অনসারেই বানূ সা'ইদা-এর সদস্যরা নিজেদের দিয়াত বা মৃত্যুপণ প্রদান করবে ও বন্দীর মুক্তিপণ দিবে।

৭ পূর্বের নিয়ম অনসারেই বানূ জুশাম-এর সদস্যরা নিজেদের দিয়াত বা মৃত্যুপণ প্রদান করবে ও বন্দীর মুক্তিপণ দিবে।

৮ পূর্বের নিয়ম অনুসারেই বানুন-নাজ্জার-এর সদস্যরা নিজেদের দিয়াত বা মৃত্যুপণ প্রদান করবে ও বন্দীর মুক্তিপণ দিবে।

৯ পূর্বের নিয়ম অনুসারেই বানূ 'আমর ইব্ন 'আওফ-এর সদস্যরা নিজেদের দিয়াত বা মৃত্যুপণ প্রদান করবে ও বন্দীর মুক্তিপণ দিবে।

১০ পূর্বের নিয়ম অনুসারেই বানুন-নাবীত-এর সদস্যরা নিজেদের দিয়াত বা মৃত্যুপণ প্রদান করবে ও বন্দীর মুক্তিপণ দিবে।

১১ পূর্বের নিয়ম অনুসারেই বানুল-আওস-এর সদস্যরা নিজেদের দিয়াত বা মৃত্যুপণ প্রদান করবে ও বন্দীর মুক্তিপণ দিবে।

১২ বিশ্ববাসীরা তাদের মধ্যকার কোন ঋণী ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করবে না, বরং ন্যায়নিষ্ঠভাবে তাকে মৃত্যুপণ ও মুক্তিপণ পরিশোধের জন্য সাহায্য করবে।

১২ (ক) কোন মু'মিন অন্য মু'মিনের মাওলার সঙ্গে সেই মু'মিনের মত ছাড়া সহঅবস্থানের চুক্তি করতে পারবে না।

Dhaka University Institutional Repository

১৩ কোন মুসলমান যদি অপর মুসলমানের প্রতি অন্যায় করে বা অন্যায় করার চেষ্টা করে কিংবা তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, শত্রুভাবাপন্ন হয় বা ক্ষতিসাধন করে তবে আল্লাহভীরু মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে যাবে, সে দুষ্কৃতিকারী কারো সন্তান হলেও।

১৪ কোন মু'মিন কোন কাফির এর পক্ষে অপর কোন মু'মিনকে হত্যা করবে না। কোন মু'মিন অপর কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে কোন কাফিরকে সাহায্য করবে না।

১৫ আল্লাহর নিরাপত্তা সামগ্রিক। সম্প্রদায়ের একজন নগণ্য সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তাও যুক্তভাবে সবার জন্য পালীয়। অন্য মানুষের বিপক্ষে এক মুসলমান অন্য মুসলমানের মাওলা বা সহযোগী।

১৬ যেসব ইয়াহুদূ আমাদের অনুসারী হবে তারা আমাদের সাহায্য ও সহানুভূতি পাবে। এ সম্পর্কে ততদিন বিদ্যমান থাকবে যতদিন তারা মুসলমানের ক্ষতি করবে না বা তাদের বিরুদ্ধে অন্যদের সাহায্য করবে না।

১৭ মুসলমানদের যে কোন শান্তিচুক্তি এক এবং সামগ্রিক। জিহাদের সময় কোন মুসলমান পৃথকভাবে কোন চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে না। চুক্তিতে সবার জন্যে পালনীয় শর্ত সমান হবে।

১৮ যে সব দল আমাদের সাথে জিহাদে গমন করবে (তাদের মধ্যে যাদের) অশ্ব নেই তারাও পালাক্রমে (অশ্বে) আরোহণ করতে পারবে।

১৯ আল্লাহর পথে যুদ্ধে কেউ প্রাণ দান করলে প্রত্যেক মু'মিন তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দায়ী থাকবে।

২০ আল্লাহভীরু ম'মিনরা উত্তম ও সঠিক পথ প্রদর্শক।

২০(ক) কোন মুশরিক কুরাইশদের কোন সম্পদ বা কোন লোককে আশ্রয় দিতে পারবে না বা কুরাইশরা কোন মুসলমানকে সাহায্যদান করলে তাতেও বাধা দিতে পারবে না।

২১ কেঈ যদি কোন মুসলমানকে হত্যা করে এবং তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তাবে প্রতিশোধ গ্রহণার্থে তাকে হত্যা করা হবে। অথবা নিহত ব্যক্তির প্রতিনিধিরা রক্তমূল্য নিয়ে সন্তুষ্ট হবে। মু'মিনরা সব সময় হত্যার বিপক্ষে এবং কোন ক্রমেই তারা তার বিরোধিতা থেকে পিছপা হবে না।

২২ এ সনদের শর্তাবলীর প্রতি স্বীকৃতিদানকারী কোন মুমিন যে আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে সে কোন হত্যাকারীকে[৩৬৫] সাহায্য করবে না বা আশ্রয়ও দিবে না। যদি কেউ এরূপ কোন লোককে সাহায্য বা আশ্রয় দান করে তবে তার উপর আল্লহর অভিসম্পাত এবং কিয়ামতের দিন তার উপর আল্লাহর রোষ। এর প্রতিবিধান হিসেবে কিছু গ্রহণ করাও হবে না বা এর কোন প্রতিকারও নেই।

২৩ ঐদিন কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিরোধ বাধে তবে তা আল্লাহ ও মুহাম্মদ (স.)-এর উপর সিদ্ধান্তের জন্য ন্যস্ত করবে।

২৪ যুদ্ধের সময় ইয়াহুদীরা মুসলমানদের সাথে সমভাবে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করবে।

২৫ বানূ 'আউফ গোত্রের ইয়াহুদীরা মুসলমানদের সাথে এক সম্প্রদায়। ইয়াহুদীরা তাদের ধর্ম পালন করবে এবং মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে। এ বিধান তাদের ও তাদের মাওয়ালীদের বেলায় প্রযোজ্য হবে। তবে যে অন্যায় ও অপরাধ করবে তার ফল শুধুমাত্র সে ও তার পরিবারের উপর বর্তাবে।

---

[৩৬৫] মুহদিছ অর্থ নতুন অপছন্দনীয় কোন কিছুর প্রবর্তক, যা সবার কাছে নিন্দনীয়। এখানে হত্যার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইব্ন হিশাম, খ.১, পৃ.৬৯১।

Dhaka University Institutional Repository

২৬ বানূ 'আউফ গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্যে যা প্রযোজ্য বানূ নাজ্জার গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্যও তা প্রযোজ্য।

২৭ বানূ 'আউফ গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্য যা প্রযোজ্য বানূ-হারিছ গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্যও তা প্রযোজ্য।

২৮ বানূ 'আউফ গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্য যা প্রযোজ্য বানূ সা'ইদা গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্যও তা প্রযোজ্য।

২৯ বানূ 'আউফ গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্য যা প্রযোজ্য বানূ-জুশাম গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্য তা প্রযোজ্য।

৩০ বানূ 'আউফ গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্য যা প্রযোজ্য বানূ 'আউস গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্যও তা প্রযোজ্য।

৩১ বানূ 'আউফ গোত্রের জন্য যা প্রযোজ্য বানূ ছা'লাব গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্যও তা পযোজ্য। তবে যে অন্যায় ও অপরাধ করবে তার ফল শুধুমাত্র তার পরিবারের উপর বর্তাবে।

৩২ বানূ ছা'লাব গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্য যা প্রযোজ্য ঐ গোত্রের জাফনা শাখার জন্যও তা প্রযোজ্য।

৩৩ বানূ 'আউফ গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্য। যা প্রযোজ্য বানূ শুত্বনা[৩৬৬] গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্যও তা প্রযোজ্য। অপরাধের বিনিময়ে কল্যাণ।

৩৪ ছা'লাবা গোত্রের মাওয়ালীরা ছা'লাবা গোত্রের মতই বিবেচিত হবে।

৩৫ বিত্বানা গোত্রের ইয়াহুদীরা বিত্বানা গোত্রের মতই বিবেচিত হবে।

৩৬ মুহাম্মদ (স.)-এর বিনা অনুমতিতে কেহ উম্মা ত্যাগ করতে পারবে না।

৩৬ক) প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে কাউকে বিরত রাখা হবে না। হত্যার অপরাধ হত্যাকারী ও তার পরিবারের উপর বর্তাবে। তবে কেউ অত্যাচারিত হয়ে এ কাজ করতে বাধ্য হলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন।

৩৭ ইয়াহুদীরা তাদের খরচ ও মুসলমানরা তাদের খরচ বহন করবেন। এ সনদে স্বাক্ষরকারীদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করবে তাদের বিরুদ্ধে আল্লহ এ সনদে স্বাক্ষরকারীদের সাহায্য করবেন। এ উম্মাহ'র সদস্যদের মধ্যে একে অপরের জন্য কল্যাণ কামনা, সদুপদেশ ও ভাল আচরণ করবে, অপরাধ বা অন্যায় আচরণ করবে না।

৩৭ক) কেউ তার হালীফ গোত্রের সাথে অসদাচরণ করতে পারবে না। মজলুমের জন্য আল্লাহ ও পক্ষ থেকে সাহায্য রয়েছে।

৩৮ যতদিন যুদ্ধ চলবে ইয়াহুদীরা ততদিন মুসলমানদেও সাথে যুদ্ধেও খরচ বহন করবে।

৩৯ মদীনা উপত্যকা এ সনদে স্বাক্ষরকারী সবার জন্য পবিত্র।

৪০ প্রতিবেশী নিজেদের ন্যায়, যতক্ষণ না সে কোন ক্ষতি বা অপরাধ না করে।

৪১ কোন মহিলাকে তার পরিবারের সম্মতি ব্যতিরেকে প্রতিবেশীর ন্যায় আশ্রয় দেওয়া যাবে না।

---

[৩৬৬] এ শব্দটি বিশেষজ্ঞদের মাঝে মতবিরোধ আছে। ইব্ন হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে আশ-শুত্বনা উল্লেখ করেছেন। আল-মিসবাহুল মুদ্বী গ্রন্থে শব্দটি আশ-শুত্বিবা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইব্ন কাছীর তাঁর সীরাত গ্রন্থে (খ.২, পৃ.৩২২) ড. হামিদুল্লাহ তাঁর মাজমু'আতুল-ওয়াছাইক্ব গ্রন্থে (পৃ.৪৫) আশ-শুত্বইবা বলে উল্লেখ করেছেন। মূলতঃ ইব্ন হিশাম যা উল্লেখ করেছেন সেটিই সঠিক; মুহাম্মদ সুলায়মান, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পত্র ও চুক্তি : বিশ্লেষণ, পৃ.৩৪১।

Dhaka University Institutional Repository

৪২ এই উম্মাভূক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত হলে তা নিষ্পত্তির জন্য আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ন্যস্ত করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর মু'মিন বান্দারা এ সনদে সম্পূর্ণ রাজী।

৪৩ কুরাইশ ও তাদের যারা সাহায্য করে তাদের কাউকে সাহায্য করা যাবে না।

৪৪ ইয়াছরিব (মদীনা) কে আকস্মাৎ আক্রমণকারীদেও বিরুদ্ধে সনদে চুক্তিবদ্ধ লোকদেও সাহায্য (আল্লাহর তরফ থেকে)

৪৫ যখনই তাদেরকে কোন চুক্তি সম্পাদন করতে আহবান করা হবে বা চুক্তি মেনে নিতে বলা হবে তারা তা সম্পাদন করবে এবং মেনে নেবে। যখন তারা এরূপ কোন কিছুর দিকে মুসলমানদেরকে আহবান করবে তখন মু'মিনরা তাদের সে আহবানে সাড়া দিবে। তবে যার দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত তাদের কথা ভিন্ন।

৪৫ক) পূর্বের ন্যায় প্রত্যেকেই স্বীয় অংশ পাবে।

---

৪৬ আওস গোত্রের ইয়াহুদী ও তাদের মাওয়ালীসহ এই চুক্তিতে আবদ্ধ অন্যান্যদেরকে সাদরে গ্রহণ করা হবে যদি তার এ সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের সাথে ভাল আচরণ করে। কল্যাণ, প্রতিজ্ঞাপালন ও ভাল কাজ সব গুণাহের প্রতিবন্ধক। যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে অপরাধ করে তবে তার জন্য সে নিজেই দায়ী থাকবে। আল্লাহ অত্যন্ত ন্যায় ও সংগতভাবে এ দলীল পালন করবেন।

৪৭ এ দলীল জালিম ও অপরাধীদের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। যারা অন্যায় ও বিশ্বসঘাতকতা করে তার ব্যতিরেকে যে বেরিয়ে যাবে সে নিরাপদ হবে আর যে মদীনায় অবস্থান করবে সেও নিরাপদে থাকবে। যে কল্যাণমূলক ও সম্মানজনক কাজ করে এবং আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ তার নিরাপত্তাবিধানকারী।'

মহানবী (স.)-এর মদীনার আভ্যান্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা নিশ্চিত করন এবং বহি:শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে মুহাজির, আনসার , ইয়াহুদী, খৃস্টান ও পৌত্তলিক অথ্যাৎ মদীনার সমস্ত নাগরিকদের সমস্বয়ে একটি কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ সনদের মাধ্যমে একটি ঐক্যবদ্ধ 'উম্মাত' গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। বিশ্ব ইতিহাসে যার কোন নজির ছিল না।

এ সনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বিরল দৃষ্টান্ত এ সনদে ইতিপূর্বে যা কোথাও লক্ষ্য করা যায়নি। অবাধে প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়কে তাদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ইয়াহুদীদের কথা উল্লেখ করে মহানবী (স.) বলেন ' واليهود دينهم وللمسلمين دينهم' সমগ্র বিশ্বব্যাপী ইয়াহুদীদের চরম বাড়াবাড়ির ফলে 'আসহাবুল উখদূদ' (أصحاب الأخدود)-এর ন্যায় অনেক ধর্মীয় সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। মুসলমানদের সাথে তাদের শত্রুতামূলক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও মহানবী (স.) সনদে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে পূর্ণ নিরাপত্তা দান করেছেন এবং তাদের নিজ ধর্ম যথাযথভাবে নির্বিঘ্নে পালন করার অধিকার প্রদান করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে সূরা ও আয়াত নাযিল করেছেন।

এ সনদে নরহত্যা হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। তবে বৈধভাবে রক্তপণ আদায়ের গোত্রগত পূর্বের অধিকার বহাল রাখা হয়েছে। অত্যাচারিত ও উৎপীড়িতকে রক্ষা করা সকলের দায়িত্বে পরিণত করা হয়েছে। কেউ কোন অন্যায় করলে এ সনদেও বিধান অনুযায়ী তা তার ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

জাহিলী যুগের চিরাচরিত গোত্রীয় রীতিতে অপরাধী ব্যক্তির গোত্রের উপর নির্বিচারে প্রতিশোধ গহণের প্রথা বাতিল ঘোষিত হয়েছে।

সনদে স্বাক্ষরকারী কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় কোন শত্রুর কর্তৃক আক্রান্ত হলে সনদের অন্তর্ভূক্ত সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে তা প্রতিহত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সনদে বিধান অনুযায়ী মহানবী (স.) মদীনা সমাজের নেতা নির্বাচিত হলেন। কারণ যে সব সমস্যা সম্প্রদায়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে সমাধান করা সম্ভব নয় তার সমাধানের জন্য মহানবী (স.)-এর উপর দাযিত্ব অর্পিত হয়েছে। ফলে প্রকারন্তরে সকলে ইসলাম গ্রহণ না করলেও মহানবী (স.)-এর আনুগত্য করতে হয়েছে।

মদীনা সনদ মূলত: একটি সাংবিধানিক দলীল, যার মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের আভ্যান্তরীণ কাঠামো ও তার পলিসি এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বিশেষত: কুরাইশদের সাথে তার সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে। বহি:শত্রু কর্তৃক মদীনা আক্রান্ত হলে তখন এ সনদে অন্তর্ভূক্ত মুসলিম অমুসলিম সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে তা প্রতিহত করবে এবং সে সময় নিজ নিজ গোত্রের ব্যয়ভার নিজে বহন করবে এ বিধান রাখা হয়েছে। আকীদা ও বিশ্বাস অর্থাৎ ধর্মীয় অনৈক্য স্বত্ত্বেও একই কাতারে দাঁড়িয়ে মহানবী (স.)-এর নেতৃত্বে বহি:শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। এটি মহানবী (স.)-এর বিরাট কৃতিত্ব।

মহানবী (স.)-এর নেতৃত্বে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে আরব ও পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহকে অবহিত করা হয়েছে এ সনদের মাধমে। এ সনদে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার হাত উন্মুক্ত হয়। রাষ্ট্রের যে কোন অন্যায়, অপরাধ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার মত কার্যকলাপ প্রতিহত ও তা নির্মূল করা ও দোষী ব্যক্তিদের আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে না দেওয়ার ক্ষেত্রে মুসলিম অমুসলিম সকল নাগরীকের উপর দায়িত্ব অর্পন এ সনদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

হযরত মুহাম্মদ (স.) খালিদ ইব্‌ন ওলীদ (রা.)-কে লিখেছিলেন:[৩৬৭]

من محمدرسول الله صلى الله عليه وسلم الى خالدبن الوليد

سلام عليك فانى احمد اليك الله الذى لا اله الا هو ، اما بعد فان كتابك جاءنى مع رسولك يخبرنى ان بنى الحارث قد اسلموا قبل ان تقاتلهم واجابوا الى ما دعوتهم اليه من الاسلام شهدوا ان لا اله الاالله وان محمدا عبده ورسوله وان قد هداهم الله بهداه فبشرهم او انذرهم واقبل وليقبل معك وفدهم –

السلام عليك ورحمة الله وبركاته

'মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স.) হতে খালিদ ইব্‌ন আল-ওলীদকে। তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি, তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। অত:পর তোমার দূত তোমার পত্র আমার নিকট পৌছিয়েছে। সংবাদ পেয়েছি বনূ হারিস গোত্র যুদ্ধের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছে, এবং তোমাদের দেওয়া ইসলামের দাওয়াত কবুল করেছে, এবং তারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (স.)

[৩৬৭] আল অসীত, পৃ. ১৩০, আতম,পৃ.১৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ যখন তাদেরকে হিদায়াত করেছে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও এবং ভয় দেখাও। এবং চলে এস এবং তাদের প্রতিনিধি তোমার সঙ্গে চলে আসুক। এবং তোমার উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।'

তাঁর ইন্তিকালের পূর্বমুহূর্তে হযরত উমর (রা.)-কে খলীফা মনোনীত করে নীচের ফরমানটি জারি করেছিলেন:[৩৬৮]

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهدبه ابوبكر خليفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اخر عهده بالدنيا واول عهده بالاخرة فى الحال التى يؤمن فيها الكافر ويتقى فيها الفاجر انى استعملت عليكم عمر بن الخطاب فان برو عدل فذلك عملى به ورأيى فيه وان جارو بدل فلا علم لى بالغيب والخير اردت ولكل امرى، ما اكتسب وسيع لم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون-

'পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স.)-এর খলীফা আবু বকর এ ফরমানটি জারি করেছে। এটি তাঁর দুনিয়ায় শেষ ফরমান, সে এখন আখিরাতের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এ সময়ে কাফিরও ঈমান নিয়ে আসে এবং পাপী পাপকার্য ত্যাগ করে। আমি 'উমর ইব্ন আল-খাত্তাবকে তোমাদের শাসক নিযুক্ত করছি। যদি তিনি সৎকাজ করেন এবং ন্যায় পথে চলেন তবে উত্তম। তাঁর সম্বন্ধে আমার জ্ঞান ও মতামত এই। আর যদি তিনি বদলে যান ও জুলুম করেন তাহলে অদৃশ্য আমার অজ্ঞাত, তবে মঙ্গল হোক এই আমি চাই। যে যেরূপ করবে তদ্রূপ ফল পাবে।' 'আর যারা অত্যাচার করেছে, অচিরেই তারা জানতে পারবে, কেমন স্থানে তাদের ফিরে যেতে হবে'।[৩৬৯]

মহানবী (স.)-এর বিভিন্ন উপদেশ-উপমা আরবী গদ্য সাহিত্য ভান্ডারের মূল উপজীব্য বিষয়:

আল-কুরআন হল সাহিত্যসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস। রাসূলুল্লাহ (স.) মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। মহানবী (স.)-এর প্রত্যেকটি কথা কাজই এক একটি সাহিত্য-কলা। নিম্নে তাঁর কয়েকটি নমুনা উপস্থাপন করা হল:

আল-কুরআন ও ইসলাম সম্পর্কে মহানবী (স.)-এর একটি মাসাল :[৩৭০]

ضرب الله مثلا صراطا مستقيما ، وعلى جنبتى الصراط سور فيه أبواب مفتحة وعلى تلك الابواب ستور مرخاة ، وعلى باب الصراط داع يقول : أيها الناس! ادخلوا الصراط ولا تعرجوا، ومن فوق

---

[৩৬৮] প্রাগুক্ত।

[৩৬৯] আল কুরআন, ২৬:২২৭

[৩৭০] কাতামিশ, পৃ.২৬২; আবুশ শায়খ, পৃ.৩২৯; তিরমিযী, খ.৮, পৃ.১৫২; আহমদ, খ.৪, পৃ.১৮৩; কাযী আবু মুহাম্মদ আর-রামহারমুযী, আমসালুল হাদীস (বোম্বে : সম্পাদনা আবদুল হামীদ, ১৯৮৩ খৃ.), পৃ.১৩-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

الصراط داع ينادى ، فمن أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال : ويحك لا تفتحه ، فإنك إن تفتحه تلجه ، فالصراط الإسلام ، والسور حدود الله ، والأبواب المفتحة محارم الله ، والداعى القرآن ، والداعى من فوق واعظ ا لله -

'আল্লাহ তা'আলা সঠিক রাস্তার একটি উপমা বর্ণনা করেছেন। যে রাস্তার দু'পাশে সুউচ্চ প্রাচীর, যেখানে রয়েছে উন্মুক্ত অনেকগুলো দরজা। প্রত্যেক দরজায় রয়েছে পর্দা লটকানো। সে রাস্তার ফটক থেকে একজন আহবানকারী আহবান করেছে। হে লোকসকল! তোমরা সহজ পথে চলো, বক্র পথে নয়। আর রাস্তার উপরে একজন আহবানকারী দাঁড়িয়ে ডাকছে, যার ইচ্ছে সে যেন ঐ দরজাগুলোর কিছু খোলে। আবার বলল, তোমরা ধ্বংস হোক! ওটাকে খুলবে না। যদি খোল, তাহলে ওতে ঢুকে পড়বে। এখানে আস-সিরাতুন (الصراط) অর্থ রাস্তা হলো ইসলাম। আস-সূর (السور) অর্থ প্রাচীর হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আল-আবওয়াবুল ফাত্হা (الأبواب المفتحة) অর্থ উন্মুক্ত দরজা হলো আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজসমূহ। আদ-দায়ী (الداعى) আহবানকারী হলো আল-কুরআন। রাস্তার উপর থেকে আহবানকারী হলো আল্লাহর প্রেরিত উপদেশ প্রদানকারী।'

মহানবী (স.) তাঁর ও পূর্ববর্তী নবীদের তুলনা করতে গিয়ে নিম্নের মাসালটি উল্লেখ করেন :[৩৭১]

إنما مثلى ومثل الأنبياء قبلى مثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون به ويقولون : ما رأينا أحسن من هذا لولا موضع هذه اللبنة ، ألا فكنت أنا تلك اللبنة -

'আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি ইঁটের জায়গা বাদ রেখে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলো। দর্শনার্থীদের যেই এ প্রাসাদটি দেখছে, সেই একথা বলছে, আহ! প্রাসাদটি কতইনা সুন্দর, যদি এখানে একটি ইঁট লাগানো হতো তাহলে এর চাইতে উত্তম প্রাসাদ আর কোনটিই হতো না। তোমরা জেনে রেখ, আমিই সেই ইট।'

হিদায়াত ও ইল্‌ম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আরেকটি মাসাল:[৩৭২]

اما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها نقية قبلت الماء، فأنبتت الكلا والعشب الكثير ، وكانت منها أجادب، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس ، فشربوا وسوقوا وزرعوا،

---

[৩৭১] সহীহ্ মুসলিম, কিতাবিল-ফাযায়িলুল-কুরআন, খ.১৫, পৃ.৫১; মুসনাদ হুমায়দী, খ.২,পৃ.৪৪৮-৪৯; মুসনাদে আহমদ, খ.২,পৃ.১৪৪; রামহারমুযী,পৃ.২; বুখারী, খ.৭, পৃ.৩৭০; বাগাবী, খ.১৩, পৃ.২০১; তিরমিযী, খ.৮,পৃ.১৫৯; মুসান্নাফ ইব্‌ন আবী শায়বা, খ.১১,পৃ.৪৯৯; মুসনাদ তায়ালিসি, পৃ.২৪৭; প্রাগুক্ত, পৃ.২০১।

[৩৭২] সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ফাযায়িলিল-ইলম, খ.১, পৃ.১৮৫; সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল-ফাযাইলিল-ইল্‌ম, খ.১৫, পৃ.৪৫, মুসনাদে আহমদ, খ.৪, পৃ.৩৯৯; রামহরমুযী, পৃ.৩৬; তারীখ বাগদাদ, খ.১৪, পৃ.২৫; প্রাগুক্ত, পৃ.২০৩।

Dhaka University Institutional Repository

وأصاب منها طائفة أخرى ، إنما هى قيعان ، لا تمسك ماء، ولا تنبت كلاء ، فذلك مثل من فقه فى دين الله، ونفعه ما بعثنى الله به ، فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به .

'আমাকে যে হিদায়াত ও ইল্‌মসহ আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেছেন এর উদাহরণ হলো ঐ বৃষ্টির ন্যায় যা এমন ভূমির উপর বর্ষিত হলো যার কিছু অংশ পানি গ্রহণের উপযোগী। তাই সেখানে অনেক তৃণলতা ও শস্য জন্মালো। আবার কিছু অংশ নিচু যাতে পানি আটকে জলাশয়ের সৃষ্টি হলো। আল্লাহ এর দ্বারা লোকজনকে উপকৃত করলেন। তারা এর পানি পান করলো, ক্ষেতে সিঞ্চণ করলো এবং আবাদ করলো। আবার এর কিছু অংশ এমন কঠিন যা পানি ধারণে সক্ষম নয়। তাই তাতে কোন ঘাস জন্মালো না।'

এটি ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যাকে আল্লাহ দ্বীনের জ্ঞান দান করলেন এবং যে জ্ঞান দিয়ে প্রেরণ করেছেন তা দিয়ে তাকে উপকৃত করলেন। অত:পর সে তা নিজে শিখলো এবং অপরকে শেখালো।

আর ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে মাথা তুলে ঐ জ্ঞানের দিকে তাকালো না এবং আমাকে যে হিদায়াতসহ প্রেরণ করা হয়েছে, তা গ্রহণ করলো না।

১. **ভাল ও মন্দ কথার উদাহরণ:**[৩৭৩] (আরবী অংশ-ঐ পৃ.২০৯)

مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة

'উত্তম কথা উত্তম গাছের ন্যায়। আর খারাপ কথা খারাপ গাছের ন্যায়'

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আরেকটি মাসাল:[৩৭৪]

مثل القائم على حدود الله والمداهن فى حدود الله مثل ثلاثة نفر جلسوا فى سفينة، أحدهم فى صدرها، والآخر فى أسفلها، والآخر فى وسطها. فجعل يحفرها بفأس معه ، فقال الذى يليه : لا تحفر فتغرقنا ، وقال الآخر : دعه ، فإنما غرق نفسه .

'আল্লাহর সীমানায় দন্ডায়মান ব্যক্তি এবং ভন্ড ব্যক্তি ঐ তিন ব্যক্তির ন্যায় যারা একটি নৌকায় বসেছিল। এদের একজন অগ্রভাগে, একজন পশ্চাদভাগে এবং অন্যজন মাঝে। মাঝের ব্যক্তিটি কুড়োল দিয়ে নৌকাটি

---

[৩৭৩] মুসনাদে আহমদ: ৩/৩৮, ৫৫; মুসআদ আবী ইয়ালা: ২/৩৫৭; আবু শায়খ: ৪০৩।

[৩৭৪] তিরমিযী শরীফ ; তাফসীর ওয়া তাফাসীর, খ.৮, পৃ.৫৪৬; নাসাঈ শরীফ; কুবরা, খ.১,পৃ.২৪১; মুসনাদে আবী ইয়ালা, খ.৭, পৃ.১৮২; মুসতাদরাক, খ.২, পৃ.৩৫২; আবুশ শায়খ, পৃ.৪০৭।

Dhaka University Institutional Repository

ছিদ্র করতে যাচ্ছিল। এ সময় সামনের লোকটি বললো, ছিদ্র করো না , আমরাতো ডুবে যাব। পিছনের জন বলল, ওকে বাধা দিও না, ও ডুবে মরুক'

মুমিন ও ঈমানের উদাহরণ:[৩৭৫]

مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل فرس على أخيته يجول ثم يرجع إلى أخيته ، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان -

'মুমিন এবং মুমিনের উদাহরণ হলো ঐ ঘোড়ার ন্যায়, যে সারাদিন ঘুরে ফিরে আস্তাবলে আশ্রয় নেয়। আর মুমিন ভুল করে, এরপর আবার ঈমানের দিকে ফিরে আসে।'

পৃথিবীর ক্ষণস্থায়িত্ব সম্পর্কে একটি মাসাল:[৩৭৬]

ومالى وللدنيا ، إنما مثلى ومثل الدنيا كراكب مر بأرض فلاة فرأى شجرة فاستظل تحتها ثم راحح وتركها

'(আলকামা 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে গিয়ে দেখি তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে। তখন আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স.)! আপনি যদি এর চাইতে নরম বিছানায় শুতেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন) : দুনিয়ার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ! আমার এবং দুনিয়ার উদাহরণ হলো ঐ পথিকের ন্যায়, যে কোন মরুভূমিতে চলতে গিয়ে বৃক্ষের নীচে বিশ্রাম নিয়ে আবার চলে'।

[৩৭৫] আবুশ-শায়খ, পৃ.৩৭০; রামহরমুযী,পৃ.১৫৭-৫৮; বুখারী শরীফ, কিতাবুশ-শির্ক, খ.৬, পৃ.৫৮; শাহাদাত, খ.৬, পৃ.২২২; তিরমিযী, খ.৬, পৃ.২৯৫; মুসনাদে আহমাদ, খ.৪, পৃ.২৬৮-৬৯,৭০-৭২; মুসনাদে হুমায়দী, খ.২, পৃ.৪০৯৬; সুনান বায়হাকী, খ.১০, পৃ.৮৮-৯১।

[৩৭৬] তিরমিযী শরীফ, খ.৭, পৃ.৪৮; ইবন মাজাহ, খ.২, পৃ.১৩৭৬; মুসনাদে আহমদ, খ.১,পৃ.৩৮১, পৃ.৩৯১; তায়ালিসী, পৃ.৩৬; মুসতাদরাক, খ.৪,পৃ.৩১০; তাবারানী, আল-কবীর, খ.১০,পৃ.২০০-২০১; আল-আলবানী, পৃ.৪৩৯; আবুশ শায়খ,পৃ.৩৪৯। (আরবী অংশ-ড.আ.ব.ম. পৃ.২০৮)

Dhaka University Institutional Repository

খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীদের বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম

রাসূলুল্লাহ (স.)-একমাত্র প্রতিনিধি হচ্ছে তাঁর সাহাবায়েকিরাম। সাহাবা বলা হয় যিনি মুসলমান হিসেবে রাসূল্লাহ (স.)-এর সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং মুসলমান হিসেবে ইন্তিকাল করেছেন।[৩৭৭] ইসলামী যুগে মাসাল রচয়িতাদের মধ্যে সাহাবীগণ ছিলেন শীর্ষে। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সান্নিধ্যে এসে তাঁরা সোনার মানুষে পরিণত হন। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠজনদের কয়েকজনের পরিচয় ও তাঁদের মুখনিসৃত কিছু পবিত্র উপদেশ যা মুসলমানদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এমনকি রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য একমাত্র পাথেয়। যেগুলোর মূল উৎস আল-কুরআন ও আল-হাদীস এবং মহানবী (স.)-এর বাস্তব জীবনের প্রতিফলন।

হযরত আবু বাক্‌র (রা.)

তিনি ৫৭১-৭২ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণকারী বয়স্ক পুরুষদের মাঝে তিনিই প্রথম এবং নারী-পুরুষদের মাঝে তিনি দ্বিতীয়। তাঁর পিতামাতা উভয়েই সাহাবী ছিলেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন এবং আরবদের কুলজিশাস্ত্র সম্পর্কেও অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি বীরত্ব সাহসিকতায় বিশিষ্ট স্থানে ছিলেন। প্রত্যেকটি যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পার্শ্বে থাকতেন।

কুরআন-হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে অগাধ বুৎপত্তি ছাড়াও বাগ্মিতা, কাব্যচর্চা ও স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

তিনি খুলাফা-ই-রাশিদার প্রথম খলীফা। তাঁর খিলাফতের স্থায়িত্বকাল ছিল দু'বছর তিন মাস এগারো দিন। (১১হি./৬৩২খৃ.-১৩হি./৬৩৪খৃ.)। শিষ্টাচার ও ভদ্রতায় তিনি ছিলেন ইতিহাসে অতুলনীয়। তিনি ১৩হি./৬৩৪ খৃস্টাব্দে ইনতিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর রওযার পার্শ্বেই তাঁকে দাফন করা হয়।[৩৭৮] নিম্নে তাঁর কিছু উপদেশ বা মাসাল উল্লেখ করা হল:

১. لا طامة إلا وفوقها طامة : বিপদের চাইতে বড় বিপদ আছে।[৩৭৯]

২. صنائع المعروف تقى مصارع : সৎকাজ মন্দ থেকে রক্ষা করে।[৩৮০]

৩. ليست مع العزاء مصيبة : সমবেদনা জ্ঞাপনে বিপদ দূর হয়।[৩৮১]

---

৩৭৭ ড. মাহমুদ ত্বাহহান, তাইসিরু মুসতালাহু হাদীস (১৪০৫হি./১৯৮৫খৃ.), পৃ.১৯৮; ড.আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম, পৃ.২০৬।

৩৭৮ ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.২, পৃ.৪১৩।

৩৭৯ জামহারা, খ.২, পৃ.৪১৩। প্রাগুক্ত, পৃ.২০৭।

৩৮০ আস-সা'আলাবী, আত-তামসীল ওয়াল মহাযারাত (সম্পাদানায়: 'আবদুল ফাত্তাহ, দারু ইয়াহয়াউল কুতুবুল আবারিয়া, ১৩৮১হি./১৯৬১খৃ.), পৃ. ২৮৬; প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবু বাক্র হযরত মোহাম্মদ (স.) হতে মাত্র তিন বছরের ছোট ছিলেন। তখনকার দিনে আরবে লেখাপড়া জানা মাত্র সতেরজন শিক্ষিতদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। তিনি ধার্মিক ও সত্যবাদী ছিলেন।[৩৮২] তিনি পবিত্র সূরাসমূহকে একত্রিত করেন ও গ্রন্থাকারে সংকলিত করান।[৩৮৩] বি'ইরে মাউনের যুদ্ধে কয়েকজন হাফিজ শহীদ হন। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে ইয়ামামার যুদ্ধে বহু কারী ও প্রায় ৭০জন বিখ্যাত হাফিজ শহীদ হন।[৩৮৪] হযরত ওমর (রা.)-এর পরামর্শক্রমে তিনি রাসূলুল্লাহর (স.)-এর প্রধান লেখক যায়িদ ইব্ন ছাবিতকে ডেকে হযরত ওমার (রা.)-এর সামনে বললেন: তুমি তীক্ষ্ণ জ্ঞানসম্পন্ন একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তুমি রাসূলুল্লাহর ওহী লিপিবদ্ধ করতে, তোমার সততা সম্বন্ধে কারো বিরূপ ধারণার অবকাশ নেই। সুতরাং তুমি কুরআন সঙ্কলনের বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট অনুসন্ধান চালিয়ে কুরআনের বিক্ষিপ্ত সূরা ও আয়াতাদী গ্রন্থাকারে একত্রিত কর।[৩৮৫]

তিনি ছিলেন ন্যায়ের মূর্তপ্রতীক। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা, সাধুতা ও প্রজ্ঞা সর্বজনবিদিত সর্বস্বীকৃত। কুরআন শরীফে তাঁর গুণাবলীর প্রশংসা করে বলা হয়েছে:[৩৮৬]

فأما من أعطا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى 'যে দান করে, সংযমী হয় এবং যা উত্তম তা গগ্রহণ করে আমি তার জন্য সহজ পথ সুগম করে দিই'। হযরত আবু বাক্র ছিলেন রাসূলের চিরসঙ্গী। কুরআন ও হাদীসে তাঁর বুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। তিনি বহু হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন হাদীসের অধ্যাপক। হযরত ওমার, হযরত ওসমান, হযরত আলী, আনাস, হোজায়ফা, আবু হোরায়রা, আবু সাঈদ আল খুদরী, বেলাল, হযরত আয়িশা, আবু মুসা আল-আশ'আরী (রা.) প্রমুখ সেরা হাদীস বর্ণনাকারীবৃন্দ হযরত আবু বাক্রের নিকট হতে হাদীস শিক্ষা কওে বর্ণনা করেছেন।[৩৮৭] রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ইন্তিকালের পর কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন এই নিয়ে আনসার এবং মুহাজিরদেও মধ্যে রেষারেষি ও বাদানুবাদ আরম্ভ হয়। তখন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ হযরত আবু বাক্রের শরাণাপন্ন হন এবং তিনি জনসমক্ষে উপস্থিত হয়ে একটি নীতিদীর্ঘ ভাষণে বলেন:[৩৮৮]

---

[৩৮১] প্রাগুক্ত।
[৩৮২] আল্লামা সুয়ূতী, তারীখুল খুলাফায়ি; (আরবী রাফ খাতা-১)অধ্যাপক শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.১৮৩।
[৩৮৩] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, খ.২, পৃ.১৮৩।
[৩৮৪] মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, আত-তিবইয়ান, ফিল উলুমুল কুরআন, পৃ.৮০;(আরবী অংশ রে-খাতা-৩)
[৩৮৫] সহীহ আল-বুখারী।
[৩৮৬] আল্লামা আস-সুয়ূতী, তারীখুল খুলাফায়ি, পৃ.৪৪।
[৩৮৭] আল-কুরআন, ৯২: ৫-৭।
[৩৮৮] আল্লামা আস-সুয়ূতী, তারীখুল খুলাফায়ি।

Dhaka University Institutional Repository

ان الله بعث محمدا رسولا الى خلقه وشهيدا على امته ليعبدوا الله ويوحدوه وهم يعبدون من دونه الهة شتى ويزعمون انها لهم عند الله شافعة انما هى من حجر منحوث وخشب منجور، (ثم قرأ) ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقالوا : ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ، فعظم على العرب ان يتركوا دين ابائهم نخص الله المهاجرين الا ولين من قومه بتصديقه والايمان به المواساة له والصبر معه على شدة اذى قومهم لهم وتكذيبهم اياكم وكل الناس لهم مخالف زار عليهم فلم بستوحشوا لقلة عددهم وشنف الناس لهم واجماع قومهم عليهم ، فهم اول من عبد الله فى الار وآمن بالله وبالرسول وهم اولياؤه وعشيرته واحق الناس بهذا الامر منن بعده ولا ينازعهم ذاك الا ظالم، وانتم معشر الانصار من لا ينكر فضلهم فى الذين ولا سابقتهم العظيمة فى الاسلام وضيكم الله انصارا لدينه ورسوله وجعل اليكم هجرته وفيكم جلة اصحابه، فليس بعد المهاجرين الاولين عندنا بمنزلتكم فنحن الامراء وانتم الوزراء لا تفتاتون بمشورة ولا تفضى دونكم الامور -

নিশ্চয়ই আল্লাহ মোহাম্মদ (স.)-কে তাঁর সৃষ্টির সেরা হিসেবে মানবজাতির নিকট পাঠিয়েছেন দূত হিসেবে এবং তাঁর উম্মত-মন্ডলীর স্বাক্ষী হিসাবে, যাতে করে তারা আল্লাহর উপাসনা করতে পারে আর তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস আনতে পারে। (পূর্বে) তারা তাঁকে ছাড়া বহু দেবদেবীর উপাসনা করতো আর মনে করতো যে তারাই আল্লাহর নিকট তাদের জন্য সুপারিশ করবে, যদিও প্রকৃতপক্ষে সেগুলি ছিল কেবল বাঁকা পাথর আর শুকনো কাঠ (তারপর তিনি পাঠ করেছিলেন) আর তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর উপাসনা করতো যা তাদের কোন উপকারও করতে পারেনা ক্ষতিও করতে পারেনা, আর তারা বলতো এরাই আমাদের সুপারিশকারী হবে আল্লাহর নিকটে। আর তারা বলেঃ আমরা তাদের উপাসনা করি এই জন্য যে, তারা আমাদের আল্লাহর নিকট নিয়ে যাবে তার অনুগ্রহ পাওয়ার উদ্দেশ্যে। তাই আরববাসীদের জন্য তাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মকে পরিত্যাগ করা বেশ কষ্টকর হয়েছিল। আল্লাহ তাঁর গোত্র হতে প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজিরদের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন তাঁকে রাসূল বলে স্বীকার করার জন্য, তাঁর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার জন্য, তাঁর সঙ্গে কঠিন বিপদে তাঁর গোত্রের লোকদের প্রতি দূর্ব্যবহার সহ্য করার এবং তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সময় ধৈয্যধারণ করার জন্য, যখন প্রায় প্রত্যেকটি লোক তাদের বিরোধিতা করেছিল এবং তাদের অপদস্থ করেছিল। কিন্তু তারা তাদের সংখ্যালঘুতার জন্য কিংবা তাদের গোত্রের লোকদের ঘৃণা ও সম্মিলিত শত্রুতার জন্য নিরৎসাহী, তারাই প্রথম দল যারা এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম আল্লাহর উপাসনা করেছে এবং তাঁর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে; আর তারাই তাঁর বন্ধু ও আত্মীয় এবং তাঁর উত্তারাধিকারী হওয়ার জন্য অন্যদের অপেক্ষা অধিকতরও যোগ্যতার অধিকারী। কোন অত্যাচারী ব্যক্তি ব্যতীত কেউ এর বিরোধিতা করতে পারেনা। হে আনসার সম্প্রদায়! ধর্মের প্রতি তোমাদের ত্যাগ ও সেবার বিষয় এবং ইসলামের প্রতি তোমাদের গৌরবময় শ্রেষ্ঠত্বের কথা কেউ অস্বীকার করতে পারেনা। আল্লাহ তোমাদের বেছে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়েছেন তাঁর ধর্মের ও রাসূলের সাহায্যকারী হিসেবে; তোমাদের নিকট তাঁর হিযরত ঘটিয়েছেন এবং তাঁর সেরা সাহাবীবৃন্দ তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান। প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজিরদের পর আমরা কাউকেই তোমাদের সমতূল্য মনে করিনা। কাজেই আমরা শাসক এবং তোমরা মন্ত্রী; তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছুই করা হবেনা এবং তোমাদের রায় ব্যতীত কোন সিদ্ধান্তও লওয়া হবেনা।'

হযরত আবু বাক্‌র (রা.)-যে সমস্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন তার মধ্যেও তাঁর সাহিত্যিক কীর্তির স্বাক্ষর বিদ্যমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সহীহ্ বুখারী হতে উল্লেখ করা হয়েছে:[৩৮৯]

عن ابى بكر رضى ا لله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال الا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت -

'আবু বাক্‌র (রা.) হতে বর্ণিত (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন), তিনি বলেছেন, নবী (আল্লাহ তাঁর উপর দরূদ ও শান্তি বর্ষন করুন)-একদা বলেছিলেন: আমি কি তোমাদের তিনটি গুরু পাপ সম্বন্ধে সতর্ক করবনা? উপস্থিত সকলে বলেছিলেন: অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বলেছিলেন: (১) কোন বিষয়ে আল্লাহর সমান মর্যাদা কাউকে দেওয়া (২) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, (এই পর্যন্ত বলে) তিনি হেলান দেওয়া অবস্থা হতে সোজা হয়ে বসেছিলেন। তারপর বলেছিলেন: মিথ্যা সম্বন্ধে সাবধান! আবু বাক্‌র বলেন এই (৩) বিষয়টি তিনি বারবার বলতে লাগলেন, অবশেষে আমরা মনে মনে বললাম তিনি চুপ করে গেলেই ভাল হতো।'

পত্র রচনাতেও আবু বকর (রা.) ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এক সেনা নায়কের প্রতি লিখিত এই পত্রটি বিশেষ প্রতিনিধানযোগ্য:[৩৯০]

أما بعد فانه بلغنى انك قطعت يد امرأة فى ان تغنت بهجاء المسلمين ونزعت ثنيتها فان كانت مما تدعى الاسلام فادب وتقدمة دون المثلة وان كانت ذمية قلعمرى لما صحفت عنه من الشرك اعظم ولو كنت تقدمت اليك فى مثل هذا بلغت مكروها فاقبل الدعة واياك فانها ماثم ومنفرة الا فى قصاص -

'আমি জানতে পেরেছি যে, মুসলমানদের কুৎসাগীতি গাওয়ার জন্য তুমি এক মহিলার হাত কেটে দিয়েছ এবং তার দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছ। তোমার উচিত ছিল, সেই মহিলা মুসলমান হলে, তাকে ভৎসনা করা এবং শাস্তি দেওয়া, কিন্তু বিকলাঙ্গ করা নয়; আর সে মহিলা জিম্মী হলে, আমার জীবনের শপথ করে বলছি, তার অংশীবাদী হওয়ার যে পাপ তুমি মার্জনা করে দিয়েছ তা এই অপরাধ অপেক্ষা বৃহত্তর। আমি যদি তোমাকে

---

৩৮৯ ত্বাবারী, তারীখুল উমাম, খ.৩, পৃ.২০৮।

৩৯০ সহীহ্ আল-বুখারী।

Dhaka University Institutional Repository

এইরকম ব্যাপারে পূর্বে কোন উপদেশ দিতাম তাহলে তোমাকে নিশ্চয়ই ভূগতে হতো। অপরাধীদের প্রতি সদয় হবে এবং বিকলাঙ্গ করা হতে বিরত থাকবে, কারণ আইনতঃ শাস্তিবিধানের ক্ষেত্রব্যতীত এতে পাপ বর্তাতে পারে এবং ইসলামের প্রতি মানবের মনে বিরাগ সঞ্চারিত হতে পারে।'

হযরত আবু বাক্‌র (রা.) স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানেও ছিলেন রাসূলের পর অদ্বিতীয় ব্যক্তি ' (আরবী, পৃ.১৯৭) [৩৯১](وكان من اعبر الناس) একবার আয়িশা (রা.) স্বপ্নে দেখেন, তিনটি চাঁদ তাঁর গৃহে পতিত হয়েছে। তিনি এই ঘটনা তাঁর পিতা আবু বাক্‌র (রা.)-কে শুনালে তিনি এর ব্যাখ্যা করেনঃ যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয়, তাহলে পৃথিবীর তিনজন সেরা ব্যক্তিকে তোমার গৃহে দাফন করা হবে। পরে রাসূলুল্লাহ ইন্তিকাল করলে তিনি বলেছিলেনঃ হে আ'ইশা (রা.) ইনি হচ্ছেন তোমার (স্বপ্নে দেখা) তিন চন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ চন্দ্র। ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয় আয়িশা (রা.)-র গৃহে অন্তিম শয়ানে শায়িত আছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (১) হযরত মুহাম্মদ (স.), (২) আবু বাক্‌র (রা.), (৩) হযরত ওমর (রা.), এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানের ক্ষেত্রে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেনঃ

ان صدقت رؤياك ليدفنن فى بيتك خير اهل الارض ثلاثا

তা যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি জোরালো। এর শব্দচয়ন ও ছন্দধ্বনি বক্তব্যের উৎসরণের ব্যাপারে অত্যন্ত সহায়ক। এতে উপজীব্য বিষয়ের বিস্তৃতি ঘটেছে এবং বক্তব্য হয়ে উঠেছে অবলীলাময়।

হযরত আবু বাক্‌রের বিখ্যাত বক্তৃতাসমূহ ইসলামের ইতিহাসে চির স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রাক-ইসলামী যুগের কবিতার প্রভাবকে উপেক্ষা করে, ইসলামী যুগে গদ্য-রচনার পথ পরিস্কার করে দিয়েছে কুরআন শরীফ;এর পরই হাদীসের স্থান। আর রাসূলের বাগ্মীতার পরেই হযরত আবু বাকরের (রা.) স্থান, একথা বলা যায় যে, এই বক্তব্যের বিষয়ে মাহাত্ম্য, ভাবের গাম্ভীর্য, বক্তব্যের আবেগ, শব্দের ব্যবহার, উপলব্ধির গভীরতা প্রভৃতির মূল্যায়নের মাধ্যমে। কুরআন শরীফের স্মরণীয় ও স্থানোপযোগী উদ্বৃত্তি এই বক্তৃতাসমূহের মর্যাদা শতগুণে বর্ধিত করেছে। এর সবকিছু মানব চেতনাকে স্পর্শ করে এবং মানব মনের উপর এক ঐন্দ্রজালিক যাদুকরী প্রভাব বিস্তার করে। এই বক্তৃতায় আমরা দেখতে পাই হযরত আবু বাক্‌র (রা.)-এর শব্দ সম্পদের ভান্ডার বিশাল এবং শব্দ, ধ্বনি ও তার চরিত্র সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা স্পষ্ট। তাই তিনি শব্দ ব্যবহারের বৈচিত্র ঘটাতে পারঙ্গম । সেই যুগে তাঁর এই ধরনের উচ্চাঙ্গের ভাষা ব্যবহার এতই স্বতঃস্ফূর্ত ও অকৃত্রিম যে উদ্বৃত্ত বক্তৃতাকে নির্ভেজাল ছন্দোবদ্ধ গদ্য কবিতার শিরোপা দেওয়া যায়।[৩৯২]

---

[৩৯১] ত্বাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, খ.৩, পৃ.২৭৭।

[৩৯২] ইব্‌ন কুতায়বা, উয়ূনুল আখবার, খ.৩, পৃ.২৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উমার (রা.)

উমর ইবনুল (রা.) খাত্তাব খুলাফা-ই-রাশিদার দ্বিতীয় খলিফা। হারবুল ফুজ্জারের চার বছর পূর্বে মক্কার কুরায়শ বংশের বানু 'আদী গোত্রে তাঁর জন্ম। ২৬ অথবা ২৭ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইব্ন সা'দ এর মতানুসারে তিনি পঁয়তাল্লিশ জন পুরুষ ও এগারজন মহিলার পরই মুসলমান হন। তিনি বদর হতে শুরু করে তাবুক পর্যন্ত প্রতিটি যুদ্ধেই মহানবী (স.)-এর সংগে ছিলেন।

হযরত আবু বাক্র (রা.)-এর শাসনামলে তিনি মদীনার বিচারক নিযুক্ত হন। তাঁর শাসনামলে ইরাক, আর্মেনিয়া, ইরান, তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান, পশ্চিম ভারত (পাকিস্তান), শাম, আনাতোলিয়া, মিসর ও লিবিয়া পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের সীমা বিস্তৃত হয়েছিল।

হযরত আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন: "তারাতো ধর্মীয় কার্যে আমার জন্যে কর্ণ ও চক্ষু স্বরূপ।"

তিনি ১৩হি./৬৩৪ খৃস্টাব্দে খিলাফতের দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি ১৬ হিজরীতে হিজরী সন গণনার সূচনা করেন। হিজরী ২৪ সনের মুহররম মাসে তিনি শাহাদত লাভ করেন।[৩৯৩] তাঁর রচিত কয়েকটি মাসালা বা উপদেশ নিম্নে প্রদত্ত হল:

ক. شوى أخوك حتى إذا نضج رمد : তোমার ভাই এমনভাবে ভাজি করেছে যে, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।[৩৯৪]

খ. اليمن حنث أو مندمة : শপথের পরিণাম হয় ভঙ্গ অথবা লজ্জা প্রাপ্তি।[৩৯৫]

গ. النساء لحم على وضم : নারীরা কসাইদের গোশ্ত কাটার কাঠ খন্ডের উপর রাখা গোশতের ন্যায়।[৩৯৬]

ঘ. لا يمكن حبك كلفا، ولا بغضك تلفا : তোমার ভালবাসা যেন লোক দেখানো না হয়, আর তোমার রাগান্বিত হওয়া যেন অনর্থক না হয়।[৩৯৭]

ঙ. اول حارها من تولى قارها : যে যে নারীকে গ্রহণ করে, তার দায়িত্ব তার যিম্মায়।[৩৯৮]

---

[৩৯৩] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.১৯৩-৯৪।
[৩৯৪] ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৮ খৃ.), খ.৬, পৃ.২২-৩৬।
[৩৯৫] আমসালু আবু 'উবায়দ, পৃ.৬৬; ময়দানী, খ.১,পৃ.৩৬০; আল-মুসতাকসা, খ.২, পৃ.১৩৬; প্রাগুক্ত, পৃ.২০৭।
[৩৯৬] আমসালু আবু 'উবায়দ, পৃ.৮৯; ময়দানী, সংস্ক.২, খ.২, পৃ.৪২১; আল-মুসতাকসা, খ.১,পৃ.১৫৭; প্রাগুক্ত, পৃ.২০৮।
[৩৯৭] জামহার, খ.২, পৃ.৩০১; প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ওমারের লিখিত বহু ফরমান, পত্ররাজি , সরাকারী হুকুমনামার অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ তার কয়েকটি পত্রের কিয়দাংশ উদ্ধৃত করা হল :

اما بعد فان للناس نفرة عن سلطانهم فاعوذ بالله ان تدركنى واياك عمياء مجهولة وضغائن محمولة واهو متبعة – كن من كال الله على حذر وخف، الفساق واجعلهم يدا يدا ورجلا رجلا واذا كانت بين القوم ثائرة يا لفلان يا لفلان فانما تلك نجوى الشيطان فاضربهم بالسيف حتى يضيئو الى امر الله ويكون دعوتهم الى الاسلام -

'সাধারণত: লোকেরা তাদের শাসককে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে, পিছনে তারা আমাকেও সেই দৃষ্টিতে দেখে তাই আমি আল্লাহর স্মরণ প্রার্থনা করি। তুমি কখনও বৃথা সন্দেহ পোষণ করবেনা। সর্বদা দ্বেষ-বিদ্বেষ হতে দূরে থাকবে আর লোককে কোনও দিন বৃথা উচ্চাশায় উৎসাহ দেবেনা, আল্লাহর সম্পদ সম্বন্ধে সদা সচেতন থাকবে। অসৎ ব্যক্তিবর্গকে সর্বদা বিচ্ছিন্ন ও পৃথক রাখতে চেষ্টা করবে, যদি তুমি কোন জাতিকে বা কোন ব্যক্তিকে (ইসলামী রাষ্ট্র সম্বন্ধে) হিংসাপরায়ণ দেখো, আর যদি তারা আল্লাহর বিধান না মানে এবং ইসলামের আহবানে সাড়া না দেয় তাহলে তাদের সেই শয়তানী বুদ্ধির জন্য তাদের তরবারীর সাহায্যে নির্মূল করবে।'

হযরত ওমর (রা.) বায়তুল মুকাদ্দাসের অধিবাসীদের সঙ্গে যে বিখ্যাত চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন তা বহু কারণে উল্লেখযোগ্য:[৩৯৯]

هذا ما اعطى عبد الله عمر امير المؤمنين اهل ايلياء من الايمان – اعطاهم امانا لا نفسهم واموالهم وكنائسهم وصلبانهم ومقيمها ويويها وسائر ملتها ا نه لا يسكن كنا ئسهم ولا تهدم ولا تنقص منها ولا من خيرها ولا من شيئ من اموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار احد

'এটা ঐ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি, যা আল্লাহর দাস, বিশ্বাসীদের নেতা ওমারের পক্ষ হতে ইলিয়াসবাসীদের দেওয়া হচ্ছে। এই নিরাপত্তা তাদের প্রাণ, ধন, গীর্জা, ক্রস, সুস্থ, অসুস্থ নির্বিশেষে সমস্ত জাতির জন্য প্রযোজ্য হবে। তাদের গীর্জা সমূহে বাস করা হবেনা, গীর্জা বা তার অধীনস্থ কোন কিছুর ক্ষতি করা হবেনা, গীর্জা বা তার অধীনস্থ কোন কিছুর ক্ষতি করা হবেনা, তাদের ক্রস বা সম্পত্তির সামান্যতম ক্ষতিও করা হবেনা, তাদের ধর্মমতের ওপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হবেনা, ইলিয়ায় তাদের সঙ্গে কোন ইহুদীকে বাস করতে দেওয়া হবেনা ইলিয়াবাসীদের কর্তব্য হলো যে তারা অন্যান্য শহরবাসীদের ন্যায় জিযিয়া প্রদান করবে এবং রোমীয়দের শহর হতে বের করে দেবে। রোমীয়দের মধ্যে যারা শহর ছেড়ে চলে যেতে চায় তাদের জন্যও জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে যেতে পারে।

---

[৩৯৮] আমসালু আবু 'উবায়দ, পৃ.১৭৮; ময়দানী, খ.২,পৃ. ২১৮; প্রাগুক্ত।

[৩৯৯] আমসালু আবু 'উবায়দ, পৃ.২২৭; জামহারা, খ.২, পৃ.৩৩৪; ময়দানী, খ.২, পৃ.৩৬৯; আল-মুসতাকসা, খ.২, পৃ.৩৮১; প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

গভর্ণর আবু মূসা আল-‘আশআরীর নিকট লিখিত হযরত ওমরের (রা.)একটি ফরমান ছিল নিম্নরূপ:[৪০০]

بسم الله الرحمن الرحيم – من عبد الله عمر امير المؤمنين الى عبد الله بن قيس، سلام عليك اما بعد فان القضاء فريضة محكومة وسنة اس بين الناس فإنهم اذا ادلى اليك فاته لا ينفع تكلم يحق لا نفاذ له ، اس بين الناس فى وجهك وعدلك ومجلسك ، حتى لا يطمع شريف فى حيفك ، ولا ييأس ضعيف من عدلك ، البينة على من ادعى واليمين على من انكر، والصلح جائز بين المسلمين الاصلحا احل حراما او حرم حلا لا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك ان ترجع الى الحق فان الحق قديم ، ومراجعة الحق خير من المادى فى الباطل ، الفهم فيما تلجلج فى صدرك مما ليس فى كتاب ولا سنة ثم اعرف الاشباه والامثال فقس الامور عند ذلك واعمد الى اقربها عند الله واشبهها بالحق ، واجعل لمن ادعى حقا غائبا امدا ينتهى اليه ، فان احضر بينه اخذت له بحقه والا استحلت عليه القضية فانه انفى للشك واجلى للعمى ، ا لمسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا فى حد، او مجربا عليه شهادة زور او طنينا فى ولاء او نسب فان الله تولى منكم السرائر ودرأ بالبينات والايمان ، واياك والغلق والضجر والتأذى بالخصوم والتنكير عند الخصومات ، فان الحق فى مواطن الحق يعظم الله به الاجر ويحسن به الذخر، فمن صحت نيته واقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تخلق للناس بما يعلم الله انه ليس من نفسه شانه الله فما ظنك بثواب غيرالله فى عاجل رزقه وخزائن رحمته؟ والسلام -

‘আরম্ভ আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। আল্লাহর দাস, বিশ্বাসীদের নেতা, ওমারের নিকট হতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন কায়িসের প্রতি প্রেরিত। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। অত:পর বক্তব্য বিষয় হচ্ছে, ন্যায় বিচার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা ফরয এবং অবশ্যকরণীয় এক সুন্নত। যখন আপনার নিকট বিচার প্রার্থী কোন ব্যক্তি উপস্থিত হবে তখন তার ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝে নেবেন, কারণ যে দাবী অনুপ্রবেশযোগ্য নয় সে বিষয়ে কথা বলে কোন লাভ নেই। আপনার সম্মুখে, আপনার বিচারে আপনার দরবারে, সকল মানুষকে সমান মর্যাদা দান করবেন, যাতে কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির মনে আপানার অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশা উদিত না হয় এবং কোন দুর্বল ব্যক্তি যেন আপনার সুবিচার হতে বঞ্চিত না হয়, বাদীকে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করতে হবে আর বিবাদীকে শপথ করতে হবে। সর্বাবস্থাতেই আপোষের পথ উন্মুক্ত থাকবে, তবে ইহা দ্বারা হালালকে হারামে অথবা হারামকে হালালে পরিণত করা চলবেনা। আজ কোন রায় দেওয়ার পর পুনরায় চিন্তা করে কাল যদি আপনার মনে হয় যে, হক তার বিপরীত দিকে আছে তাহলে আপনি সে রায় প্রত্যাহার করে নিতে পারেন, কারণ হক প্রাচীন, আর হকের দিকে প্রত্যাবর্তন করা বাতিলের মধ্যে থাকা অপেক্ষা উত্তম। যদি কোন ব্যাপারে আপনার মনে সন্দেহ দেখা দেয় এবং কুরআন ও হাদীসে তার কোন উল্লেখ না থাকে তাহলে সেই

[৪০০] তাবারী শরীফ, তারীখুল খুলাফায়ি, বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের বিররণ অধ্যায়; প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৩-৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারে বার বার চিন্তা করবেন এবং বিভিন্ন উপমা ও নযীরের ওপর গবেষণা করবেন। তারপর বিশেষভাবে বিবেচনা করে যেটা আল্লাহর কাছে নিকটতর এবং হকের অধিকতর সাদৃশ্য মনে হবে তার ওপর রায় দেবেন। যদি কোন ব্যক্তি কোন অদৃশ্য অধিকারের দাবী করে তাহলে তাকে কিছু সময় দিয়ে একটা নির্দিষ্ট দিন ধার্য করে দেবেন, ঐদিনের মধ্যে সে সাক্ষী প্রমাণ পেশ করতে পারলে তার সুবিচারের ব্যবস্থা করবেন, অন্যথায় তার বিপক্ষে রায় দেবেন। কারণ এই ব্যবস্থা সন্দেহ দূর করার জন্য অধিকতর যুক্তিযুক্ত এবং অজ্ঞতা দূর করার জন্য অধিকতর সহায়ক হবে। প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তির সাক্ষ্যই একে অপরের জন্য গ্রহণযোগ্য, তবে যে সমস্ত ব্যক্তিকে কোন অন্যায়ের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে অথবা যারা কোন মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে ধৃত হয়েছে অথবা যাদের গচ্ছিত দ্রব্য প্রত্যাবর্তন, বিশ্বস্ততা অথবা আত্মীয়তার অপবাদ দেওয়া হয়েছে, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবেনা। কারণ আল্লাহ আপনার আভ্যন্তরীন অবস্থা ভালভাবে অবগত আছেন। তিনি আপনার দায়ীত্বকে প্রমাণ ও শপথের দ্বারা দূর করে দিয়েছেন। সাবধান! বিবাদমান ব্যক্তিদের জন্যে যেন আপনার অন্তরে কোন প্রকার বিরক্তি, কুধারণা ও হতবুদ্ধিতার সৃষ্টি না হয় এবং মীমাংসার সময়ে যেন বক্রস্বভাব ও বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ না পায়। কারণ হকের স্থলে, হকের দ্বারা কাজ নেওয়াতে আল্লাহ অধিক মূল্য দিয়ে থাকেন, আর তবে পরিণতি উত্তম হয়ে থাকে। যার উদ্দেশ্য সৎ হয় আর যে নিজের অন্তরের কল্যাণ কামনা করে আল্লাহ তাকে লোকের অমুখাপেক্ষী করে দেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে সর্বদর্শী জেনেও লোকের নিকট কৃত্তিম ও মেকি বেশ ধারণ করে, আল্লাহ তাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করে থাকেন। আপনিই বলুন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট হতে প্রতিদানের আশা করা সম্বন্ধে আপনার কি মত, যা কিনা আল্লাহরই দেওয়া পার্থিব খাদ্যভান্ডার আর তাঁরই দয়ার ভান্ডার হতে প্রদত্ত হয়? শান্তি।[৪০১]

এই ফরমানটির মধ্যে বিচার বিভাগীয় মূলনীতির সন্ধান লাভ করা যায়, যেমন কাযী প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে সমান ব্যবহার করবে, সাক্ষী প্রমাণের দায়ীত্ব বিবাদির উপর বর্তাবে, প্রয়োজনে উভয় পক্ষে আপোষ করতে পারে, তবে আইনের বিরোধী ব্যাপারে নয়, মামলার পর কাযী ভাল মনে করলে সেই রায় পুনর্বিবেচনা করতে নির্দিষ্ট তারিখে বিবাদী উপস্থিত না হলে মোকাদ্দমা একতরফা ডিক্রী হয়ে যাবে, প্রত্যেক মুসলমানের সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য হবে (তবে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী ও বাদীর কোন আত্মীয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবেনা।) বর্তমান যুগের বিচার বিভাগেও এই মূলনীতি অনুসৃত হয়ে আসছে। এত সার্থকভাবে হযরত ওমার (রা.) এই নীতিগুলি বাস্তবায়িত করেছিলেন যে, এরপর মৌলিক আইন প্রণয়নের কোন প্রয়োজন হয়নি। কাযী শোরইহ্ কে এক ফরমানে তিনি লিখেছিলেনঃ প্রথমে কুরআনের উপর ভিত্তি করে বিচার করবে, কুরআনে কোন মিমাংসা না ফেলে হাদীসের শরণাপন্ন হবে, হাদীসেও না পেলে এজমার সাহায্য নেবে, অগত্যা এজমাতেও না পেলে ইজতিহাদ করে মিমাংসা করবে। তিনি জরুরী ফতওয়া ও আইন-কানুন সম্বন্ধীয় ফরমান

---

[৪০১] আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ.১৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

পাঠাতেন কাযীদের নিকট, এই ফরমানের সংখ্যা এত অধিক যে, সে গুলি সংকলিত করলে একটা বিরাট আইনের গ্রন্থ প্রণয়ন করা যাবে' ।[৪০২]

তাঁর এই সমস্ত পত্রাবলী ও ফরমান পড়লে মনে হবে তিনি ছিলেন সেই যুগের সেরা গদ্য শিল্পি । তিনি ছিলেন সত্যের সাধনায় নিরত পন্ডিত ও দার্শনিক, বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মসচেতন মণীষি । তাঁর আদেশ-নিষেধ ছিল উদ্দেশ্যের সাধুতায় ঐকান্তিক । তাঁর নির্দেশাবলী কঠোর হলেও কর্তব্যবোধের অতিশয় চেতনায় তা কখনো বিমর্ষ নয় ।[৪০৩]

হযরত উছমান (রা.)

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উছমান (রা.) মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে উমাইয়া শাখায় ৫৭৫খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ।[৪০৪] তাঁর পিতার নাম ছিল আফ্‌ফান ইব্‌ন আবুল আস ইব্‌ন উমাইয়া আর মাতার নাম ছিল আরওয়া বিন্‌ত কুরাইযা ইব্‌ন রাবিয়া । তাঁর পিতা ছিলেন মক্কার বিখ্যাত সওদাগর । মক্কার লোকেরা বলতো: কেউ যদি হযরত ইউসুফের রূপরাশি দেখতে চায় তাকে আফ্‌ফান তনয় উছমানের দিকে তাকাতে বল ।[৪০৫]

যৌবনে পদার্পন করে হযরত উসমান পিতৃব্যের সহযোগিতায় ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত হন এবং বিদেশ যাত্রা করেন । তাঁর কমনীয় কান্তি, অমায়িক ব্যবহার দেশ বিদেশের পণ্যের বাজারে তাঁর পক্ষে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করতো । তিনি ছিলেন ন্যায়-পরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ । কখনও তিনি মদ্যপান করেননি, কুৎসিত আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হননি । তিনি ছিলেন অত্যন্ত লাজুক ও বিনয়ী; কিন্তু দৃঢ়চিত্ত । কাউকে কষ্ট দেওয়া তিনি সহ্য করতে পারতেন না । এই সকল গুণরাজি তাঁকে যুব সমাজে আদর্শ স্থানীয় করেছিল । বড়দের নিকট তিনি ছিলেন আদরের পাত্র ।[৪০৬]

হযরত মোহাম্মদ (স.) যখন সকলকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে আহাবান জানান তখন হযরত উসমান (রা.)-এর বয়স ৩৪বছর । সিরিয়া হতে ফেরার সময় একদা তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, কে যেন তাঁকে ডাকছে, এবং বলছে 'যারা ঘুমন্ত তারা ওঠ, আহ্‌মদ মক্কায় এসেছেন' এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মন যেন স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত হলো । মক্কায় ফিরেই তিনি হযরত আবু বাকর (রা.)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ।[৪০৭]

---

৪০২ অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.২৬৫-৬৪ ।

৪০৩ কানযুল ওম্মাল, এযালাতুল খাফা, আখবারুল কোযাত, উসদুল গাবা প্রভৃতি গ্রন্থে এগুলির বিবরণ বিস্তারিতভাবে পাওয়া যাবে;প্রাগুক্ত ।

৪০৪ প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৮ ।

৪০৫ আল্লামা সুয়ূতী, তারীখুল খুলাফায়ি, উসমান ইব্‌ন আফফান, পৃ.১৪৭ ।

৪০৬ প্রাগুক্ত, পৃ.১৫০ ।

৪০৭ অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৩৭৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমে তিনি হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর কন্যা রোকাইয়াকে এবং তাঁর ইন্তিকালের পর আর এক কন্যা উম্মে কুলসুমকে বিবাহ করেন। পরপর তিনি হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর দু কন্যাকে বিবাহ করেন বলে তাঁকে যুন্নুরাইন বা দুই জ্যোতির অধিকারী বলা হতো।[৪০৮]

মুসলমানরা যখন মক্কার কুরাইশদের দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছিল তখন তিনি স্ত্রী রোকাইয়া ও কতক সাহাবীদের নিয়ে আবিসিনিয়া গমন করেন। তিনি ওখানে প্রায় নয় বছর থাকার পর মক্কায় ফিরে আসেন। আবার কিছুদিন পরে, দ্বিতীয় হিজরীতে মদীনায় হিজরত করেন। হযরত ওমার (রা.)-এর ইন্তিকালের চতুর্থদিনে তিনি খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁর সারা জীবনের ব্যবসালব্ধ সকল ধন-সম্পদ ইসলাম তথা মুসলমানদের সেবায় ব্যয় করেন। তিনি ছিলেন পবিত্র কুরআনের হাফিজ, হাদীসের রাবী এবং আশ'আরায়ে মোবাশশারর অন্যতম সাহাবী। তিনি ১৪৬টি হাদীস বর্ণনা করেন।[৪০৯] তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান আলিম।[৪১০] কুরআন মাজীদের সঙ্কলন ও প্রচার করণ তাঁর অন্যতম প্রধান অবিস্মরণীয় কীর্তি।[৪১১]

হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর ইন্তিকালের পর যে সমস্ত সাহাব কুরআনের তাফসীর সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত উসমান (রা.)।[৪১২] তাঁর সময়ে তাফসীর কেবল রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দেওয়া ব্যাখ্যার ওপর সীমাবদ্ধ ছিল, তাফসীরকারগণ নিজেদের বুদ্ধি বিবেক খাটিয়ে কোন তাফসীর করতেন না। তবে কুরআন শরীফে পরোক্ষভাবে উল্লেখিত ঐতিহাসিক সঙ্কেতাদির বিশদ বিবরণ প্রদান করার সুত্রপাত হয়েছিল। তামিম আদ-দারী মদীনা শরীফের মসজিদে নববীতে এই মর্মে কুরআনের তাফসীরের ওপর ভাষণ দিতেন, খলিফা উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালের শেষ সময় পর্যন্ত। তাঁর তাফসীরের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কুরআনে উল্লেখিত প্রাচীন জাতিসমূহ ও রাসূলগণের ওপর আলোকপাত করা।[৪১৩]

ফিকাহ্ শাস্ত্রের তিনি একজন পন্ডিত ছিলেন। হযরত মোহাম্মদ (স.) তাঁর স্ত্রীদের সাড়ে বার উকিয়ার[৪১৪] অধিক মোহর দেননি, কিন্তু হযরত উছমান (রা.) তাঁর স্ত্রীদের ৫০০০দিরহাম হতে ৪০,০০০দিরহাম[৪১৫]পর্যন্ত

---

৪০৮ ইবন সা'আদ, আত-তাবাকাত, খ.২, পৃ.৩৭।

৪০৯ প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৫।

৪১০ M.Z. Siddiqi, Hadith literature, p.26.

৪১১ আল্লামা সুয়ূতী, তারীখুল খুলাফায়ি, পৃ.১৪৯।

৪১২ জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল-আদাবিল আরাবিয়্যাহ্, খ.১, পৃ.২০২ (আরবী, ইতিবৃত্ত, পৃ.৩৯৩,ফুটনোট-২)

৪১৩ ড. শাওক্বী দ্বাইফ, তারীখুল আদাবুল আরাবী, আল-আসরুল ইসলামী, পৃ.২৯।

৪১৪ Ibn Asakir, Tahdhib Tarikh Madinat Dimashq, Vol.3, p.350.

৪১৫ প্রায় ২৫,০০০/-হাজার টাকার সমান।

Dhaka University Institutional Repository

মোহর দিয়েছিলেন বলে ইতিহাসে[৪১৬] উল্লেখ আছে। তিনিই প্রথম মুসলমানদের বৃত্তি বৃদ্ধি করেছিলেন এবং রমযান মাসে দু:স্থ জনগণকে খাদ্য দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। ইতিহাসে আর ও উল্লেখ আছে:

عن امر الشعبى قال : اول خليفة زاد الناس فى اعطياتهم مئة عثمان فجرت، وكان عمر يجعل لكل نفس منفوسة من اهل الفئ فى رمضان درهما فى كل يوم وفرض لا زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم درهمين درهمين فقيل له لو صنعت لهم طعاما فجمتهم عليه ، فقال : اشبع الناس فى بيوتهم فاقر عثمان الذى كان صنع عمر فوضع طعام رمضان -

'আমের আশ-শা'আবী হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন: হযরত উছমান (রা.) প্রথম খলিফা, যিনি জনগণের বৃত্তি ১০০দিরহাম বর্ধিত করেছিলেন এবং তা স্থায়ী হয়েছিল। হযরত ওমর (রা.) রমযান মাসে বৃত্তিধারী মুসলমানদের প্রত্যেক নবজাতক সন্তানের জন্য প্রতিদিন এক দিরহাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রীগণের প্রত্যেকের জন্য দুই দিরহাম করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, তাঁকে বলা হয়েছিল: আমি জনগণকে তাদের বাড়ীতে খাওয়ানই পছন্দ করি। উছমান (রা.) ওমর (রা.)-এর নগদ দিরহাম প্রদানের ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রেখে রমযান মাসে জনগণকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা চালু করেছিলেন।'

তাফসীর ও ফিক্হ শাস্ত্রের ন্যায় ইতিহাসের বিকাশ সাধনে হযরত উসমান (রা.) যথেষ্ঠ অবদান রেখেছেন। তাঁর আমলে হযরত আলী (রা.)-এর ভ্রাতা আকীল, মদীনার মসজিদ হতে নিয়মিতভাবে ইতিহাসের ওপর বক্তৃতা প্রদান করতেন। তিনি ছিলেন আরবদের বংশনামা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে সমাধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সেইজন্য হযরত উসমান (রা.) তাঁকে ইতিহাস চর্চার দায়ীত্ব অর্পন করেছিলেন।[৪১৭]

হযরত উছমান (রা.)-এর সাহিত্য কীর্তিও প্রধান নিদর্শন তাঁর বক্তৃতা ও ভাষণ। তিনি বক্তৃতা দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মানুষের হৃদয় জয় করতে পারতেন।[৪১৮] খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি প্রথম ঐতিহাসিক বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন জনগণের সমক্ষে তা নানান কারণে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন:

انكم فى دار قلعة وفى بقية اعماز فبادر واجالكم بخير ما تقدرون عليه ، فلقد أتيتم، صبحتهم او مسيتم - الا وان الدنيا طويت على الغرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور- اعتبروا بمن مضى ثم جدوا ولا تغفلوا، فانه لا يغفل عنكم ، اين ابناء الدنيا واخوانها الذين اثروها وعمروها ومتعوا بها طويلا؟ الم تلفظهم؟ ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها، واطلبوا الاخرة فان الله قد ضرب لها مثلا فقال عز

[৪১৬] প্রায় ২,৫০,০০০/--২০,০০০০০/-টাকার সমান।

[৪১৭] বালাঝুরী, আনসাবুল আশরাফ, খ.৫, পৃ.১২।

[৪১৮] Al-Navavi, Tahdhib Al-Asma, Vol.1, p.247.

Dhaka University Institutional Repository

وجل : "واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء، فاختلط به نبات الارض، فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيئ مقتدرا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا"

'তোমরা অবস্থান করছো এক নশ্বর গৃহে,আসল জীবন যাপন হবে অবিনশ্বর গৃহে, কাজেই তোমাদের সেই নির্ধারিত বিষয়ের দিকে ধাবিত হও তোমাদের সামর্থানুযায়ী, মঙ্গল পাথেয় নিয়ে। কারণ সেখানে তোমাদের পৌছাতেই হবে, প্রাতে অথবা সায়ান্নে । সাবধান! পৃথিবীতে অবশ্যই অহঙ্কারের ওপর সঙ্কুচিত করা হয়েছে, অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদের কিছুতেই আল্লাহর ব্যাপারে ঠেকাতে না পারে।[৪১৯] তোমরা অতীত ঘটনা হতে উপদেশ গ্রহণ করো এবং গাফেল না থেকে তৎপর হও, কারণ তোমাদের সম্পর্কে কেউ গাফেল নয়। সেই সমস্ত পৃথিবী আসক্ত মানবমন্ডলী এবং তাদের সহচরবৃন্দ আজ কোথায় যার পৃথিবীতে দীর্ঘদিন যাবত রাজত্ব করেছিল ও ভোগ-বিলাসে লিপ্ত ছিল? তারা কি মৃত্যু বরণ করেনি? পৃথিবীকে দূরে নিক্ষেপ কর, যেমন আল্লাহ তাকে নিক্ষেপ করেছিলেন, আখিরাতের সন্ধান করো, কারণ আল্লাহ অবশ্যই সেই সম্বন্ধে উদাহরণ পেশ করেছেন। মহা-মহিম আল্লাহ বলেছেন: তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা পেশ কর, তা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ হতে বর্ষণ করি, যার ফলে ভূমিজ উদ্ভিদ উদগত হয় ঘন সন্নিবিষ্ট আকারে, পরে তা শুষ্ক হয়ে এমন চুর্ণ-বিচুর্ণ হয় যে বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, আল্লাহ সর্ববিষয়েই শক্তিমান। ধনৈর্য, সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা, কিন্তু স্থায়ী সৎকর্মই তোমাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ আর বাঞ্ছিত হিসাবেও উৎকৃষ্ট।[৪২০]

হযরত উসমান (রা.) তাঁর দীর্ঘ খিলাফতকালে বহু ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর শাসন পদ্ধতি বর্ণনা করে, তাঁর গভর্ণরদের উপদেশ দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উত্তরদানার্থে বহু সময় বহু ভাষণ দান করেছেন। বহু ঐতিহাসিক তাদের ইতিহাস গ্রন্থে সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের সমাবেশ ঘটিয়েছেন।[৪২১] তাঁর দীর্ঘ খিলাফতকালের প্রথম দিকে একবার এক বক্তৃতায় হাম্‌দ ও না'আতের পর বলেছিলেন:[৪২২]

اما بعد فانى قد حملت وقد قبلت الاوانى متبع ولست بمبتدع الا ان لكم على بعد كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثلاثا اتباع من كان قبلى فيما اجتمعتم عليه وسننتم وسن سنة اله الخير فيما

[৪১৯] তিরমী, খ.৩, পৃ.৩০৫।

[৪২০] আল-কুরআন, ৩৫: ৫।

[৪২১] আল-কুরআন, ৪৬ : ৪৫-৪৬।

[৪২২] তাবারী, জাহিয, ইবন কুতায়বা, ইবন অব্‌দ রাব্বিহী প্রমুখ।

Dhaka University Institutional Repository

تسنوا عن ملا والكف الا فيما استوجبتم الا وان الدنيا حضرت قد شهيت الى الناس ومال اليها كثير منهم
- فلا تركنوا الدنيا ولا تثقوابها، فانها ليست بثقة واعلموا انها غير تاركة الا من تركها -

'প্রকাশ থাকে যে, আমার ওপর এক গুরুদায়ীত্ব অর্পণ করা হয়েছে আমি সেই দায়ীত্ব গ্রহণ করে নিয়েছি। আমি (আমার পূর্ববর্তী খলিফাদের) অনুসরণকারী মাত্র, নতুন কোন নীতি প্রচলন করার পক্ষপাতি নই। তবে আপনারা জেনে রাখুন আল্লাহর গ্রন্থ ও তাঁর নবীর সুন্নাতের অনুসরণ করার পর তিনটি বিষয়ের দায়ীত্ব আমার ওপর বর্তেছে, (১) আপনারা আমার পূর্বে যে কথা ও রীতির ওপর একমত হয়েছেন তার অনুসরণ করা (২) কল্যাণকারী ব্যক্তিবর্গেও নীতির অনুসরণ করা (৩) অতি আবশ্যকীয় বিষয় ব্যতীত অন্যান্য কাজে (অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি হতে) বিরত থাকা। সাবধান! পৃথিবী একটা মায়ামরীচিকা, সে মানবকে ভুলিয়ে দেয় আর আপনাদের অনেকেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। কিন্তু আপনারা পৃথিবীর ওপর ভরসা করবেন না, তার ওপর আস্থাও রাখবেননা, কারণ সে বিশ্বস্ত নয়। ভালভাবে জেনে রাখুন পৃথিবীকে যে ত্যাগ না করে পৃথিবী তাকে ত্যাগ করেনা।'

এই বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সুমিষ্ট শব্দ চয়ন, ও অল্প কথার মাধ্যমে অধিক ভাব ব্যক্ত করণ, সমসাময়িক প্রথা অনুযায়ী দার্শনিক উক্তির মাধ্যমে শ্রোতাসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ ও কুরআন, হাদীসের বক্তব্যেও আলোকে নিজ বক্তব্য বিষয়ের উপসংহার ঘটান। এইরূপ বক্তৃতা হযরত উসমানের সাহিত্যিক প্রতিভার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

তিনি অন্য এক ভাষণে বলেন:[৪২৩]

الحمد لله الذى لا ينبغى الحمد الا له، الحمد لله الذى هدانا للاسلام واكرمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام – اما بعد ايها الناس فاتقوا الله فى سوامركم وعلانية وكونوا اعوانا على الخير والبر والصلة ولا تكونوا اخوانا فى العلانية اعداء فى السر، فانا قد كنا نحذر اولئك ، من راى منكم منكرا فليغيره، فان كان لا قوة له به فليرفعه الى وكفوا سفهائكم وشددوا عليهم فان السفينة اذا قمع انقمع واذا ترك تتابع -

'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি ব্যতীত কেউ প্রশংসার যোগ্য নয়, যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের ইসলাম ধর্মের প্রতি পথ দেখিয়েছিলেন এবং হযরত মোহাম্মদ, তাঁর ওপর অশেষ শান্তি বর্ষিত হউক, এর সান্নিধ্য দানে আমাদের সম্মানিত করেছেন। হে জনগণ! তোমাদের গোপনীয়তা এবং প্রকাশ্য কাজে তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল, মঙ্গল, পূণ্য ও হিতকর কাজে তোমরা সহযোগী হও এবং তোমরা প্রকাশ্যে বন্ধু তিহকর কাজে তোমরা সহযোগী হও এবং তোমরা প্রকাশ্যে বন্ধু আর গোপনে শত্রু

[৪২৩] কোন কোন ঐতিহাসিক এই ভাষণকে হযরত উসমান (রা.)-এর খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর প্রদত্ত খুতবা বলে উল্লেখ করেছেন; প্রাগুক্ত, পৃ.৪০৬।

Dhaka University Institutional Repository

সেজোনা। কারণ ঐ ধরণের লোকদের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন অন্যায় হতে দেখে তার উচিৎ যে, সে তার প্রতিরোধ করে, যদি সে তা করতে সমর্থন করতে না হয় তাহলে তার উচিৎ যে, সেই বিষয়টা সে আমার নিকট উত্থাপন করে। তোমাদের মধ্যে অবিবেচক লোকদের তোমরা বাধা দান করবে এবং তাদের প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ করবে। একজন অবিবেচক ব্যক্তিকে যখন দমন করা হয় তখন সে বশীভূত হয়, কিন্তু যদি তাকে ঐ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে সে তার আপত্তিজনক কাজ চালিয়ে যায়।'

একদা এক সভায় কোন কোন সাহাবা তাঁর কার্যাবলীর সমালোচনা করলে তিনি জনতার উদ্দেশ্যে এক জ্বালাময়ী ভাষণে, হাম্‌দ ও না'তের পর বলেছিলেন:[৪২৪]

اما بعد فان لكل شيئ افة ولكل امر عاهة وان افة هذه الامة وعاهة هذه النعمة عيابون طعانون يرونكم ما تحبون ويسرون لكم ما تكرهون، مثل النعام يتبعون اول ناعق، احب مواردهم اليهم البعيد، والله لقد نقمتم على ما اقررتم لابن الخطاب بمثله لكنه وطتكم برجله وخبطكم بيده وقمعكم بلسانه فدنتم له على احببتم وكرهتم والنت لكم كتفى وكففت عنكم لسانى ويدى فاجترائتم على

'নিশ্চয়ই প্রত্যেক বস্তুর একটা অনর্থেও মূল আছে এবং প্রত্যেক কাজের একটা দন্ড দেওয়ার যন্ত্র আছে। এই জনতার অনর্থেও মূল আর তাদের সৌভাগ্যেও কশা হচ্ছে নিন্দুকের দল ও অপমানকারীগণ। তোমরা যা পছন্দ কর সেটা তোমাদের দেখায় আর তোমরা যা অপছন্দ কর তা তোমাদের নিকট হতে গুপ্ত রাখে। তার, উষ্ট্রীপালের মত প্রথম আহবান কারীর ডাকে সাড়া দেয়, তাদের মূল উদ্দেশ্য সুদূও প্রসারী। আল্লাহর শপথ আপনারা (ওমর) ইবনুল-খাত্তাব (রা.)-এর কাজের মত আমার (কাজেরও) নিন্দা করেছেন, কিন্তু তিনি আপনাদের পদপিষ্ট করেছিলেন, করাঘাত করেছিলেন এবং বাক্যবাণে জর্জরিত করে, দমন করে রেখেছিলেন। কাজেই আপনারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর বশীভূত হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে আমি আপনাদের সঙ্গে নরম ব্যবহার করছি, আমার রসনা ও হস্তকে আপনাদের ব্যাপারে সংযত রেখেছি। ফলে আপনারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন।'

তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিভিন্ন সময়ে একাধিক ফরমান জারি করেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম একটি, যেমন:[৪২৫]

[৪২৪] বালাঝুরী, ফতহুল বুলদান, পৃ.৩৬৪; এই ভাষণটিকে তাঁর প্রথম খুতবা বলা হয়ে থাকে।
[৪২৫] বালাঝুরী, আনসাবুল 'আশরাফ, খ.৫, পৃ.৬০-৬১।

Dhaka University Institutional Repository

أما بعد فانى اخذ العمال بموافاتى فى كل موسم وقد سلطت الامة منذ وليت على الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فلا يرفع على شئ ولا على احد من عمالى الا اعطيته وليس لى ولعيالى حق قبل قبل الرعية الا متروك لهم ، وقد رفع الى اهل المدينة ا ن اقواما يشتمون واخرون يضربون فيا من ضرب سرا وشتم سرا من ادعى شيئا من ذلك فليواف الموسم فياخذ بحقه حيث كان منى او من عمالى او تصدقوا فان الله يجزى المتصدقين -

'আমি প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণকে প্রতি বছর (হজ্জের) সময় আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। যখন হতে আমি খলিফার দায়ীত্বভার গ্রহণ করেছি তখন হতেই সমগ্র জাতিকে 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ' নীতি অনযায়ী কাজ করতে অধিকার দিয়েছি, যাতে করে আমি আমার বা আমার শাসকদের বিরুদ্ধে, আমার নিকট আনীত, প্রত্যেক অভিযোগের প্রতিকার করতে পারি, আমি ও আমার পরিবারবর্গের অধিকারকে আমি প্রজাসাধারণের অধিকারের পক্ষে বিসর্জন দিয়েছি। মদীনা শরীফের অধিবাসীগণ আমার নিকট অভিযোগ করেছেন যে, কিছু ব্যক্তিকে গালি দেওয়া হয়েছে এবং প্রহার করা হয়েছে। যারা গোপনে প্রহার ও কটুক্তির শিকার হয়েছে তাদের জন্য আমার দু:খ হয়। কারও এই ধরণের অভিযোগ থাকলে সে হজ্বের সময় আমার সঙ্গে দেখা করে, আমার বিরুদ্ধে বা আমার শাসকদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে তার প্রতিকার সাধন করতে পারে, অথবা ক্ষমা করে দিতে পারে, কারণ আল্লাহ ক্ষমাকারীদেরকে পুরস্কৃত করে থাকেন।'

হযরত উছমান (রা.)-এর এই বক্তৃতা-ভাবণসমূহে সমসাময়িক সেরা গদ্য সাহিত্যের বিশেষ গুণাবলী বিদ্যমান। কুরআন ও হাদীসের ভাবধারায় পুষ্ট এবং সুনির্বাচিত শব্দ সম্ভারে সমৃদ্ধ। তাঁর স্বকীয় ভঙ্গিমায় আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ফুটে উঠেছে। তাঁর বক্তৃতার ভাষা ওজস্বিনী, শব্দ জোরালো অর্থব্যঞ্জক ও অর্থ মর্মভেদী। এর মাধমে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ভাষার দখল, বক্তব্য প্রকাশের দৃঢ়তা, চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও সাহিত্যিক রসবোধ। সাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রদত্ত ভাষণ পৃথিবীর যে কোন দেশের, যে কোন সরকারের বিরুদ্ধে , বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য আদর্শ রাজনৈতিক ভাষণ। হযরত উছমান (রা.)-এর সকল ভাষণই মানবিক বিশ্বের চেতনার উজ্জল স্বাক্ষর। যা প্রচলিত ধারার সাহিত্যকে একটি নতুন ইসলামিক ধারার রূপদান করে ব্যাপকতর প্রভাব বিস্তার লাভ করে।

তিনি ৩৫হিজরীর ১৮ই জুলহাজ্জ, ৬৫৬খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন তারিখে ৮১বছর বয়সে দুবৃত্তদের আঘাতে, নিজ গৃহে, পবিত্র পরিবেশে, শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আলী (রা.):

তিনি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর চাচাত ভাই এবং পরে জামাতা। খুলাফা-ই-রাশিদার চতুর্থ খলীফা। তিনি নবুয়তের দশ বছর এবং হিজরতের তেইশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।[৪২৬] বালকদের মধ্যে তিনিই প্রথম মুসলিম। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[৪২৭] রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর পান্ডিত্য সম্পর্কে বলেন: 'আমি বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার গৃহ আর আলী (রা.)-এর তোরণ।'[৪২৮] অন্যত্রে আছে: 'আমি জ্ঞানের নগরী আর আলী এর তোরণ।'[৪২৯]

হযরত আলী (রা.) ৩৫হি./৬৫৬ খৃস্টাব্দে খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মাত্র ৪ বছর ৯ মাস শাসন পরিচালনা করার পর কূফার মসজিদে ইব্‌ন মুলজিম নামক আত-তায়ীর হাতে ৪০হি./৬৬০ খৃস্টাব্দে ৬৩বছর বয়সে শহীদ হন।[৪৩০] তিনি রাসূলুল্লাহর (স.)-এর পরে শ্রেষ্ঠ বাগ্মী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।[৪৩১] শরীফ রাযী (মৃ.৪৬৩হি/১০৭০খৃ.) নাহ্‌জুল বালাগা গ্রন্থে আলী (রা.)-এর ভাষণ, নীতিবাক্য ও মাসালগুলো সংকলন করেছেন।[৪৩২] আলী (রা.) কে ব্যাকরণের জনক বলা হয়।

নিম্নে তাঁর কিছু নীতিবাক্য এবং উপদেশমূলক সাহিত্য কর্ম প্রদত্ত হল:[৪৩৩]

১. هلك امرؤ لا يعرف قدره: যার আত্মসম্মানবোধ নেই, তার ধ্বংস অনিবার্য।

২. من نظر فى عيوب نفسه: যে নিজের দোষক্রটির দিকে তাকাবে, সে অপরের দোষান্বেষণ হতে বিরত থাকবে।

৩. من كان له فى نفسه واعظا كان عليه من الله حافظا : যার অন্ত:করণ তার নিজের জন্যে নসীহতকারী হয়, আল্লাহ তার রক্ষক হন।

৪. العالم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر: আমলহীন আলিম (জ্ঞানী) ফলবিহীন বৃক্ষের ন্যায়।

---

[৪২৬] ত্বাবারী, তারীখ, খ.৫, পৃ.৯৯।

[৪২৭] ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭খৃ.), খ.৩, পৃ.৪৩।

[৪২৮] প্রাগুক্ত।

[৪২৯] তিরমিযী, খ.২, পৃ.২৯৯।

[৪৩০] হাকিম আল-মুসতাদরাক, খ.৩, পৃ.১২৬; ড. আ. ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী, পৃ.২০৮।

[৪৩১] আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ.১৮৫-৮৬।

[৪৩২] আরবী অংশ ড. আ. ব.ম. পৃ.২০৯ টীকা-৪২।

[৪৩৩] নাহ্‌জুল বালাগাহ, কিতাবুল আমসাল (কোম : সংকলক মুহাম্মদ আল-গরবী, ১৪০০হি.)। প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৫. إذا تم العقل نقص الكلام : যখন মানুষের জ্ঞানের পূর্ণতা আসে, তখন সে অল্প কথা বলে ।

৬. من يطل اير أبيه ينقطق: যার পিতার অধিক সন্তান আছে, তার শক্তি বেশী ।[৪৩৪]

৭. أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان : যে মানুষকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে না, সে অক্ষম ।[৪৩৫]

৮. التقى رئيس الأخلاق : আল্লাহ ভীতি চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ।

৯. فلا غنى كالعقل والفقر : আমলের চাইতে সম্পদ নেই, মুর্খতার চেয়ে দারিদ্রতা নেই, পরামর্শের মত বিজয় আর নেই ।

১০. صدق المرء نجاته : সত্যবাদিতা মানুষকে মুক্তি দেয় ।[৪৩৬]

কথিত আছে যে, হযরত মোহাম্মদ (স.) যখন হযরত আলীকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানান তখন হযরত আলী প্রথমে তাঁর পিতার সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য সময় চান, কিন্তু পরদিন সকালে তাঁর পিতার সঙ্গে পরামর্শ না করেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আকাঙ্খা জানিয়ে বলেন:[৪৩৭]

لقد خلقنى الله من غير ان يشاور ابا طالب فما حاجتى انا الى مشاورته لا عبد الله

'আবু তালিবের সঙ্গে পরামর্শ না করেই আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন, কাজেই আল্লাহর ইবাদত করার জন্য আমার আবু তালিবের সঙ্গে পরামর্শ করার কোন প্রয়োজন নেই ।' আট বছর বয়সেই তাঁর স্বভাবজাত সাহিত্য প্রতিভা পরিলক্ষিত হয়, যা ইতিহাসে বিশ্ময়কর। আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত এই প্রসঙ্গে বলেন:

فامن به وشاب على حبه وتغلغت اصول الدين فى قلبه

হিজরতের সময় তিনি রাসূলের আদেশে জীবনের মায়া ত্যাগ করে তাঁর বিছানায় শুয়েছিলেন ।[৪৩৮]

---

[৪৩৪] হান্না আল-ফাখুরী, পৃ.৩৪-৩৫ ।

[৪৩৫] আল-মুসতাকসা, খ.১, পৃ.৩৬৩ ।

[৪৩৬] হান্না-আল ফাখুরী, পৃ.৩৩-৩৬ ।

[৪৩৭] Abu Nasir wahed : Mirkatul Adab, 1914E. Part-1, Ed.2, p.56-63.

[৪৩৮] মুহাম্মদ হুসাইন হাইকাল, হায়াতে মুহাম্মদ, পৃ.১৪০ ।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মদ (স.) বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়লে হযরত আলী (রা.) নিজে তাঁর সেবা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর, হযরত আলীই (রা.) গোসল, ও কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করেন।[৪৩৯] রাসূলুল্লাহকে গোসল দেওয়ার সময় হযরত আলী (রা.) বলেছিলেন:[৪৪০]

بابى انت وامى لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والانبياء واخبار السماء خصصت حتى صرت مسليا عمن سواك وعممت حتى صار الناس فيك سواء – ولولا انك امرت بالصبر ونهيت عن الجزع لانفدنا عليك ماء الشئون ولكان الداء مما الا والكمد محالفا وقلالك ولكنه مالا يملك رده ولا يستطاع دفعه ، بابى انت وامى اذركنا عند ربك واجعلنا من بالك -

হযরত মুাহাম্মাদ (স.)-এর ইন্তিকালের পর তিনি হযরত আবু-বাক্‌র (রা.) কে আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং মজলিসে শুরাতে ও যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন। প্রথম খলিফার খিলাফতকালেই তাঁর স্ত্রী নবী দুলালী হযরত ফাতিমা (রা.) তাঁকে শোক সাগরে ভাসিয়ে পরলোকে যাত্রা করেন।[৪৪১] সেই সময় তিনি বলেছিলেন:[৪৪২]

السلام عليك يارسول الله عنى وعن ابنتك النازلة فى جوارك والسريعة اللحاق بك قل يا رسول الله عن صفيتك صبرى، ورق عنها تجلدى – الا ان لى فى التأسى بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعز، ومدتك ملحودة قبرك، وفاضت بين نحرى وصدرى نفسك، انا لله وانا اليه راجعون

হযরত ওমার (রা.) খলিফা নির্বাচিত হলে তিনি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠতা ও যোগ্যতার পক্ষে মত প্রকাশ করেন:[৪৪৩]

لله بلاء فلان فقد قوم الاولاد وداوى العمد ، خلف الفتنة واقام السنة ذهب نقى الثوب ، قليل العيب ، اصاب خيرها وسبق شرها، ادى الى الله طاعته واتقاه بحقه ، رحل وتركهم فى طرق متشعبة لا يهتدى فيها ولا يستيقن المهتدى -

---

[৪৩৯] আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ.১৮৫।

[৪৪০] রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন: (আরবী, রাফ/রে.৩ ফুট নোট)

[৪৪১] আশ-শরীফ আর-রাজী, নাহজুল বালাগাহ, খ.২, পৃ.২২৮।

[৪৪২] আল-আসাবাতু ফী তামীজ আস-সাহাবা, ৭২৯: (আরবী, রেফা/রাফখাত-৫)

[৪৪৩] নাহজুল বালাগাহ, খ.২, পৃ.১৮২।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি হযরত উছমান (রা.)কেও আনুগত্য প্রকাশ করে বলেন:[৪৪৪]

لقد علمتم انى احق الناس بها من غيرى ووالله لاسلمن ما سلمت امور المسلمين ولم يكن فيها جور الا على خاصة التماسا لاجر ذلك وفضله، وزهدا فيما تنافستموه من زخرفه وزبره -

হযরত আলী (রা.) খলিফা নির্বাচিত হওয়ায় ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তিনি খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর ভাষণে বলেছিলেন:[৪৪৫]

اما بعد لا يرعين مرع على نفسه فان من ارعى على غير نفسه شغل عن الجنة والنار امامه، هلك من ادعى ، وردى من افتحم، اليمين والشمال مضلة، الوسطى الجادة، منهج عليه باقى الكتاب والسنة واثار النبوة ، ان الله داوى هذه الامة بداوعين السوط والسيف – لا هو ادة عند الامام فيهما، استتروا فى بيوتكم واصلحوا ذات بينكم والتوبة من ورائكم -

তাঁর ইন্তিকালের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী গণতন্ত্রের অবসান ঘটে। কুফায় তাঁর মরদেহ সমাহিত করা হয়, পরবর্তীকালে ঐ স্থানে নাজাফ শহর প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪৪৬] ইন্তিকালের পূর্বে তিনি বলে যান:[৪৪৭]

وصيتى لكم ان لا تشركوا بالله شيئا - ومحمد صلى الله عليه وسلم واله فلا تضيعوا سنته - اقيموا هذين العمودين، واوقدوا هذين المصباحين - وخلاكم ذم انا بالامس صاحبكم - وانا اليوم عبرة لكم وغدا مفارقكم ان ابقى فانا ولى دمى، وان افن فالفناء ميعادى وان اعف فاالعفولى -

'তোমাদের প্রতি আমার শেষ উপদেশ হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে কোন অংশীদারকে স্বীকার করোনা। মোহাম্মদ (স.) এর সুন্নাতকে নষ্ট হতে দিওনা। ইসলামের এই দুইটি স্তম্ভকে সর্বদা অটুট রেখো, এই প্রদীপ দুটিকে সব সময় জ্বালিয়ে রেখো। তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে কেউ কোন অভিযোগ করতে পারবেনা। গতকালও আমি তোমাদের আমীর ছিলাম, আর আজ আমি এমন লক্ষ্য হয়ে পড়েছি, যা থেকে তোমরা সতর্কতার পাঠ গ্রহণ করতে পার, আগামীকাল আমি তোমাদের নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করবো। আমি যদি বেঁচে উঠি তাহলে আত্তায়ীর বিচার আমিই করবো, আমার যদি মৃত্যু ঘটে তাহলে এখনেই জীবনের শেষ। আমি যদি তাকে ক্ষমা করি, তাহলে আল্লাহর নৈকট্যলাভের জন্য তা করবো, কারণ সেটাও তোমাদের জন্য হবে একটা সৎকাজ, কাজেই তাকে ক্ষমা করো। আল্লাহ বলেছেন: তোমরা কি চাওনা আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন? আল্লাহর

---

[৪৪৪] প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.২২২।

[৪৪৫] প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১২৪।

[৪৪৬] আবু উসমান আমর ইব্‌ন বাহার ইব্‌ন মাহবুব আল-জাহিয, আল-বায়ান ওয়াত তিবইয়ান, খ.২, পৃ.৪৫-৪৬।

[৪৪৭] তাঁর ১৯জন কন্যা ও ১৪জন পুত্রের মধ্যে ইমাম হাসান (রা.) ইমাম হুসাইন (রা.)-এর নাম ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে; Encyclopaydia of Islam, New Edition, Vol.1, p.385.

Dhaka University Institutional Repository

শপথ মৃত্যু আমার নিকট অপ্রত্যাশিতভাবে আসেনি যে, আমি তাকে ঘৃণা করবো, হঠাৎ আসেনি যে, আমি তার প্রতি বিরূপ হবো, সে এমন কোন দর্শনপ্রার্থী নয়, যাকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে চাই। আমি একজন সন্ধানী, যে খুঁজে পেয়েছে তাঁর সন্ধানের বস্তু। আল্লাহর নিকট যা পাওয়া যায় ধার্মিকদের জন্য তাই সর্বোত্তম।'

রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন:[৪৪৮]

من احب عليا فقد احبنى ، ومن احبنى فقد احب ا لله ومن ابغض عليا فقد ابغضنى

তিনি কুরআনের লিখক নিযুক্ত হন। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। কুরআনের আয়াতসমূহের অবতরণ সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তিনি একজন হাফিজ ও মুফাস্সির ছিলে।[৪৪৯]হাদিসের সংরক্ষণেও তাঁর দক্ষতা ছিল অপরিসীম্ সাহাবাদের মধ্যে ফিকাহর মাসআলা সম্বন্ধে তাঁর অধিকার ছিল অগ্রগণ্য।[৪৫০] ইব্ন মাসউদ (রা.) বলেছেন:

افرض اهل المدينة واقضاها على بن ابى طالب

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন: হযরত আলী সম্পর্কে তিনশত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।[৪৫১] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন:[৪৫২]

على مع القرآن والقرآن مع على لا يفتروقان حتى يردا على الحوض

হযরত আলী (রা.) পবিত্র কুরআনের অসংখ্য জটিল আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন যেমন:[৪৫৩]

والله خلقكم ثم يتوفكم ومنكم من يرد الى ازذل العمر لكى لا يعلم بعد علم شيئا

'আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে উপনীত করা হবে নিকৃষ্টতম বয়সে, যার ফলে তারা যা কিছু জানতো সে সম্বন্ধে তারা সজ্ঞান থাকবেনা' এই আয়াতে **ارذل العمر** শব্দ দ্বয়ের তাফসীর করেছিলেন পঁচাত্তর বছর বয়সের বার্ধক্য জনিত জরাজীর্ণ অবস্থা।[৪৫৪] সূরা মাউন এর ৭নং আয়াতে **ماعون** এর মাউন শব্দের তাফসীর করেছিলেন নির্ধারিত যাকাত।[৪৫৫] হযরত আলী (রা.)একজন হাদীস বিশারদ ছিলেন। হাদীস সংরক্ষণেও তাঁর বিশেষ অবদান আছে। তিনি হাদীস

---

[৪৪৮] আশ-শরীফ আর-রাজী, নাহজুল বালাগাহ্, খ.৩, পৃ.২১।
[৪৪৯] আল্লামা সুয়ূতী তারীখুল খুলাফায়ি, পৃ.১৭৩।
[৪৫০] তারীখু আল-খুলাফায়ি, পৃ.১৭৩ ; রাসূলুল্লাহ (সা.) একদা হযরত আলীকে বলেছিলেন:
[৪৫১] আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ.১৮৬।
[৪৫২] ইব্ন হাজার আসকালানী, আল-আসাবাতু ফি তমীজু আস-সাহাবাহ্, খ.৪, পৃ.৭৬৭।
[৪৫৩] আল-কুরআন, ১৬ : ৭০।
[৪৫৪] আল্লামা সুয়ূতী, তারীখু আল-খুলাফায়ি, আস-সাবতীন আলী ইব্ন আবী তালিব, পৃ.১৭৩।
[৪৫৫] আলী মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, খ.২, পৃ.২৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। কেউ কোন হাদীস বর্ণনা করতে চাইলে তাকে শপথ করে বলতে হতো যে, তিনি তা সরাসরি রাসূলুল্লাহর (সা.)-এর নিকট থেকে শুনেছেন, তবেই তিনি সেটাকে হাদীস বলে গ্রহণ করতেন।[৪৫৬] তিনি নিজে পাঁচশ ছিয়াশিটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৪৫৭] সংখ্যায় অধিক না হলেও এই হাদীসগুলির রেওয়াতের গুরুত্ব অত্যাধিক। ইব্‌ন মাসউদ, ইব্‌ন ওমার , ইব্‌ন আব্বাস, ইব্‌ন যুবায়ির, আবু মুসা, আবু সাঈদ, আবু হুরায়রা, আবু আমামা, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ, যায়িদ ইব্‌ন আরকাম প্রমুখ বহু বিশিষ্ট মোহাদ্দিস তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৪৫৮] তাঁর সম্পর্কে আহমাদ হাসান যাইয়্যাত বলেছেন: [৪৫৯]

وكان حجة فى الفقه، قدوة فى الورع، شديد الشكيمة فى الحق، قوى الثقة بالنفس

হযরত আলী (রা.)-এর সাহিত্য কৃর্তিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়:(১) বক্তৃতা ফরমান (২) চিঠিপত্র (৩) নীতি কথা ও উপদেশ (৪) বাণী ও কবিতা।[৪৬০]

একদা তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টির বিষয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলেন:[৪৬১]

الحمد لله الذى ال يبلغ مدحته القائلون ولا يحصى نعمائه ا لعادون ولا يودى حقه المجتهدون الذى لا يدركه بعد ا لهمم ولا يناله غوصه الفطن الذى ليس لصقنه حد محدود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود - فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه- اول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الاخلاص له وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه لشهادة كل صفة انها غير الموصوف وشهادة كل موصوف انه غير ا لصفة - فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جزاه فقد جهله فقد اشار اليه ومن اشار اليه فقد حده ومن حده فقد عده – ومن قال فيم ضمنه ومن قال علام فقد اخلى منه - كائن لا عن حدث موجود لا من عدم مع كل شيئ لا بمقارنة وغير كل شيئ لا بمزايلة – فاعل لا بمعنى الحركات والالة بصير اذ لا منظور ا ليه من خلقه متوحد اذ لا مكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده - انشأ الخلق انشاء وابتدأ ابتداء بلا روية اجالها ولا تجزبة استفادها ولا حركة احدثها ولا همامة نفس اظطرب فيها -

---

[৪৫৬] কানযুল উম্মাল, খ.২, পৃ.২৫১।
[৪৫৭] শামস্-আদ্দীন আয-যাহাবী, তাজকিরাতুল হাফিজ, খ.১, পৃ.১০।
[৪৫৮] আল্লামা সুয়ূতী, তারীখু আল- খুলাফায়ি, পৃ.১৬৭।
[৪৫৯] প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৮।
[৪৬০] আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ.১৮৬।
[৪৬১] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, খ.২, পৃ.৪৫২।

Dhaka University Institutional Repository

'সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর, যাঁর প্রশংসাগাঁথা বাগ্মিগণ বর্ণনা করে শেষ করতে পারেননা, গণিতজ্ঞগণ যাঁর বদান্যতার হিসাব করতে পারেনা, শত চেষ্টাতেও তাঁর প্রতি যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা সম্ভব নয়, বহু শ্রম করেও কেউ উপলব্ধি করতে পারবেনা তাঁর সত্বাকে, জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে তাঁর নাগাল পাওয়া যায়না। তাঁর গুণাবলীকে সীমিত ও নির্দিষ্ট করা যায়না, কোন ভাষায় বর্ণনা করা যায়না। তাঁর সূচনার সময় নির্দেশ করা যায়না, তাঁর বিদ্যা মানবতার সময় নিরূপন করা যায়না। তিনি জগতকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ক্ষমতা বলে, বায়ুকে প্রবাহিত করেছেন তাঁর দয়ার গুণে, তিনিই তরল মাটিকে শক্ত করে পর্বতে পরিণত করেছেন, যা স্তম্ভের কাজ করেছে। ধর্মের পথে প্রথম পদক্ষেপ হলো তাঁকে প্রভু হিসাবে চিনে নেওয়া, তাঁকে চেনার পূর্ণতা হচ্ছে দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্বাসের পূর্ণতা হচ্ছে তিনি সকল প্রকৃতির ঊর্ধে একথা অন্তরের সঙ্গে মেনে নেওয়া, তাঁর সম্বন্ধে আন্তরিকতার পূর্ণতা হচ্ছে এ বিষয়ে স্বাক্ষ্য দেওয়া যে, তাঁর গুণাবলী হতে কোন গুণ যদি বাদ দেওয়া যায়না এবং আরও স্বাক্ষ্য দেওয়া যে, তাঁর প্রত্যেকটি গুণ বর্ণনার অতীত এবং প্রত্যেকটি বর্ণনা তাঁর গুণের পক্ষে অসম্পূর্ণ। যে ব্যক্তি আল্লাহর জাত পাকের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দিতে যায় সে তাঁর জাতি ও সিফাতী গুণকে এক করে ফেলে, যে ঐ দুপ্রকার গুণকে এক করে দেখে সে তাঁর দ্বিত্বে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে, যে তাঁর দ্বিত্বে বিশ্বাসী হয়ে যায় সে তাঁর খন্ড অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। আর সে এই প্রকার বিশ্বাস পোষণ করে আল্লাহকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেনা, যে এইরূপ অজ্ঞ সে সর্বদা কাল্পনিক বস্তুকেই বিধাতা ভাবতে থাকে, যে এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করে সে আল্লাহর অস্তিত্বে সীমাবদ্ধতা আরোপ করে আর যে তাঁকে এইরূপ সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ করে, সে তাঁকে বিশেষ ক্ষমতায় আবদ্ধ করে রাখতে চায়।

যে মনে করে তিনি কোন স্থানে আছেন সে তাঁকে সেই স্থানে সীমিত করে, আর যে মনে করে তিনি কোন স্থান বিশেষের উপর আছেন সেভাবে যে, তাঁর অবস্থানের বাইরেও স্থান থাকা সম্ভব। তাঁর অস্তিত্ব চিরন্তন, কোন নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর আবির্ভাব ঘটেনি, তাঁর অস্তিত্ব কোন অনস্তিত্ব হতে আসেনি, প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গেই তিনি বিদ্যমান তবে দৈহিকভাবে নয়, তিনি সব কিছু হতেই দূরে আছেন, তবে দৈহিক দূরত্বে নয়। তিনি কর্মরত, তাঁর কর্মে অঙ্গ সঞ্চালন বা যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়না, দেখার মত কোন সৃষ্ট বস্তু যখন ছিলনা তখনো তিনি দর্শনরত ছিলেন, তিনি এক ও নিঃসঙ্গ, তাঁর কোন সঙ্গী নেই যে তাঁকে সঙ্গ দেবে বা যার সঙ্গের অভাব তিনি বোধ করবেন। তিনি বিশ্বজাহানকে একই সময়ে আর একই সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন, কোন প্রকার ভাবনা চিন্তা ছাড়াই তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন, পরীক্ষা নীরিক্ষা করে, তার ফলাফল দেখে, নিজের পরিকল্পনাকে সংশোধন করে নিয়ে তিনি কিছু করেননি, তেমন কোন প্রক্রিয়ার প্রয়োজনই হয়নি, তাঁর অস্তিত্বকে ক্রিয়াশীল করতে হয়নি।'[৪৬২]

---

[৪৬২] আশ-শরীফ আর-রাজী, নাহজুল বালাগাহ, সম্পাদনায়: শায়খ মুহাম্মদ আবদুহ, খ.১, পৃ.১৪-১৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাক-ইসলামী যুগের সামাজিকি অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:[৪৬৩]

ارسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الامم واعتزام من الفتن وانتشار من الامور وتلظ من الحروب والدنيا كاسفة النور واياس من ثمرها، قد درست منار الهدى وظهرة اعلام الردى فهى متجمهة لاهلها عابسة فى وجه طالبها ثمرها الفتنة وطعامها الجيفة وشعارها الخوف ودثارها السيف -فاعتبروا عباد الله واذكروا فيك التى اباؤكم واخوانكم بها مرتهون وعليها محاسبون - ولعمرى ما تقادمت بكم ولا بهم العهود ولا خلق فيما بينكم وبينهم الاحقاب والقرون - والله ما اسمعم الرسول شيئا الا وها انا ذا اليوم مسمعكموه وما اسماعكم اليوم بدون اسماعهم بالامس - ولا شقت لهم الابصار ولا جعلت لهم الافئدة فى ذلك الاوان الا وقد اعطيتم مثلها فى هذا الزمان- فلا يغرنكم ما اصبح فيه اهل ا لغررو - فانما هو ظل ممدود الى اجل معدود -

'আল্লাহ আমাদের রাসূলকে সেই সময় পাঠিয়েছিলেন যখন পৃথিবীতে দীর্ঘকাল যাবত কোন রাসূল ছিলনা, মানবজাতি ভূলে গিয়েছিল তাদের কর্তব্যের উপলব্ধি, বিরোধ বিশৃঙ্খলার মধ্যে কাটাচ্ছিল দিন, দীর্ঘকালীন যুদ্ধ প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিল মানব সমাজকে, পৃথিবীর সময় কেটেছিল অন্ধকারে আর সার্বিক হতাশায়, যখন মানবের অতীত ছিল দু:খময়, বর্তমান ভীতিপ্রদ, ভবিষ্যৎ সমস্ত শক্তি ও সাহস হারিয়ে হয়েছিল হতাশাময়, সর্বত্রই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল ধ্বংস আর বিনাশ, পৃথিবী হয়ে উঠেছিল এক অস্বাস্থ্যকর আর বিপদজনক স্থান, চারিদিকে বিরাজ করছিল, ধ্বংস, মৃত্যু, ভয় আর আতঙ্ক, যুদ্ধ আর বিশৃঙ্খলা। কাজেই আল্লাহর বান্দাগণ! ইতিহাস হতে পাঠ গ্রহণ করো, তোমার পিতা-মাতামহ আর ভাইদের জীবনের পরিণতি দেখে সতর্ক হও, যাতে করে তোমরাও না ওদের অনুসারী হয়ে যাও। জীবনের হিসাব তাদের দিতেই হবে।

আমার জীবনের শপথ, তাদের আর তোমাদের মাঝে বেশী দিনের ব্যবধান ঘটেনি, কাজেই এত শীঘ্র তোমরা তাদের জীবনের কথা ভূলে যাবে তা আশা করা যায়না। আল্লাহর শপথ, রাসূল তোমাদের বাপ-দাদাদের যা শুনিয়েছিলেন আমি ও অবিকল তোমাদের সেই সব কথা শোনাচ্ছি, এখন তোমাদের প্রতিক্রিয়াও সে দিনের লোকদের প্রতিক্রিয়ার মতই। তাদের জীবন কোন পরিবর্তন ঘটায়নি তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গির, কোন উন্নতি সাধন করেনি তোমাদের মনের, তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা রাসূলের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছিল তোমরাও এখন অবিকল সেই রকম ব্যবহার করছো। ধূর্ত, প্রবঞ্চক লোকেরা যে সমস্ত ধন-সম্পদ জমা করে নিয়েছে তা যেন তোমাদের প্রলুব্ধ না করে, কারণ তা হচ্ছে পৃথিবীর ছায়ার মত, যা ক্ষণিকের জন্য দীর্ঘায়িত হতে পারে, কিন্তু শেষে তা মুছে যাবেই।'

---

[৪৬৩] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৪৫৩-৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

সৎ জীবন ও সৎ সমাজ সম্পর্কে হযরত আলী (রা.)-এর একটি খুতবা:[৪৬৪]

ايها الناس انا قد اصبنا فى دهر عنود وزمن شديد، يعد فيه المحسن مسيئا، ويزداد فيه الظالم عتوا، لا تنتفع بما علمنا ولا نسأل عما جهلنا، ولا نتخوف قارعة تحل بنا، فالناس على اربعة اصناف: منهم من لا يمنعه الفساد (فى الارض) الا مهانة نفسه، وكلاله حده، ونضيض وفره – ومنهم المصلت لسيفه والمجلب بخليله ورجله والمعانى بشره – قد اشرد نفسه واوبق دينه لحطام ينتهزه او مقنب يقوده او منبر يفرعه، ولبئس المتجران (ترى ا لدنيا) لنفسك ثمنا، ولمالك عند الله عوضا – ومنهم من يطلب الدنيا يعمل الاخرة – ولا يطلب الاخرة بعمل الدنيا، وقد طامن شخصه وقارب من خطوة وشمر من ثوبه وزخرف (من) نفسه، لامانة ، واتخذ ستر الله ذريعته للمعصية، ومنهم من قد اقعده من طلب الملك ضوولة نفسه، وانقطاع سببه، فقصرت به الحال عن امله ، فتحلى باسم القناعة وتزين بالباس (أهل) الزهادة، وليس من ذلك فى مراح ولا مغدى، وبقى رجال غض ابصارهم ذكر المراجع، واراق دموعهم خوف المحشر، فهم بين شريد نافر، وخائف مقموع وساكت مكعوم، وداع مخلص وثكلان موجع قد اخملتهم التقية، وشملتهم الذلة، فهم (فى) بحر اجاج افواههم ضامرة، وقلوبهم قرحة قد وعظوا حتى ملوا، وقهروا حتى ذلوا، وقتلوا حتى قلوا فلتكن الدنيا فى اعينكم اصغر من حثالة القرظ وقراضة الجلك – واتعظوا بمن كان قبلكم قبل ان يتعظ بك من كان بعدكم، وارفضوها ذميمة فانها قد رفضت من كان اشغف بها منكم -

'হে মানবমন্ডলী! আমরা সম্মুখীন হয়েছি এক নির্মম অবস্থা আর কঠিন সময়ের, এক পূণ্যবান ব্যক্তিকে মনে করা হয় দুষ্ট, অত্যাচারী নির্যাতন চালিয়ে হয়ে যায় অধিকতর নিষ্ঠুর, আমরা আমাদের বিদ্যার সদ্ব্যবহার করিনা, আমাদের অজ্ঞতা দূরীকরণের চেষ্টা করিনা, বিপদ নেমে না আসা পর্যন্ত আমরা তা উপলব্ধিই করিনা। অতএব মানুষ প্রধানত: চার শ্রেণীর: এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা যথেষ্ট ধন-সম্পদ আর প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধে না থাকায় ফাসাদ আর খুন জখম থেকে দূরে থাকে।

অন্য এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা তরবারী উঁচিয়ে নিজেদের দলে লোক লস্কর জুটিয়ে নেয় আর পাপ সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ্যে বলে বেড়ায়, সবরকম দুষ্কর্ম আর নির্যাতনের জন্য প্রস্তুত থাকে, পার্থিব ধন সম্পদের বিনিময়ে ধর্মকে বিকিয়ে দেয়, নিজের সৈন্যবাহিনীকে পাপের দিকে পরিচালিত করে, মঞ্চে দাঁড়িয়েও পাপের প্রচার চালায়, এ এক নিকৃষ্ট ব্যবসা, পাপজীবন থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে মূল্য রাখা হয়েছিল আল্লাহর নিকট তাও তুমি বিকিয়ে দাও এর বিনিময়ে।

[৪৬৪] নাহজুল বালাগাহ, খ.১, পৃ.১৫৬-৫৮; প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫৬-৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

আর এক দল মানুষ আছে, যারা পরকালের কাজ করে পৃথিবীতে উচ্চপদ পেতে চায়, পার্থিব কাজ দ্বারা পরকাললাভ করতে চায় না, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ কেবল তাদের ভান, সহজভাবেই তারা আল্লাহর করুণার সুযোগ গ্রহণ করে, বাইরে সাধুতা দেখিয়ে তারা লোকদের ঠকায়, আর আল্লাহ তাদের মুখোশ খুলে না দেওয়ার কারণে তারা তাদের পাপ ঢেকে বেড়ায়।

অপর এক শ্রেণীর মানুষ দেখতে পাওয়া যায়, যারা দুর্বল চিত্ত তারা ধন সংগ্রহ করতে পারেনা, অপরের সাহায্যও নিতে পারেনা, ফলে তারা সাধ অনুযায়ী পদ জোটাতে পারেনা, তারা আত্মতৃপ্তির নামে ঢাকতে চায় তাদের দারিদ্র, সাধুতার পোষাক পরে থাকে তারা ভান করে তারা বেশ সুখেই আছে, অথচ সকাল-বিকাল কেবল ধন উপার্জনের চিন্তা করে।

আর এক দল আছে, তারা সংখ্যায় অল্প, তারা নিয়ত আল্লাহকে ভয় করে চলে, হাশরের ভয়ে তারা অশ্রুপাত করে, তারা দুষ্কর্ম হতে দূরে থাকে, তারা আতঙ্কগ্রস্ত আর নির্যাতিত, তাদের কেউ কেউ নীরব কর্মী, আন্তরিকতার সঙ্গে তারা মানুষকে ধর্মের পথে ডাকে। বীরত্বেও সঙ্গে নিজ সঙ্কল্পে অটল থাকে, হীনতা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকে তারা, তাদের অবস্থা হাত পা আর মুখ বাঁধা অবস্থায় সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত মানুষের মত, তারা ভয় হৃদয় বিশিষ্ট, তারা সব মান মর্যাদা হারিয়ে রিক্ত হয়ে গেছে, নিষ্ঠুরভাবে তাদের দমন করা হয়েছে, তাদের এমন নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে যে, তাদের অল্প সংখ্যকই জীবিত আছে।

তোমাদের পরে যারা আসবে তারা তোমাদের জীবন হতে উপদেশ গ্রহণ করার পূর্বে, তোমাদের আগে যার ছিল তাদের জীবন হতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। পাপ পথে অর্জিত পার্থিব সম্পদকে পরিত্যাগ কর, কারণ যারা এই সংসারে প্রেমে উন্মত্ত, সংসার সব সময় তাদের পরিত্যাগ করেছে।'[৪৬৫]মু'আবিয়ার ও তার দলবল যখন হযরত আলীর নিকট উপস্থিত হয়েছিল অসৎ সঙ্কল্প নিয়ে, তখন তাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয়েছিল এই ঐতিহাসিক বক্তৃতা। [৪৬৬]

কাযীদের পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

ترد على احدهم القضية فى حكم من الاحكام فيحكم فيها برأية ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافة ثم يجتمع القضاة بذلك عند الامام الذى استقضاهم فيصوب اراءهم جميعا والههم واحد ونبيهم واحد افامرهم الله تعالى تعالى بالاختلاف فاطاعوه – ام نهاهم عنه فعصوه – ام انزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه – ا م كانوا شركاء له – فلهم ان يقولوا عليه ان يرضى ام انزل

[৪৬৫] আবু উসমান আমর ইব্‌ন মাহ্‌বুব আল-যাহিজ, আল-বায়ান, ওয়াত বিতইয়ান, খ.২, পৃ৫৪-৫৬।

[৪৬৬] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২,পৃ.৪৫৯-৪৬১।

Dhaka University Institutional Repository

الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وسلم واله عن تبليغه وادائه والله سبحانه يقول (ما فرطنا فى الكتاب من شيئ) فيه تبيان كل شيئ وذكر ان الكتاب يصدق بعضه بعضا وانه لا اختلاف فيه فقال سبحانه (ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) وان القرآن ظاهره انيق وباطنه عميق ، لا تفنى عجائبه ولا تنقضى عرائبه ولا تكشف الظلمات الا به -

'যাদের হাতে বিচারের দায়ীত্ব অর্পিত হয়েছে এমন একজন আইন বিশেষজ্ঞেরর নিকট যদি কোন বিষয় বিচারের জন্য ন্যস্ত করা যায় তাহলে তিনি সে সম্বন্ধে একটা রায় দিয়ে দেবেন, কিন্তু সেই বিচার্য বিষয়টিই যদি অন্য একজন বিশেষজ্ঞের নিকট পেশ করা যায়, তিনি তখন তার বিপরীত রায় দেবেন। আবার এসব (পরস্পর বিরোধী) মতামত যদি প্রধান বিচারপতির সামনে পেশ করা যায় তিনি তখন হয়তো সব কটি রায়ই অনুমোদন করেন, অথচ তাঁদের সকলেরই আল্লাহ এক, নবী এক, পবিত্র গ্রন্থ এক। আল্লাহ কি তাঁদের এই রকম বিভিন্নতার হুকুম দিয়েছেন, তাঁরা যা মেনে চলেছেন? হা আল্লাহ তাঁদের ঐশী বিধান দিয়ে যথেচ্ছ রায় দিতে নিষেধ করেছেন, আর তাঁরা নিষেধ অগ্রাহ্য করেছেন? না কি আল্লাহ যে ওহী নাযিল করেছেন তা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, তারা কি তাঁর অংশীদার যে তাঁরা যা ইচ্ছা তাই বলতে পারবেন আর আল্লাহ তা অনুমোদন করবেন? না কি মহামহিম আল্লাহ তাঁর ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) যথাযথভাবে বিশ্ববাসীকে তা জানিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন?[৪৬৭]

মহা-মহিম আল্লাহ তো বলেছেন আমরা কুরআনে কিছুই বাদ দিইনি, কুরআনে সব কিছুরই ব্যাখ্যা আছে। আরও বলেছেন: এ গ্রন্থেও বিভিন্ন অংশে পরস্পরকে অনুমোদন করে, এদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। তিনি আরও বলেছেন: 'এই সব ওহী যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে আসতো তাহলে তোমরা তাতে অনেক অনৈক্য দেখতে পেতে'। মনে করো কুরআন বুঝতে খুব সহজ আর সুখপাঠ্য, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত অর্থ অত্যন্ত সুদূর প্রসারী। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নিকট এর আকর্ষণের শেষ নেই, সৌন্দর্যের অন্ত নেই, আর এর সাহায্য ছাড়া অন্ধকার দূরীভূত হতে পারেনা।'[৪৬৮]

পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে হযরত আলী (রা.) বলেছেন:[৪৬৯]

فانكم لوعاينتم ما قد عاين من مات منكم لجزعتم ووهلتم وسمعتم وطعتم ، ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا ، وقريب ما يطرح الحجاب ولقد بصرتم ان ابصرتم واسمعتم ان سمعتم وهديتم ان اهتديتم - بحق اقول لكم لقد جاهرتكم العبر وجزرتم بما فيه مزدجر - وما يبلغ عن الله بعد رسل السماء الا البشر؟

---

[৪৬৭] নাহ্‌জুল বালাগাহ্‌, খ.১, পৃ.৫৪-৫৫।
[৪৬৮] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ.৪৬৩-৬৪।
[৪৬৯] প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

'যারা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছে তারা যা দেখতে পেয়েছে তোমরা যদি তা দেখতে পেতে তাহলে তোমরা ভয়ে চীৎকার করে উঠতে আর আতঙ্কে কাঁপতে থাকতে, আর সহজেই মেনে নিতে আল্লাহর বিধান সমূহ। কিন্তু তারা যা দেখছে তা রয়েছে পর্দাবৃত। অচিরেই সকলের জীবন হতে সেই পর্দা সরিয়ে নেওয়া হবে। তোমরা যদি প্রকৃতভাবে দেখার ইচ্ছা, শোনার আগ্রহ আর সুপথ প্রাপ্তির আকাঙ্খা থাকে তাহলে জেনে রেখো আমি সত্যের পূনরাবৃত্তি করে বলছি তোমাদের কাছে, এ ভয়ঙ্কর বিপদ আর আতঙ্কেও হাত থেকে বাঁচার জন্য কি করতে হবে তা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে (কুরআন মাজীদে)। আল্লাহ প্রেরীত পুরুষেরা ব্যতীত মানবজাতির জন্য তাঁর শ্রেষ্ঠবাহক আর কে হতে পারে?

সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালে তিনি নিজ সৈন্যদলের উদ্দেশ্যে এই ঐতিহাসিক ফরমান জারী করেছেন: [৪৭০]

لا تقاتلوهم حتى يبدأوكم فانكم بحمد الله على حجة وترككم اياهم حتى يبدأوكم حجة اخرى لكم عليه - فاذا كانت الهزيمة باذن الله فلا تقتلوا مدبرا، ولا تصيبوا معمرا ، ولا تجهزوا على جريح ، ولا تهيجوا النساء باذى وان شتمن اعراصكم وسببن امراءكم فانهن ضعيفة القوى والانفس والعقول ، ان كنا لنومر بالكف عنهن وانهن لمشركات ، وان كان الرجل ليتناول المرأة فى الجاهلية بالفهر او الهراوة فيعير بها وعقبه من بعده -

'শত্রু পক্ষ আক্রমণ না করা পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ আরম্ভ করবেনা, কারণ আল্লাহর দয়ায় তোমরা ন্যায়ের পক্ষে আছ। আক্রমণ না করা পর্যন্ত তোমরা তাদের নির্বিবাদে থাকতে দেবে, তারা আক্রমণ করলে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যুক্তি খুজে পাবে। আল্লাহর অনুগ্রহে তোমাদের যদি জয় হয় তাহলে দুর্বল আর বৃদ্ধদের প্রতি কোন আঘাত হানবেনা, আহতকেও আক্রমণ করবেনা, মেয়েরা তোমাদের সেনাধ্যক্ষদের গালি দিলেও তোমাদের নায়কদের প্রতি অপমানজনক উক্তি করলেও তোমরা তাদের প্রতি কঠোর হবেনা, এমনকি অপমানজনক ব্যবহার করে উত্তেজিত করে তুলবেনা।কারণ তারা শারীরিক, মানষিক আর বুদ্ধির দিক দিয়ে দুর্বল, ওরা মুশরিক হলেও আমরা যেন তাঁদের গায়ে হাত তুলি। প্রাক-ইসলামী যুগেও প্রথা ছিল যদি কেউ কোন স্ত্রীলোককে লাঠি বা প্রস্তর দ্বারা আঘাত করতো তাহলে তার বংশধরদের পক্ষ হতে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হতো।'

হযরত আলী (রা.) হযরত আবু বাক্‌র (রা.) তনয় মুহাম্মদকে মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করার সময় এক ফরমান জারী করে বলেছিলেন: [৪৭১]

---

[৪৭০] নাহজুল বালাগাহ, খ.১, পৃ. ৫৭-৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

فاخفض لهم جناحك والن لهم جانبك، وامسط لهم واجهك، وانس بينهم فى اللحظة والنظرة حتى لا يطمع العظماء فى حيفك بهم ولا ييأس الضعفاء من عدلك بهم ، فان الله تعالى يسائلكم معشر عبادة عن الصغيرة من اعمالكم والكبيرة والظاهرة والمستورة فان يعذب فانتم اظلم وان يعف فهو اكرم-

واعملوا عباد الله ان المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا واجل الاخرة فشاركوا اهل الدنيا فى دينه ولم يشارك اهل الدنيا فى اخرتهم سكنوا الدنيا بافضل ما سكنت واكلوها بافضل ما اكلت، فحفظوا من الدنيا بماحظى به المترفون واخذوا منها اخذه الجبابرة المتكبرون – ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر الوابح اصابوا لذة زهد الدنيا فى دنياهم وتيقنوا انهم جيران الله فى اخرتهم- لا تردلهم دعوة ، ولا ينقص له نصيب من لذة -

'তাদের জন্য তোমার বাহু আনত করবে, তোমার পার্শ্বদেশকে কোমল করবে আর তোমার মুখমন্ডলকে প্রসন্ন রাখবে। আর তোমার দৃষ্টিতে নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে, যার ফলে সবল ব্যক্তিবর্গ তোমার বিনয়ের সুযোগ গ্রহণের সাহস করবেনা এবং দুর্বল ব্যক্তিবর্গ তোমার ন্যায় বিচার হতে নিরাশ হবেনা। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে তোমার ছোট বড় সকল কর্মচারীর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত ব্যাপারে তোমার নিকট হতে হিসাব গ্রহণ করবে। যদি তুমি অত্যাচারী বলে সাব্যস্ত হও তাহলে তিনি তোমাকে শাস্তি দেবেন। তিনি যতি তোমাকে ক্ষমা করেন সেটা হবে তাঁর করুণা।

হে আল্লাহর বান্দাহ জেনে রেখ, বহু ধার্মিক ব্যক্তি ইহকালের জীবন সমাপ্ত করে পরলোকে যাত্রা করেছেন, তাঁরা সংসারমনাদের মত পার্থিব জীবনকে অনায়াশে ভোগ করেছেন পৃথিবীতে, কিন্তু সংসারমনাগণ পরলোকে তাঁদের মত জীবন ভোগ করবেননা। এরা পৃথিবীতে ওদের তূলনায় ভালভাবে বাস করেছেন এবং তাদের অপেক্ষা সুসাধু খাবার খেয়েছেন। এরা ধনীদের অপেক্ষা অধিক শান্তি প্রদ পার্থিব জীবন ভোগ করেছেন এবং সৈরাচারী ও অহংকারীরা যে সুযোগ সুবিধে ভোগ করেছে তাও ভোগ করেছে। তার পর পৃথিবী থেকে যাওয়ার সময় এমন সমস্ত মূল্যবান ও লাভজনক বস্তু সঙ্গে নিয়ে গেছেন, যা পরবর্তী জীবনে তাদের উপকারে লাগবে। এরা আল্লাহর করুণা হতে বঞ্চিত হবেনা। আর বিহিশ্তের তাদের সূধাময় জীবনের ভাগেও কোন ঘাঁটতি হবেনা।'[৪৭২]

---

[৪৭১] প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.১৪-১৫।

[৪৭২] নাহজুল বালাগাহ, খ.৩, পৃ.২১-২৮।

Dhaka University Institutional Repository

মদীনা হতে বসরায় যাওয়ার সময় কূফাবাসীদের উদ্দেশ্যে এক পত্রে তিনি লিখেছেন:[৪৭৩]

من عبد الله على أمير المؤمنين الى اهل اكوفة جبهة الانصار وسنام العرب امابعد فانى اخبركم عن امر عثمان حتى يكون سمعه كعيانه ان الناس طعنوا عليه، فكنت رجلا من المهاجرين اكثر استعتابه واقل عتابه وكان طلعة والزبير اهون سيرهما فيه الوجيف وارفق حدائهما العنيف وكان من عائشة فيه فلتة غضب فاتيح له قوم فقتلوه وباعينى الناس غير مستكرهين ولا مجبرين طائعين محيرين – واعلموان دار الهجرة قد قلعت باهلها وقلعوا بها وجاشت جيش كمرجل وقامت الفتنة على القطب فاسرعوا الى أميركم وبادروا جهاد عدوكم إن شاء الله -

'আল্লাহর দাস। বিশ্ববাসীদের নেতা আলীর নিকট হতে, আনসারদের নেতা ও সম্ভ্রান্ত আরব কুফাবাসীদের প্রতি:

আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলের গুণগানের পর, আমি হযরত উসমানের মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে তোমাদের কিছু জানাতে চাই যার ফলে, শ্রুত বিষয়ে চাক্ষুস দেখার মত হয়ে উঠবে। জনসাধারণ তাঁর বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ উত্থাপন করেছিল, আর মুহাজিরদের মধ্যে একমাত্র আমি ছিলাম তাঁর অধিকতরও ভক্ত এবং অল্প অভিযোগকারী ব্যক্তি। কিন্তু তালহা আর যুবায়ির এই ব্যাপারে তাঁদের সহজাত কথা বার্তা দ্বারা জনগণকে উত্তেজিত করে তুলেছিল যার মধ্যে ছিল বিদ্রোহের উস্কানী, তাঁদের কানাকানী ছিল অভিযোগ অপেক্ষাও মারাত্মক। হযরত আয়িশার অসন্তোষ কম ছিলোনা । এই অবস্থায় কিছু লোক তাঁকে (হযরত উসমানকে) হত্যার জন্য কৃতসংকল্প হয় অবশেষে তাঁরা তাঁকে হত্যাও করে। অতপর জনগণ কোন অনুরোধ বা জবরদস্তি ব্যতীতই স্বেচ্ছায় ও উৎফুল্ল চিত্ত, আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে।

তোমরা ভাল করে জেনে রাখ, যে নগরে রাসূল হিজরত করে এসেছিলেন এখন নগর বাসীরা সে নগর ছেড়ে পালাচ্ছে, ডেগচির ফুটন্ত পানির মত চারদিকে অসন্তোষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে, তোমরা তোমাদের খলীফার সাহায্যে এগিয়ে এসো, তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সত্বর যুদ্ধ কর আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী।'[৪৭৪]

তাঁর উপরোক্ত বক্তব্যসমূহ ও পরমান এবং উপদেশাবলীর বিষয়বস্তু যেমন সাধারণ বোধশক্তির অতীত, এর ভাষাও তেমন সুকঠিন। এর শব্দচয়ণ আয়াস সাধ্য এবং রচনাশৈলী অনন্য সাধারণ। ভাষার ওপর অসাধারণ

---

[৪৭৩] অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, পৃ. ৪৬৯।

[৪৭৪] নাহ্জুল বালাগাহ, খ.৩, পৃ.২-৩।

Dhaka University Institutional Repository

দখল না থাকলে এবং তাকে ইচ্ছা মত ব্যবহার করার কলাকৌশল করায়ত্ব না হলে এইরূপ বক্তৃতা প্রদান করা সম্ভব হয়না ।

তিনি প্রথমে সুকৌশলে ভাষার চিত্তহারী সৌন্দর্যের আবরণে, ভাবের মাধুর্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে তাঁর ধর্মাশ্রয়ী মনোভাবের অভিব্যক্তি ঘটিয়ে, মহামহিম, মহাপরাক্রান্ত, বিশ্ববিধাতা বিশ্ব নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞাতা, সর্বদ্রষ্টা, অনাদি, অনন্ত, আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করেছেন। তারপর দার্শনিক ভঙ্গিতে ইসলামী ধ্যান ধারনার কোমল ও মধুর রসের মাধ্যমে, কাব্যিক ছন্দে বর্ণনা করেছেন তাঁর জাতি ও সিফাতি গুণাবলী। শেষে তাঁর সাহিত্যিক ভাষার ইন্দ্রজাল ও সংস্কৃতিবান জীবনবোধের ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে জনগণকে শ্বাসরুদ্ধ ও উন্মুক্ত করে তুলে মূল বিষয়বস্তুর অবতারণা করেছেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বিভিন্ন তত্ত্ব তথ্যাদির সাহায্যে মানবের বোধ ও বুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করে তোলা এই ধরণের গদ্য সাহিত্যের মূল লক্ষ্য ।

তাঁর বক্তৃতার ভাষা প্রাঞ্জল, শব্দ দ্ব্যর্থবোধক, বাক্য-বিন্যাস পান্ডিত্যপূর্ণ। ভাবের দ্যোতনা আর অর্থের ব্যঞ্জনায় বক্তার প্রত্যেকটি কথা হয়ে উঠেছে মর্মস্পর্শী। তিনি প্রাক-ইসলামী যুগের কাব্যিক রচনার প্রভাব কাটিয়ে উঠে স্বাধীন গদ্য রচনার সূচনা করেন ।

তিনি তাঁর বক্তৃতায় প্রাক-ইসলামী যুগের সামাজিক চিত্র তুলে ধরে শ্রোতাসাধারণকে ধর্মীয় উম্মাদনা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জাতীয় চরিত্র গঠন করার আহবান জানিয়েছেন। তিনি ধর্মশাস্ত্র ও আইন শাস্ত্রে সুপন্ডিত ছিলেন এবং সামাজিক আলোড়নের নায়ক ছিলেন। তিনি সুকৌশলে ভোগবাদী জীবন সাধনার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে এর পরিণতি সম্বন্ধে মানবজাতিকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে আরবী গদ্য এমন একটা বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল যা মধ্যযুগের এবং আধুনিক যুগের পাঠকদের নিকটও বোধগম্য ।

তিনি তাঁর সাহিত্যে সামাজিক চিত্র অঙ্কন করেছেন সার্থকভাবে। ধর্মজীবনেও যে দুর্নীতি ও ব্যক্তিগত নীতিবোধের সৈরাচার, দেশের আবহাওয়াকে কলুষিত করে তুলছিল তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই তিনি জাতীয় বিবেককে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আল-কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের কন্ঠরোধ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন ।

তিনি তাঁর বক্তৃতায় ক্ষণিকের কাঠামোয় ইহলৌকিক ভোগবিলাসকে বিসর্জন দিয়ে অনন্তকালের পারলৌকিক জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন জনসাধারণকে। তিনি একজন আদর্শ খলীফার বৈশিষ্ট্যে জীবনের শেষ পরিণতি কি হবে আর মৃত্যুর পর কি ঘটবে তার নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করে অত্যন্ত সহজ আর কার্যকরীভাবে মানবকে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন জাতির ইতিহাস, মহৎ মনীষিদের জীবনকথা আর ইসলামের শিক্ষার মধ্যে এমন সব উপকরণ আছে যা দেখে মানব জাতি সাবধান হতে পারে ।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর ফমানসমূহের ভাষা সাহিত্যিক মানের, এর বিষয়বস্তু আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বিজ্ঞান সন্মত এবং এর মর্ম সুদূর প্রসারী। প্রাক-ইসলামী যুগের যুদ্ধনীতি ছিল 'জোর যার মুলুক তার' সেই যুগে শত্রুপক্ষকে প্রথমে আক্রমণ হানার সুযোগ দেওয়া হযরত আলীর মহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ সেনাধ্যক্ষ ও আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক। কুরআনী রচনা-শৈলীর অনুকরণে বাক্য গঠন হযরত আলীর ফরমানের বৈশিষ্ট্য। তত্ত্ব আলোচনা ও উপদেশমূলক নির্দেশের মধ্যেও যে, সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব তার উজ্জ্বল প্রমাণ তাঁর ফরমানসমূহ।

অতএব, আরবী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ করে আরবী গদ্য সাহিত্যকে আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আঙ্গিকে সৃষ্টি তাঁর সাহিত্য কর্মের মূল বৈশিষ্ট্য।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.)

হিযরতের তিন বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লা (স.)-এ পিতৃব্যপুত্র। ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর মতে তিনি কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। কুরআনের ভাষ্যে তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে প্রাচীন আরবী কবিতার উদ্ধৃতি দিতেন।[৪৭৫] হাদীসের গ্রন্থসমূহে তাঁর ১৬৬০টি হাদীস স্থান পেয়েছে। উমর (রা.) বলেনঃ ইব্ন আব্বাস তোমাদের সকলের অপেক্ষা বড় বিদ্বান, তরুণ, প্রবীণ, জিজ্ঞাসু রসনা ও বুদ্ধিদীপ্ত মনের অধিকারী।[৪৭৬]

তিনি আরো বলেন, হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তৎসম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা.) এ উম্মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী। তিনি ৬৮হি./৬৮৭ খৃস্টাব্দে তায়িফে ইন্তিকাল করেন।[৪৭৭] তাঁর কিছু মাসাল নিম্নে প্রদত্ত হল;

ক. إذا جاء القدر عشى البصر : ভাগ্যের লিখন অনুযায়ী চক্ষু অন্ধ হয়ে আসে।[৪৭৮]

খ. إسمع يسمح لك : তুমি ক্ষমা করো তোমাকেও ক্ষমা করা হবে।[৪৭৯]

গ. الهوى إله معبود : প্রবৃত্তি তার উপাস্য, যার উপাসনা করা হয়ে থাকে।[৪৮০]

---

৪৭৫ অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, খ.২, ৪৭৩-৭৪।

৪৭৬ ইসলামী বিশ্বকোষঃ খ.১, পৃ.৫৫৭ ; ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেনঃ 'যখন তোমরা আল্লাহর কিতাবের কোন কিছু বুঝতে না পার, তখন এর অর্থ আরবদের কবিতায় অন্বেষণ কর। কেননা কবিতা তাদের জীবনালেখ্য'; জুরজী যায়দান, খ.১, পৃ.৯৪।

৪৭৭ ইসলামী বিশ্বকোষঃ খ.১, পৃ.৫৫৭।

৪৭৮ প্রাগুক্ত।

৪৭৯ জামহারাতঃ খ.১, পৃ.১১৮।

৪৮০ প্রাগুক্ত : খ.১, পৃ.৪৫৯ ; আবু উবায়দ, পৃ.২৮৪; ময়দানী, খ.১, পৃ.৩৩৮; আল-মুসতাকসা, খ.১, পৃ.১৭২।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.)

তিনি বাল্যকালে উকবা ইব্‌ন মুঈতের বকরী চরাতেন। তিনি কুরআন মজীদের ৭০ টি সূরা রাসুলুল্লাহ (স.)-এর নিকট থেকে সরাসরি শিক্ষা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি ২০হি./৬৪০ খৃস্টাব্দে কূফার কাযী নিযুক্ত হন। একই সঙ্গে কোষাগার, মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা এবং কূফা প্রশাসকের পরামর্শক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালের শেষ দিকে যখন গোলযোগ ও ষড়যন্ত্র প্রবল হয়ে ওঠে, তখন তাঁকে হঠাৎ করে বরখাস্ত করা হয়। এরপর তিনি উমরা করতে চলে যান। উমরা শেষে আল্লাহর ইবাদতে সময় কাটানোর জন্যে তিনি মদীনায় গমন করেন।

তিনি ৩৩হি./৬৫৩ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তিনি আল-কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্বারী এবং হানাফী ফিকহের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৮৪৮টি। তন্মধ্যে ৬৪টি মুত্তাফাকুন আলাইহি, ২১৫টি বুখারীতে এবং ৩৫টি মুসলিম শরীফে সন্নিবেশিত।[৪৮১] তাঁর উল্লেখযোগ্য মাসাল হলোঃ

১. أخر الأمور على أذلالها : কাজের শেষ পর্যায়ে অনুগ্রহ প্রদর্শন।[৪৮২]

২. أحق الشئ بسجن لسان : কারাগারে যাওয়ার জন্যে রসনাই অধিকতর উপযোগী।[৪৮৩]

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)

তিনি কুরায়শ বংশীয় প্রসিদ্ধ সাহাবী। তিনি দাহিয়্যাতুল আরব বা আরবদেও কূটনীতিবিদরূপে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি ৮হি./৬২৯-৩০ খৃস্টাব্দে পঞ্চাশোর্ধ বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী করীম (স.)-এর জীবদ্দশায় আম্মানের শাসনকর্তা ছিলেন। মিসর জয় তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব। আজো পুরাতন কায়রোর মসজিদ তাঁর স্মৃতি বহন করছে। তিনি সিফফীনের যুদ্ধে আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষ অবলম্বন করেন। তাঁর কূটনৈতিক চালে আলী (রা.) ক্ষমতা হারান । আমর পুনঃ শাসনকর্তা নিয়োগ হন। আমরণ তিনি এ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ৪২হি./৬৬৩ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষ অবলম্বনের জন্যে তিনি শেষ জীবনে অনুতপ্ত হন বলে কথিত আছে।[৪৮৪]

---

[৪৮১] আত-তামসীল ওয়াল-মুহাযারা, পৃ.৩০; ড.আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী, পৃ.২১৩, টীকা- দ্র.।

[৪৮২] ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.১, পৃ.৫৭৯।

[৪৮৩] আবু 'উবায়দ, পৃ.২২৭; জামহারা, খ.১, পৃ.৮৯; ময়দানী, খ.১, পৃ.১৭৪; ড.আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী, পৃ.২১৪।

[৪৮৪] আবু 'উবায়দ, পৃ.৩৯, জামহারা, খ.১, পৃ.২২; প্রাগুক্ত, পৃ.২১৪।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর কিছু উপদেশ নিম্নে প্রদত্ত হল:

১. إذا حككت قرحة أدميتها : জখমের স্থলে চুলকালে রক্ত বের হবেই।[৪৮৫]

২. إسترح من لاعقل له : নির্বোধেরাই সুখী।[৪৮৬]

৩. مات فلان ببطنه لم يتغضغن منها شئ : অমুখ ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা গেছে কিন্তু বেদনা এতটুকুও কমেনি।[৪৮৭]

এ ছাড়া আরও কয়েকজন সাহাবী রয়েছেন যাঁদের একাধিক মাসাল রয়েছে। যেমন- 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ, মাস'আব ইব্ন যুবায়র, আহনাফ ইব্ন কায়স (রা.) উল্লেখযোগ্য।[৪৮৮]

মহানবী (স.)-এর লক্ষ লক্ষ হাদীস, সাহাবাগণের সংগ্রামী জীবন ব্যবস্থা, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তাঁদের দেয়া বক্তব্যসমূহ, মুসলিম রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণরদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত পত্রাবলী ও উপমা বা উপদেশাবলী আরবী গদ্য সাহিত্যের উপর শাব্দিক, পারিভাষিক ও আদর্শিকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। যার ফলে আরবী গদ্য ও পদ্য সাহিত্য প্রাক ইসলামী ভাষা থেকে পরিবর্তিত হয়ে ইসলামী সাহিত্য তথা এক পূত-পবিত্র, উন্নত-সাবলিল ও ধর্মীয় ভাষায় রূপলাভ করে।

---

[৪৮৫] ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামীক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬ খৃ.), খ.২, পৃ.২০৬।

[৪৮৬] জামহারা, খ.১, পৃ.১৪৪, ময়দানী, খ.১, পৃ.২৮; আল-মুসতাকসা, খ.১, পৃ.১২৪; প্রাগুক্ত, ২১৪।

[৪৮৭] জামহারা, আমসাল, খ.১, পৃ.১৪৭ ; প্রাগুক্ত।

[৪৮৮] আবু 'উবায়দ, পৃ.৩১৪; ময়দানী, খ.২, পৃ.২৬৭; আল-মুসতাকসা, খ.২, পৃ.৩৩৮; প্রগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ইসলামের শাশ্বত বিধান বা জীবন ব্যবস্থার আবিভাবের পূর্ববর্তী (আনুমানিক ৫০০-১০০০ বছর) সময়কালকেই ইসলামের ইতিহাসে জাহিলী বা অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করা হয়। কারণ এ সময়টি, ব্যক্তিগত, ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে এক বিশৃংখলাপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করেছিল। আদর্শিক দিক থেকে সারা আরব জাহানের সর্বত্রই ছিল এক বিশাল শূন্যতা। সকল সামাজিক নিয়ম-প্রথা, ধর্মীয় রীতি নীতিতে তারা ছিল চরম অন্ধকারে তাই ঐতিহাসিকগণ এ সময়কালকে জাহিলী বা অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করে থাকেন। বস্তুত হযরত ঈসা (আ.)-এর বিদায়ের পরবর্তী সময় থেকে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাবের পূববর্তী সময়কালটি ছিল কোন নবী ও রাসূলের মত একজন মহামানবের আগমের জন্য একান্ত স্পর্শকাতর ও মনস্তাত্ত্বিক।

তবে মক্কাতে হানিক সম্প্রদায় যারা মুসলীম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর, তাঁরা হানিফ সম্প্রদায় নামে খ্যাত তাঁরা এক আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করত ও রোযা পালন করত। তাঁদের চরিত্রের মাঝে কিছু সৎগুণের বহি:প্রকাশ ঘটেছিল। তাঁরা পবিত্র কাবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করত, মুসাফিরদের প্রতি অতিথিয়তা প্রদর্শন, সামাজিক বিচার-আচারসহ কিছু ধর্মীয় কার্য সম্পাদন করত। অত্যাচারিতদের সাহায্যে তারা এগিয়ে আসত। কয়েকজন কবি সাহিত্যিকের নৈতিবাচক প্রদচারনা ও তাদের সাহিত্যকর্ম স্বভাবজাত অতিথিপরায়ণতা লক্ষ্যনীয়।

কবিতা ছিল আরবদের পেশা ও নেশা, তারা মদ পান করত আর কবিতা আবৃত্তি করত। প্রাচীন আরবী কবি ছিলেন নিজ গোত্রের দিশারী ও প্রবক্তা। তাঁদের প্রাথমিক কর্তব্য ছিল তাঁদের গোত্রের লোক-কাহিনী প্রচার করা, তাঁদের অতীত গৌরব ও কৃতিত্বের জয়গান গাওয়া আর তাঁদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। ঐতিহাসিক ইব্‌ন খালদুনের মতে, কাব্য প্রেমিক আরব জাতির 'কবিতা ছিল তাদের রক্ষণাগার'। কবিতার মাধ্যমে তারা মনের ভাব প্রকাশ করত, বক্তৃতা-বিবৃতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, দু:খ-হতাশা, প্রেম-বিরহের ভাষা ছিল কবিতা। তাদের কবিতার বিষয়বস্তু ছিল, মদ, ঘোড়া, হরিণ, প্রেম-ভালবাসা, নিন্দাবাদ, স্বীয়গোত্রের গৌরব গাঁথা, ব্যক্তি বা গোত্র-প্রধানদের প্রশংসা, প্রেমিকের বসতবাড়ী, তার শারীরিক সৌন্দর্য ও যুদ্ধের কলাকৌশল ও সৌয-বীর্যের বিবরণ, এমন কি তাদের বাগ্মিতার বিষয়স্তুও তাই ছিল।

পবিত্র কুরআনের ভাষায়- 'এবং কবিদের সম্বন্ধে বলা যায়, বিভ্রান্ত লোকেরাই তাদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখতে পাওনা? তারা উপত্যকায় উপত্যকায় উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়ায়, তদুপরি তারা মুখে যা বলে, কাজে তা করে না। তবে যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং আল্লাহ তা'আলার স্মরণে অতিমাত্রায় তৎপর

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে এবং অত্যাচারিত হয়ে নিজেদের আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য নয়। জুলুমবাজেরা অতিশীঘ্রই জানতে পারবে তাদেরকে কি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে'।

মহান আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও তার ব্যাখ্যারূপ রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পবিত্র বাণী হাদীস শরীফের যাদুকরী স্পর্শে আরবদের শুধু ভাষা-সাহিত্যই নয়, বরং তাদের জীবনধারায় একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরার ভাষায় -'আল্লাহ তা'আলার কসম, নিশ্চয়ই এ কুরআন মাজীদে আছে মাধুর্য ও সঞ্জীবনী শক্তি, নিশ্চয়ই এর অভ্যন্তর সন্তুষ্টিদায়ক এবং বহির্ভাগ ফলদায়ক। এবং এটি মানুষের রচনা নয়' প্রকৃত পক্ষে এর প্রভাব সদা প্রভাহিত স্রোতধারার মত।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভটিতে প্রথমত ভাষার উৎপতি, ক্রমবিকাশ, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের পরিচয়, প্রাচীন কবিতার সংজ্ঞা, বিষয়স্তু, আরবী কাব্য সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, আল-কুরআনের পরিচয়, ওহী, কুরআন সংকলনের ইতিহাস, আল-হাদীসের পরিচয় ও সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিহাস, কিভাবে আল-কুরআন ও আল-হাদীস আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপর শাব্দিক, পারিভাষিক ও বিষয়বস্তুগত দিক থেকে প্রভাবিত করে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রাক-ইসলামী যুগের অধিকাংশ কবি ও সাহিত্যিক তাদের কবিতা বা গদ্যের ভাষা যতই উচুমানের ও হৃদয়গ্রাহী হোক না কেন তাতে কিন্তু বৈষয়িক চাহিদা, কামোদ্দীপক ক্রিয়া-কর্ম, যৌন আত্ম-তৃপ্তি ছাড়া জীবনবোধের পরিচয় ফুটে উঠেনি। তাদের তৎকালীন ব্যক্তিগত ও সামাজিক চিত্রের প্রতিফলনই হয়েছে তাদের সাহিত্য কর্মে। আল-কুরআনের ও আল-হাদীসের প্রভাবে সৃষ্ট, কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্য কর্মেও তদ্রূপ আল-কুরআন হাদীস শরীফের দেয়া জীবনবোধের বাস্ত পরিচয় ঘটেছে।

আরবী সাহিত্যাকাশে ইসলামী যুগে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কয়েকজন সাহাবী কবি ছিলেন। ইসলামের প্রথম চার খলীফা আবু বাক্‌র (রা.), উমর (রা.), উছমান (রা.), আলী (রা.) কিছু কবিতা, উপমা, ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠলাভের জন্য তাদের দেয়া বক্তব্যসমূহ, তবে কবিতা বা সাহিত্য চর্চা করা তাদের পেশা ও নেশা ছিলনা। শুধুমাত্র ইসলামের প্রচার, নিন্দুকের নিন্দার, জওয়াব, যুদ্ধে মুজাহিদদের মনোবল বৃদ্ধি, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের (স.) প্রশংসাকীর্তন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। পবিত্র কুরআনকে সঠিকভাবে তিলাওয়াত, প্রকৃত অর্থ অনুধাবন, কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে সৃষ্ট গ্রন্থাবলী যেমন- তাফসীর, উসূলে তাফসীর, ফিকাহ্ উসূলে ফিকাহ্, বালাগাত-ফাসাহাত, আরবী ব্যাকরণ রা নাহুশাস্ত্র, সৃজনশী সাহিত্য যেমন- গল্প, উপন্যাস, কুরআনের বর্ণিত বিভিন্ন নবী ও রাসূল, বিভিন্ন জাতির ইতিহাস,

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ করে বনীইসরাইল, আদ, ছামুদসহ কয়েকটি জাতির ইতিহাস বর্ণিত হওয়ায় সেই আলোকে ইতিহাস ভিত্তিক আরবী গদ্য সাহিত্য রচিত হয়।

উমাইয়্যা যুগ রাসূলুল্লাহ (স.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের সংলগ্ন যুগ। এ যুগে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর অনেক সাহাবী জীবিত ছিলেন। সাহাবীদের সন্তানরা ও তাদের ছাত্ররা পূর্ণোদ্যামে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করে। উমাইয়্যাহ খলীফা উমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (৭১৭-৭১৯খৃ.) যিনি দ্বিতীয় উমর নামে পরিচিত। তিনি জ্ঞান চর্চায় যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন। উমাইয়্যাহ যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

(এক) ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ফলে স্বাভাবিকভাবে জ্ঞানের যে সব শাখার উন্মেষ হয়েছিল, যথা কুরআন সম্বন্ধীয় জ্ঞান, হাদীস, ফিকাহ্, ভাষা সংক্রান্ত জ্ঞান যা সম্পূর্ণই আরবী ভাষায় লিখিত এবং আরবী গদ্য সাহিত্যের অংশ।

(দুই) প্রাচীন সাহিত্য যা জাহিলী যুগে সৃষ্টি হয়েছিল, কবিতা, বাগ্মিতা, ও সৃজনশীল সাহিত্য, ও ভাষা সম্বন্ধীয় জ্ঞান যা এ যুগে এসে পরিপূর্ণতালাভ করে তাও আরবী ভাষায় রচিত হয়। ইসলামী সংস্কৃতিতে প্রসারতা আগমনের ফলে গ্রীক ও পারসিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থাদির অনুবাদের কাজও এ যুগে আরম্ভ হয়েছিল। এগুলোও পরোক্ষভাবে মুসলমানগণ আল-কুরআন ও আল-হাদীসের প্রভাবে চর্চা শুরু করেন আরবী গদ্য সাহিত্যের অংশ।

উমাইয়্যা খলীফা 'আবদুল মালিক (৬৮৫-৭০৫খৃ.) শাসনযন্ত্র আরবীয় করণের কাজ শুরু করেন। তাঁর আমলে আরবী রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদালাভ করে। ইরাকে ৬৯৭ খৃস্টাব্দে, সিরিয়ায় ৭০০ খৃস্টাব্দে এবং মিসরে ৭০৫ খৃস্টাব্দে আরবীতে সরকারী কাজকর্ম সম্পন্ন করার ব্যবস্থা হয়েছিল। কুরআনী আয়াত খোদিত মুদ্রা ৬৯৬ খৃস্টাব্দে চালু করা হয়েছিল। এসব ব্যবস্থার ফলে আরবী ভাবার মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পবিত্র কুরআন ও আল-হাদীসের প্রভাবে সৃষ্ট আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়বস্তু হল, তাওহীদ,রিসালাত, আখিরাত ও মানবসমাজ। ইসলামের সুমহান আদর্শের উপর ভিত্তি করে ইসলামী যুগ, উমাইয়্যা যুগের (৬১০-৭৫০খৃ.) অধিকাংশ কবিতা ও গদ্য সাহিত্য রচিত হয়, যাতে কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফের পবিত্র ভাষা, শব্দাবলী, বাক্য ও রচনাশৈলীর স্থান পায়। অতএব বলা যায়, আল-কুরআন ও আল-হাদীস আরবী ভাষা ও সাহিত্যে শাব্দিক ও পারিভাষিকভাবে প্রভাব বিস্তার করে এ সাহিত্যকে একটি উন্নত , পবিত্র ভাষা ও একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সাহিত্যে রূপ দান করে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা

১. আল কোরআনুল কারীম।

২. অধ্যাপক মুস্তাফা আব্দুশ শাফী, দীওয়ানু ইমরু'উল কায়স (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল- 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.)।

৩. অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, প্রাচীন আরবী কবিতা (কলকাতা : এ.কে.চৌ.এম.এম. ১৯৯৪ খৃ.), খ.২।

৪. অধ্যাপক ড.মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ইসলামী যুগ (কলকাতাঃ এ.কে.চৌধূরী, ১৯৮০ খৃ.), খ.২।

৫. অধ্যাপক মুস্তফা আবদুশ-শাফী, দীওয়ানু ইমরুল কায়স (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.)।

৬. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র.), হুসনুস্ সাহাবা, খ.১।

৭. আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারিখুল আদাবিল 'আরাবী (মিশর : তা.বি.), সংস্ক. ২৫।

৮. আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী (বৈরুত : দারুল মা'আরিফাহ্, ১৯৯৬ খৃ.)।

৯. আবু তাম্মাম হাবীব ইব্ন আউস, দীওয়ানুল-হামাসাহ্, বাবুল আদাব।

১০. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৯ খৃ.), সংস্ক. ৬।

১১. আবু উসমান আমর ইব্ন বাহার ইব্ন মাহবুব আল-জাহিয, আল-বায়ান ওয়াত তিবইয়ান, খ.২।

১২. আবদুর রহমান জালালুদ্দিন সুয়ুতী, আল-মুযহির ফি উলুমিল লুগাহ ওয়া আনওয়াইহা (বৈরুত : দারুল ইহয়াইল কুতুব আল-আরাবিয়্যাহ, তা.বি.)।

১৩. আল জাওহারী, আল সিহাহ্ (কায়রো : মাতবা'আতুল কাহিরাহ্ তা.বি), খ.২।

১৪. আবু হাতিম আল্ রাযী, আল-যীনাহ (কায়রো : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৯৫৭ খৃ.)।

১৫. আবদুল কাহির আল-জুরজানী, আসরারুল বালাগাহ (বৈরুত : দারুল মা'আরিফ, ১৯৮২ খৃ.)।

১৬. আল-আসাবুহ্ ফি মা'আরিফাতুস-সাহাবা, খ.৩।

১৭. আবু সাঈদ আল-হাসান ইব্ন হুসাইন আল-আসকারী, দেওয়ান কা'আব ইব্ন যুহাইর।

১৮. আবুল-ফারায আল-ইস্পাহানী, আল-আগানী বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, ১৯৮৯ খৃ.), খ.৪।।

১৯. আহমদ ইস্কান্দারী ও মুস্তাফা ইনানী, আল-ওয়াসীত ফিল আদাবিল আরাবী ওয়া তারিখিহী (মিসর : মাতবা'য়া আল-মা'আরিফ, ১৯২৮খৃ.)।

২০. আবদুর রহমান আল-বরকূতী, শরহু দীওয়ান হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা.), (মিশর : ১৯২৯ ; লন্ডন : হার্টউইগ হিরস্ ফেল্ড, ১৯১০, ১৯৭০ খৃ.), সংস্ক. ২।

২১. আসাদ বিন হাফিজ ও মুকুল চৌধুরী সম্পাদিত, রাসূলের শানে কবিতা (ঢাকা : প্রীতি প্রকাশন, ১৯৯৬খৃ.)।

২২. আহমদ হাশিমী, জভাহিরুল আদব, খ.১।

২৩. আবু উবায়দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইমরান আল-মারজুবানী।

২৪. আবুল-ফারায আল-ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী, জিকরুন-নাবিঘাহ।

২৫. আবুল-আলা আল-হাসান ইব্ন রাশীক আল-কারওয়ানী, কিতাবুল উমদাহ্, বাবু ফি আশ'আরু খুলাফায়ি ওয়াল কাদাতু ওয়াল-ফুকাহায়ু, ।

২৬. আহমাদ বাদাবী, আসাসুন নাকাদিল আদাবী 'ইনদাল 'আরাব (মিসর : মাকতাবাতুন নাহদাহ্ আল-মিসরিয়্যাহ্,তা.বি.)।

২৭. আর.এ.নিকলসন. এ লিটারারী হিষ্ট্রি অফ দি আরবস্।

২৮. আবু তাম্মাম হাবীব ইব্ন আউস আত-তারি, দীওয়ানুল হামাসাহ্, খ.২।

২৯. আবু শায়খ আল-ইস্পাহানী, কিতাবুল আমসাল ফিল হাদীসসিন নববী (বোম্বে : সম্পাদনায় ড. আবদুল হামীদ হামিদ, ১৪০৮হি./১৯৮৭

৩০. আল-যায়দানী, মাজমা'আল-আমছাল (মাতা'আল আল-খায়রিয়্যা), খ. ২।

Dhaka University Institutional Repository

৩১. আবু বাকর আহমদ ইব্‌ন আলী আল-খতীব আল-বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ (মিসর : ১৯৩১খৃ.), খ. ৪ ।

৩২. আল-জাহশিয়ারী, আল-উযারা' ওয়া আল-কুত্তাব (মিসর : ত্বাব'আ'ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী ।

৩৩. আবদুস্ সাত্তার, আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যে তিন দ্রষ্টা, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ খৃ.) ।

৩৪. আবী আলী আল-হাসান ইব্‌ন রশীক আল-কায়রোওয়ানী আল-আজদী, আল-উমদাহ (মিশর : ১৯০৭ খৃ.), খ.১, পৃ. ১৯ ।

৩৫. আবূ হিলাল আল-আসকারী, কিতাবুস-সানা 'আতায়ন (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮১ খৃ.) ।

৩৬. আবদুল মাবুদ, আরবী খুতবা সাহিত্য (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ২০০১ খৃ.), পিএইচ .ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত) ।

৩৭. আল্লামা আবুল বাকা, উলুমূল হাদীস ওয়া মুসলেহা, হাদীয়াতুল আরেফীন, খ. ১ ।

৩৮. আবূল ফারাজ কুদামা ইবন জা'ফর, নাকদুশ শি'র (মিসরঃ মাকতাবুল খানজি, ১০৬৩) ।

৩৯. আল্লামা আস-সুয়ূতী, আল-মুযহির (বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি.) ।

৪০. আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতুম, অনুবাদঃ খাদিজা আখতার রেজায়ী, (লন্ডন : খাদিজা আখতার রেজায়ী, আল-কুরআন একাডেমী, ১৯৯৯ খৃ.) ।

৪১. আল-আমাদী, আল-মু'তালাফ (কায়রো : মাকতাবাতু কুদুশী, তা.বি.) ।

৪২. আবী তাম্মাম হাবীব ইব্‌ন আউস আত-তাঈ, দীওয়ানুল হামাসাহ (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮ খৃ.), পৃ.২৭৭ ।

৪৩. আবু 'ঈসা আত তিরমিযী, আস-সূনান (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮০ খৃ.), খ. ৪ ।

৪৪. আল্লামা জালালুদ্দীন আবদুর রহমান আস-সুয়ূতী, আস-শাফিয়ী, আল-ইতকান, ফি উলুমূল কুরআন, খ.২ ।

৪৫. আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম, যাদুল মা' আদ (মিসর : আল- মিসরীয়া, ১৩৪৭ হি.), খ.১ ।

৪৬. আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম, মাদারিজুল সালেকীন, খ.১

৪৭. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ সম্পাদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫ খৃ.), খ.৩ ।

৪৮. আলামা জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, আল-ইতকান ফী'উলুমি'ল-কুরআন (মিসরঃ মুস্তফা আল-বারী আন-হালকী, ১৯৫১ খৃ.), খ.১ ।

৪৯. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল-ক্বারী (বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি.), খ.১ ।

৫০. আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ আবদুল জলীল (ঢাকা : পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ২০০২খৃ.), অপ্রকাশিত,পৃ.১০ ।

৫১. আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ আল-হাকেম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক, খ.২ ।

৫২. আলী ফাহ্‌মী, হুসনুস্ সাহাবা (লাইডেন : ১৩২৪ হি.) খ.১ ।

৫৩. আবু সা'ঈদ আনসারী, আস-সিয়ারু আনসার (আযমগড় : ১৯৪৯ খৃ.), খ. ১ ।

৫৪. আল্লামা তাকী উসমানী, উলুমূল কুরআন এবং উসুলে তাফসীর, অনুবাদঃ মাওলানা জামান আবদুল খালেক (ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশন্স ২০০৫খৃ.) ।

৫৫. আবুল ফাতাহ্ উসমান ইব্‌ন জিন্নি, আল-খাসাইস (কায়রো : দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ্, ১৯৫২ খৃ.), খ.১ ।

৫৬. আল্লামা যারকানী, মানাহিলুল-'ইরফান (বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ ১৯৭৬ খৃ.), খ.১ ।

৫৭. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল কারী, (বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি.), খ.২ ।

৫৮. আবুল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিয বালয়াভী (র.), অনুবাদ ও সম্পাদনায় হাবীবুর রহমান মুনীর নদভী, ঢাকা : থানভী লাইব্রেরী, ২০০৩

৫৯. আহমদ ইব্‌ন হুসাইন আল-বায়হাকী, আল-জা'মি লি শু'আবিল-ঈমান (বোম্বে : সম্পাদনায় ড. অবদুল আলা'হামিদ, ১৯৮৬খৃ.), খ.৯ ।

৬০. আস-সা'আলাবী, আত-তামসীল ওয়াল মহাযারাত (সম্পাদানায়ঃ 'আবদুল ফাত্তাহ, দারু ইয়াহয়াউল কুতুবুল আবারিয়া, ১৩৮১হি./১৯৬১খৃ.) ।

৬১. আশ-শরীফ আর-রাজী , নাহজুল বালাগাহ, কিতাবুল আমসাল (কোম : সংকলক মুহাম্মদ আল-গরবী, ১৪০০হি.) ।

Dhaka University Institutional Repository

৬২. আবদুর রহমান ইব্ন মুহম্মদ ইব্ন খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা (বৈরুত : দারুল কলম, ১৯৭৮ খৃ.)।

৬৩. আবুল-'আব্বাস আল-ক্বালক্বাশান্দী, স্বুবহুল-আ'শা ফী স্বানা'আতিল-ইনশা (মিসরঃ ১৯৯৯খৃ.)।

৬৪. আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ আর-রাযী, আল-জরহ ওয়াত-তা'দীল (হায়দারাবাদ : ১৯৫২ খৃ.), খ.৭।

৬৫. আবুল ফালাহ ইবন 'ইমাদ আল-হাম্বালী, শাযরাতুয-যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব (বৈরুত : তা.বি.), খ.২।

৬৬. আল-ওযারায়ি ওয়াল কিতাবি লিল-জাহ্শিয়ারী, (তুব'আতুল হাল্বী), পৃ. ১২।

৬৭. আবুল কাসিম সুলায়মান ইব্ন আহমদ তাবারানী, আল-মু'জামস সগীর (আল-মদীনাতুল মুনাওয়ারা : সম্পাদনায় 'আবদুর রহমান মুহাম্মদ 'উসমান, ১৯৬৮খৃ.), খ.১ ।

৬৮. আবু তাহের মেসবাহ্, আল-মানার (ঢাকা : মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ১৯৯০ খৃ.)।

৬৯. আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী (স.), খ.১ ।

৭০. আবু নু'আয়ম আল-ইস্পাহানী, যিকরু আখবারি ইস্পাহান (লাইডেন : ১৯৩১), খ.২।

৭১. আবু আবদুল্লাহ ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী মা'আ শারহি ফাতহিল বারী (কায়রো : ১৯৫৫খৃ. খ.৬।

৭২. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা, আত-তিরমিযী (আল-মদীনাতুল মুনাওয়ারা, ১৯৬৭খৃ.), খ.৫।

৭৩. আল্লামা যামাখশরী, আল-কাশশাফ (বৈরুত : তাবি.), খ.৪ ।

৭৪. আবু ইয়ালা, তাবাকাতুল হানাবিলা, (বৈরুত : তা.বি.), খ.১।

৭৫. আহমাদ যাকী স্বাফাওয়াত, জামহারাতু রাসাইলিল 'আরাব, বৈরুতঃ ১৯৩৭খৃ. খ.১ ।

৭৬. আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আলী, আল-মিস্বাহুল-মুদ্বী ফী কুত্তাবিন নাবীয়্যি (স.), বৈরুত : ১৯৮৫ খৃ. খ.২ ।

৭৭. আস-সাম'আনী, আল-আনসাব (হায়দারাবাদ : ১৯৬২খৃ.), খ.৩ ।

৭৮. আল-জাহিয, কিতাবুল-হাইওয়ান (মিসর : নাশরাতু আব্দিস সালাম হারুন, তা.বি.), খ.১।

৭৯. আবদ আল-আজিম আল-যারকানী, মানাহিলুল 'ইরফান (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ-১৯৭৬খৃ.), খ.১।

৮০. আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল সুকরী, আল-মিসবাহুল মুনীর (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়া, ১৯৯০ খৃ.), খ.১ম

৮১. ইব্ন মানযুর, লিসানুল 'আরব (বৈরুত : দারুস্ সাদির তা.বি), খ.৪।

৮২. ইব্ন তাবাতাবা আল-'আলাবী, ইয়ার আল-শি'র (কায়রো : লাজনাতুত তা'লীফ, ১৯২৭খৃ.) ।

৮৩. ইমাম বদরুদ্দীন মুহাম্মদ আবদুল্লাহ,আল-যারকানী, আল-বুরহান ফী 'উলুমুল কুরআন (কায়রো : মাকতাবাতু দারুত্-তুরাছ,তা.বি.), খ.২।

৮৪. ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আইয়্যান (কায়রো : মাকতাবাতুন নাহদাতিল-মিসরিয়্যাহ, তা.বি.)।

৮৫. ইব্রাহীম অনীস, আল-মু'জামুল ওয়াসীত (দিল্লী : দারুল ইশা'আতিল ইসলামিয়্যাহ, তা.বি.)

৮৬. ইব্ন কুতায়বা, আশ শি'রু ওয়াশ শু'আরা'উ (বৈরুত : দারুল কুতুব আল- 'ইলমিয়্যা, ১৯৮১ খৃ.), সংস্ক. ১ ।

৮৭. ইমাম বদরুদ্দীন মুহাম্মদ আবদুল্লাহ,আল-যারকানী, আল-বুরহান ফী 'উলুমুল কুরআন (কায়রো : মাকতাবাতু দারুত্-তুরাছ,তা.বি.) খ.২।

৮৮. ইব্ন মানযুর, লিসানুল 'আরব (ইরান : ১৪০৫হি./ ১৯৮৫খৃ.), মীম পরিচ্ছেদ।

৮৯. ইবনুর-রশীক, আল-উমদাহ্ , (মিসর : ১৯০৭ খৃ.), খ. ১ ।

৯০. ইব্ন 'আদী, আল-কামিল ফী-যু'আফাইর রিজাল, (বৈরুত : ১৯৮৫ খৃ.), খ.৫।

৯১. ইব্ন আবী শায়বা, আল-মুসান্নাফ ফিল-আহাদীস ওয়াল ওয়াল আসার (বোম্বেঃ ১৯৭৯খৃ.), খ.১২, পৃ.৫৩০,সংস্ক.১৪।

৯২. ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, আল-মুসনাদ (কায়রো : ১৩১৩হি./১৮৯৫খৃ.), খ.২।

৯৩. ইব্ন মাজাহ, সুনানে ইব্ন মাজাহ (কায়রো : ১৯৫৩খৃ.), খ.২।

৯৪. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকাঃ ইসলামীক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬ খৃ.), খ.২ ।

Dhaka University Institutional Repository

৯৫. ইব্‌ন মানযুর, লিসানুল 'আরব (বৈরুত : দারুস্ সাদির তা.বি), খ. ১৩।

৯৬. ইব্‌ন হাজার আসকালানী, আল-আসাবাতু ফি তমীজু আস-সাহাবাহ্, খ.৪।

৯৭. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খৃ.), সংস্ক.১, খ.১৬/২ ।

৯৮. ইবন হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী (তা. বি.), খ.১, ।

৯৯. 'উমর ফাররূখ, তারীখুল-আদাবিল-'আরাবী (বৈরুত : দারুল-ইলম লিল- মালায়ীন, ১৯৯২খৃ.),সংস্করণ- ৬, খ.১ ।

১০০. এ.কে.এম. ইউসূফ, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন কি ও কেন? (খুলনা : খেলাফত পাবলিকেশন্স-১৯৮৪খৃ.) পৃ. ৬৪।

১০১. এড্ওয়াড় ইলিয়াস, আল-কামুসুল জামেঈ (কায়রো : আল মাত্বায়াতুল মিশরিয়্যাহ্ তা.বি.)।

১০২. ওমর দসুকী, ফিল আদাবিল হাদীস (বৈরুত : দারুল ফিকরিল 'আরাবী, ১৯৮৪ খৃ.)।

১০৩. কাজী মুহাম্মদ সালমান (র.), (লাহোর : ১৯৬২ খৃ.)।

১০৪. কাযী আবু মুহাম্মদ আর-রামহারমুযী, আমসালুল হাদীস (বোম্বে : সম্পাদনা আবদুল হামীদ, ১৯৮৩ খৃ.) ।

১০৫. কুদামা ইব্‌ন জা'ফর, নাকদুশ-শি'র (কায়রো : মাকতাবুল কুল্লিয়াতিল-আযহারিয়্যাহ, ১৯৭৮ খৃ.)।

১০৬. খুতবাতু ফি নাহুজুল বালাগাহ, জামিউস্ শরীফুল মুরতাজা (মৃ.৪৩৬ হি.) ।

১০৭. খাইরুদ্দীন আল-যিরকলী, আল-আ'লাম, (বৈরুত : দারুল ইল্‌ম, তা.বি.)।

১০৮. জুরজী যায়দান, তারীখুল আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ (বৈরুত : মানশুরাতু দারুল মাকতাবতুল হায়াহ, ১৯৯২ খৃ.), খ.১।

১০৯. জে.জি.হাভা.এস.জে. আল-ফারায়িদুদ-দুররিয়াহ্ (বৈরুত :দারুল মাশারিক, ১৯৮২খৃ.), সংস্ক.৫ ।

১১০. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, আল-ইতকান ফী উলুমি'ল কুরআন (মিসর : ১৯৫১ খৃ.), খ.১।

১১১. জে.জি.হাভা.এস.জে. আল-ফারায়িদুদ-দুররিয়াহ্ (বৈরুত :দারুল মাশারিক, ১৯৮২খৃ.), সংস্ক.৫ ।

১১২. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, আল-ইতকান ফী উলুমি'ল কুরআন (মিসর : ১৯৫১ খৃ.), খ.১।

১১৩. ড. মুহাম্মদ আবদুল কাদির আহমাদ, দিরাসাতু ফী আদাবি ওয়া নুসুসিল আসরিল জাহিলী (কায়রো : মাকতাবাতুন্ নাহদাতিল মিসরিয়্যাহ, ২০০১খৃ.)।

১১৪. ড. আবদুল আজীজ নববী, দিরাসাতু ফিল আদাবিল জাহিলী (কায়রো : মু'আস্সালাতুল মুখতার, ২০০২ খৃ.)।

১১৫. ড. তাহা হুসাইন, ফিশ শি'রিল জাহিলী (কায়রো : ফারুক মুহাম্মাদ আবদুর রহমান, ১৩৫২হি./১৯৩১ খৃ.)।

১১৬. ড. ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্য, আল-মু'জামুল ওয়াসীত (শাহারানপুর : যাকারিয়া বুক ডিপো, ১৯৭২খৃ.)।

১১৭. ড.ইয়াহিয়া আল-জাবুরী, আশ-শি'রুল জাহিলী খাসায়িসিহি ও ফুনুনিহি (বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালা,১৯৯৪ খৃ./১৪১৫হি.)

১১৮. ড. মুহাম্মদ আবদুল মুন'ইম খাফাজী, আশ-শিরুল জাহিলী (বৈরুত : দারুল কুত্তাব আল-লুবনানী, ১৯৮৬ খৃ.)।

১১৯. ড. মুস্তাফিজুর রহমান, কুর'আন পরিচিতি (ঢাকা:নুবালা পাবলিকেশনস্, ১৯৯২খৃ.), প্র.১, ভূমিকা দ্র.।

১২০. ড. আবদুল জলীল, কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (সা.) ও সাহাবীদের মনোভাব (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন'২০০৪)।

১২১. ড.আবদুল আজিজ নববী, দিরাসাতু ফিল আদাবিল জাহিলী (কায়রো : মু'আস্সালাতুল মুখতার, ২০০২ খৃ.) ।

১২২. ড. শাওকী দয়ফ, আল-ফানু ওয়া মাযাহিবুহু ফিন নাছরিল 'আরাবিয়্যাহ (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৩ খৃ.), সংস্ক. ১০।

১২৩. ড. আলী জুনদী, ফি তারীখিল আদাবিল জাহিলী (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৫ খৃ.)।

১২৪. ড. মাহমুদ ত্বাহহান : তাইসিরু মুসতালাহুল হাদীস, ১৪০৫হি./১৯৮৫খৃ.।

১২৫. ড.এস.এম. আব্দুছ ছালাম, আরবী সাহিত্য প্রতিভা (রাজশাহী : ছালেহা প্রকাশনী,২০০৯ খৃ.) ।

১২৬. ড. বাদাবী তাবানাহ, আল-নাকদুল আদাবী (সৌদী আরব : জামি'আতুল ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন স'উদ আল-ইসলামিয়্যাহ, '১৪০৪ হি.)।

১২৭. ড. ত্বাহা হুসাইন, মিন হাদীছ আশ-শি'রি ওয়ান নাছরি (কায়রো : দারুল মা'আরিফ,১৯৬৯ খৃ.), সংস্ক. ১।

১২৮. ড. শাওকী দয়ফ, তারিখুল আদাবিল 'আরাবী আল-আসরিল ইসলামী (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ১৯১১খৃ.), সংস্ক. ১০, খ.২।

Dhaka University Institutional Repository

১২৯. ড.ইয়াহিয়া আল-জাবুরী, আশ-'শিরুল জাহিলী খাসায়িসিহি ও ফুনুনিহি (বৈরুত : মুআসসাতুর রিসালা, ১৯৯৪ খৃ./১৪১৫হি.)।

১৩০. ড. তাহা-হুসাইন, হাদীসুল আরবা 'আ (কায়রো:দারুল মা'আরিফ, ১১১৯ হি.), খ.১, সংস্ক.১২।

১৩১. ড. সাবহী সালীহ, উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহু (বৈরুত: দারুল ইলম, ১৯৯১খৃ.)।

১৩২. ড. গাজী তুলায়মাত গং, আল-আদাবুল জাহিলী (বৈরুত : দারুল ফিকরিল-মা'আসির, ১৪২২ হি.) ।

১৩৩. ড. মুহাম্মাদ হাম্মাদ, আন-নাবিগা আয-যুবয়ানী (বৈরুত: দারুল ফিকরিল লুবনানী, ১৯৯১খৃ.), সংস্করণ- ১।

১৩৪. ড. আব্দুর রহীম মাহমুদ যালাত, আত-তা'সীরুন-নাফসী লিল ইসলাম ফিশ-শি'র (রিয়াদ : দারুল লিওয়া, ১৯৮৩ খৃ.)।

১৩৫. ড. ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্য, আল-মু'জামুল ওয়াসীত (দেওবন্দ : কুতুবখানা হুসাইনিয়্যাহ, '১৯৯৭ খৃ.)।

১৩৬. ড. ইয্যুদ্দীন ইসমাঈল,আল-আদাব ওয়া ফুনুনুহু (মিসর: মাতবা'আতুস সা'আদাহ,১৯৭৮ খৃ.) ।

১৩৭. ড. তাহা হুসাইন, আশ-শি'র ওয়াশ শু'আরা (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮১ খৃ.) ।

১৩৮. ড. রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, (বগুড়া: সাহিত্য কুটির : ১৯৮৪খৃ.), পৃ. ১৬৯।

১৩৯. ড. ইবরাহীম আনীস, আল-মুজামুল ওয়াসীত, খ.২, পৃ. ১০১৮; আল-যুবাইদী, তাজুল উরুস, (লিবিয়া বেনগাজী, ১৩৮৬ হি.), খ.১।

১৪০. ড.আবদুস্ সাত্তার, আল-হালুজী (রিয়াদ : ১৯৭৮ খৃ.)

১৪১. ড. জাওয়াদ 'আলী, আল-মুফাস্সাল ফী তারীখিল-'আরাব ক্বাবলাল ইসলাম, (বৈরুত: ১৯৭৪),খ.৮, সংস্ক.৪ ।

১৪২. ড. মোহাম্মদ সামিরুল-লিল বাদী, আসারুল কুরআন ওয়াল কিরায়াত ফিন-নাহু আল-আরাবী ।

১৪৩. ড. মাহমুদ ত্বাহহান, তাইসিরু মুসতালাহু হাদীস (১৪০৫হি./১৯৮৫খৃ.)।

১৪৪. ড. মোহাম্মদ হোসাইন আয-যাহাবী, কি'মাতু কাশ্শাফুল ইলমিয়াহ্।

১৪৫. ড. আহমাদ আমীন, ফাযরুল ইসলাম (কায়রো : ১৩৬৫হি./১৯৪৫খৃ.)।

১৪৬. ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী, আরবী প্রবাদ সাহিত্য (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০২খৃ.), সংস্ক.১।

১৪৭. তাহা হুসায়ন, হাদীসুল আরবা'আ, (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ১১১৯ হি.), সংস্ক. ১২, খ. ১।

১৪৮. দীওান, হাস্সান ইব্ন সাবিত (লন্ডন : ১৯১০)।

১৪৯. মো. নূরুল হক, ভাষা বিজ্ঞানের ইতিহাস (ঢাকা : ১৯৭৩ খৃ.) ।

১৫০. তবরানী, হাওয়ালায়ে মুহাম্মদ; তাকী উসমানী, 'উলুমু'ল-কুরআন (দেওবন্দ : কুতুবখানা না'য়িমীয়াহ-১৯৯৩খৃ.) ।

১৫১. তিবরানী, আল-মু'জামুল কাবীর, (বাগদাদ : সম্পাদনায় হামদী আ'বদুল মজীদ আস-সালাফী, ১৯৬৮), খ.১১।

১৫২. নিখিল সেন, এশিয়ার সাহিত্য (কলিকাতা : বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লি. ১৯৭১ খৃ.), প্র. ১।

১৫৩. ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, মিন আশ'আরিস সাহাবা (ঢাকা : ১৪১৯হি.), সংস্ক.১ ।

১৫৪. ফজলুর রহমান, আরবী বাংলা ব্যবহারিক অভিধান (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩ খৃ.)।

১৫৫. ফুয়াদ আফরাম আল-বুস্তানী, আশ-শি'রুল জাহিলী (বৈরুত : আল-মাতবা'আতু ফাসুলিকিয়্যাহ, ১৯২৯ খৃ.) ।

১৫৬. মো. আবু বকর সিদ্দীক, আরবী সাহিত্য সমালোচনা (ঢাকা : সুলতানা প্রকাশনী, ১৯৮৯ খৃ.), প্র.১।

১৫৭. মাহবুবুল আলম, বাংলা ছন্দের রূপরোখা (ঢাকা : খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী,১৯৮৬ খৃ.), সংস্ক.৭।

১৫৮. মুকাহরাস লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম (বৈরুত : দারুল ইহয়া'উত তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি.)।

১৫৯. মুনীর আল-বা'লাবাক্কী, আল মাওরিদ (বৈরুত ; দারুল ইল্ম লিল মালায়িন, ১৯৮৩ খৃ.)।

১৬০. মাহবুবুল আলম, বাংলা ছন্দের রূপ রেখা (ঢাকা : খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ১৯৮৬ খৃ.), সংস্ক.২।

১৬১. মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি, ফয়জুল বারী (পাকিস্তান : আল-মাতবুয়াতে ইসলামিয়াহ, ১৯৭৮ খৃ.), খ.১ ।

১৬২. মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আল-আযহারী, আরবী বাংলা অভিধান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ খৃ.), খ. ২।

ধ. মিন আশ'আরিস সাহাবাহ, (ঢাকা : ১৪১৯ হি.), সংস্করণ-১।

১৬৩. মান্না আল-কাত্তান, ফী 'উলুম আল-কুরআন (বৈরুত: মুআস্সাসাতুর-রিসালাহ, ৯১৫হি./১৯৯৫ খৃ.), সংস্ক.২৬।

১৬৪. মাঈনুদ্দীন নদভী, তারিখুল আদাবিল 'আরাব, খ.১, সংস্ক. ২।

১৬৫. মুস্তফা সাদিক আর রাফাঈ, তারিখিল আদাবিল আরব, খ.২।।

১৬৬. মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযহারী, আরবী বাংলা অভিধান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯ খৃ.), সংস্ক. ২, খ. ২ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৬৭. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, আরবী খুতবা সাহিত্য, জাহিলী গদ্য সাহিত্য অধ্যায় (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ২০০১), অপ্রকাশিত।

১৬৮. মুহাম্মদ মতিউর রহমান,সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা (ঢাকা : বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০৯ খৃ.) ।

১৬৯. মুহাম্মদ সুলায়মান, আধুনিক কাব্য সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা (ঢাকা: ২০০৫খৃ.) অপ্রকাশিত, পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ভূমিকা দ্র. (অপ্রকাশিত)।

১৭০. মান্না আল-কাত্তান ফী উলুমুল- কুরআন (বৈরুত : মু'আস্‌সাসাতুর রিসালাহ্, ১৯৯৫ খৃ.), সংস্ক. ২৬ ।

১৭১. মাওলানা আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, (ঢাকা : খাইরুন প্রকাশনী, ২০০৭ খৃ.) ।

১৭২. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, সহীহ্ আল-বুখারী, খ.২, রিকাক অধ্যায়।

১৭৩. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, সহীহ আল-বুখারী, সপ্তম খন্ড, তাফসীর অধ্যায়, হাদীস নং- ৪২২৭।

১৭৪. মাহমুদী মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, দীওয়ান তরফা (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৭ খৃ.) ।

১৭৫. মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ, সহীহ্ মুসলিম, (বৈরুত : দারুল আফাকিজ- জাদীদাহ, তা.বি.), খ.৭।

১৭৬. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আর বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ (আবুধাবী : ওয়াযারাতুল ওয়াকফ, ১৯৮১ খৃ.) ।

১৭৭. মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, কুরআন সংকলনের ইতিহাস (ঢাকা: দারুল কিতাব, ২০০০খৃ.) পৃ. ৪৩।

১৭৮. মান্না 'আল-কাত্তান, মাবাহিস ফী' উলুমি' -কুরআন (বৈরুত : মুয়াসসাসাতু আল-রিসালাহ, ১৯৮৩ খৃ.)।

১৭৯. মুহাম্মদ আলী সাবূনী, আত্-তিবইয়ান ফী উলূমিল-কুরআন (বৈরুত : আ'লিমূল কিতাব, তবয়াতে উলা, ১৯৮৫খৃ.) পৃ. ৫১।

১৮০. মুহাম্মদ দানীউল হক, ভাষার কথাঃ ভাষাবিজ্ঞান (ঢাকা : করিম বুক কর্পোরেশন, ১৯৯০ খৃ.)।

১৮১. মুহাম্মদ আব্দুল মুনিম খান, আহমদ শাওকী ও তাঁর কবিতায় ইসলামী ভাবধারা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৫ খৃ.), এম.এ থিসিস (অপ্রকাশিত)

১৮২. মুহাম্মদ তাকী উসমানী, উলুমূল কুরআন (দেওবন্দ : কুতুবখানা নাযিমীয়াহ, ১৯৯৩ খৃ.) পৃ. ১৮১

১৮৩. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, খ.১, পৃ. ৭৪৬।

১৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ আল-আনসারী আল-কুরতবী, তাফসীরে কুরতুবী (বৈরুত : তা.বি.), খ.১, , পৃ. ৬৩।

১৮৫. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান, আহমদ শাওকী ও তাঁর কবিতায় ইসলামী ভাবধারা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৯৫ খৃ.), এম.এ.থিসিস (অপ্রকাশিত)

১৮৬. মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, বুখারী শরিফ, খ.১ ।

১৮৭. মুহম্মদ হাসান আবদুল আজিজ, মাদখাল ইলা ইলমিল-লুগাহ্ (কায়রো : মাকতাবাতুশ শাবাব, ১৯৯২ খৃ.)।

১৮৮. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বাঙ্গালা ব্যাকরণ (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩ খৃ.) ।

১৮৯. মুহাম্মদ ফুয়াদ 'আবদুল বাকী, মু'জামুল মুফহারিস লি আল-ফাযিল কুরআন (মিসর : দারুল হাদীস, ১৪০৭হি./১৯৮৭খ।

১৯০. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুর রউফ আল-মানাবী, ফয়যুল কাদীর বি শারহিল জামি'ইস সগীর (কায়রো : ১৯৩৮ খৃ.), খ.৫।

১৯১. মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, সহীহ মুসলিম মা'আ শারহিহী লিন-নববী (কায়রো : ১৩৪৯হি./১৯৩০খৃ.) খ.১২।

১৯২. মুসান্নাফ ইব্‌ন আবী শায়বা, খ.৮।

১৯৩. মুস্তফা সাদিক আর-রাফাঈ (কায়রো:১৯৫৩), সংস্ক. ২, খ.২ ।

১৯৪. মুফতি মুহাম্মদ শফী, মা'আরিফুল কুআন (ঢাকা : ১৯৮৫খৃ.), খ.৭ ।

১৯৫. মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, আত-তিবইয়ান, ফিল উলুমুল কুরআন।

১৯৬. শেখ আবদুল্লাহ ইবন মোহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব নজদী, মোখতাসার সীরাতে রাসূল (মিশর : মাতবায়ে সালাফিয়া ১৩৭৯হি.), খ.১।

১৯৭. শ্রীশ চন্দ্রদাস, সাহিত্য সন্দর্শন (ঢাকা : এ. এ. চৌধুরী তা.বি.)।

১৯৮. শিহাব উদ্দীন আহমাদ ইব্‌ন 'আবদ রাব্বিহ্, আল-ইকদুল ফারীদ (মিসর : মুস্তফা মুহাম্মদ, ১৩৫৩হি./১৯৩৫ খৃ.)।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯. শিহাব উদ্দীন আহমাদ ইব্‌ন আব্দ রাব্বিহী, আল-ইকদুল ফরীদ (মিসর : মুস্তফা মুহাম্মদ, ১৯৩৫ খৃ.), খ. ৩।

২০০. শ্রীশ চন্দ্র দাস, সাহিত্য সন্দর্শন (ঢাকা : জিনাত প্রিন্টিং ওয়ার্কস, তা.বি.)।

২০১. শাহ আবদুল আজিজ, মিশকাতুল মাসাবিহ।

২০২. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায (হায়দারাবাদ : ১৯৩৩ খৃ.), খ.২।

২০৩. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, খাযানাতুল ই'তিদাল (কায়রো : সম্পাদনায় 'আলী আল-বাজাবী, ১৯৬৩ খৃ.), খ.৩।

২০৪. শরীফ মুবতাদা, নুজহাতুল বালাগাহ, (হি. ৪৩৬)।

২০৫. শামস্‌-আদ্দীন আয-যাহাবী, তাজকিরাতুল হাফিজ, খ.১

২০৬. শিবলী নু'মানী, মাকালাতে শিবলী, খ. ২।

২০৭. সাঈদ আল-আ'জামী আল-নদভী, শু'রা আল-রাসূল (সা.) ফী দু আল-ওয়াকি ওয়া আল- কারীয (লক্ষ্ণৌ : মাকতাবাহ আল-ফিরদাউস আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৫ খৃ.) ।

২০৮. সা'ঈদ আনসারী, আস-সিয়ারু আনসার (আযমগড় : ১৯৪৯ খৃ.), খ. ১

২০৯. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, (ঢাকা : বুক ফোরাম, ১৯৭৫ খৃ.)।

২১০. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, তাফসীর ফী যিলালীল কুরআন, অনুবাদঃ হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ, (লন্ডনঃ আল-কুরআন একাডেমী, ১৯৯৮খৃ),

২১১. সৈয়দ আমির আলী, দি স্পিরিট অব ইসলাম, অনুবাদঃ অধ্যাপক দরবেশ আলী খান, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- ১৯৯৩), খ.১।

২১২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, সীরাতে সরওয়ারে আলম (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী ১৯৮২খৃ.), খ.১, পৃ. ৭২।

২১৩. সুলায়মান ইব্‌ন 'আশ-আস সিজিস্তানী, সুনানে আবু দাউদ মা'আ শরহিহী 'আউনূল মা'বুদ (আল-মদীনাতুল মুনাওয়ারা : ১৯৬৯খৃ.), খ.৭।

২১৪. সুলায়মান নদভী, লুঘাতে জাদীদাহ (লক্ষ্ণৌ : ১৯২৭ খৃ.), সংস্ক. ৩।

২১৫. হান্না আল-ফাখুরী, আল-মু'জিয ফিল আদাবিল 'আরাবী ওয়া তারীখিহি (বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৯১ খৃ.)।

২১৬. হান্না আল-ফাখুরী, আল-মুজিজ ফী আদাবিল 'আরাবী ওয়া তারিখী (বৈরুত : আল-মাতবা'আল-বুলিসিয়্যা, তা.বি.)।

২১৭. হাসান শাযলী ফারহুদ গং, আল-বালাগাতু ওয়ান-নাক্‌দ (আল-মামলাকাতু আরাবিয়্যাতুস সাউদিয়াহ : ওয়াযাবাতুল-মা'আরিফ, ১৪০১ হি.)।

২১৮. হুসাইন ইব্‌ন মাস'উদ আল-বাগবী, শারহুস-সুন্নাহ (বৈরুত : সম্পাদনায় যুহায়র আশ-শাবীশ ও শুআয়ব আল-আরনাউত, ১৯৮৩ খৃ.) খ.১১।

জার্নাল ও সাময়িকী

২১৯. ড. মো. ইউসুফ ও ড. মোহাম্মদ নুরুল আমিন, হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা.) ও তাঁর কবিতায় রাসূলুল্লাহ (স.) প্রশস্তি (ঢাকাঃজার্নাল অব ড.সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার,২০১০ খৃ.).

২২০. হাফিজ মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা, 'মহানবী (স.)-এর সভাকবি হাস্‌সান (র.) (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জানুয়ারী-মার্চ'২০০৩, খৃ. ৪২ বর্ষ, সংস্ক.৩, পাদটীকা-৪.

২২১. দৈনিক 'জনকণ্ঠ' (ঢাকাঃ ১৩ই জুন'২০০৬ খৃ.), ব. ১৪, স. ১০৯। (নেচায় পত্রিকা, কলিকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত).

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজী

২২২. A geograpycal Histry of the quran.
২২৩. Al-Navavi, Tahdhib Al-Asma, Vol.1.
২২৪. Abu Nasir wahed : Mirkatul Adab, 1914E. Part-1, Ed.2.
২২৫. Dr. Abdul Aziz Abdul Maguid, The Modern Arabic short story-its emergency, Development and Form, (Cairo, Darul Maareef).
২২৬. Dr. Maurice Bucaille, The Bible, the Quran and Science .
২২৭. Encyclopaedia of Islam (New Edition), Vol.4.
২২৮. Encyclopaedia of Islam, New Edition, Vol. 1
২২৯. HANS WEHR, A Dictionary of Modern written Arabic English. (New York: J Milton cowan, 1976 E.) Ed. 3.
২৩০. Hans Wehr, A Dictionery of Modern Written Arabic English (New York : J Milton Cowan, 1976 E.), Ed.3.
২৩১. Encyclopaedia of Britiannica, (1974).
২৩২. Ibn Asakir, Tahdhib Tarikh Madinat Dimashq, Vol.3.
২৩৩. J.M. COWAN, THE HANS WHER Dictionary of Modern writer Arabic (New York : Spoken Language).
২৩৪. Maulana Muhammad Ali, The Religion of Islam.
২৩৫. M.Z. Siddiqi, Hadith literature.
২৩৬. Oxford Aduanced learner's Dictionary (University, 2002.), Sixth edition.
২৩৭. Professor Syed Muzaffar-ud-din Nadvi, Islamia College, Calcutta, A Geographical History of the Quran (Calcutta, 1936).
২৩৮. PK Hitri, History of the Arabs.
২৩৯. R.Basset, Encyclopadia of Islam, Vol.5.
২৪০. R.A. Nocholson, A Literary History of the Arabs.
২৪১. R.A. Nicholson, A Literary History of the Arabs.
২৪২. Standard Desk Dictionary (New York : Funk &Wagnalls, 1964/1977.
২৪৩. Samsad English-Bangali Dictionary, Calcutta, 1980E.
২৪৪. Scientific Indications in the Holy Quran (Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1995E.), 2nd Edition.
২৪৫. The Historical Development of Tafsir, Islamic culture, 1976, vol.3.
২৪৬. The New Lexicon Webster`s Dictionary of the English Language, U.D.A. 1987.
২৪৭. The New Encyclopaedia of Britanica in (Chicago : 1974-1984), ed.15th, Vol.10.
২৪৮. W.H. Hudson, An introduction to study of literature (London: Harap and co. 1949).
২৪৯. W.Right, Comparatives grammar of Semitic language (London : 1923 E.).